

विद्यया ऽमृतं अश्नुते

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

খণ্ড

পুরাবৃত্তেতিহাস-পুণ্ড্রবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-
দেয়াতক/মাসিক পত্র ।

৪ পত্র ।

বাণীশ্রুত/মশন-যন্ত্রে মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

শকাব্দ ১৭৮৮ ।

LIBRARY

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা।	পৃষ্ঠা।	পৃষ্ঠা।	পৃষ্ঠা।
অওরঙ্গজেব পাদশাহের	কুক্কুর ২৭৩	লোক সমুচ্চয়, ৪৫	মহীচিকা, ১১২
চরিত্র, ২৩৯	কোরাণা-জাতির বিবরণ, ১৪৫	নাদির শাহের জীবন-বৃত্তান্ত, ২৫	মাগ্নাকাটা সন্দেহপত্র, ১১১
অকবর শাহ, ২৫২	কৃতবিদ্যা যুবকগণের সাং-সারিক কষ্ট ও মনের	শ্রমের মাসান্তর্ধান, ২৫২, ২৭৭	মারোনাইট এন্ড ডুস-নামক ধর্মসম্প্রদায়ের
অশ্ব, ২২৭	অস্থখ, ২১২	শ্রমগুণের সমালোচন, ২০৭, ২৪১, ২৬৪, ২৮৮, ২৩৪	বৃত্তান্ত, ২৪১
অস্থ্যধারদেহ জীব-জিগের বিবরণ, .. ৬০	গন্ধকাচল, ২৭২	পিতৃভক্তির অসাধারণ উদাহরণ, ২৭	মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, ১৫, ৬৫
আন্দামান দ্বীপসংহতি ও তন্ত্রবাসিগণের বৃত্তান্ত, ২৫৫	গবাদি শ্রেণীর বিবরণ, .. ২০৪	পৃথীরাজের বৃত্তান্ত, .. ১০	মৌজিলনের জীবন বৃত্তান্ত, ১৫৫
আমরা কেন ভোজন করি? ১৩৯	জাপান ও জাপানীয়দি-গের বৃত্তান্ত, ৫১	বংশবৃত্তার আখ্যান	মধুমক্ষিকা, ১১৪
আমরা কি প্রকারে শ্রবণ করি? ২৮১	জীব-সঞ্চারবর্ণাদি স্তেন নিরূপণ, ৩১	ভাগ, ৮৮, ১৩৫	রসায়ন-বিদ্যা সার, .. ৬২
আশ্চর্য-পদার্থালয় ও পশুপালিকা, ৫৭	তরপদি জীবদিগের সা-ধারণ বিবরণ, ১১	বেলিন রাজ্য, ১৭৭	রাজপুত্র ইতিহাস, ৬৭, ২১৪
ওয়ালাকিয়া ও মোলডে-বিয়া দেশের বিবরণ, ১২	তাত্ত্বজাতির বিবরণ, .. ১১	বিখ্যাতের জীবন চরিত্র, ১২৩, ২০২	লাইটহোন্স বা আলো-কম্বু, ৪২
কইপস্ জন্তু, ১৩	তিলোত্তমা-সম্বন্ধ কাব্য, ১৩১	ভারতবর্ষে যোগল রা-জ্যের অভ্যয়, ৭৩	লিমুর পশু, ১৮৬
কাপোতকগণের বিবরণ, ১৩৭	তুর্কজাতির বিবরণ, .. ১১	ভূমিকা, ১	লোহ পথ, ৪০
কাফরী জাতির বিবরণ, ২১৭	তুষারদ্বীপ ও তুষারগিরি, ১১৮	মঙ্গোপাকের জীবন বৃত্তান্ত, ১২৭	শিবজীর জীবন বৃত্তান্ত, ২২৫
	হিপুদোদন্তী, ১৩		সর্প-গরল, ৬২
			সূর্য, ২৪২
			হরিণাদি জীবদিগের বিবরণ ১৩০

এতৎপর্বস্থ চিত্রসকলের সূচী।

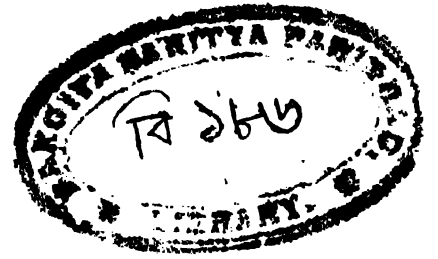
অওরঙ্গজেব পাদশাহ ২৩৯	কাফরিদিগের বিদেশ যাত্রা ১৭	তুর্কদিগের প্রতিমূর্তি, .. ২	লোহপথের লোহসেতু, ৪৪
অকবর শাহ, ২৫৩	কুক্কুর ২৭৩	নাদির শাহের প্রতিমূর্তি, ২৬, ৭৪	ব্রিটিশ মিউসিউম-নামক
অশ্ব, ২২৮	কোরাণাজাতির প্রতিমূর্তি ১৪৬	পাকিস্তানের প্রতিমূর্তি, .. ১৭০	আশ্চর্য-পদার্থালয়ের
ইটক শেতু পথ, ৪২	গান্ধি, ২০৭	ফালো বা ঈষদুক হরিণ, ১৬০	প্রবেশদ্বার, ৫৮
ওয়ালাকিয়ার ডাকগাড়ি ১২	টাইঘরের মন্দির, .. ২৮	মধুমক্ষিকা, ১১৫	সুলতান নগরী, ২৪১
এডিস্টোণ-আলোকসম্বন্ধ, ৪২	ট্রাম পথ, ৪০	যোহন রাজা মাগ্নাকাটা	
কইপস্ জীব, ১৪	তরপদিজীব, ২৪	স্বাক্ষর করিতেছেন, ১২১	
কাসোত, ১৩৮	তাত্ত্বজাতির মূর্তি ১২৪	লিমুর পশু, ১৮৭	

CONTENTS.

	<i>page</i>		<i>page</i>		<i>page</i>		<i>page</i>
Aborigines of Africa, The—The Caffres on a March, ..	217	Horse, Natural His- tory of the, ..	27	Notice of the Kaurava Biyoga Nataka, ..	20	Sulphur mountains of Ireland, ..	273
Akbar, Life of, ..	252	How do we hear? ..	24	Notices of New Books— Shámacharana Sa- rakára's Vyávasthá Darpana,	141	Snake Poison, ..	69
Andamans and the Andamanese, The, ..	255	Icebergs,	11	Notices of New Books, 20, 70, 164, 186, ..	234	Sun—its shape, size, height, distance, from the earth, &c. The,	209
Analysis of Vúsava- dattá,	88, 135	Introduction,	1	Pigeons and their Congeners, The, ..	137	Tartars of Central Asia, The,	193
Aurangzeb, Life of, ..	269	Japan and the Ja- panese,	52	Sithvi Raj, the last Hinduking of Del- hi, Life of,	10	Turks, History of the,	2
Babylon, History of, ..	177	Lemur and its Con- geners, The,	186	put Independenee, the Fall of,	214	Tilottamá-sambhava, an Epic Poem in Bengali blank verse,	73, 104
Bee, The,	114	Lighthouse,	49	outs, History of the, ..	67	Vásavadattá, Ana- lysis of the,	88, 135
Cape Colony and the Hotten- tots,	145	Magna Charta,	121	Natural Histo- ry of the,	246	Visvámitra, Life of, ..	123, 204
Cattle, Domestic, ..	202	Magellan's Voyages, ..	155	Remnants, their ge- nric characters, ..	159	Vertibrate Animals, ..	60
Chemistry,	62	Maronites and the Druses, The,	241	Roads, Tram- roads, &c.	40	Wallachia, Travelling Post in,	19
Coipus, The,	13	Málavika Agnimitra of Kálidása, The, ..	15, 65	Síji, Life of,	113, 225	Why do we eat? ..	169
Dogs, The,	273	Mirage,	112	Sakrit Familiar Exam- pls illustrated,	45	Zoological Classifi- cation,	32
Ducks, The,	93	Mogul Dynasty of India, Fall of the, ..	73				
Druses, The,	24	Mungo Park, Life of, ..	197				
Filial Piety,	97	Museums and Me- nageries,	57				
Hindus, Causes of disagreement be- tween the educated and non-educated, ..	219	Nadir Shah, Life of, ..	25				
		Nárada in Illusion (An Allegory), ..	259, 277				

বিবিধার্থ-সম্ভূহ,

অর্থাৎ



পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব]

শকাব্দ ১৭৮১, বৈশাখ।

[৩১ খণ্ড

ভূমিকা।



খপাতার অনুক-
ম্পায় বিবিধার্থ-
সম্ভূহের ষষ্ঠ পর্ব
আরম্ভিত হইল।
ইহার সম্পাদনে
আমরা সর্বতো-
ভাবে তৎপর থা-
কিব, ইহা সানুক-

ম্প-পাঠক বৃন্দের নিকট অঙ্গীকার করা আবশ্যিক,
যেহেতু গতবর্ষে নানাবিধ কার্যিক ও বৈষয়িক অনু-
রোধে আমরা পঞ্চম পর্বের নির্দিষ্ট আদেশ খণ্ড
প্রকটিত করিতে সক্ষম হই নাই। ঐ ত্রুটির নিমিত্ত
খিন্মচিত্ত আছি, এবং বিবিধার্থানুরক্ত পাঠকমণ্ডলী
অপ্রীত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহার কালনার্থে
আমরা কএক জন সুধীর আশ্রয়ের সাহায্যে

উক্ত পর্বের অবশিষ্ট কএক খণ্ডের প্রকটনে সপ্রমত্ত
হইয়াছি, ভরসা করি অবিলম্বে অভীষ্ট সিদ্ধি-
করিতে সক্ষম হইব। অপর সেই উদ্যমে বর্তমান
বর্ষের বিবিধার্থ-সম্ভূহ অনিয়মে প্রকটিত না হয়
এই অভিপ্রায়ে তাহারও প্রারম্ভ করা হইল;
সুতরাং অধুনা পঞ্চমের শেষ ও ষষ্ঠের আদ্য
যুগপৎ প্রকটিত হইবে। ইহাতে পর্বের আয়তন
পূর্বাপর তুল্য থাকিবেক এবং গ্রাহ্যতা বার্ষিক
মূল্য অগ্রে প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট
আমাদিগের অঙ্গীকার রক্ষা পাইবে; অণ্ড
বর্তমান বর্ষে যথানিয়মে বিবিধার্থ প্রকটনের
ব্যঘাত হইবেক না। ভরসা করি এই উপায়ের
অবলম্বনে গ্রাহকমণ্ডলী পরিতুষ্ট হইবেন। তাঁহারা
বিবিধার্থের পর্বপঞ্চকের আলোচনায় আমা-
দিগের প্রতি সম্যক অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া-
ছেন; অতএব অনিচ্ছাধীন ত্রুটি হইলে তাহার
মার্জনা করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হইবেন না,
ইহা অবশ্য সস্তাবনীয়।



তুর্কদিগের প্রতিমূর্তি ।

তুর্কজাতির বিবরণ ।



কক্ অতি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, ইউরোপ, আশিয়া ও আফ্রিকা এই খণ্ডত্রয়ে ইহা স্থিত আছে। ঐ দেশবাসীদিগকে তুর্ক বলা যায়। তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; ওসমানলী ও রায়াস। তন্মধ্যে ওসমানলীরাই প্রধান ও প্রবল। তাহারা যে সকল দেশ জয় করিয়াছে, 'তন্নিবাসীরা শেষশ্রেণীভুক্ত। তাহাদিগের কতকগুলি জাতি ব্যক্তিগতকৈ অধিকাংশ খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী। তাহাদিগের মনুষ্য প্রতি জর্জিয়া নামক হীনতাজ্ঞাপক অতি হেয় কর অবধারিত আছে; ওসমানলীদিগের প্রতি সেকণ নাই। ধর্মনিবন্ধন কর্মনিবন্ধে প্রকৃত

তুর্কদিগের যাদৃশ স্বাধীনতা আছে, রায়াসদিগের তাদৃশ নাই।

প্রকৃত তুর্ক অপেক্ষা রায়াস অর্থাৎ প্রাকৃত তুর্কদিগের সংখ্যা অধিক। তুর্কজাতি ভাষা পরিচ্ছদ ও কায়িক সৌষ্টব বিষয়ে অপরাপর জাতিহইতে বিভিন্ন হইয়াছে। ইহারা আশিয়া-খণ্ডে গোবী-মরুভূমিহইতে তুমখাঙ্গাগর পর্যন্ত এবং সিবিরিয়ার উত্তর হইতে পারস্যখণ্ড-পম্যন্ত বহুলরূপে বিস্তৃত আছে। তুর্কজাতির মধ্যে সপ্ত গোষ্ঠী প্রধান। ঐ সকল গোষ্ঠীর অন্তর্গত অনেক গোষ্ঠী আছে। তন্মধ্যে এহলে ওঘুজ, শেলজুক এবং ওসমানলী গোষ্ঠীত্রয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ ওঘুজ। একপ প্রবাদ আছে যে তুর্কদি-

গের সাধারণ আদিপুরুষ কারা খাঁর পুত্র ওঘুজ
অতিপূর্বকালে (ইবাহিমের সময়ে) এক পরাক্রান্ত
রাজা ছিলেন। তুর্ক স্থান তাঁহার রাজ্য ছিল।
পারস্যদিগের মধ্যে তাহা তুরান নামে পরিজ্ঞাত
আছে। তাঁহার উত্তর কালের অধিকারীদিগের
সময়ে রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। রা-
জ্যের পূর্ব ভাগের শাসনকর্তা তিন ব্যক্তি ছিলেন,
তাঁহারা চীনদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যের বৃদ্ধি করিয়া-
ছিলেন। অপর তিন ব্যক্তি অকশম ও জাকসার্টস
নদীদ্বয়ের চারিদিকের অধিপতি হইয়াছিলেন।
শেষোক্ত তিন জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ওঘুজ এবং
দ্বিতীয় ব্যক্তি সেলজুকদিগের আদিপুরুষ ছিলেন।
তৃতীয় ব্যক্তি হইতে ওসমানলীরা উদ্ভূত হয়।
বহুকালাবধি পারস্যদেশীয়দের সহিত ওঘুজ-
দিগের বিবাদ ছিল। পরে আরব জাতির সহিত
তাহাদের বিবাদ ঘটে। তাহারা ইং ৭১১ অব্দে
বোখারা ও সমরকন্দ অধিকৃত করিয়াছিল।
শেগড়া খাঁ হারন ৯৯৯ খ্রীষ্ট অব্দে চীন-রাজ্য
পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তারিত করিয়াছিলেন। একা-
দশ শতাব্দীতে গৃহবিচ্ছেদ ঘটয়া তাহাদের সাম্রা-
জ্য সেলজুকদিগের হস্তে পতিত হয়।

২। সেলজুক নামা একজন ওঘুজদিগের অধীনস্থ
ব্যক্তি ইহাদিগের পূর্ব পুরুষ ছিলেন। তাঁহার
যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল; উল্লিখিত শেগড়া খাঁ হার-
নের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ-ঘটনা হইলে তাঁহার
বংশের প্রাদুর্ভাব বর্জিত হইতে থাকে। তাঁহার
পুত্র তোগরল একাদশ শতাব্দীতে এক স্বাধীন
মুসলমান রাজা হইয়া ছিলেন। বোগদাদে তাঁ-
হার বিক্রম প্রকাশ পাইয়াছিল। বোগদাদের
তৎকালীন খলীফা উল্কাএম-বি-অমর অল্লা তাঁ-
হার সহায়তায় পারস্যাদিপের বিবিধ পীড়ন-
হইতে মুক্ত হন। এই উপকারহেতু তিনি তো-
গরলকে অমীর-উল-ওমরাও অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাধি-

শ্রেষ্ঠ উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার
সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন; ও স্বয়ং
তোগরলের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। তোগ-
রলের উত্তরাধিকারী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আ-
সলমান। তিনি তুর্কস্থানের অধিকাংশ পারস্য-
দেশের উত্তর পশ্চিম ভাগ, আর্মিনিয়া, জর্জিয়া,
এবং মিসপোটেমিয়া প্রভৃতি কএক স্থান অধি-
কৃত করিয়াছিলেন। গুর্কদিগের সহিত তাঁহার
তুমুল বিবাদ সঙ্ঘটিত হয়। তাহাতে তিনি
জয়ী হইয়াছিলেন ও বিপক্ষদিগের সমুদায় রোমে-
নসকে বন্দী করেন। প্রসিদ্ধ নিজাম উলমুলক
তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র মলিকশাহ
আশিআ-মাইনর-প্রদেশের অধিকাংশ অধিকৃত
করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা একশত পঞ্চাশ
বৎসর পর্য্যন্ত আশিআ, মাইনর, সুরিয়া, মিস-
পোটেমিয়া, আর্মিনিয়া, পারস্যদেশের কিয়দংশ
ও তুর্কস্থানের পশ্চিমাংশের অধিবাসী ছিলেন।
গৃহবিচ্ছেদ হওয়াতে তাহাদের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া
যায়। সেলজুকদিগের সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান
এই বংশের দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ছিলেন। ১২০৭
খ্রীষ্টাব্দে মোগলদিগকর্তৃক তিনি বিনষ্ট হন। তৎ-
পরে সাম্রাজ্য নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটাতে
তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। একটী বিভাগব্যতি-
রেকে সকল বিভাগ সেলজুকদিগের অধিকারে
থাকে।

৩। ওসমানলী। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে
তুর্কজাতির অন্তর্গত অনেক গোষ্ঠী আছে। এ
সকল গোষ্ঠীর মধ্যে কেআই এক গোষ্ঠী।
কেলাপ তাহার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার
পুত্র সুলেমানশাহ খোরাশানে থাকিতেন। তিনি
দিগিজয়ী চঙ্গিজ খাঁর ভয়ে ইং ১২০৪ অব্দে তথা
হইতে পলাইয়া আইসেন এবং নিজ পঞ্চাশত
সহস্র অনুচরকর্তৃক সমেত আর্মিনিয়ার অন্তঃপাতি

অর্জেনজাঁ ও আখলত এই দুই স্থানে বসতি করেন। সেলজুকদিগের সুলতান আলাউদ্দীন খো-রাসান অধিকৃত করিলে, সাত বৎসরের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইয়া পশ্চিম-মধ্যে জাবরের নিকট ইউক্রেটিস নদী অবতরণ করিবার সময়ে জলে মগ্ন হইয়া যান। তাঁহার অরণ্যে তাঁহার স্বজাতিয়েরা তথায় এক সমাধি-মন্দির নির্মিত করে, তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। অনন্তর সুলেমানশাহের সঙ্গীদিগের কিয়দংশ খোরাसानে আসিতে লাগিল। অবশিষ্ট দল সুলেমানের এক পুত্র এর তর্গলের বশবর্তী হইয়া আলাউদ্দীনের আশ্রয়ে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিবার স্থির নিশ্চয় করিল। এই অভি-প্রায়ে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া তাহার দৈখিল যে আলাউদ্দীনের সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে, ইহাতে তাহার আলাউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহাদিগের সাহায্য থাকাতে সুলতান যুদ্ধে কৃতকর্ম্য হইতে পারিয়াছিলেন। অপর এর তর্গল তাঁহাকে মোগল ও গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করণে বারংবার সাহায্য প্রদান করাতে তিনি পরমাক্সাদপূর্বক তাঁহাকে নিজাধিকারবর্তী এক প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করে যে বাইজ্‌টাইন-দেশীয়েরা আক্রমণ করিলে তিনি সম্মুখ রক্ষা করিবেন। ইং ১২৮৮ অব্দে এর তর্গলের মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তান ওসমান। তিনি প্রস্তাবিত গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ ছিলেন। তাঁহাহইতে তাহার ওসমানলী নামে খ্যাত হইয়াছে।

ওসমান তুর্কসাম্রাজ্যের সংস্থাপন কর্তা, এবং বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ। কিংবদন্তী আছে, তিনি স্বপ্নে দৃষ্টি করিয়াছিলেন যে তাঁহার ক্রোড়ে এক বৃক্ষ জন্মিয়া পৃথিবীকে ছায়া করিয়া রহিয়াছে। অগ্নের তাৎপর্য এই উপলক্ষ

হয় যে তাঁহার বংশজেরা ধরণীর অধিপতি হইবেক। ওসমান কাল্যকালহইতে অতি সাহস-বিত ছিলেন। তিনি গ্রীক ও পারস্য দেশীয় মোগল জাতির ভয়াপদ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি গ্রীকদিগের এবং আশিয়া-মাইনরস্থ কতকগুলি সেলজুকীয় সামান্য রাজগণের অধিকার জয় করিয়া প্রাদুর্ভূত হন। পরে ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে বুশা-নগর অধিকৃত করাতে তাঁহার শৌর্য্যগুণ সর্বতোভাবে প্রচলিত হয়। ওসমানলীরা ইং ১০২১ অব্দে বসকোরস্‌ জলসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া কনষ্টান্টিনোপল-নগরে আইসে। ১০২৩ অব্দে ওসমান তরীয় উত্তরাধিকারি অর্কখাঁকে আপন সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রদান করিয়া পরলোকে গমন করেন।

অর্কখাঁ ওসমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি নানা দেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন, এবং রাজ্যের কার্যনির্বাহোপযুক্ত কতকগুলি সাধারণ রাজনীতি ও সৈনিক নিয়মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার ভ্রাতা আলাউদ্দীন তরীয় প্রধান মন্ত্রিত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদিগের মাজলিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; ও টাকশালার ও প্রজাদিগের পরিচ্ছদ-বিষয়ক নূতন নিয়ম সিদ্ধ করেন। যদিও ওসমান অতি প্রসিদ্ধ ও বলবান হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি অধিশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হন নাই, তাঁহার সময়ে সেলজুকেরাই তুর্ক দেশের অধিশ্বর ছিল। ভ্রাতার পরামর্শ লইয়া অর্কখাঁ আপন নামে খুতবা * পঠিত ও মুদ্রা অঙ্কিত এবং প্রচারিত করান। তাহাতেই ওসমানলীরা কোনিয়া-প্রদেশস্থ সেলজুকদিগের অধীনতাশূন্য হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়।

* সুলমানেরা নেমাজের সময় জুমাখীকে, আশীয়ার সূর্যক যে মন্ত্র পাঠ করে তাহার নাম খুতবা। স্বাধীন রাজা যাহােই আপন নামে খুতবা পড়াইয়া থাকে।

তুর্ক সুলতানদিগের মধ্যে অর্কখাঁই ইউরোপ-
খণ্ডে প্রথম পাদার্পণ করেন। তিনি উপর্যুপরি
গ্রীকদিগের সহিত অনেক বার বিগ্রহ করিয়া-
ছিলেন। অনন্তর গ্রীকদিগের সম্রাট কাটাকুজিনস
তাঁহার সহিত নিজ দুহিতার পরিণয় সম্পন্ন
করিয়া উভয়ে প্রীতিবন্ধ থাকিবার চেষ্টা করিলেন;
কিন্তু সে চেষ্টা কলোপধায়িকা হইল না। অর্ক
খাঁ এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সুবাদসত্ত্বেও বিব্রঙ্কাচরণ
করিতে পরায়ুখ হইলেন নাই। অপর তাঁহার
পুত্র সলিমান অল্প সঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে
লইয়া ইং ১৫৫৪ অব্দে ডার্ডনেলস্ জলসঙ্কট পার
হইয়া গালিপোলী-নগরের নিকট অধুনাতন, চিম্বী-
নামক দুর্গ হঠাৎ অধিকৃত করিয়া লন। ইউ-
রোপ-খণ্ডে তাহাতেই তুর্কদিগের স্থিতির দৃঢ়তা
জন্মিয়াছিল। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে (ইং ১৩৭৫)
অব্দে অর্ক খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার সাম্রাজ্য
নানাভাগে বিভক্ত ছিল। পাশা-উপাধি-বিশিষ্ট
কর্মচারিদ্ভারা এ বিভাগের প্রত্যেকের শাসন
কার্য সম্পাদিত হইত। পাশা এই কথাটী অতি
প্রাচীনকালহইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তুর্ক
ভাষায় ইহার উচ্চারণ ‘পাএ শাহ’; অর্থাৎ রাজার
চরণ। পূর্বকালে পারস্যাদিপের মজিররা তাঁহার
পদ হস্ত চক্ষু কণ বসিয়া বর্ণিত হইত, এবং এ তুলনা
হইতেই পাশা-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তুর্কদিগের
মধ্যে ওশমানের সময়ে পাশা উপাধি ব্যবহৃত
হয়। অর্ক খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র
মুরাদ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাহার
কিঞ্চিৎ পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমানের অশ্ব-
হইতে পতিত হওয়াতে মৃত্যু হইয়াছিল।

নবরাজ প্রথমহইতে কেবল রাজ্যব্যবস্থাকরণেই
সকলপ করেন। ইং ১৩৩১ অব্দে এড্রিয়ানোপল্ স্থান
তাঁহাকর্তৃক অধিকৃত হয়। তৎপরে বৎসর কিনি-
পোলী প্রদেশ তাঁহাধারা জীত হওয়াতে সমস্ত

ইউরোপ-খণ্ডে তুর্কজাতির নাম ভয়াবহ হইয়া
উঠে। সোভাগ্যের চমৎকার মোহিনী শক্তি
আছে; একবার ইহার প্রাদুর্ভাব জন্মিলে শিশু
তাহার হ্রাসতা হয় না; প্রত্যুত তখন যাবতীয়
সুলক্ষণ একত্র সমাবেশিত হয়। প্রস্তাবিত সময়ে
তুর্কদিগের সোভাগ্যরূপ সূর্য উদিত হইয়াছিল;
সুতরাং তাহাদিগের শত্রুদিগের সমূহ শত্রুতারূপ
মেঘ কোনক্রমে তৎকালে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন
করিতে পারিল না। হজেরী, বসনিয়া, সর্বিয়া,
ইত্যাদি অনেক স্থানের রাজাগণ একবাক্য ও এক
পরামর্শ হইয়া তুর্কদিগের প্রতি শত্রুতা করিতে
লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপে তাঁহাদিগের অভিষ্ট
সিদ্ধ হইল না। সর্বিয়ার রাজা লাজেরস্ তুর্ক-
রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া আপনি বিপদে
পতিত হইলেন; মুরাদের পুত্র বায়াজেদ তাঁ-
হাকে বন্দী-করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার
সঙ্গে সর্বিয়াদেশের অনেক প্রধান ব্যক্তির বন্দী
হন। এ বন্দীকৃত ব্যক্তির মুরাদের সম্মুখে নীত
হইলে তাহার মধ্যে মিলোশ কেবিলো নামক
এক ব্যক্তি তাঁহার পাদাবনত হন, পরে সুযোগ
বুঝিয়া আপন বস্ত্রহইতে এক ছুরিকা বাহির
করিয়া তাঁহাকে আঘাত করেন। মুরাদ তাহাকে
এবং সর্বিয়ার অধিপতি লাজারস্কে তৎক্ষণাৎ
বিনষ্ট করিলেন এবং আপনিও সেই আঘাতে
গতায়ু হইলেন।

মুরাদের সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজেদ রাজ্যাধি-
কারী হইয়া সুলতান উপাধি গৃহণ করেন; তৎ
পূর্বে তাঁহার বংশের আর কাহারো এ উপাধি
ছিল না। তিনি অতি ক্রুর ছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে
বধ করা তাঁহার প্রথম কীর্তি হইয়াছিল। তাঁহার
সাহস ও যুদ্ধশক্তির প্রশংসা করিবার আবশ্য-
কতা নাই, সর্বিয়ার রাজা লাজেরস্কে বধন
করাতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর

তিনি ইউরোপ ও আশিয়া খণ্ডে অনেক স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। উক্ত খণ্ডে ইউক্রেটিন নদী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তারিত হইয়াছিল। পরন্তু তিনি প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ তৈমুর শাহের নিকট বিজিত হইয়াছিলেন। আজোরা নগরের যুদ্ধে তিনি বন্দী হন ও বিপক্ষ শিবিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বায়াজেদের অধিকার-কালে বিচার-কার্যের সুপ্রণালী-রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ ব্যবস্থা প্রস্তুত হইয়াছিল।

আজোরার যুদ্ধের পর তৈমুর শাহ সেনাজুক জাতীয় রাজগণকে তাহাদিগের ভ্রুষ্ট অধিকারের অধিকাংশ প্রত্যর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাদিগের ঐ অধিকার লইয়া পরস্পর গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে বায়াজেদের ইশা, সলিমাম, ও মুহম্মদ, এই পুত্রত্রয় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। পরিশেষে মুহম্মদ, সুলতান হইলেন, ইশা মিসরদেশ ও মুশা বিবাদে বিনষ্ট হইলেন।

মুহম্মদ সৌন্দর্য্য, সাহস, বল এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল দীর্ঘ ছিল না বটে; কিন্তু অল্পকালমধ্যে তিনি রাজ্যের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৈমুর শাহের আক্রমণ করিবার পূর্বে তাঁহার পিতার রাজ্য যেকোন বিস্তারিত ছিল, তিনি তদপেক্ষা সুবিস্তৃত রাজ্য নিজ উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সুলতান মুরাদকে প্রদান করিয়া পরলোকে গত হন।

সুলতান মুরাদের স্বভাব অতি আশ্চর্য্যজনক। রাজ্যের বৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহার একান্ত যত্ন ছিল, অথচ তাঁহার তুল্য কুশলপ্রিয় ও বিবর-ভোগে বিমুগ্ধ ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি দুই বার রাজ্যহইতে অবসৃত হন, ও দুইবার রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈন্যদিগের প্রাথনাক্রমে রা-

জ্যভার গৃহণ করিয়াছিলেন। ইং ১৪৪৪ অব্দে হজেরীদেশের অধিপতি লেডিসলসের সহিত সন্ধি সঙ্ঘটিত হইলে তিনি স্বীয় পুত্র মুহম্মদের হস্তে রাজ্য-সমর্পণ করণ-পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া পদার্থ-বিদ্যার অমুশীলনে ব্যাপ্ত থাকেন। কিন্তু কার্ডিনল জুলিয়ন শিসেরিগী নামা কোম ব্যক্তির মন্ত্রণাপরবশ হইয়া লেডিসলস সন্ধির বিরুদ্ধে সন্ধি হইবার দশ সপ্তাহ পরেই তুর্কদেশ আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করেন। অমঙ্গল-সঙ্ঘটন বিশ্বাস-ঘাতিতার অমোঘ দণ্ড। লেডিসলসকে কৃতাপরাধের নিমিত্ত অবিলম্বে সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল; যেহেতু তুর্কীয় জানিজারী সৈন্যেরা, মুরাদের নিকট আসিয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার মনস্তোষণ-পূর্বক রাজ্যভার গৃহণ করিতে তাঁহার প্ররীতি জন্মাইল। তিনি যুদ্ধার্থ সৈন্যসহিত রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া নিজ জ্যায়পরতার প্রকৃত কল লাভ করিলেন। তুর্কসৈন্যেরা লেডিসলসের মস্তক ছেদন করিয়া সমারোহ-পূর্বক আপমানন দলে লইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল হজেরীর অধিপতির একপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল, এমনত নাহে; যে দুরাত্মা তাঁহাকে ঐ অন্যায় কর্মে প্রবর্তিত করে, সেই জুলিয়ন তুর্কীয় সম্পত্তি অপহরণ করিয়া নদী পার হইয়া পলায়ন করিবার সময়ে পরমেশ্বরে ছায় ধর্মের ভরে মগ্ন হইয়া গেল, জলহইতে আর উঠিতে পারিল না। এই ঘটনাতে স্পষ্ট উপলক্ষি হইতে পারে যে যে ব্যক্তি আপনার ইচ্ছাক্রমে কু-কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়, আর যে অন্যকে অসৎমার্গে আনিত করে, তাহারা উভয়েই সমকলভাগী।

মুরাদ ইহার পর পুনরায় রাজ্যত্যাগী হন, পরন্তু জানিজারীদিগের মধ্যে বিদ্রোহ-ঘটনা হইলে, তন্নিবারণার্থ তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যে আসিতে হইয়াছিল।

মুরাদ যুদ্ধ-বিষয়ে অতি যোগ্য ছিলেন। তিনি গ্রীসদেশের কতিপয় প্রদেশ জয় করেন, কনষ্টান্টিনোপল নগর আক্রমণ, এবং ওয়ালাকিয়া রাজার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। ইং ১৪২১ অব্দে রাজ্যাধিকারী হইয়া ১৪৫৩ অব্দে তিনি গতায়ুঃ হন।

দ্বিতীয় মুরাদের পুত্র দ্বিতীয় মুহম্মদ। তিনি পিতার সকল গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই, কিন্তু রণদক্ষতা-গুণের বিশেষ অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীকদিগহইতে কনষ্টান্টিনোপল নগর অপহৃত করণে আগ্রহী হন। এই অনিবার্য আগৃহাতিশয্যও চরিতার্থ হইয়াছিল। কনষ্টান্টিনোপলস্থ গ্রীক রাজার রাজ্য তিন ভাগে বিভাজিত ছিল, যথা কনষ্টান্টিনোপল, এড্রিয়ানোপল, ও ট্রিবিজন্ড। সমুদয় পদার্থ খণ্ড ২ হইলে অবশ্যই অশক্ত হইয়া থাকে। অপর, তত্রত্য প্রতিবাসীদিগের মধ্যে ধর্মকর্ম নির্বাহের বিষয় লইয়া তৎসময়ে বিবাদ হইতেছিল। মুহম্মদ এই অবকাশে এই নগর হস্তগত করণোদ্যত হইয়া ৫৩ দিবস আক্রমণের পর কৃতকর্ম্য হন। কনষ্টান্টিনোপলের অধিপতি কনষ্টেন্টাইন, পালিওলোগস্ এই আক্রমণে নিহত হন। তুর্কেরা গ্রীকদিগের এই মহানর্থ এত শীঘ্র অপহরণ করিতে পারিত না। পরন্তু তৎকালে ইউরোপ-খণ্ডে প্রায়ঃ সকল সজ্জতিপন্ন জাতি বিবাদে ব্যাসক্ত অথবা অন্য কোন কারণে দুরবস্থ ছিল, সুতরাং কনষ্টেন্টাইন সমধিক সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতে অবশ্য হন। কেবল জর্মনী-দেশের অধিপতি ফ্রেডরিক তাঁহার সাহায্যার্থ কএক খানি জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিশিষ্ট ফল দর্শান সম্ভবপর নহে। যাহা হউক রোমানদিগের বিখ্যাত সম্রাটের কনষ্টেন্টাইনকর্তৃক এই স্থানের নির্মাণের একাংশ-শত ব্রহ্মবিংশতি বৎসর পরে এই নগর

তুর্কদিগের হস্তগত হয়। মুহম্মদ হতভাগ্য কনষ্টেন্টাইন বাদশাহের প্রাসাদ আপন অন্তঃপুর করেন, এবং সাস্তা-সোফিয়া নামক তথাকার প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ গির্জা ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্তে মসজিদ নির্মিত করেন। কিন্তু তিনি অধিকৃতদিগের ধর্মবিষয়ক আচার ও ব্যবহারের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার ব্যাঘাত দেন নাই। তিনি শিষ্প সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের উন্নতি করিবার নিমিত্ত অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং স্বয়ং বিদ্যান ও নানা ভাষাজ্ঞ ছিলেন। বিদ্যাবিশয়ে তাঁহার এতাদৃশ যত্ন ছিল যে বর্তমান-পূর্বক ইটালী রাজ্যহইতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আনয়নপূর্বক কনষ্টান্টিনোপলে রাখিতেন।

মুহম্মদ কনষ্টান্টিনোপল ব্যতিরেকে গ্ৰিসরা-জ্যের, আরো অনেক অংশ অধিকৃত করিয়াছিলেন। সর্বিয়া, মলডেবিয়া, ওয়ালাকিয়া, জর্মনী, হজেরী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। আশিয়া-খণ্ডেও অনেক স্থান তাঁহার অধিকৃত হয়। কলতঃ তাঁহার অধিকার তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশেষ বৃহৎ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইং ১৪৮১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহাতে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বেয়াজেদ রাজ্যাধিকারী হইলেন।

ইহার সমস্ত রাজ্যকাল অসুখেই পর্যাবসিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহার ভ্রাতা জেম ইহার সব্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন; অনন্তর মিসর, বিনিস্ হজেরী পোল্ড ও অট্রিয়া এই সকল রাজ্যের সহিত বিবাদ সংঘটন হয়। শেষদশায় সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হইলে তাহার সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে জানিজারী সৈন্যেরা তাঁহার অবশবর্তি হইল, আর সেলিম তাঁহার

বিপক্ষতা করিতে লাগিল। এই সকল দুর্ঘটনার নিবারণ করিতে না পারিয়া তিনি সেলিমকে রাজ্য পরিত্যাগ করেন। কিয়ৎকালের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুলতান সেলিমের চরিত্র প্রশংসার যোগ্য নহে। তিনি অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলেন। রাজ্যাধিকার গৃহণ করিবার কিয়ৎকাল পরেই তিনি ভ্রাতা করখদ ও পঞ্চ ভ্রাতৃস্বপ্নকে হতজীবিত করেন। পরে তাঁহার ভ্রাতা অহম্মদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করেন। পরন্তু তিনি কমতাপন্ন ছিলেন। পারস্যাদিগণ ইসমাইল শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তব্রিজ নগর অধিকৃত করেন। অনন্তর অলা-এ-দোলতের সহিত তাঁহার বিগৃহ ঘটে। অলা-এ-দোলৎ অর্মিনিয়া, কুর্দিস্তান, সুরিয়া এবং কারামেনিয়ার অধিকাংশের রাজা ছিলেন। সেলিম তাঁহাকে বিজিত করিয়া তাঁহার সমস্ত অধিকার তুর্কীয় রাজ্যে সম্মিলিত করেন। ইহার পর তিনি ১৫১৩-১৭, অর্থাৎ সুরিয়া সমেত মিসরদেশ অধিকৃত করিলেন। তৎকালে মিসরদেশ মামলুক জাতির অধীন ছিল। সেলিম, তোমালয়ে উপাধিবিশিষ্ট মিসরদেশাধিপতির প্রাণ বিনষ্ট করেন। ঐ অবধি মিসরদেশ তুর্কীয় সুলতানদিগের অধীন হইয়াছে। সেলিম এক সহস্র উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া মিসরদেশহইতে নানাবিধ অর্থ কনষ্টান্টিনোপলে আনয়ন করেন, কিন্তু এতাদৃশ সুবিস্তারিত রাজ্য ও অপরিমিত সম্পত্তি অধিক কাল তাঁহার ভোগ হইল না। অষ্ট বৎসর পরে ইং ১৫২০ অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

ধর্মবিষয়ে তাঁহার বিবেচন বৃদ্ধি ছিল। তিনি মতাবলম্বীদিগের প্রাণসংহার করা পুরুষার্থের কৰ্ম বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজ্যের শিখা মতাবলম্বীদিগের অধিকাংশের প্রাণ নষ্ট করেন।

সেলিমের পুত্র সেলিম ইং ১৫২০ অর্থাৎ হইতে ৩০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার ব্যবহার দৃষ্টে ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা তাঁহাকে “মহান” উপাধি দিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি এই উপাধির উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তিনি হজেব্রো-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার দ্বারদ্বকপ বেলগেউ দ্বীপ অধিকৃত করিয়া লন। ওয়ালাকিয়ায় রাজা বাদলকে তাঁহার আনুগত্য করিতে হইয়াছিল। ইং ১৫২৩ অর্থাৎ হজেব্রোর রাজা লুইশকে বিজিত করিয়া তদীয় রাজধানী গৃহণ করেন। আর্জিয়ায় বাদশাহ কর্ডিনাণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল, পরে সন্ধি হইয়া যায়। অনন্তর তিনি পারস্যাদিগণ শাহ তাহমাস্প বাদশাহরের সহিত যুদ্ধ করেন; এবং বুগ্জাদ ও অন্যান্য স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ বাদশাহের সহিত তাঁহার একপ স্থিরতা হইল যে তিনি তাঁহার বিদ্রোহি প্রজাদিগকে কোনরূপ সহায়তা করিবেন না। ইহাতে সেলিম যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। সেলিম বিনিসেব্র অনেক দ্বীপ অধিকৃত ও বারংবার কএক যুদ্ধে আর্জিয়ার সমুদ্র কর্ডিনাণ্ডকে পরাভূত করেন। কর্ডিনাণ্ড হজেব্রো অধিকার ভোগের নিমিত্ত তাঁহার কর-প্রদ হইয়াছিল।

সেলিমের যুদ্ধশক্তি ও তদীয় উপযুক্ত উপকরণ ছিল। এইরূপে ইংরাজদিগের নাবিক সৈন্য যে রূপে সর্বত্র অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেলিমের সময়ে তুর্কদিগের নাবিক সৈন্য সেই রূপে বিখ্যাত ছিল। তাহার ইউরোপ, আশিয়া ও আফ্রিকার অনেক স্থান অধিকৃত করিয়াছিল। সেলিম যেমন রাজ্য বিস্তারিত করিয়াছিলেন তেমন ব্যয়-নির্বাহের নিমিত্ত কর অবধারিত করিয়া অর্থের সংস্থান করিয়াছিলেন। অপর

তিনি অধিক্তদিগের সুখ ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে একপাশে অনেক উপায় করিয়াছিলেন। বিদ্যাদানের নিমিত্ত তাঁহারতক অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সাবধানতা সত্ত্বেও কতকগুলি দোষের নিমিত্ত রাজ্য হুসো-মুখ হয়। তিনি স্বয়ং সৈন্যদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেন, এবং রাজকার্য-নির্বাহের ভার দাওয়ানের প্রতি সমর্পিত করিতেন কিন্তু দাওয়ান কি কপে তাহা নির্বাহিত করিতেছে, সে বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করিতেন না। এই প্রকারে তত্তাবধান না থাকা প্রযুক্ত অধিক্তবর্গ প্রজাদিগের অর্থদ্বারা ধনপিপাসার শাস্তি করিত; কিন্তু তাহাদিগের কল্যাণ-সাধনে যত্নবান হইত না। অপর নূতন অধিকারের ধন পাইয়া প্রধানেরা ক্রমশঃ বিলাসশালী হইয়া উঠিল, নিকৃষ্টেরাও সামান্য-সৈন্য পর্য্যন্ত-তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে লাগিল; ইহাতে ক্রমে ক্রমে শৈথিল্যের প্রাদুর্ভাব জন্মিল। অপর সৈন্যেরা বিলাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ যুদ্ধ না করিয়া কিসে লুণ্ঠ করিবেক ইহাই তাহাদিগের সম্যক্ চেষ্টা হইল। এইকণ নানাবিধ কারণে তুর্করাজ্যের হ্রাসতাজ্জ্বল। সালমানের পুত্র দ্বিতীয় সেলিম ১৫২৩ হইতে ১৫৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তাঁহার অধিকার-কালে আরব্যের অন্তঃপাতি ইমম-প্রদেশ, ও বিনিমোর অধিকার সাইপ্রসদ্বীপ এবং স্পেনের অধিকার টিউনিসদেশ তুর্কদিগের অধীন হয়। সেলিম, প্রকাণ্ড খাল খনন-দ্বারা বলগা ও ডন নদী মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুলতান দ্বিতীয় সলিমের পুত্র, তৃতীয় মুরাদ। ইঁহার সময়ে (ইং ১৫৭৪ অব্দ হইতে ১৫৯৫ অব্দ) পারস্যাদিপের সহিত তুর্কদিগের যুদ্ধ ঘটনা হয়। তাহাতে তাহারা জর্জিয়া, দাগস্থান ও এরিকা

অধিক্ত করে। মুরাদ-মহিলাগণের ও তোষামোদকারী কর্মচারিগণের নিতান্ত বশবর্তী থাকিতেন তথাপি তাহার সময়ে রাজ্যের সমুন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার এক শত দুই পুত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে ইউরোপে তুর্ক, গ্রীস ও হজেগীর অধিকাংশ, এবং আশিয়া-খণ্ডে আর্মিনিয়া, জর্জিয়া, দাগস্থান, খুর্দিস্তান, মিসোপটেমিয়া, বুগদাদ, সুরিয়া, সাইপ্রস এবং আরব্যের অধিকাংশ, অপর আফ্রিকা খণ্ডে, মিসর, অলজিয়স এবং এটিউনিস এই সমস্ত প্রদেশ বিশাল তুর্ক সাম্রাজ্যের সম্বৃদ্ধি ছিল। কলতঃ তুর্কদিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব জন্মিয়াছিল। যে তাহাদিগের নামে রাজমুকুট ধারিরাও কম্পিত কলেবর হইতেন।

তৃতীয় মুরাদের পুত্র তৃতীয় মুহম্মদ। তিনি ইঁরাজী ১৫৯৫ অব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমস্ত কাল অষ্ট্রিয়াদেশীয়দের সহিত বিবাদে অতি বাহিত হয়; কিন্তু কোম পক্ষই বিজিত হয় নাই। অষ্ট্রিয়াদেশীয়েরা তুর্কদিগকে হজেগীর হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে তুর্করাও তাহাদিগকে তথা হইতে বহির্গত করিতে পারেন হয় নাই। ইউরোপের অন্যান্য রাজপুত্রের সহিত মুরাদের সন্ডাব ছিল, ইং ১৫৮৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অহম্মদ রাজ্যভার গৃহণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসর ছিল। পারস্যের বাদশাহ শাহ আব্বাসের সহিত বিবাদ করিয়া পরাভূত হইলে ইহাকে জর্জিয়া, ডাগস্থান ও ইরান পরিত্যাগ করিতে হইল। তৎপরে হজেগিয়াতে তুর্ক-সৈন্যদিগের দুরবস্থা ঘটনা হয়। তথাকার রাজা ক্রডলফ কতিপয় রাজগণের সহায়তায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তুর্কদিগকে কএক তুসুল সম্মুখে বিজিত করেন। তদৃষ্টে স্বীকার

করিতে হইবেক যে সে সময়ে তুর্কদিগের প্রবল পরাক্রমের হ্রাসতা জন্মিয়াছিল ফলতঃ সুলতান অহম্মদের পর পঞ্চপুরুষ পর্যন্ত তুর্ক-সাম্রাজ্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। এই সকল রাজারা প্রায়ই অক্ষম ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের আনুপূর্বিক উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। ১৩৫৩ অব্দে সুলতান-মুহম্মদের সময় মুহম্মদ কুপ্লী নামক কোন ব্যক্তি উজীরপদে নিয়োজিত হন। তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। রাজা আপনি অশক্ত হইলেও মন্ত্রিদ্বারা রাজ্যরক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রী অযোগ্য ও অসৎ হইলে রাজার মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। মুহম্মদ কুপ্লী কার্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহাদ্বারা তুর্ক সাম্রাজ্যের সঙ্ঘটিত দুরবস্থার অনেকাংশে প্রতিবিধান হইবার লক্ষণ হইয়াছিল। তুর্কেরা প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়ার বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার কতিপয় স্থান অধিকৃত করেন, কিন্তু তৎসমুদায় পরে রক্ষা-করণে তাদৃশ সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে কোন কোন স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা পোলণ্ডের রাজার সহিত বিবাদ করিয়া বকজিন্ নামে তাঁহার সুদৃঢ় দুর্গ অধিকৃত করে। পরন্তু এই সকল শুভানুষ্ঠানের পর উজীরের কার্যে অশুভ ঘটনা হইতে লাগিল। তুর্কেরা অষ্ট্রিয়ার বাদশাহের নিকট বিজিত হইল। বিনিস-দেশবাসিরা সাধ্যমত চেষ্টা করাতে গুিকরাজ্যে তুর্কদিগের অধিকার ভুগু হইয়া গেল। এই সকল অমঙ্গলিক ঘটনায় তুর্ক দিগের সাহস ভগ্ন হইয়া যায়। অপর জানিজারীরা বিদ্রোহাচরণ করিলে চতুর্থ মুহম্মদ সুলতান খুশরো রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে থাকিয়া কারাবাসীর মত কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুলতান মুহম্মদের পর অন্যান্য অধিকারীদিগের সময়েও তুর্ক-সাম্রাজ্যের হ্রাস

ব্যতিরেকে সমৃদ্ধি সম্পাদিত হয় নাই। অষ্ট্রিয়া, পোলণ্ড, রাশিয়া, পারস্য প্রভৃতি স্থানের অধিপতিদিগের সহিত ভ্রয়োভ্রম বিবাদ হওয়াতে, তুর্কদিগের কোন প্রকার বিশিষ্ট লভ্য হয় নাই; বরং গুস ও অন্যান্য রাজ্য তাঁহাদিগের অধিকারবর্জিত হইয়া যায়। পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে অধুনা তুর্কীয় সাম্রাজ্যের অত্যন্ত হ্রাসতা হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

পৃথীরাজের বৃত্তান্ত।



ত-কার্ত্তিক-মাসিক বিবিধার্থ সংগ্রহে মারবাত দেশের প্রসঙ্গে পৃথীরাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, পরন্তু তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লিখিত হয় নাই। এই নিমিত্ত এপর্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত আছে, তাহা সংকলিত হইতেছে। পৃথীরাজ চাহমান নামে অতি প্রসিদ্ধ ও মহান রাজপুত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বংশের আদিম বৃত্তান্ত হ্রীকৃত হয় নাই। কথিত আছে যে বসুধা নিষ্কত্রিয় হইলে পর বিশ্বামিত্র ঋষির উদ্যোগে আবু পর্বতোপরিস্থ দেবতারা কত্রোৎপাদন যজ্ঞ করত চাহমান শোলাঙ্গী, প্রমার এবং পুরিহার এই চারি বীরপুরুষ উৎপন্ন করেন। অধি হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল কুলাচার্যেরা একপ বলিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অধিকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সে যাহা হউক তাহাদিগের সমুন্নত বাসস্থান যে আবু পর্বত তাহা অনা-

* হরবংশের বিবরণ-প্রসঙ্গে বিবিধার্থের তৃতীয় খণ্ডে এই আখ্যানের আদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

য়ানসেই নির্দেশিত করা যাইতে পারে। এ প্রসিদ্ধ ধর্মক্ষেত্রে আদিনাথ, আদীশ্বর, ঋষভদেব এবং নন্দেশ্বর এই দেবচতুষ্টয়ের আদিম মন্দির আছে। ভারতবর্ষে এ সকল মন্দিরোপেক্ষা বিপুলার্থব্যয়-নির্মিত ও অনুপমশোভাবিশিষ্ট দেবালয় আর নাই। অতিপূর্বকালহইতে তথায় চাহমানদিগের অধিকার ছিল। তাহাদিগের মধ্যে দেওড়ানামে এক জাতির অধীনে এ প্রদেশ প্রায় পাঁচশত বৎসর থাকে।

এই প্রসিদ্ধ তেজঃপূজ্যবিশিষ্ট রাজপুত্রদিগের আদিপুরুষ অধিপাল। অধিকর্তৃক পালিত বলিয়া তাঁহার নাম অধিপাল ছিল। তাঁহাহইতে মাণিক্যরায় পর্য্যন্ত অনেক পুরুষের নামাবলী প্রসিদ্ধ আছে। মাণিক্যরায় শামরাও অজমীরের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকার সময় সংবৎ ৭৪০ নিরূপিত হইয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে যবনদিগের প্রথমতঃ অভ্যুদয় হয়; কিন্তু তদব্দটনার ইতিবৃত্ত বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত নাই। কবিদিগের সাহায্যে এই মাত্র নিরূপিত হইতে পারে যে মুসলমানদিগের প্রাথমিক আক্রমণে চাহমানদিগের অজমীরাদিকার ভূষ্ট হয়। একদা এ মাণিক্যরায়ের অপৌত্রপুত্র লোট উপদুর্গোপরি ক্রীড়া করিতেছিল, এমনতর সময়ে শরাঘাতে তাঁহার বিনাশ হইল। তদবধি লোট চাহমানদিগের পূজ্য হইয়াছে। অপর লোটের পদে এ সময়ে রৌপ্য মল ছিল, এই নিমিত্ত চাহমান বালকদিগের রক্ততমল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই রাজপুত্রদিগের বিষয় উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলে হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইতে থাকে। কি সৌর্য্য? কি বীর্য্য? কি দান্তিকতা? কি মহানুভাবকতা? যে কোন গুণের প্রসঙ্গ করা যায় তাহাতেই তাহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়।

পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল আলাউদ্দীন দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তদধীনস্থ মুহম্মদ নামা কোন ভদ্রের আচরণে বিরক্ত হইলে, তিনি পলাইয়া রণস্তুম্ভ মারবাড়াধিপতি হমীর চাহমানের শরণাপন্ন হন। আলাউদ্দীন তাহাকে বিশিষ্টরূপে শান্তিদিবার নিমিত্ত স্বয়ং আশ্রয়দাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাতে হমীর আলাউদ্দীনের সমক্ষে মুহম্মদকে উপস্থিত করিয়া এই বলিলেন, “দেখ, যদি পশ্চিমে সূর্য্যের উদয় হয়, যদি চন্দনবৃক্ষ কণ্টকী লতা হয়, যদি সুমেরু সমভূমি হয়, রণস্তুম্ভ মারবাড়ের প্রাচীর পড়িয়া যায়, আর তাহাতে আমার মস্তক চূর্ণ হয়, তথাপি তোমার কোন বিষ-হইবার ভয় নাই।”

হমীর যে কেবল মোখিক একপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, আর কার্য্যতঃ করেন নাই এমনট নহে। আলাউদ্দীন সংবৎ ১২২৩ হইতে ১২৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপ প্রকাশিত করেন। তিনি প্রায় সকল জাতিরই সর্বনাশ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাকর্তৃক চাহমানদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দশা উপস্থাপিত হয়। হমীরের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গিয়া সর্বস্বনষ্ট হয়। তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণ যবনহস্তে পতিত হইবার ভয়ে চিতানলে প্রাণ সমর্পিত করেন। পুরুষেরা তাহা দেখিতে না পারিয়া তাহাদিগের অনুগমন করেন। পরিশেষে হমীর শত্রুকর্তৃক ধৃত হইয়া হতজীবিত হন। সুতরাং মুহম্মদকেও আলাউদ্দীনের নিকট নত হইতে হইল। তাঁহার শরীর অবহত হইয়াছিল। আলাউদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন, যদি তোমার ক্ষতশরীর সুস্থ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তুমি কিরূপ কার্য্যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে?” মুহম্মদ বলিলেন “আপনার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া আপনার পরিবর্তে হমীরের পুত্রকে

রাজা করিতে পারিলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।”

এই ভবন-বিখ্যাত হমীরের তুল্য অপর অনেক বীরশ্রেষ্ঠ এই বংশে জন্ম গৃহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই কজ্রিয় ধর্ম পালনে কোন-মতে ত্রুটি করেন নাই, প্রত্যেকেই বীরপ্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথীরাজ হস্তিনাপুরের শেষহিন্দু রাজা বলিয়া বিখ্যাত হন। তিনি আজমীরাদিধিপতি বিশলদেবের প্রপৌত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে গজনী হইতে মুহম্মদ শাহ আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকৃত করণে প্রবৃত্ত হন। চাহমান ইতিবৃত্তান্তানুসারে বিশলদেব যবন শত্রুদিগকে কএক যুদ্ধে বিজিত করিয়াছিলেন। পরে এক যুদ্ধে আপনিও বিনষ্ট হন। বিশলদেবের উত্তরাধিকারী শারঙ্গদেব। তিনি আজমীরভূক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর। সোমেশ্বরের পুত্র পৃথীরাজ পৃথীরাজের পূর্ব পুরুষেরা যদিচ পরাক্রান্ত ছিলেন বটে; কিন্তু পাণ্ডু বংশোদ্ভব তুয়ার-বংশের করপ্রদ ছিলেন, একপ নির্দেশ আছে। সোমেশ্বর ও কনোজের রাজা বিজয়পাল উভয়ে তুয়ারের রাজা অনঙ্গপালের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনঙ্গপালের পুত্র ছিল না। তাঁহার জামাত্বয়ের মধ্যে বিজয়পাল রাজ্যে বিদ্রোহ সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন, আর সোমেশ্বর তদনুরূপ ব্যবহার করেন নাই, বরং তিনি শ্বশুরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই সকল কারণবশতঃ অনঙ্গপাল জীবদ্দশাতে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথীরাজকে রাজ্যাধিকারী করিয়া যান। রাজপুত্রদিগের রীত্যানুসারে তিনি কাহাকে পোষ্য পুত্র গৃহণ করেন নাই। পৃথীরাজ উত্তরকালে মাতামহের রাজ্যের সহিত পিতার রাজ্য একত্রিত করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রবল প্রতাপাধিত ও অতুল ঐশ্বর্যশালী

ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ষষ্টি বৎসরাধিক হইল, সর. উইলিয়ম জোনস দিল্লীতে বিখ্যাত কিরোজ লাট স্তম্ভে এক খোদিত অনুশাসন পত্র পাইয়াছিলেন। ঐ লিপির সময় সংবৎ ১২৩০। তৎকালে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্যের কিরণের ন্যায় পৃথীরাজের প্রতাপ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

পৃথীরাজের চরিত্র বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবেক, যে তিনি যেমন কুশলপ্রিয় তেমনি রণদক্ষ ছিলেন। পূর্বে হিন্দুদিগের স্বয়ংবার-পুত্রা প্রচলিত ছিল। রাজকুমারীরা মনোমত্ত পাত্রের বরমালা-প্রদান-পূর্বক আপন মনোমত্ত পতি গৃহণ করিতে পারিতেন। রাজারা কন্যার পরিণয়-সম্পাদনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে রাজাদিগকে আনাইয়া সভা করিতেন। সভাহ রাজগণ পাত্রীর বিশেষ প্রীতির নিমিত্ত সমূহ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেন।

এক বিষয়ে অমেকের লক্ষ্য হইলে বিবাদ ঘটনার সম্ভব। এই নিমিত্তই স্বয়ংবার পুত্রানিবন্ধন পূর্বকালে অনেক কলহ উপস্থিত হইত; সুতরাং নানা অনর্থ ঘটিত। পুরাণাদি প্রাচীন গুহ্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। পৃথীরাজের কপলাবণের ও তাঁহার কৃতিকুশলতার বিষয় ভারতবর্ষের সকল রাজগণের বিদিত হইয়াছিল। রাজবালারাও তাঁহার প্রতি বিশিষ্ট রূপে অনুরাগিণী ছিলেন।

কনোজের অধিপতি রাজা জয়চন্দ্র কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে রাজসূয় যজ্ঞ ও মহতী সভা করিয়াছিলেন। কার্তিক মাসের বিবিধার্থ-সমূহে আরবাত-দেশের বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে এ রাজসূয় যজ্ঞের উল্লেখ হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন বোধ হইল। সে এ যজ্ঞ

নিবন্ধন সমস্ত রাজপুত্র বংশেরা স্বভাৱে হইয়াছিল; এমতসময়ে পৃথ্বীরাজ সভায় আসিয়া রাজ কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। তাহাতে জয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটনা হয়। বিবাদে বলহানি প্রসিদ্ধই আছে, এবং পৃথ্বীরাজের পক্ষে তাহার অন্যথা হয় নাই; যেহেতু জয়চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করাতে তাঁহার অনেক সেনা ও সামন্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই বিবাদে তিনি ও রাজা জয়চন্দ্র উভয়েই উৎসন্ন দশায় আনীত হন। অপর পৃথ্বী-রাজ যুদ্ধলক্ষ্য কন্যাকুজ-কুমারীকে রাজ্যে আনয়নপূর্বক তাহার প্রেমে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন, যে তাঁহার রাজকাৰ্য্য নির্বাহ কারিণী শক্তির ক্রমে অসম্ভাব ঘটনা হইল। এই সময়ে মহাবুদ্ধি ঘোড়ী গজনীহইতে ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যত হইয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। প্রথমে পৃথ্বীরাজ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। কেবল তাঁহার শ্যালক চিতোরের সমর সিংহ সচকিত হইয়া তাঁহার আসন্ন বিপদঙ্কার করিতে আগুহী হন। ইহাতে তিনি ও তাঁহার ত্রয়োদশ সহস্র অনুচরের প্রাণ বিনষ্ট হয়। পরে মহাবুদ্ধির সহিত পৃথ্বীরাজের যে কতিপয় যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার পাঁচ ছয় যুদ্ধে তিনি শত্রুকে বিজিত করেন। মহাবুদ্ধি দুইবার বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া অসামান্য মহানুভাবকতার পরিচয় প্রদান করেন। কাঙ্গার-নদীতীরে উভয়ের শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন দিবস অনবরত যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ অবসন্ন হইয়া পড়েন; তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য সকল বিনষ্ট হয়; এবং দৌৰ্ভাগ্য বশতঃ তিনি স্বয়ং শত্রুকর্তৃক বন্দী হইয়া গজনীতে মৃত হন। এই সময়ে চাঁদ ভট্ট প্রকৃত বজ্রের ম্যায় তাঁহার সহচর হইয়াছিলেন। কথিত আছে ইহারা উভয়ে সুযোগ ক্রমে মহাবুদ্ধির নাস্তি সিদ্ধ করিয়া

আপনারা আশ্বাতি হন। পৃথ্বীরাজের সহিত দিল্লীতে হিন্দুদিগের আধীনতা নিঃশেষিত হইয়া যায়। তদবধি আর্যসম্বর্ধে মুসলমানদিগের অধিকার আরম্ভ হয়; এবং হতভাগ্য হিন্দুরা বলবীৰ্য্য নাশিনী পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

ইং ১৮১৫ অব্দে কর্ণেল টডসাহেব দিল্লীর ৩০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমাংশে আশী * নামক স্থানে পৃথ্বীরাজের এক খোদিত অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ স্থানে পৃথ্বী-রাজের অপূৰ্ব প্রাসাদ ছিল। অনুশাসন পত্র সেই প্রাসাদে সংস্থিত ছিল। টড সাহেব এ খোদিত লিপির প্রসঙ্গতঃ পৃথ্বীরাজের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা হইতে এই বৃত্তান্ত সফলিত হইল।

কইপস্ জন্তু।

পণ্ডিতগণ জন্তুসকলের কায়িক সৌষ্টব্য ভেদে তাহাদিগকে নামা শ্রেণীতে বিভাজিত করিয়া থাকেন। এ শ্রেণী সকলের মধ্যে একের নাম দ্বিদন্তী; যেহেতু তাহাতে যে সকল জীব নির্ণীত হয় তাহাদের প্রত্যেক মাড়ির পুরোভাগে দুই দন্ত মাত্র আছে। তাহাদিগের মধ্যে বিবর, ক্লিকাজৌ, এই এই ও ইন্দুরের বৃত্তান্ত বিবিধার্থ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত কইপস্ পশুও এ শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। অপর বিবর জন্তুর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বাহ্যলক্ষণে ও কায়িক

* ইহার অপভ্রংশে ইদানী হানী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।



কইপস্ জীব।

গঠনে তাহার সহিত অনেকাংশে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবেক।

কইপস্ জন্তু দক্ষিণামরিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় ইহারা নদীর কূলে গর্ভ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। ইহাদিগের জীরা ঐ সকল গর্ভে প্রসবিতা হয়। তাহাদিগের গর্ভে এককালে পাঁচ সাতটি সন্তান জন্মে। সন্তানদিগের প্রতি তাহাদের সমধিকসেহ আছে। তাহারা বড় হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। প্রস্তাবিত জন্তু জলেও বাস করিতে সমর্থ, ও তদর্থে তাহাদের শারীরিক উপযোগিতা আছে। ইহাদের শরীর দুই প্রকার পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম ঘন লোম। ঐ লোম এতদংশ ঘন যে তাহাতে জল প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, তদুপরি ভাগে উজ্জ্বল, দীর্ঘ ও সোজা বেশ আছে; ঐ বেশের বর্ণ কটা। ঐ বর্ণ প্রস্তাবিত জন্তুর

সাধারণ বর্ণ; কেবল ইহার প্রোথ অর্থাৎ খুঁতি অপরিষ্কারশ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ইহার মস্তক বহু ও পুরু, কিন্তু উপরি ভাগ নিম্ন। ইহার চক্ষু ক্ষুদ্র এবং তাহার মস্তকের একপাশে উচ্চভাগে স্থিত আছে যে যখন কইপস্ সন্তরণ করে তখন তাহাতে জলস্পর্শ হয় না। কণ্ঠ গোলাকার ও ক্ষুদ্র। গৌণ দীর্ঘ ও কক্শ। পুরোদস্ত বহু শক্তি ও সুন্দর পীতবর্ণ বিশিষ্ট। উপর মাড়ির পুরোভাগে রোমজ তালু দৃষ্ট হয়, ও তদ্বারা জ্ঞান হয় দস্ত গুলি যেন তালুভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। পরমেশ্বর কোন প্রাণিকে অপ্রয়োজনীয় কোন পদার্থ প্রদান করেন নাই। উল্লিখিত রোমজতালু থাকিতে এই জন্তুর অপরিপাক উপকার সিদ্ধ হইয়াছে; যেহেতু নিম্নের ও উপরের পুরোদস্তকল দ্বারা কোন কঠিন কাষ্ঠ বা কণ্টকাক্রান্ত বস্তু ব্যবহৃত করিলে তালুর হানি হয় না।

কইপস এই ভাল ও নীচের দস্তুর মধ্যে রাখিয়া কাষ্ঠশিল্প প্রভৃতি দ্রব্য অক্কেগে গর্তে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়।

কইপসের পাঁচাৎ পদ খর্ব, কিন্তু কঠিন, সম্মুখের পদ বড় এবং বিস্তৃত। এই প্রত্যেক পদে দীর্ঘনখবিশিষ্ট পঞ্চ অঙ্গুলি আছে। কেবল সম্মুখ পদদ্বয়ের সম্মুখের অঙ্গুলি ব্যতিরেকে আর সকল অঙ্গুলি মাংসদ্বারা সমাবৃত হইয়াছে। লাজুল দীর্ঘ গোল, ও শল্ক এবং বিরল কেশে আবৃত। কইপস জন্তু বিবর অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে; লেজ সমেত সচরাচর দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ হয় না। এই জাতির খাস জিয়া নানারঙ্গদ্বারা সম্পাদিত হয়।

ইহাদের বিষয় যে পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে শাস্ত্রস্বভাবাধিত বলিতে হইবেক। ইহারা অনায়াসে পোষ মানে। কিন্তু বন্যাবস্থাতে কিরূপ আচরণ করে তাহা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। ইহাদিগের লোম অত্যন্ত ব্যবহার্য্য। তদ্বারা উত্তম ২ টুপি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ও তদর্থে ইহাদিগের চর্ম আমরিকাহইতে ইউরোপে সমধিক পরিমাণে বৎসর ২ আনীত হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক।

এই প্রকারে রাজা অগ্নিমিত্র এবং তাঁহার প্রিয় পার্শ্বচর গৌতম উভয়ে মালবিকা বিষয়িনী নানা-প্রকার জনান্তিকতা ও চিন্তা করিতেছেন; মালবিকা অধোবদনে অগ্নিমিত্র ধ্যানে নিরতা রহিয়াছে, এবং প্রিয়সহচরী বকুলাবলিকা মালবিকার চরণে অলস্ক সৎকার করিয়া দিতেছে, এই সময়ে বকুলাবলিকা মালবিকাকে কহিল, “সখি! বল দেখি,

তোমার চরণে অলস্করৈখার অতি চমৎকার শোভা হইতেছে কি না?” মালবিকা উত্তর করিল, “প্রিয় সখি! আপনার পাঙ্গুর প্রশংসা আপনি করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। যাহা হউক, তুমি কাহার নিকটে এমন সুন্দর শিষ্যকর্ম শিখিয়াছিলে?” বকুলাবলিকা কহিল, “আমাকে অন্য কে শিক্ষা দিবে? আমি মহারাজেরই শিষ্য।” এই সময়ে গৌতম জনান্তিকে কহিয়া উঠিলেন, “হাঁ, কিন্তু এক্ষণে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত হ্রা কর।” মালবিকা বকুলাবলিকাকে কহিল, “তা বলিয়া তুমি গর্হিতা হইও না।” বকুলাবলিকা কহিল, “সখি! আমি গর্ব করিব না, যথার্থ বটে; কিন্তু এই সময়ে আমার গর্ব যেন অল্পই উপস্থিত হইতেছে, যেহেতু আমার মনস্কামনা সিদ্ধপ্রায়া দেখিতেছি।” এই প্রকার বিবিধ কথোপকথনের পর, সে পুনর্বার মালবিকাকে কহিল, “প্রিয় সখি! সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমার চরণ যুগল রক্তপদ্মের দ্যুতি ধারণ করিয়াছে, অতএব আমার অভিলাষ, তুমি অতি শীঘ্রই মহারাজের অঙ্গলক্ষী হও।” মালবিকা উত্তর করিল, “সখি! যা নয়, তুমি কেন আমাকে তাই কহিতে লাগিলে।” বকুলাবলিকা প্রত্যুত্তর দিল, “যা নয় কি? আমি যথার্থ কথাই কহিতেছি।”

মালবিকা কহিল, “সখি! তুমি আমাকে অতিশয় ভাল বাস, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে অধিক কহিতে পারিতেছি না।” বকুলাবলিকা কহিল, “কেবল আমিই যে তোমাকে ভাল বাসি, এমন নহে।” তখন মালবিকা জিজ্ঞাসিল, “আর কে আমাকে ভাল বাসে?” বকুলাবলিকা উত্তর করিল, “মহারাজ।”

অশোক পাদপমূলে এই সকল কথোপকথন ও মিলন-পূর্ব্বরঙ্গ চলিতেছে, এই সময়ে হঠাৎ দেবী ইরাবতী নিগুণিকা নামী সখী সমতি-

ব্যাহারে প্রমদবনে ইহার অনতিদূরে আসিয়া পৌঁছাইলেন। অশোকতরুতলবাসী প্রণয়াভিলাষীরা প্রণয় সিদ্ধপানের পূর্বকণ্ঠেই বিচেতনপ্রায় হইয়া পাজ্রাঘেষণ করিতেছেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। ইরাবতী ক্রীড়ারসপরতর হইয়া প্রমদবনমধ্যবর্তী "দোলা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন এমন সময়ে পথি মধ্যে স্বামী ও সহচরী সঙ্ঘটিত এই অদ্ভুতপূর্ব, অজ্ঞাতপূর্ব, অভূতপূর্ব, বিসদৃশ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া এক কালে ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার প্রিয় সহচরী অতিনিপুণা নিপুণিকার সঙ্গে তৎকালসুলভ বিবিধ কথোপকথন ও পরামর্শ নির্ধারণ করিয়া উভয়ে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে ও স্বকণ্ঠে শুনিতে লাগিলেন। বকুলাবলিকার ঐ প্রকার উত্তর শুনিয়া নিপুণিকা ইরাবতীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, "দেবি! হতাশা বকুলাবলিকার উত্তর শুনিলে?" ইরাবতী নীরব হইয়া প্রজ্বলিত তৃণস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মধ্যে ২ নিপুণিকার সঙ্গে জনাস্তিকতাও করিতে লাগিলেন।

বকুলাবলিকা মালবিকাকে পুনর্বার কহিল, "প্রিয়সখি, অনুরাগদ্বারাই অনুরাগের পরীক্ষা করিতে হয়, এই মহাজন বাক্যকে এক্ষণে প্রমাণিত কর।" তখন মালবিকা জিজ্ঞাসিল "সখি, তুমি একথা কি আপনাতঃ মনতোলা করিয়া কহিলে?" বকুলাবলিকা অতি দ্রুত হইয়া উত্তর করিল, "না, না, না সখি আমি মনতোলা কহি নাই, প্রণয় প্রয়াসী মহারাজের অনুকথন করিতেছি।" তখন মালবিকা কহিল, "ভাই, বলিলে বটে, কিন্তু মহারাজীর জ্ঞানে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে ভরসা আছে না।" অনন্তর বকুলাবলিকা

নানাপ্রকার প্ররোচনী বচনপরম্পরাতে মালবিকাকে সমুৎসাহিনী করিলে পর, সজ্ঞতিক্রমে সগৌতম রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল; এবং অশোকমূলে রাজা, গৌতম, মালবিকা এবং বকুলাবলিকা চারি জনে একত্রিত হইয়া সাভিলাষমনে অশোক দোহদ-পূরণকালে নানাপ্রকার রসিকতা করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার রসিকতা চলিতেছে, এমন সময়ে ইরাবতী সহসা রাজার সম্মুখে উপনীতা হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! বেশ অশোক দোহদ সম্পাদন হইতেছে, ক্ষান্ত হইবেন না, এখনও পুষ্পোদ্ভেদ হয় নাই, এই পূর্ব লক্ষণ মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে।" তখন রাজা অধিমিত্র হঠাৎ দেবী ইরাবতীকে দেখিয়া চিত্রগত পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন ও কণকাল অবাধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর কোন রূপে অতি সজোপনে গৌতমকে কহিলেন, "বয়স্য, কি উপায়? গৌতম উত্তর করিলেন, "জড়ঘাবল।"

অনন্তর ইরাবতী কোপনিঃসারিত বচনে কহিতে লাগিলেন, "মাধু বকুলাবলিকে! মাধু! তুমি শুভারম্ভ করিয়াছ, এক্ষণে দ্বারায় মহারাজকে সকলপ্রার্থন কর।" তখন মালবিকা এবং বকুলাবলিকা উভয়ে ভয় এবং লজ্জা এই উভয় রস মিশ্রিত এক অনির্বচনীয় অতি ভীষণ রসে অভিভূত হইয়া এই মাত্র কহিয়াই তথা হইতে পলায়ন করিল, "হে দেবি! কমা কখন, আমরা মহারাজের প্রণয়পাত্র নহি।"

ইরাবতী কহিতে লাগিলেন, "হা ধিক্! পুরুষ জাতি, কি বিশ্বাসঘাতী! মহারাজ ঘৃণিতস্বভাব্য দাসীদের কুহকে পতিত হইয়া অনায়াসেই প্রিয় গৃহিণীদের স্বদয় শল্য করিতেছেন।" এই সময়ে গৌতম রাজাকে জনাস্তিকে কহিতে লাগিলেন, "বয়স্য! এক্ষণে কি উত্তর করিবে চিন্তা কর।" কথা

কহিতেছ না কেন?” ইরাবতী পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, “হাঁ দিক্ দিক্! ওহে গৌতম! জানি-
রাছি, তুমিও বড় অবিশ্বাস পাত্র। আর, এক্ষণে
ইহাও আমার মনস্তাপ জন্মিতেছে, যে, আমি
যদি পূর্বে তোমাদের এই রহস্যবিনোদবৃত্তান্ত
ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তো-
মাদের এ বিভ্রাট ঘটাইতাম না।” গৌতম অতি
নম্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, “দেবি! বিচার
করণ; মহারাজের অন্য কোন অপরাধ হয় নাই,
কেবল নিজ্জনে স্রীজন লইয়া আলাপ করাতেই
ইনি এক্ষণে অপরাধী হইলেন, যথার্থ বটে। কিন্তু
তাহা অতি যৎসামান্য অপরাধ, অতএব ক্ষমা
করুন।” গৌতমের এই প্রত্যক্ষ বঞ্চনে অতীব
বিরক্তা হইয়া নিপুণিকা ইরাবতীকে কহিল,
“দেবি! দেখিতেছেন? ইনিও হতাশা বকুলাবলি-
কার সহকারী।” ইরাবতী সখিকে উদ্দেশ্য করিয়া
কহিলেন, “সখি, যাহা চলিতেছিল, চলুক্ আমি
আর ইহাদের প্রতিবন্ধকতা করিব না।” এই
বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।
রাজা নিকপায় হইয়া ইরাবতীর অনুসরণ করি-
তে করিতে কহিতে লাগিলেন, “হে দেবি;
ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও! হে সুন্দরি! নিতান্ত প্রণ-
য়িজনে এত নিরপেক্ষতা তোমার উপযুক্ত নহে।”
রাজার এই বিনয়বাক্য শুনিয়া ইরাবতী আরও
কোপবতী হইয়া উঠিলেন, “হাঁ! তবে এ হত-
ভাগিনীও তোমার অনুসরণ করুক?” এই মাত্র
বলিয়া রসনা উত্তোলন করিয়া রাজাকে প্রহার
করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা তৎকালে ভয়ে
আস্তুরে পলায়ন করিবেন বটে কিন্তু রাণীও
তাঁহার অনুসরণ আরম্ভ করিলেন। কতকদূর
আসিয়া অবশেষে রাজা ইরাবতীর চরণতলে
আত্মদেহ পাতিত করিয়া নানাপ্রকার বিনতি
কথা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি ইরাবতী

ক্ষান্ত হইলেন না। তখন গৌতম রাজাকে
সবিস্তর প্রবোধিয়া অগত্যা উভয়ে যথাস্থানা-
ভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা অধিমিত্র একাকী অন্তঃপুরে
ইরাবতীর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুন-
রায় সম্ভবতীসারিণী সাধ্যসাধনা করিলেন,
কিন্তু তিনি তথাপি রাজার প্রতি প্রসন্ন হই-
লেন না। তখন রাজা আপনাকে ইরাবতী-
প্রসাদ লাভে নিতান্ত নিরাশ জানিয়া অগত্যা
বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমন করেন; এবং বিশ্রাম-
গৃহে অধোমুখে উপবিষ্ট ও কি কর্তব্য তাহা-
তে বিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা
ও উপায়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর
অতিক্রীণ-বাষ্প-গদগদকণ্ঠে কহিলেন, “সখে!
গৌতম?” প্রতিহারী জয়সেনা নিবেদন করিল,
“মহারাজ! গৌতম নিকটে নাই।”

“গৌতম নিকটে নাই” এই শব্দ শুনিবামাত্র
রাজা অধিমিত্র যেন শূণ্যস্থিতের ন্যায় যৎ-
কিঞ্চিৎ সচেতন হইলেন; এবং দুঃখাতিশয়ে
আরও প্রপীড়িত হইয়া মনে মনে কহিতে লা-
গিলেন, “আঃ! আমিই যে তাঁহাকে প্রিয়তমা!
মালবিকার সংবাদ জানিয়া আসিতে অন্তঃপুরো-
দ্দেশে প্রেরিত করিয়াছি!” অনন্তর, প্রকাশকরে
কহিলেন, “জয়সেনে! তুমিও গিয়া সংবাদ জা-
নিয়া আসিতে পার; রাণী এক্ষণে কি করি-
তেছেন?” প্রতিহারী “যে অজ্ঞা মহারাজ!”
বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থিত হইল। জয়সেনা প্রস্থান
করিয়াছে এমন সময়ে গৌতম আসিয়া উপনীত
হইলেন। রাজা অতি ব্যগৃহিত হইয়া গৌতমকে জি-
জ্ঞাসিলেন, “সখে! বল ২ প্রিয়তমার মজল ত?”

রহস্যবাদিত্ব রাজসহচরদের অভ্যাসসিদ্ধ ধর্ম,
সূত্রাং তাহার সময়নিরপেক্ষ হইয়া সর্বদাই
রহস্যকথা কহিয়া থাকে। অতএব, গৌতম

প্রথমতঃ উত্তর করিলেন, “হাঁ মহারাজ! সকলই মজল, এইমাত্র আমি সচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি তোমার প্রিয়তমা এক্ষণে কপোতিনীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দেবী-ইরাবতী-কপিণী বিড়ালিকার বদন-সিংহাসনে বসিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন।” অনন্তর রাজার সাতিশয় কাকূতি মিনতির বশব্দ হইয়া যথোচিত আড়ম্বরপূর্বক কহিলেন, “বয়স্য! সে দুঃখের কথা কি কহিব? আর কি শুনিবে! সেই তপস্বিনীরা এক্ষণে নাগ কন্যার ন্যায় পাতালে বাস করিতেছে। দেবী ইরাবতী মালবিকা এবং বকুলাবলিকা উভয়কেই অস্তঃপুরের অতি গৃহস্থিত সারভাণ্ড নামক অক্ষুপ কালাগৃহে নিষ্কিন্ত করিয়াছেন।” প্রিয় পার্শ্বচর গৌতমের মুখে এই হৃদয়ভেদী নিদাকণ সংবাদ শুবণগোচর হইবামাত্র রাজা “হা! কি পরিতাপ! বিকশিত-চুতাকুর-বিরাজিনী অতি-মধুরস্বর কোকিলযুবতী এবং ভ্রুমর-যুবতী ইহারা উভয়েই এক্ষণে প্রবল বাত্যা সহিত অকালবাদলে উৎসন্নবেশা জীবিতাবশেষ হইয়া কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে!” এই বলিয়াই যথেষ্ট আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রিয়াক্ষণ আক্ষেপের পর অগত্যা ঐধ্যব্যবলম্বনপূর্বক অবশেষে কহিলেন, “সখে! এক্ষণে এ বিষয়ে কি কর্তব্য হয় কর।” গৌতম কহিলেন, “মহারাজ! ভয় নাই, উপায় আছে। কিন্তু পাছে কেউ শুনিতে পায়, এই নিমিত্ত আমি তাহা কর্ণে কহিব,” এই বলিয়া রাজার কর্ণে স্রবিশেষ কহিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা যথোচিত উৎসাহিত হইয়া উত্তর করিলেন, “সখে! অবিলম্বে ইহারই অনুষ্ঠান কর্তব্য; উত্তম পরামর্শ করিয়াছ, অতএব স্বত্বের তাহাই কর।”

রাজা এবং গৌতম উভয়ে এই প্রকার পরামর্শ হইতেছে এমন সময়ে প্রতiharী জয়সেনা

আসিয়া পৌহছিল, এবং করপুটে নিবেদন করিল “মহারাজ! রাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ অসুখ বোধ হইয়াছে; ভগবতী কৌশিকী তাঁহার শিরে বসিয়া মস্তকে মস্ত্রজপ করিতেছেন। সখীরা চারিদিকে বসিয়া নানাপ্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। তিনি প্রবাত শয়ন নামা গৃহে পলঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন।” রাজা অধিনিমিত্ত জলদেহ-অভিলাষেই জল-প্রাপ্তির ন্যায় এই সংবাদ জয়সেনার মুখে শুবণ করিয়া আগুহাঙ্কিত হইলেন; এবং গৌতমকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন “বয়স্য আমার সাক্ষাৎ করিবার এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত।” গৌতম কহিলেন, “হাঁ, আপনি গমন করণ; কৃতানুষ্ঠান হইয়া আমিও পশ্চাৎ যাইতেছি।” রাজা কহিলেন, “ভাল, কিন্তু জয়সেনাকে স্রবিশেষ বৃত্তান্ত কহিয়া যাও।” গৌতম প্রতiharীকে স্রবিশেষ কহিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও অয়স্কান্তকর্তৃক আকৃষ্ট লোহের ন্যায় ধাবমান হইয়া জয়সেনার সঙ্গে অস্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা অধিনিমিত্ত অস্তঃপুরে উপনীত হইয়া দেখেন রাজ্যী যথাবৎ শয়ানা রহিয়াছেন, পরিব্রাজিকা তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া প্রস্তাব পরিশুদ্ধ কোন উপন্যাস কহিতেছেন। সখীরা চারিদিকে ব্যগ্ৰভাবে শুশ্রূষা করিতেছে। তখন, রাজ্যী উপন্যাস শুনিতে শুনিতে পরিব্রাজিকাকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, “ভগবতি! অতি রমণীয় কথা।” পরিব্রাজিকা উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের শেষভাগ কহিবেন এই সময়ে হঠাৎ রাজার পদশব্দ তাঁহার কর্ণবর্ত্তী হইল। তখন তিনি এই শব্দ লক্ষ্য কর্ণপাত করিয়া রাজ্যীকে কহিলেন, “হাঁ, অতঃপর বৃত্তান্ত কহিব, এক্ষণে মহারাজ বিদিশীশ্বর আসিয়াছেন, ইহার বিধিবৎ অভ্যর্থনা করা উচিত।” (তা, চুড়ামণি)



ওয়ালাকিয়ার ডাক-গাড়ি।

ওয়ালাকিয়া ও মোল্ডেবিয়া দেশের বিবরণ।



ক জাতির বৃত্তান্তের মধ্যে ওয়ালাকিয়া ও মোল্ডেবিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা-দিগের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সকল দেশের মনুষ্যের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া উচিত; বস্তুতঃ তদ্বারা উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে। এই ধ্রুব জ্ঞান প্রযুক্ত ওয়ালাকিয়া দেশীয়দের বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

ওয়ালাকিয়া দেশের উত্তর সীমা মোল্ডেবিয়া, এবং পশ্চিমসীমা সরবিয়া। ইহার দক্ষিণ ও পূর্বে ডানিউব নদী প্রবাহিতা আছে। এই স্থান এক দিকে কৃষ্ণসাগরের ও অন্যদিকে কার্পেথিয় পর্বত

শ্রেণীর নিকট হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক সৌষ্টব সর্বত্র তুল্য নহে। এখানে শীত ঋতু অতি প্রবল, ও বহুদিনস্থায়ী, সুতরাং গ্রীষ্ম ঋতু অস্পাদিবস থাকে, ও শীতঋতু সদৃশ তাহার গুরুতর ক্রম নাই। শীতকালে ডানিউব নদী প্রায়ঃ দেড়মাস তুষারে ঘন হইয়া থাকে, তখন তদুপরি কামানের বৃহৎ বৃহৎ শকটসকলও নি-বিঘ্নে যাতায়াত করিতে পারে। সাধারণতঃ ওয়ালাকিয়া দেশে শীতের প্রাধান্য ও ইতস্ততঃ কষ্ট ভূমি থাকাতে তথাকার উদ্ভিজ্জ ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রকার জন্তু তাদৃশ সৌষ্টব সম্পন্ন হয় না। উদ্ভিজ্জের বিস্তার ও পুষ্পের ঘৃণ লাঘবতা জন্মে। পশু সকল নিস্তেজ; ও শৃগাল ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি শাপদ জন্তুরা জড়তাবস্থাতে অবস্থিত থাকে। মনুষ্যদের মানসিক ক্ষুর্ভি অথবা কায়িক স্বচ্ছন্দতা নাই। তাহারা সর্বদাই আলস্য পরবশ

ও শুমবিমুখ দৃষ্ট হয়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা-
ভেদে দেশীয়দের একপ অবস্থার ভেদ সর্বত্রই
জন্মিয়া থাকে।

প্রস্তাবিত দেশীয়দের শারীরিক ও মানসিক
অবস্থা যেকপ উল্লিখিত হইল, তাহাতে তাহা-
দিগদ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবেক ইহা সম্ভাব্য
নহে। তথাকার নিকট ব্যক্তিদিগের অবস্থা যে
অত্যন্ত জঘন্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
যাহারা প্রধান ব্যক্তি বলিয়া মান্য তাহাদি-
গেরও অবস্থানুসারে উন্নতি নাই। বিদ্যাশিক্ষা
ব্যতিরেকে উন্নতি জন্মে না। প্রস্তাবিত ব্যক্তি-
দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের সুপদ্ধতি নাই।
তাহারা যথাকথঞ্চিৎ শিক্ষা করিতে পারিলেই
যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে মনে করে। এই ভ্রমনিবন্ধন
সমূহ অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। তদ্বারা ব্যক্তিদিগের
যথাযোগ্য বিষয়বুদ্ধি জন্মিতে পারে না; তদ্ব্যতীত
তাহারা অর্থাগমের সুন্দর পথ আবিষ্কৃত করণে
সমর্থ নহে, অথচ ব্যয়ের বাহুল্য আছে, সুতরাং
তাহারা দ্বারায় শ্রীভুষ্ট হয়।

এই নিমিত্ত তাহাদিগের প্রধান রাজকর্মচারিরা
অন্যায়পূর্বক অর্থসঙ্গ্রহ করিয়া আপন ২ সুখা-
ভিলাষ সম্বন্ধে করিতে চেষ্টা পায়। পক্ষান্তরে
অন্যদের ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় ও অপরিমিত
ব্যয়শালী প্রভুদিগকে প্রতারণা করিয়া আপনারা
বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করে। এই রূপে ওয়ালাকি-
য়ার অমেক ধনির বংশ নির্জন হইয়া গিয়াছে।
বহুদেশেও এই পদ্ধতির প্রচার থাকা প্রযুক্ত
অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে।

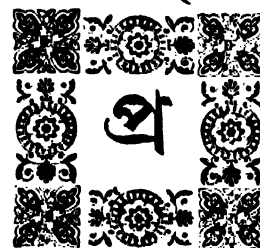
অপর প্রধান লোকদিগের কুরীতি ও অম-
নোযোগ ব্যতিরেকে ওয়ালাকিয়া দেশের উন্ন-
তি ঘটিবার আরো অনেক ব্যাঘাত আছে।
ব্যক্তিদিগকে ধর্মনিবন্ধন কার্য্যানুষ্ঠানে বৎসরের
প্রায় অষ্ট মাস ব্যাপ্ত থাকিতে হয়; এ সময়ে

কেহই বিষয় কর্ম করিতে পারে না। শুমোপ-
জীবিরাপর্য্যন্ত কার্যের বিরত থাকে; সুতরাং দূর-
বস্থা ঘটিবেক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যে দেশের ব্যক্তিরা ইদৃশ দূরবস্থান্বিত, তাহারা
অন্যান্য দেশীয়দের সহিত আলাপনার্থ দূর-
দেশে গমনাগমন করিবেক ইহা সম্ভাবিত নহে।
ভিন্নদেশাদিতে গতিবিধি না থাকিলে গমন
সৌকার্য্যার্থ পথ ও যান নির্মাণ করা লোকের
আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত
যে দেশে বাণিজ্যের অধিকতর চালনা আছে,
তথায় উত্তমোত্তম পথ ও যান প্রস্তুত হইয়া
থাকে। তাহার বিরূপে যানাদির অপকৃষ্টতা উপ-
লব্ধিত হয়।

প্রস্তাবের শিরোভাগে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল,
তাহা ওয়ালাকিয়া ও মোল্ডেবিয়ার নিকটবর্ত্তি
প্রদেশসকলে ব্যবহার্য্য শকটের প্রতিক্রপ।
ইহার গঠন অতি সামান্য; সকলই কাঠময়,
কোন অংশ লৌহদ্বারা বদ্ধ নহে। এইরূপ
শকটে চারিটা ঘোটক যোজিত হয়। সারথি
অশ্বপৃষ্ঠে আকট থাকিয়া রথ চালনা করে।
শকটে একজন আরোহীর অধিক এককালে স্থান
প্রাপ্ত হইতে পারে না।

নূতন গৃহের সমালোচন।



কৃতির নিয়মানুসারে মেঘাগমে
সুবৃষ্টি হইলে প্রাণিবর্গের জী-
বনাবলম্বন ধান্যাদি যে প্রকার
প্রচুর রূপে সংবর্দ্ধিত হয়,
কণ্টকি তৎসেই প্রকারে উত্তেজিত হইয়া
থাকে। পরন্তু এ নিয়ম যে কেবল প্রকৃতি-প্রতি-
মায় ব্যক্ত হয় এমত নহে; মনুষ্যের মানসক্ষে-

দ্রোহ তাহার সম্যক আধিপত্য প্রতীয়মান হই-
তেছে। ইহার প্রমাণার্থে আমরা কলিকাতা ও
তৎসম্বন্ধিত স্থানের নাটক-রচনা-বিষয়ক অনু-
রাগের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি। এক্ষণে তিন
চারি বৎসরাবধি এই অনুরাগরূপ বর্ষার প্র-
ভাবে অনেক মানসক্ষেত্র ফলবিশিষ্ট হইয়াছে;
কিন্তু তাহাদের ফল সর্বত্র তুল্য হয় নাই;
বীজভেদে সুপথ্য ধান্য ও কুপথ্য কণ্টক উদ্ভ-
য়ই উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা সময়ে ২
সুপথ্য ধান্য স্বরূপ কএক খানি উৎকৃষ্ট নাটকের
অনুকীৰ্ত্তন করিয়া সহৃদয় পাঠকদিগের মনোরঞ্জন
করিয়াছি। সম্প্রতি এক খানি নূতন নাটক পাইয়া
তাহাকে নাটক-কণ্টক বলিতে বাধ্য হইলাম।

এ গুহু যাঁহাকর্তৃক রচিত হইয়াছে তিনি গুহু-
রচনায় নূতন বুতী নহেন; গুহু-রচনা-বিষয়ে
তাঁহার আশ্চর্যজনক সামান্য নহে। তিনি লে-
খনী ধারণ করিবা মাত্রই ইংরাজি অদ্বিতীয়
কবি সেক্সপিয়রের অনুপম মাধুর্য্য-লহরী বজ্র-
ভাষার শব্দতটিনীতে নিক্ষিপ্ত করিতে প্রয়াস
পান। তাহাতে তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত অভিষ্ট
সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; তাঁ-
হার ইংরাজি ভূমিকার আভাসে বোধ হয় তদ্বি-
ষয়ে তিনি স্বয়ং সন্দেহাপন্ন আছেন। তিনি
লেখেন (আমার প্রথম রচনার) “কএক খানি
“পুস্তক রাজধানীস্থ ইংরাজ ও বাজালি বিজ্ঞ
“সম্পাদক তথা হিন্দুমান্য ব্যক্তিদিগকে উপ-
“লোকন দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা
“শ্রেষ্ঠসভ্যতার লক্ষণস্বরূপ সাধুতানুসারে এই দান
“অলীকার করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্তেরা দান
“গৃহণ করিয়াও তাহার প্রাপ্তি অলীকার করেন
“নাই; এবং আমি বলিতে পারি না তাঁহারা
“এ পুস্তক এক বারও খুলিয়াছেন কি না।”
আক্ষেপের বিষয় এই যে আমরা তাঁহার এই

সন্দেহের ভঞ্জন করিতে পারিলাম না। পরন্তু
কেহ কোন কথায় নূতনবুতী হইয়া যে প্রকার
সিদ্ধসম্পন্ন হয়, দ্বিতীয় বার চেষ্টাকরিলে তাহা-
হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই ঐতিহ্য বাদে
যদ্যপি কোন সত্যতা থাকে তাহা হইলে গুহু-
কারের দ্বিতীয় গুহুদৃষ্টে অবশ্য স্বীকার করিতে
হইবে যে তাঁহার প্রথম গুহু সহৃদয় ব্যক্তিদিগ-
দ্বারা বিবৃত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না।

বর্তমান গুহের প্রস্তাবনায় গুহুকার লেখেন
যে “অধুনা জ্ঞানার্জন-বিষয়ে যে প্রকার তৃষ্ণা
“হইয়াছে; এবং সাধারণের তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত
“যে সুগম করা হইয়াছে; তাহাতে এতদেশীয়
“সাহিত্য বিষয়ক উৎকৃষ্ট গুহের বিশেষ প্রয়োজন
“হইয়াছে এই অবকাশে আমার পরিশ্রমের
“কল নাটকস্বরূপে পরিণত করত বিহিত সাধ-
“ধানে তাহা দেশস্থ সকল শ্রেণীর মনুষ্যদিগের
“আস্বাদনোপযোগ্য করিয়া সাধারণ-সমীপে সম-
“র্পিত করিতেছি।” এই উৎসাহবাক্যে আমা-
দিগকে “কোরব বিয়োগ নাটক” * প্রয়াস পাইয়া
পাঠ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আমা-
দিগের শুম সাকল্যে ব্যর্থ হইয়াছে; বোধ হয়
তৎসদৃশ নিষ্ফল নিরর্থক অসংলগ্ন ১৭৩ পৃষ্ঠাপরী-
ক্ষিত বাজালি রচনা কেহ এক কালে পাঠ করেন
নাই। নাট্যকারের শব্দজ্ঞান যথেষ্ট আছে;
বোধ হয় তিনি সমস্ত অভিধান কণ্ঠস্থ করিয়া
থাকিবেন; পদ্যরচনায়ও তাঁহার ক্ষমতার

* “কোরব বিয়োগ নাটক। এতাবতী রাজা দুর্জয়ধনের উরুভা-
জাবধি অক্ষরাজের যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত মহাতারতীয় অপূর্ণ
বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ গদ্যে ও অতি স্বপাশমাত্র
পদ্যভঙ্গে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষকর্তৃক বিরচিত।” যদ্যপি কেহ গুহু-
কারের ব্যবসায় জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই নামের “এতাবতী”
শব্দদ্বারা সে অভিষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারেন। আমরা
কেবল ডিকরি নবীসদিগের মুখে এই শব্দ শুনিয়াছি। পরন্তু এতাবৎ
শব্দের তৃতীয়র এক বচনের সহিত গুহের নামের সম্বন্ধ কি তাহা
নির্দিষ্ট করিতে অসমর্থ হইলাম।

অভাব নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে বিবেচনার অভাব, ব্যাকরণের অবহেলা, ও নাটক-রচনার নিয়ম না জানা প্রযুক্ত তাঁহার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। এই অপ্ৰীতিকর বাক্য বিন্যস্ত করিতে আমাদের কোনমতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সমালোচকের ধর্মরক্ষা এবং বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যের সম্মান রক্ষাকরণার্থে তথা বিদ্যানুরাগিদিগের ব্ৰথাব্যয় নিবারণার্থে * এই অপ্ৰীতিকর কার্যের পুস্তক হইতে হইয়াছে।

গুহকারের সহিত আমাদের আলাপ বা সাক্ষাৎকার নাই, সুতরাং তাঁহার পুতি আমাদের দ্বেষ হইবার সম্ভাবনা হওয়াই অসম্ভব; তত্রাপি তাঁহার পুস্তক খানি বিবৃত করণাবধি কোন গুহ-বৈগুণ্যে তাহার পুতিপঙ্ক্তিতে বিরক্ত হইতে হইয়াছে। এক ভূমিকার পুথম পৃষ্ঠায় আমরা ছাবিশি পঙ্ক্তির দ্বাদশ স্থানে কোন কোন দোষের চিহ্ন দিয়াছি; যদিচ তৎসমুদায়ই অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে; তথাপি এক পৃষ্ঠায় তাদৃশ সঙ্খ্যক স্থানে দোষ বোধ হইলে গুহের পুতি অনুরাগের হানি হয়। উক্ত সমুদায় দোষের উল্লেখ বিবিধার্থের স্থান পূর্ণ করা বিধেয় নহে, পরন্তু আমাদের উক্তির পোষণার্থে তাহার দুই একটার উল্লেখ করা কর্তব্য বোধ হইতেছে; ভরসা করি সকল পাঠক মহাশয়েরা আমাদের তজ্জনিত অপরাধের ক্ষমা করিবেন।

ভূমিকারস্তে লিখিত হইয়াছে. “এতদেশীয় “আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে “যে পুচরূপে পুচলিত মহাভারত ভার- “তবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গুহ।” তদ্বিষয়ে

* একথা বলাতে কেহ ২ মনে করিতে পারেন যে আমাদের ব্ৰথাব্যয় হওয়াতে বিরক্ত হইয়া এই অপ্ৰিয় সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহাদের জ্ঞাপনার্থে বলব্য যে কোন সহদয় বঙ্গ-আমাদিগের পাঠার্থে এক খানি কেঁরব বিরোগ নাটক পাঠাইয়া-ছেন, আমাদেরকে তাহা ক্রয় করিতে হয় নাই।

আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই যে লোক শব্দের উত্তর অবধারণার্থক ইকার যোগ করিবার অভি-পু্য কি? তাহাতে কি এই বোধ হইবে যে আ-পামর সাধারণ লোকেরই পুস্তাবিত জ্ঞান আছে, পণ্ডিত জ্ঞানি পুভৃতির তাহা নাই? কিম্বা সা-ধারণ-শব্দে লোকমাত্র অর্থ করিয়া এই জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য যে মনুষ্যমাত্রেরই উক্ত জ্ঞান আছে, অন্যের অর্থাৎ পশ্বাদির নাই? ফলতঃ এই ইকার টি ভ্রমজনক হইয়াছে, এবং যদিচ তাহা গুরু অপরাধ নহে, তত্রাপি গুহের পুথম পঙ্ক্তিতে তাহার বর্তমানে গুহকারের তাচ্ছল্য বা অসাব-ধানতার বোধক হয়।

গুহকার ভূমিকার অষ্টম পঙ্ক্তিতে লেখেন “এবং নব রচিত পদ্য গুহেও বিদ্যালয়ের বিরতি “দেখা যায়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই পু্য “সুশ্রাব্য কাব্যরস ঘটিত; এই হেতু ইত্যঙ্গে “কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত ভানুমতী চিত্ত-বিনাস “ইত্যভি-ধেয় নাটক পুস্তক” করিয়াছিলেন। এতৎ বাক্যের ইত্যপ্ত শব্দ বৈয়াকরণদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা এই মাত্র চিন্তাকরিতেছি যে সুশ্রাব্য কাব্য রসের প্রতি বিদ্যালয়সক-লের বিরতি জন্মিবার কারণ কি; এবং সুশ্রাব্য কাব্য যদিপি বিরতিজনক হয়, তবে গুহকার কি অভিপ্রায়ে আপন পুস্তকের কিয়দংশ বিরতি-জনক “সুশ্রাব্য পদ্যে” পূর্ণ করিলেন? ফলতঃ সুশ্রাব্যতা যেরচনার একটা দোষমাধ্য গণ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন গুহসকল অনাদৃত হয়, ইহা মাদৃশ অপমতির জ্ঞাত ছিল না।

গুহকার ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং কবি-শ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়রের কাব্যরসে অভিষিক্ত; তদ্বি-ষয়ে তাঁহার কোন ভ্রম হইবে এমন বোধ হয় না। পরন্তু সেক্সপিয়র-নামক কাব্য তিনি কোথায় পাইলেন তাহা আমরা ক্রিয় করিতে পারি নাই।

ভূমিকার সপ্ত দশ অবধি কএক পঙ্ক্তিতে তিনি লিখিয়াছেন, “এতদেশেই যে সমস্ত মহা-
 “শয়েরা সেক্সপিয়র সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ
 “মহানটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই
 “বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে এ প্রতিষ্ঠিত কাব্য
 “নানা রসঘটিত, ও স্থানে২ এতরূপ সরস, আ-
 “দ্রিস রচিত যে নীতি জ্ঞানাদ্বয়ী ছাত্রগণের
 “তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে “ভারতচন্দ্র”
 “স্থান নির্যাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়।” তাহাতে
 স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে “সেক্সপিয়র-কৃত-স্বনাম
 প্রসিদ্ধ” এক খানি মহানটক আছে, এবং তাহা
 একটি প্রতিষ্ঠিত কাব্য; অথচ আমরা তাহা কোন
 পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হইতেছি না। সেক্সপিয়র
 সাহেবকৃত অনেক নাটক অনেকে দেখিয়াছেন,
 কিন্তু সেক্সপিয়র নামক নাটকের অনুসন্ধান
 জিজ্ঞাসিলে সকলেই স্তব্ধ হইয়া থাকেন। আ-
 মাদিগের সুবিদ্বান পাঠক কেহ ইহঁদের অনুস-
 ন্ধান করিলে আমরা চরিতার্থ হইব। আমাদিগের
 বোধ হয়, কালিদাস নাটকের তত্ত্ব করিলে যে
 রূপ কলপ্রাপ্তি হয়, সেক্সপিয়র নাটকের অনু-
 সন্ধান ততোধিক কলের সম্ভাবনা নাই। উদ্ধৃত
 বাক্যে প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা-রসঘটিত, ও “স্থানে২
 সরস আদ্রিস রচিত” এই কথা সংলগ্ন নির্ণীত
 করিতে আমরা অশঙ্ক হইয়াছি। কোন দুব্যের
 কোন২ স্থান কোন বিশেষ পদার্থদ্বারা রচিত
 হইতে পারে, কিন্তু কাব্য স্থানে২ রচিত হয়
 এবং অবশিষ্ট ভাগ অরচিত থাকে, তথা কাব্য
 বা কি প্রকারে “রসে রচিত” হয়, এবং “ভারত
 চন্দ্র স্থান নির্যাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়” বা-
 ক্যেরই বা অর্থ কি ইহা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত
 দুর্জয় হইয়াছে। বোধ হয় মুখবোধের প্রতি
 গুহকারের “নৈষ্ঠুর্য্যের” লাঘব হইলে আমাদিগকে
 সে কাঠিন্যে পতিত হইতে হইত না।

ক্রিয়াক্ত গুহকার মহাশয় মহাভারতের সহিত
 ভারতচন্দ্রের তুলনা করিয়া লেখেন “পদ্যরচিত
 “গুহে সংপ্রতি বিদ্যালয় সমূহের অনুরাগ মাত্র
 “নাই, একারণ দুর্ভাগ্যবশাৎ “মহাভারত” ও
 “ভারতচন্দ্রের ভাগ্য ভোগ করিয়া উজ্জল বিদ্যার্থী
 “সমাজে দিবাপ্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল হইয়া-
 ছেন।” কিন্তু মহাভারতের সহিত ভারতচন্দ্রের
 কি সৌসাদৃশ্য আছে, এবং মহাভারতই বা কেন
 “বিদ্যার্থীদিগের নিকট” ভারত চন্দ্রের ভাগ্য
 ভোগ” করিবে তাহার কিছুই নির্দিষ্ট হয় না। ভা-
 রতবর্ষের সর্বত্র মহাভারত ধর্ম্মপ্রদ বলিয়া পূজ্য
 আছে; তাহার পাঠ হিন্দুমাতেই অত্যন্ত সংযত
 হইয়া শ্রবণ করেন; বিদ্যার্থীরা তাহার অভ্যাসে
 চতুর্পাটীতে জীবনের অধিকাংশ ক্ষয় করেন;
 বিলাতে পণ্ডিতেরা তাহার যথেষ্ট সমাদর করি-
 তেছেন; অদ্বিতীয় পণ্ডিত হোমোলড্ সাহেব
 তাঁহার কিয়দংশ জর্মনভাষায় অনুবাদিত করি-
 য়াছেন; এবং ডেসল্ সাংপ সাহেব ফরাসিস্ ভাষায়
 তাহার সমুদায়ের মর্ম্ম গৃহণ করিয়াছেন; অতএব
 তাহার সমাদর নাই বলিবার অভিপ্রায় কি?
 বঙ্গদেশীয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা পাঠশালায় তা-
 হার পাঠ হয় না বটে; কিন্তু সংস্কৃত গুহের পাঠ
 তথায় হইবার সম্ভাবনাও নাই; অতএব তা-
 হার উল্লেখ করায় অদূরদর্শিতামাত্র প্রকাশ পায়।
 যে দিবস মহাভারত হিন্দুদিগের নিকট “দিবা
 প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল” হইবেক, তাহা ভারত-
 বর্ষের পক্ষে দুর্দিন মানিতে হইবে। পরন্তু আ-
 মাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত
 ভাষা বর্তমান থাকিবেক সে পর্য্যন্ত মহাভার-
 তের সমাদর কদাপি খর্ব হইবেক না; আর তাহা
 হইলেও তাহার সহিত ভারতচন্দ্রের অমদামজল
 কি বিদ্যাসুন্দর কি মানসিংহ কাব্যের কি-
 ক্ষিণাত্র সাদৃশ্য লক্ষ্য হয় না। বিদ্যার্থীরা বি-

দ্যাসুন্দর পাঠ করেন না, কারণ তাহাতে ভীম-সিংহ-দুহিতাভিন্ন অন্য বিদ্যার উল্লেখ নাই; এবং সেই কাব্য তাঁহাদিগের নিমিত্তেও রচিত হয় নাই। কাব্যপ্রিয়দিগের বিনোদনার্থেই ভারতচন্দ্র কাব্য রচনা করেন; এবং সে অভিপ্রায় তাঁহার সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। এক শত বর্ষাবধি লক্ষ ২ ব্যক্তি তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইতেছেন, এবং অদ্যাপি সেই কাব্যের সহস্র ২ পুস্তক প্রতি বৎসর বিক্রীত হইয়া মুদ্রাকরদিগের সম্পত্তি সংবর্ধিত করিতেছে।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত নাটকের পাঠে সহৃদয়বর্গ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পরন্তু পাঠকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করা নাটককারদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। নাটকের প্রধান অভিপ্রেত এই যে তাহাদ্বারা অভিনয়ে দর্শকদিগের মনোরঞ্জন হয়। এই নিমিত্তই ইহাকে “দৃশ্যকাব্য” শব্দে সাহিত্য কারেরা বর্ণিত করেন। অন্য গুহের ন্যায় ইহার পাঠে পাঠকদিগের সন্তোষ জন্মিবে এমত কোন অভিপ্রায় নাই। নাটকের অভিনয়ে যেপর্যন্ত চিত্ত আকর্ষিত হয়, পাঠে তাদৃশ কদাপি সম্ভবে না। ফলতঃ নটদিগের কণ্ঠ করিবার সুগমের নিমিত্তই নাটক লিখিত ও মুদ্রিত হয়; নটেরা এক বার উপদেশ পাইয়া আপন ২ বক্তব্য কহিতে পারিলে তাহার মুদ্রাকরণে প্রায়ঃ প্রয়োজনই থাকিত না। এই নিমিত্ত নাটক পুস্তকে বক্তৃদিগের নাম স্বতন্ত্র সিংখিয়া তাঁহাদের উক্তি গুলি অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। নাটকে গুহকারের বক্তব্য কথা কিছুমাত্র থাকে না, (নটদিগের আগমন প্রস্থানাদির নির্দেশ যৎ কিঞ্চিৎ যাহা থাকে, তাহা মুদ্রাকরে ক্রোড়-চিহ্নের অভ্যন্তরে বেষ্টিত থাকে;) সকল মুখ্য কথাই নটদিগের মুখহইতে নির্গত হয়; এবং এ সকল বাক্য একপ্রকারে বি-

ন্যস্ত হয় যে দুই তিন ব্যক্তি স্বভাবতঃ যে প্রকারে এক কালে অঙ্গ কথায় কথোপকথন করেন রচনায় তাহার অন্যথা হয় না। এই নিয়ম গুলি সাধারণ নিয়ম; নাটককারমাত্রই ইহা জ্ঞাত আছেন; কেবল দৈববশতঃ কোরব বিয়োগে ত্রিযুক্ত ঘোষজ মহাশয় তাহার অনুধাবনে বিরত হইয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের কোন অংশ নটের উক্তি এবং কোন বাক্যই বা গুহকারের উক্তি তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। এক স্থানে (১৩২ পৃ) ব্যাসদেবের নামের পার্শ্বে লিখিত আছে।—

“তথাস্ত্ব বলিয়া আশ্বাসিল সবে ব্যাস।

“অদ্য নিশি সকলের পূর্ণ হবে আশ।”

এই পদ্যে কোন বাক্য ব্যাসের উক্তি ও কোন বাক্যই বা গুহকারের তাহার কিছুমাত্র নির্দেশ নাই। তাহার পর যে পদ্য এক কালে সমস্ত কোরব ও পাণ্ডব বধগণের মুখে দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও পূর্বোক্ত আপত্তি সম্পূর্ণরূপে পুরোগ হয়। অধিকন্তু শত শত খ্রী এক কালে কি প্রকারে ১০১২ টি পয়ার গোল না করিয়া উচ্চারণ করিলেক তাহারও আপত্তি আমাদের মনে উদ্ভিত হইতেছে। এতাদৃশ দোষ গুহের অন্যত্র পুচুরূপে ব্যাপ্ত আছে; ফলতঃ পত্রপার্শ্বস্থ কএকটা নাম পরিত্যাগ করিলে সামান্য কাব্যের সহিত প্রস্তাবিত নাটকের কোন বিভিন্নতা থাকে না। গুহকার এক ২ ব্যক্তির মুখে তিন চারি বা ততোধিক পৃষ্ঠা দীর্ঘ ছড়া নিদ্রিষ্ট করিয়াও নাট্যরসের ব্যাঘাত করিয়াছেন; ফলতঃ তাহাতে বোধ হয় তিনি কদাপি রঙ্গভূমি দর্শন করেন নাই। রচনা-চাতুর্য্য বিষয়ে ও তাঁহার ক্ষমতা যৎসামান্য; পরন্তু তাহার প্রমাণার্থে স্থানাভাব প্রযুক্ত আমাদেরকে অদ্য নিরস্ত হইতে হইল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,



অর্থাৎ

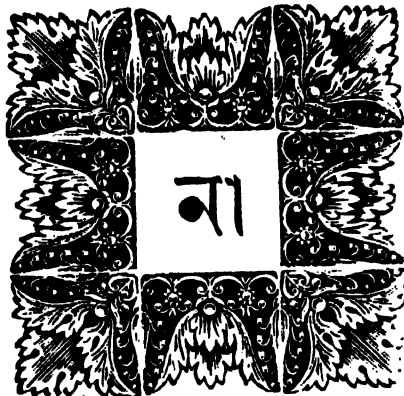
পুরাতত্ত্ব-ইতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্রব্যাত্মক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব]

শংকা ১৭৮১, জ্যৈষ্ঠ।

[৩২ খণ্ড

নাদির শাহের জীবন-বৃত্তান্ত।



দির শাহ ইং ১৩৮৮
অব্দের ১১ ই নবে-
ম্বর খোরাসান-দে-
শে জন্ম-পরিগু-
হণ করেন। তাঁহার
পিতা অতি দরিদ্র
ছিলেন, কোন সা-
মান্য ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন;
তিনি পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে সমর্থ ছিলেন
না। বোধ হয়, সেই নিমিত্তই নাদির বাল্যকাল-
বধি নানা অসংক্রিয়ান অনুষ্ঠানে ব্যাপ্ত হইয়া-
ছিলেন; এবং কর্ম্মানুষ্ঠান-ভেদে বিশেষতঃ ফল
ভোগ করিয়াছিলেন। পরন্তু সাহস, পরাক্রম ও
বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে তাঁহার কোন অপ্রতুল ছিল না।
সপ্তদশ-বৎসর-বয়ঃক্রমে তিনি অসবেগে তাতার
জাতীয়দের সহিত বিবাদ করেন। তাহাতে তা-
হাদিগকর্তৃক পরাস্ত হইয়া কারাবদ্ধ হন; পরন্তু
সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে চারিবৎসরের পর
কারাগার হইতে পলাইয়া আইসেন।

নাদিরের আচরণ ধর্ম্মমার্গ-বহির্গত ছিল, কোন
নৃশংস কার্য্য তাঁহার অন্যান্য বলিয়া বোধ হইত
না। প্রভুহত্যাক্রপ উৎকট অধর্ম্মের আচরণেও
তিনি কদাপি সঙ্কুচিত ছিলেন না, ফলতঃ ঈদৃশ
কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। তিনি খোরা-
সানের কোন প্রধান ব্যক্তির কর্ম্মচারি হইয়া-
ছিলেন; অবকাশমতে সেই প্রভুকে বিনষ্ট করিয়া
তাঁহার কন্যাকে লইয়া বিবাহ করেন।

ইহার পর নাদির এক দস্যুদলে মিলিত হন,
এবং কিছুকাল তাহার প্রধান থাকিয়া প্রবৃত্তানু-
সারে অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার
অপ্রতিহত সাহস ও প্রবল পরাক্রম সম্বন্ধে
খোরাসানের শাসনকর্ত্তা ইং ১৭১৪ অব্দে তাঁহাকে
সেনাধ্যক্ষ-পদে নিয়োজিত করেন; কিন্তু নাদিরের
ঔদ্ধত্য ও গর্বাঙ্কুরতা তাঁহার অপ্রতিকর হইয়াছিল,
তৎপ্রযুক্ত তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

তাঁহার পিতৃব্য খিলটে পারস্য-বাদশাহকর্তৃক
নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নাদির তাঁহার
নিকট গমন করেন; কিন্তু তিনিও নাদিরের
অসহ্য ব্যবহার-দর্শনে উদ্ভ্যাক্ত হইয়া তাঁহাকে
বিদায় করিয়া দেন।



নাদির শাহ।

নাদির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পুনর্বার দস্যুব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। অভ্যাস-বশতঃ পূর্বাপেক্ষা তাঁহার অত্যাচারের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুষ্টবৃত্তি তাঁহার পরাক্রম দৃষ্টে আনুগত্য করিতে লাগিল। তাহাতে তিন সহস্র ব্যক্তি তাঁহার অনুচর নিযুক্ত হয়। তাহার। খোরা-সানের প্রজাদিগের নিকট অর্থপহরণাদি নানা-প্রকার উৎপাত করিয়া দিনযাপন করিত।

আকিসানের পারস্যদেশের প্রধান নগর ইস্-কহান ও অন্যান্য কতিপয় স্থান অধিকার করি-

য়াছিল। নাদিরের পিতৃব্য তাঁহার প্রাদুর্ভাব ও দলপুষ্টি জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন, “পারস্যাদিপ তামাম্প বাদশাহের সৈন্যে কর্ম গ্রহণ কর, ও আকগানদিগকে পারস্যহইতে তাড়াইয়া দাও।” পিতৃব্যের এই আদেশানুসারে তিনি খিলাটে উপস্থিত হইয়া বাদশাহের সৈন্যে কর্ম গ্রহণ করেন, এবং যিনি তাঁহার ভাবি সোভাগ্যের মূলস্বরূপ হইয়া ঐ পদপ্রদান করান, নাদির স্বীয় চিরসঞ্চিত কুপ্রবৃত্তির অনুসারে সেই পিতৃব্যকে স্বকীয় সকল সোভাগ্যের বিষমতর

কষ্টক স্থির নিশ্চয় করিয়া জয়তিবিজয়ে বিনষ্ট করিলেন। যাহা হউক তাঁহার আচরণ যত দূর পর্যন্ত অসম্মানসূচক হইয়াছিল পারস্যদেশের ব্যক্তিরা তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া তিনি যে পরাক্রম-সহকারে আফগানদিগকে তাহার দিগকে মুক্তকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। এই নিমিত্ত বাদশাহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; ও তাঁহার কৃত বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপে তাঁহাকে খোরা-সান, চীস্তান, কির্মান ও মাজেন্দরান এই প্রদেশ-চতুষ্টয় প্রদান করেন; অপর তাঁহাকে সুলতান উপাধি প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু নাদিরের বুদ্ধিমত্তার অভাব ছিল না। তিনি বিবেচনাপূর্বক এই পদগ্রহণে আগ্রহী হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে একবারে তাদৃশ উপাধি গ্রহণ হইলে তদ্রূপ ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইবে, ও তন্নিবন্ধন তাহারা তাঁহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ থাকিবে। এই নিমিত্ত তিনি অপেক্ষাকৃত ন্যূন সরদার-পদ গ্রহণ করেন, অথচ চতুরতাপূর্বক বাদশাহের নিকট পদাতিরিক্ত বিশেষ ক্রমতা লইয়াছিলেন। সেই ক্রমতাদ্বারা এই নির্দিষ্ট হয় যে তাঁহার সৈন্যবায় খোরাসানের অর্থহইতে নির্বাহিত হইবে, ও সেই মুদ্রাতে তাঁহার নাম মুদ্রিত থাকিবে।

তুর্কজাতি পারস্যদিগের শত্রু ছিল। তাহারা সময়ে২ পারস্যাদিকার আক্রমণ করিত। তাহারা ইরাক প্রদেশের উৎকৃষ্ট ভাগ ও সমস্ত অকর-বৈজ্ঞান-প্রদেশ আক্রমণ করিলে নাদির যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হমদানের যুদ্ধক্ষেত্রে বিজিত করেন, এবং এই স্থান ও তাহার নিকট-বর্ত্তি স্থানসকল অধিকৃত করিয়া লন।

অকগনেরা খোরাসানের বিদ্রোহী হইলে নাদির হীরাট ও করা এই দুই স্থানের দুর্গ অধিকৃত করিয়া

তাহাদিগের দমন করেন। যখন তিনি হীরাটাদি-কার-করণে ব্যাপৃত ছিলেন, ইসফাহানের ভদ্র ব্যক্তিরা, ও যে সকল তুর্কেরা পারস্যদেশের সম্মুখে পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বাদশাহ রাজপাটহইতে যাত্রা করেন।

ইতঃপূর্বে পারস্যদেশে তুর্কদিগের যে দুর-বস্থা হয়, তাহাতেই তাহাদিগের যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা বটিয়াছিল। জানিসারি-নামক সৈন্যেরা তুর্কীয় সুলতানের প্রধান মন্ত্রীকে বিনষ্ট করে, ও সুলতানকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাদির মৃতন সুলতানকে আদেশ পাঠাইলেন যে তুর্কেরা অবিলম্বে অকরবৈজ্ঞান-প্রদেশ পরিত্যাগ করুক। ইহার উত্তর আসিবার পূর্বে তামাস্প বাদশাহ অর্মিনিয়ার প্রধান নগর এরিবান আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধের উপযুক্ত সামর্থ্য ছিল না; সুতরাং তিনি তুর্কদিগকর্তৃক পরাভূত হইলেন। তদযতনায় তাঁহার পরাক্রান্ত সেনাপতি তৎপূর্বে যে সকল স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন এক মাসের মধ্যেই তাহা পরহস্তগত করিলেন। অপর, তুর্কদিগের সহিত সন্ধি অবধারিত করিয়া নিজ অক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেন। সন্ধিপত্র-নিবন্ধন তাঁহাকে আরাকসে নদীর সমস্ত অপর পার্শ্বস্থ দেশ তুর্কদিগের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু বৃগদাদের তৎকালীন পাশা অহম্মদ এই সন্ধি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পঞ্চপ্রদেশ দান করিতে হইয়াছিল; তদ্ব্য-পি একপ কোন কথার স্থিরতা করিয়া লন নাই যে তুর্কেরা পারস্যদেশের যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছিল তাহারা মুক্ত হইবেক।

পারস্যাদিপের এতাদৃশ হীনতা ও বুদ্ধিমত্তার অভাব দৃষ্টে নাদির শাহ দাক্ষিণ্যে প্রজ্বলিত হইলেন; এবং চিত্রাভিলষিত পারস্য-সিংহাসন

গৃহণ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ দেখিলেন ; কিন্তু তিনি একপ অদূরদর্শী ছিলেন না যে সাক্ষাৎ-সম্মুখে তাহাতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ তিনি বাদশাহের অন্যায়চরণ ও অকর্মতা প্রজাদিগের হৃদয়ে ব্যক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। বাদশাহদ্বারা তাহাদিগের যে অকল্যাণ ঘটনা হইয়াছে তাহাই তিনি ভূয়োভূয়ো দর্শাইতে লাগিলেন, ও প্রজাদিগের নিকট আপনার প্রতিপত্তি জন্মে, এই নিমিত্ত সময়ে ২ স্বকীয় স্বীরত্বের উল্লেখ করিতে লাগিলেন। পারস্যদেশে ইষ্টসাধন করাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, এই নিমিত্ত তিনি বাদশাহকৃত সন্ধির অন্যথা করিবার নিমিত্ত প্রধান ২ অমাত্যদিগকে এই জ্ঞাত করিলেন যে সন্ধির অনুসারে কোন ক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। বস্তুতঃ তুর্কদিগের সহিত বিবাদানল পুনরুদ্বীপ্ত করাই উচিত। তুর্ক সুলতান মহম্মদের নিকট নাদির দূত প্রেরণ পূর্বক এই বলিয়া পাঠান যে তিনি পারস্যদেশের যত দেশ অধিকৃত করিয়া লইয়াছেন তৎসমুদয় অবিলম্বে পরিত্যাগ ককন নতুবা নিশ্চয় যুদ্ধবটনা হইবে। বুগদাদের পাশা অহম্মদকেও এই কপ সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে নাদির ইক্ষ্বহানে আসিয়া তামাস্প বাদশাহের অন্যায়চরণের নিমিত্ত তাঁহাকে সান্তিশয় ভৎসনা করিলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত মনোরথ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নাই। পরে এক সময়ে সৈন্যদিগের উৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি বাদশাহকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন; এবং এই সুযোগে বাদশাহকে ধৃত করিয়া খোরাসানে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তখনও আপনি রাজসিংহাসন গৃহণ করিলেন না। হতভাগ্য বাদশাহের অষ্টমাসের এক পুত্র ছিল তাহাকে বাদশাহীপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নূতন বাদশাহের, রাজ-টীকা-কার্য্য সমাপ্ত হইলেই, নাদির বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বুগদাদ আক্রমণ করিতে গমন করেন। তদ্রূপ পাশা তাঁহার প্রকৃত প্রতিযোগী ছিলেন না। তুর্কীয়-সেনাপতি টোপাল ওসমান খাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে আইসেন। কিন্তু নাদিরের সাহস একপ ছিল না যে মহসা প্রতিহত হয়। তিনি বুগদাদে অসংসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া ওসমানকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। ওসমান টাইগিস নদীর কূলে আঁপেকা করিয়াছিলেন; শত্রু আসিবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই বার তুর্কদিগের সহিত পারস্যদিগের যেকপ তুমুল সন্ধ্যা হইয়াছিল পূর্বে সেকপ কখন হয় নাই। প্রায়ঃ তিন প্রহরকাল যুদ্ধ করিয়া নাদিরের সৈন্যেরা বিজিত হয়, তিনি আপনিও বিলক্ষণরূপে ক্লান্ত হইয়াছিলেন; অতএব যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পঞ্চবিংশ যোযন অন্তরে হাশ্বিদান-নগরে আসিয়া আপন রণভঙ্গ সৈন্যদিগকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টায় তাহাদিগকে বিশিষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই উৎসাহে পারস্যদেশের নানাস্থানহইতে প্রজারা আসিয়া তাঁহার সৈন্য-কর্ম্য গৃহণ করিল। তাহাতে নাদির তিন মাসের মধ্যে পূর্বাধেকা অধিকতর সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ বুগদাদে গমন করিতে সমর্থ হইলেন।

ওসমানের অসামান্য প্রাদুর্ভাব জন্মিয়াছিল, তাহাতে কনষ্টান্টিনোপলের সুলতানের প্রধান ২ কর্মকারকেরা একপ বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা ওসমানের সৈন্যাগমন ও অর্থপ্রাপ্তির বিড়ম্বনা করিতে লাগিল। ওসমান যথা উপস্থিত সৈন্য লইয়া নাদিরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পারস্য-সেনারা মহা-সাহসে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিজিত করিলেন।

এই বার যুদ্ধে ওসমান পারস্য সৈন্যকর্তৃক

বিনষ্ট হন। ইহার পরেও তুর্কেরা পারস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে কৃত-কর্মা হইতে পারে নাই। এই প্রযুক্ত তাহারা অবশেষে এরিসন প্রভৃতি অনেক স্থান পরিত্যাগ-পূর্বক পারস্যদিগের সহিত সন্ধি করে।

কশীরদিগের সহিত পারস্য-দেশীয়দের বিবাদ ছিল, পরন্তু নাদিরশাহের সহিত তাহাদিগের সন্ধি করিবার আবশ্যকতা জন্মিল। ঐ সন্ধি-নিবন্ধন পারস্যদিগের কাম্পীয়-হুদ-নিকট-বর্ত্তি যত স্থান কশীরেরা অধিকৃত করিয়াছিল তত্কাবৎ পরিত্যাগ করে।

এই ক্রমে নাদির পারস্য রাজ্যের উন্নতি সিদ্ধ করিয়া ও প্রজাদিগকে আয়ত্ত করিয়া আপন অভিষ্ট সিদ্ধ-করণে উন্মুখ হইলেন। তৎসময়ে তাহার মানুকুল ঘটনাও উপস্থিত হইল। সংবাদ আসিল ইক্ষ্বাহানে অপোগণ্ড বাদশাহের মৃত্যু হইয়াছে। পারস্য-দেশে রাজাদিগের রীত্যানুসারে বসন্তকালে এক মহোৎসব হইয়া থাকে। নাদির ঐ ক্রমে উৎসবোপলক্ষে যাবদীয় গণ্য রাজকর্ম-চারী ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করেন, ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শাহ তামাম্প ও শাহ আব্বাস তোমাদের অধীশ্বর ছিলেন। তাহাদিগের বংশাবতংসেরাই সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারেন, অতএব হয়, তাহাদিগের বংশের কোন ব্যক্তিকে নতুবা অন্য এমন কোন ব্যক্তি যাহার শক্তি ও সম-গুণ তোমাদিগের বিদিত আছে, তাহাকে সিংহাসনে সম্মিবেশিত করিবার পরামর্শ স্থির কর। আমি ইহাতেই পরম সন্তুষ্ট আছি যে সিংহাসনের গৌরব-রক্ষা করিয়াছি, ও পারস্য-দেশ-হইতে অফগণ তুর্ক এবং কশীরদিগকে দূরগত করিয়াছি।” ইহাতে সকলেই বিবেচনা পূর্বক এই মত করিলেন, “যিনি দেশকে শত্রু হইতে মুক্ত

করিয়াছেন, ও তাহার রক্ষার্থ যিনি উপযুক্ত তিনিই রাজমুকুট গৃহণ করণ। নাদির অতি চতুর পুরুষ ছিলেন, তিনি ব্যস্ত করিলেন, পারস্য-রাজ্যের সিংহাসনে আক্রমণ হইবেম তিনি যত্নেও ইহা মনে করেন নাই। আসাবদি সভা হইয়াছিল। প্রতি দিনই সভাস্থ ব্যক্তির তাহাকে ঐ ক্রমে অনুরোধ করিত, তিনিও অনুরোধ-রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন। পরিশেষে সকলের উপায়পরি-অনুরোধ-বাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া বাদ-শাহি-পদ-গৃহণে সম্মত হইলেন। অতঃপর রাজ্য-ভিষিক্ত হওনকালে তিনি বলিয়াছিলেন; “অন্য কোন স্বার্থ সাধন প্রযুক্ত রাজা হইলাম না; রাজ্য বাসিদিগের শান্তি ও রক্ষাই আমার প্রধান চিন্তা। অতএব ইহা বাঞ্ছনীয় যে প্রজারা আমার এক বিশেষ যুক্তির অনুসারী হইয়া কার্য্য করে। তাহা এই, শিয়া-মত চলিত থাকিতে দেশের শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি নানা অশুভ ঘটনা হইয়াছে; সেই নি-মিত্ত উক্ত মত পরিত্যাগ-পূর্বক সুন্নি-মতাবলম্বী হওয়া শ্রেয়স্কর।” প্রজারা তাহার বাক্য অযথা-ভূত নহে বিবেচনা করিয়া মত-পরিবর্তন-বিষয়ে সম্মত হইল।

ইংরাজি ১৭৩৩ অব্দে নাদিরের রাজ-টীকা করণ সম্পন্ন হয়। তিনি পারস্যদেশের অধিরাজ হইয়া অনতিবিলম্বে ইক্ষ্বাহানে গমন করেন। কিন্তু তথায় তিনি অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে যুদ্ধ-সজ্জা-করণেই পর্য্যবসিত হয়। অফগনদিগের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল; তাহাদিগের ক্ষমতার নিঃশেষ সাধনই তাহার সঙ্কল্প থাকে। তদর্থে তিনি তাহাদিগের প্রধান স্থান কন্দহার অধিকৃত করণে আগ্রহী হন। কন্দহার অতি দৃঢ়-কৃত স্থান; তাহা গৃহণ করা সহজ কার্য্য নহে, এই প্রযুক্ত নাদিরকে বিবিধ প্রকার আয়োজন ও উদ্যোগ করিয়া এক বৎসর তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ

করিয়া থাকিতে হয়। ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত ব্যক্তির অবসন্ন হইয়া পড়িল, এবং তিনিও ক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সন্ধি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র তাহাতে সম্মত হইলেন; এবং তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে আপন সৈনিক কর্মে নিযুক্ত করিলেন।

যে সময় নাদিরশাহ অফগনদিগের সহিত বিবাদে ব্যাস্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি ভারতবর্ষের অধীশ্বর মুহম্মদ শাহের নিকট দূতদ্বারা এই প্রার্থনা করেন, “যে অধিকার মত স্থানে স্থানের শাসনকর্তাদিগের প্রতি আদেশ করা হয় যে কোন অফগন আশুয়ার্থী হইলে তাঁহার তাহাকে আশুয় না দেন।” মুহম্মদ শাহ নাদির শাহের প্রার্থনায় ওদাস্য প্রকাশ করিলেন। অফগনেরা স্বহৃদে ভারতবর্ষে আশুয় লইতে লাগিল। আগন্তুক দূতেরাও পারস্যদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল না। ইহাতে নাদির শাহ সন্দিহান হইলেন; এবং ভারতবর্ষাধিপের ঈদৃশ অনুচিত-ব্যবহার-দর্শনে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অতএব তিনি পলায়নপর অফগনদিগকে কাবুল অবধি তাড়িত করিয়া কাবুল ও তন্নিকটবর্তী সমুদয় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার পর তিনি দিল্লীর বাদশাহকে ভৎসনা করিয়া পুনর্ব্বার এক পত্র লিখেন। কিন্তু তাহাতেও কোন বিশেষ ফল দর্শিল না; সুতরাং তিনি ভারতবর্ষের আক্রমণে উন্মুখ হইলেন।

এ সময় ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। মোগল সম্রাটের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তদধীনস্থ প্রধান প্রধান কর্মচারিরা নিজ নিজ বিভাগে স্বাধীন হইতে যত্ববান ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা পূর্বাশ্রয় প্রবল পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে নানা স্থানের শাসনকর্তাদিগকে কর-প্রদ করিয়া-

ছিল। দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্তও নির্বিঘ্নে থাকিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করিতেন। দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ মুহম্মদ শাহ রাজ্য-তন্ত্র-পরাক্রম ও ব্যসন-ব্যাসক্ত ছিলেন—কর্মচারিরাই রাজ্যের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিত। নাদির শাহ যখন কাবুলে আইসেন তখন পর্য্যন্ত মুহম্মদ পাদশাহের এই ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে নাদির ভারতবর্ষে আগমন করিবেন না—কাবুল-হইতেই স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন। পরে নাদির শাহ সিন্ধুনদ পার হইলে তাঁহার চেতনা হইল, ও তিনি ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া পাত্র-মিত্র ও যথা সম্বলিত সৈন্য লইয়া কর্ণালে উপস্থিত হইলেন; ও তাহা বিবিধপ্রকারে দৃঢ়ীভূত করিলেন।

নাদির ভারতবর্ষে সত্বরই উত্তীর্ণ হন। তাঁহাকে আগত দেখিয়া মুহম্মদ বাদশাহের নিযোজিত স্থানে স্থানের কর্মচারিরা তাঁহার আনুগত্য করত ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাহা ঘটনা হইবেক তাহা পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন।

ইং ১৭২৯ অব্দে মোগল বাদশাহের সহিত নাদিরের যুদ্ধ-ঘটনা হয়। নাদিরশাহ যুদ্ধ-বিবরণ আপনি লিপিবদ্ধ করেন। তদৃষ্টে ব্যক্তি হইতেছে দুই ঘণ্টা কাল তুমুল সঙ্গ্রাম হইয়াছিল, ও পারস্য-সৈন্য মহাবিক্রমে বিপক্ষদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, ও অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ-পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুধাবন করে। যুদ্ধে পারস্যদিগের প্রভূত অর্থ, বহু হস্তি, ও নানাবিধ দুর্মূল্য দ্রব্য লুপ্ত হইয়াছিল। মোগলদিগের বিংশতি সহস্র সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিপাতিত ও তৎসংখ্যক সৈন্য পারস্যদিগকর্তৃক বন্দীকৃত হয়।

নাদিরশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া মুহম্মদ শাহ জয়ী হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অগত্যা ওমরাওদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার শি-

বিরে উপস্থিত হন। নাদির তাহাকে অশেষ প্রকার অভ্যর্থনা করিয়া গৃহণ করেন। মুহম্মদশাহ এক দিবস যাবৎ নাদিরের শিবিরে অবস্থিত হন।

অনন্তর বাদশাহ দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলে নাদিরশাহ তাঁহার নিকট গমন করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে রাজমুকুটে ভূষিত করিয়া দেন। নাদিরশাহ এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ হস্তগত করিয়াও যে তাহার প্রকৃত অধিষ্ঠামীর মান্য রক্ষার্থ তাহা সমর্পণ করিলেন ইহা তাঁহার শাস্যার বিষয় নহে; যেহেতু ভারতবর্ষে তিনি অবস্থিতি করিলে তাঁহার পারস্য-রাজ্য* অনেয়র হস্তগত হইত। নাদির দিল্লী-রাজ্যে কোম স্বত্ব সংস্থাপন করেন নাই, কিন্তু তত্রত্য সমস্ত সম্পত্তি লইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ময়ূররূপ সিংহাসন পর্য্যন্তও গৃহণ করেন।

নাদিরশাহের দিল্লীতে আসিবার দুই দিবস পরে ধূর্ত ব্যক্তির রব করিল যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; ইহাতে অসংখ্য ব্যক্তিসকল, সুযোগ মনে করিয়া, পারস্য সৈন্যদিগকে পোড়ন করিতে লাগিল। নাদিরশাহ তাহাদিগের ভ্রম নিরাকরণার্থ স্বয়ং তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে প্রজারা তাহাদিগের উন্মত্ততার সাম্য করিল না। ইহাতে নাদিরশাহের ক্রোধানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ও তিনি আপন সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন “সকলকে নিহত কর।” সৈন্যেরা প্রভুর আদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আবাল বৃদ্ধ ও বনিতা কিছুই ভেদ না করিয়া স্বপ্ন কাল-মধ্যে লক্ষাধিক প্রাণী বিনষ্ট করে।

নাদিরশাহ উপরোক্ত নৃশংস আদেশ করিয়া এক সামান্য মসজিদে অতি গভীরভাবে উপবিষ্ট থাকিলেন, তাহার নিকট গমন করিতে কারো সাহস হইল না। মুহম্মদশাহ তথায়

উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন “আমার অধিকৃতদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।” নাদিরশাহ মুহম্মদশাহের বাক্য প্রতিপালন করিয়া সৈন্যদিগকে এই নিদারুণ কর্ম হইতে বিরত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার সৈন্যেরা, একপাশ সূশুঙ্খলা বন্ধ ও নিদেহবর্তী ছিল যে যে মাত্র আদেশ হইল তৎক্ষণাৎ সকলে শান্ত্যাবধারণ করিল।

নাদিরশাহ দিল্লীতে দুই মাসের অনধিককাল রহিলেন। তিনি মুহম্মদশাহের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্তি প্রকাশ করিতেন, ও দিল্লীহইতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে নানাপ্রকার রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দেন।

ভারতবর্ষহইতে অসীম অর্থ লইয়া স্বরাজ্যে গমন কর্ত নাদিরশাহ তত্রত্য প্রজাদিগের বিবিধপ্রকারে হিতসাধন করিবেন এই বিবেচনা করিয়া তাহার উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদিগের এই আশাও ব্যর্থ হয় নাই। নাদিরশাহ পারস্যদেশে প্রত্যাগত হইয়া অধিকৃতদিগের নিকট তিন বৎসরের নিমিত্ত কর-গৃহণ রহিত করেন।

ইহার পর নাদিরশাহ হীরাট ও বোখারা ও বোখারার নিকট খারিজম প্রদেশের রাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার প্রবল-পরাক্রমে সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত হয়।

এই কাপে পঞ্চ বৎসরের মধ্যে পঞ্চ রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন*। তিনি অক্সানদিগের হস্তহইতে কেবল পারস্যদেশ মুক্ত করিয়া নিবৃত্ত থাকেন নাই—তাঁহাকর্তৃক পারস্যদেশের নীমা উত্তরে অক্সস নদী ও পূর্বে সিঙ্কু নদ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

তুর্কদিগের প্রতি তাঁহার বিষমতর বিদ্বেষ ছিল।

* আফগানের দুই রাজা ওসরাফ ও হোসেন, বোখারার রাজা আবল ফারাজি, খারিজমের রাজা ইলবর্জ, এবং দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ।

তাহারা টাইগুস ও ইউফ্রেটীস নদীর নিকট থাকিতে না পারে ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। তদর্থে, অন্য কোম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহীমকে লেশগিস তাতার জাতীয়েরা বিনষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রতি হিংসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যখন তাঁহার সৈন্যেরা দাগিস্তানে আইলেন তখন এক বিপদ ঘটনা হয়। তাঁহার সৈন্যেরা লেশগিস-দিগকে আক্রান্ত করিয়াছে, এবং তিনি তাহাদিগের সাহায্যার্থ মাজেন্দরাণের পথ দিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে বনহইতে কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি গুলি লক্ষ্য করে। যাহা হউক তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

উক্ত গুলিদ্বারা তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা হওনাবধি তাঁহার মতিভ্রম জন্মিল। তিনি পূর্বা-পেক্ষা অধিকতর ঔদ্ধত্য ও নৃসংশ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত যে গুলিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার মূল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজাকুলি খাঁকে স্থির করিয়া তাহার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট করেন।

নাদিরশাহ অধিকার-কালের শেষ পঞ্চ বৎসরে প্রজাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি নৃসংশ ও রাজধর্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদিগকে তিন বৎসরের কর প্রদানে রাহিত্য দিয়া সাতিশয় বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থের বৃদ্ধিসহকারে তাঁহার অর্থপিপাসা অনিবার্য হইয়া উঠিল। তৎপুত্র তিনবৎসর গত হইলে তিনি বলপূর্বক সমুদয় বাকী কর আদায় করিতে লাগিলেন।

ধর্মবিষয়ক প্রচলিত মত পরিবর্তন করাতে তাঁহাকে পুরোহিতদিগের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ঐ অন্যায়াচরণে তাহার

বিপদ হইয়া উঠে, ও তাঁহাকে সমস্ত দেশের ঘণাস্ত্র করিবার পন্থা করে। এই প্রযুক্ত নাদির-শাহ পারস্যদেশের সকল প্রাদুর্ভূত ও কমতানীল ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হন। তদ্ব্যতীত সকলেই তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া মুক্তি পাইবার উপায় করিতে লাগিল। নাদিরশাহ সকলে বিপদ হইয়াছে জানিতে পারিয়া অভেদে সকলকেই হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রজারা কৃতান্তসম দুর্দান্ত রাজার হস্তহইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত অরণ্যমণি নিভৃত স্থান বা গোরি-কন্দর যথায় তথায় লুক্কায়িত হইতে লাগিল। ক্রমে সকল ওমরাও এক পরামর্শী হইয়া তাঁহাকে হত জীবিত করিবার স্থিরতা করেন। ইং ১৭৪৭ অব্দে তাহাদিগের ঐ অভিষ্টসিদ্ধ হয়।

জীব-সঙ্ঘের স্বর্গাদি ভেদ নিকপণ।



অরানুরক্ত ব্যক্তির সৃষ্ট পদার্থের আলোচনাদ্বারা সৃষ্টি-কর্তার গুণানুকীর্ণন করিয়া থাকেন। ঐ সৃষ্টপদার্থের মধ্যে জীবই সর্বপ্রধান। জীবের উৎপাদনে পরমেশ্বরের অপ্রমেয় জ্ঞান ও অনুকম্পা যে প্রকার পরিব্যক্ত হয়, এমন অন্য কোন পদার্থে দৃষ্ট হয় না। জীবের দেহযাত্রা নির্বাহার্থে জগৎপিতা কি অনুপম কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছেন? তাহার একই ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত কিপর্যন্ত পদার্থবিদ্যার অনুসন্ধান না হইয়াছে? আলোকের নিমিত্ত চক্ষু, শব্দের নিমিত্ত কণ, গন্ধের নিমিত্ত নাসিকা, গতির নিমিত্ত পদ, স্পর্শের নিমিত্ত ত্বগ; ইত্যাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আলোচনায় বোধ হয় কোন অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত ঐ একই ইন্দ্রিয়ের রচনাকার্যে সমস্ত পদার্থবিদ্যার আলোচনা

করিয়া পরস্পরের এক্য করিয়াছেন।-ভোজন-ক্রিয়া অনায়াসে নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ভোজ্য বস্তুকে চূর্ণ করি আবশ্যক; তন্নিমিত্ত পরমপিতা দন্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। অপর ঐ চূর্ণিত পদার্থ শুষ্ক থাকিলে নিগীলনের সদুপায় হইত না; অতএব মুখমধ্যে রসের প্রয়োজন, তাহার সহিত চূর্ণিত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া অনায়াসে তরলাবস্থায় গলাধঃকৃত হইতে পারে। ঐ রসের নিমিত্ত লালার সৃষ্টি হইয়াছে। পরে ঐ পদার্থ গলাধঃকৃত হইলে তাহার পাকের নিমিত্ত উদর-মধ্যে যে সকল উপায় আছে তাহার অনুসন্ধান করিলে সর্বনিয়ন্তার অশেষ ককণা অবলোকন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতে হয়। অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শনে যে প্রকার ককণার চিত্র লক্ষিত হয়, জীবের সঙ্খ্যা ও জীবভেদে তাহাদের অবয়বভেদ দেখিলে সেই রূপ ককণার পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ হয়। এই কৌতূহলজনক-বিষয়ের আলোচনা ধর্মের বৃদ্ধি হয়; সর্ব-নিয়ন্তায় ভক্তির আধিক্য হয়; জীবের প্রতি দয়ার বাহুল্য হয়; এবং পরমার্থ-প্রাপ্তির সদুপায় হয়; অতএব এবিষয়ের আলোচনা কদাপি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না।

ঐহিক-লাভের নিমিত্তও জীবদেহের আলোচনা অকিঞ্চিৎকর নহে, যেহেতু জীবদেহহইতে আমরা অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মনুষ্যের উদ্ভিদ খাদ্যের সহিত মাংসের তুলনা করিলে মাংসকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মানিতে হইবে। মনুষ্য যে পরিমাণে উদ্ভিজ্জ খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করে তাহাহইতে অনেক অধিক পরিমাণে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৎস্যের নিমিত্ত ভ্রমণে প্রতীবৎসর অনেক কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। তৈমি-জীবের তৈল সমুদ্র করিবার নিমিত্ত দশ সহস্র মনুষ্য দিবারাত্রি সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছে। সর্বা-পেক্ষায় চিকিৎসা বস্তু যৎসামান্য-পতঙ্গের কৃত সূত্রে

প্রস্তুত হয়। হাগ মেঘ উষ্ট্র অথ আলপাকা প্রভৃতি পশুর লোমেই মনুষ্য শীত-নিবারণের উপায় প্রাপ্ত হয়। চর্ম্মভিন্ন উত্তম পাদুকা কদাপি নির্মিত হইতে পারে না। লাক্কানামক কীটের সাহায্যে এক ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অনেক লক্ষ টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। পক্ষির মাংস, পক্ষির অণ্ড, পক্ষির পালথ, পক্ষির স্বর, এই সকলদ্বারাই মনুষ্যের সুখ সম্বন্ধিত হইবার উপায় আছে। সমুদ্র-শস্যক-বিশেষ (কড়ি) এতদ্দেশে অর্থের প্রতিনিধি। গুটিকা যুক্তার আকর। হরিণ-বিশেষ কস্তুরীর জন্মস্থান। উপাদেয় দুগ্ধ জীবহইতেই নিঃসৃত হয়। জীবদেহহইতে নানাবিধ মর্হৌষধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক-প্রকার পক্ষির লাল। এমত উপাদেয় খাদ্য যে চীন-জাতীয়েরা তাহাকে সুবর্ণহইতেও বহুমূল্য জ্ঞান করে। হস্তিদন্ত, চামর, অশ্বর-নামক গন্ধ দ্রব্য, মোম, মধু, শূঙ্গ, মেদ, সকলই জীবদেহজাত। শকুনি গিধিনী প্রভৃতি কুৎসিত পক্ষির। পুত মাংস ভক্ষণ করিয়া নগর-পরিষ্কারক-রূপে মনুষ্যের স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি করে। ফরাসিস্ গোয়ানা-প্রদেশে সর্পের বাহুল্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত সে স্থানে মনুষ্য তিষ্ঠিতে পারিত না। এক জন ফরাসিস্ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ সেই দেশে এক জাতীয় বাজপক্ষী প্রেরণ করত সর্পের বিনাশ করিয়া তাহা মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করেন। গো মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত উপকার করে তাহার বর্জন করাই বাহুল্য। অশ্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় ভূত্য পশুমধ্যে আর নাই। কুকুরের কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি অদ্যপি মনুষ্যেও সর্বত্র অনুকরণ করিতে পারে নাই। এই প্রকারে যে কোন জীবের আলোচনা করা যায় তাহাতেই কোন না কোন লাভের উপায় দৃষ্ট হয়।

অপর বিদ্যিত হইবার এবং আমন্দলাভ-করণের নিমিত্তও জীবদেহের আলোচনা ব্যর্থ নহে। অনেক

কোট আছে যাহার সহস্রটি একত্র করিলে এক সর্প পরিমাণ হয় কি না সম্ভব; অথচ সেই অণু-প্রমাণ দেহে তাহার ভোজন, শয়ন, পুত্রোৎপাদনাদি কায়িক কর্মসকল স্বচ্ছন্দে নির্বাহ করে।

অপর এক কোট আছে, যাহাদের এক একটির দেহ ক্ষুদ্র-সর্যপেরও তুল্য হইবেক না, অথচ তাহার অনেক একত্র মিলিত হইয়া এতদূশ প্রকাণ্ড আবাস নির্মাণ করে যে তাহাতে সমুদ্র-মধ্যে অতি বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক দ্বীপ প্রধানতঃ সমুদ্র-শস্যকে সমুদ্র। বল্মীক ও পিপীলিকাদিগের রাজ্যপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা দেখিলে অনেক মনুষ্যের রাজ্যপ্রণালীর প্রতি অভক্তি জন্মে। মধুমক্ষিকা ও বিবর-পশুর বাসশৃঙ্খলার বিবরণ সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। মনুষ্যের অপত্যোৎপাদিক শক্তি অতি অদ্ভুত; কথিত আছে কোন কোন মনুষ্য এক কালে দশলক্ষ অপত্যের অণু প্রসবিত করে। পরন্তু এ বিষয়ের বাহুল্য বর্ণন করায় কোন মতে প্রয়োজন নাই; বিবেচক ব্যক্তিমাতেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে জীবসকলের আলোচনায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলের প্রাপ্তি হইতে পারে; অতএব ইহাতে মনুষ্যমাত্রের আস্থা করা কর্তব্য।

যে শাস্ত্রে জীবদেহের ও জীবভেদের আলোচনা থাকে, তাহার নাম “প্রাণি-তত্ত্ব।” এই শাস্ত্রের মৌলভ্যার্থে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা জীব-সকলকে লক্ষণভেদে নানা অংশে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হয় যে জীবমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, তদদৃষ্টে তাহাদিগকে জীবশব্দের বাচ্য বলিয়া নির্ণীত করা যায়। এই লক্ষণসকলের মধ্যে প্রধান কি তাহা এক সূত্রে নিকপিত করা দুষ্কর; পরন্তু জন্ম, জীবন, মৃত্যু, চেতন, বর্জন, জ্ঞান প্রভৃতি কতক গুলি ক্রিয়া জীবমাত্রের প্রধান লক্ষণ ইহা অনায়াসেই বলা

যাইতে পারে। এই সকল ক্রিয়া জীবদেহস্থ কোন বিশেষ যন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং আণু নিকপিত হইতে পারে যে প্রস্তাবিত ক্রিয়াসমূহ সকল জীবেরই তুল্য হওয়াতে যে সকল যন্ত্রদ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাও সামান্যাকার হইবে; পরন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রয়োজনানুসারে জগদীশ্বরেচ্ছায় জীবভেদে একই ইন্দ্রিয়ের আকারগত অনেক ভেদ হইয়া থাকে। এই আকার-ভেদে জীবের জাতিভেদ নিকপিত হয়। যদ্যপি তাহা না হইত তাহা হইলে সকল জীবই একাবয়ব হইত—হস্তী ও মশকে কোন মাত্র ভেদ থাকিত না। এই সকল ভেদের নিকপণ করাই প্রাণিতত্ত্বজ্ঞের কার্য। তাহার তদ্ব্যবহারেই জীবের জাতি-বর্গাদি-ভেদ নিকপিত করিতে সক্ষম হয়েন; এবং অনায়াসে ঐশ্বরিক কৌশলের আলোচনাদ্বারা জীবনযাত্রা সার্থক করেন।

জীবমাত্রেরই দেহ আছে, অতএব তাহার সর্কলেই দেহী; কিন্তু সকলের দেহ তুল্য হয় না; কাহার দেহ অস্থি-মাংসে নির্মিত, কাহার দেহ কেবল মাংসে, কাহার ত্বকে, কাহার বা শ্লেষ্মায় গঠিত হয়। দেহের এই প্রধান-ভেদ-নিকপণার্থে অংশশব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা সমস্ত জীবকে পঞ্চ অংশে বিভাজিত করেন। পরে এই অংশসকলের এক অংশই জীবসকলের আকারগত অনেক ভেদ দৃষ্ট হয়। যে সকল জীবদিগের দেহে অস্থি আছে তাহাদের মধ্যে কেহ পশু কেহ পক্ষী কেহ মনুষ্য কেহ সর্প নানা প্রকার অবয়ব ভেদ আছে। এই সকল ভেদ-জ্ঞাপনার্থে বর্গ শব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধ। অপর বর্গের মধ্যেও অনেক অবাস্তুর ভেদ দৃষ্ট হয়; সেই ভেদ-বিশেষে এক এক বর্গস্থ জীবগণকে বিবিধ গণমাধ্যে নির্ণীত করা যায়। গণের অন্তর্গত বিভেদের নাম শ্রেণী; শ্রেণীর অন্তর্গত জীবসকলের বিভেদক জাতি; এবং এই জাতির অন্তর্গত বিভে-

দক বর্ণ। এই কএকটি বিভেদ-বাচক শব্দ এবং তাহাদের লক্ষণ অরণ রাখিলে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা অনায়াসে জীবসকলের অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হয়েন। এই উপায়ের সাহায্যে তাঁহারা অন্ততঃ পঞ্চাশৎ সহস্র ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের বিবরণ অনায়াসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে ভূমণ্ডলে বিংশতি সহস্র জাতীয় অস্থিবিশিষ্ট জীব আছে; তন্মধ্যে শুন্যপায়ী জীবের সংখ্যা ২০০০ সহস্রের কম হইবেক না। তাঁহারা জ্ঞাত হইয়াছেন যে পৃথিবীতে ৩০০০ জাতীয় পক্ষী আছে, তাহার মধ্যে চতুঃসহস্র তাঁহাদের পরিচিত হইয়াছে। সর্পাদিগের ১৫০০ জাতির বর্ণনা প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ-শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বোধ হয় তাহাদের সমস্তের সংখ্যা দুই সহস্র হইবেক। মৎস্যের জাতির সংখ্যা পশুপক্ষি-হইতে অধিক বোধ হয়, সাকল্যে দশ সহস্র জাতীয় মৎস্য ভূমণ্ডলে আছে; তন্মধ্যে গুহ্যকারেরা ৩০০০ জাতির সমুদ্র করিয়াছেন। স্বগাধারদেহ জীবসকলের মধ্যে শযুক শুক্রিকাদি জীব নির্দিষ্ট হয়। তাহাদের জাতির সংখ্যা অস্পতঃ পঞ্চদশ সহস্র হইবেক। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদের অধিকাংশের অনুসন্ধান করিয়াছেন। কীট পতঙ্গ-দিগের সংখ্যা দুই লক্ষের কম নহে। তাহাদের অশীতি সহস্র জাতির বিবরণ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। জাতি, শ্রেণী, গণ, প্রভৃতির লক্ষণ নিকপিত না থাকিলে এই কার্য কদাপি সিদ্ধ হইত না। এই উপায়ে অংশুরিগণদেহ জীবের জাতির সংখ্যা দশ সহস্র নিকপিত হইয়াছে। এই সকলের সমষ্টি করিলে বোধ হয় ভূমণ্ডলে আড়াই লক্ষ জাতীয় জীব আছে। * তত্ত্ব পুরা-

কালিক অনেক জীবের দেহাবশেষ অধুনা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের জাতির সংখ্যা কি তাহা নির্দিষ্ট করা দুষ্কর; পরন্তু তাহাদের প্রাচুর্য্য দৃষ্টে বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষের কম হইবেক না। এই উভয়ে পঞ্চ লক্ষ জাতি অতি অস্প সংখ্যক শ্রেণী বর্ণাদিতে সমাবেশিত হয়। অতএব তাহার সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সকলের পক্ষেই সুসভ বোধ হইবেক। জীবদিগের অংশ বর্ণ ও গণের নির্দেশ নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

জীব-সঙ্ঘের বর্ণাদিভেদ-বিবরণ।

ANIMAL KINGDOM

সমস্ত জীবসঙ্ঘ পঞ্চ অংশে বিভক্ত হয়; তদ্যথা

১ ম অংশ—অস্থ্যধারদেহ, (Vertibrata) অর্থাৎ যাহাদের দেহের আধার অস্থি; যথা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কুম্ভীরাদি।

২ য় অংশ—গুহ্যধারদেহ, (Articulata) অর্থাৎ যাহাদের দেহ বিবিধ গুহ্যিকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিত হয়; যথা পতঙ্গ-কীটাদি।

৩ য় অংশ—স্বগাধারদেহ, (Mollusca) অর্থাৎ যাহাদের দেহের আধার তাহাদের দেহাবরণ; যথা শযুকাদি।

৪ থ অংশ—অংশুরিগণদেহ, (Radiata) অর্থাৎ যাহাদের দেহ শিরাসকল এক মূল হইতে অংশুর ন্যায় সম্মুখিগে সমরূপে বিস্তারিত হয়; যথা পুরুষজাদি।

৫ ম অংশ—অপরিণতদেহ, (Protozoa) অর্থাৎ যাহাদের দেহ অতি ক্ষুদ্র, এবং তৎপ্রযুক্ত সুপরিণত নহে; যথা, স্নায়ুকীট, প্রবাল।

* এতদ্ভিন্ন অনেক জনজ্ঞকীট আছে তাহাদের দেহ এত সূক্ষ্ম যে তাহারা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং তাহাদের জাতিভেদের উপায় নির্দিষ্ট হয় নাই।

1. Vertibrata.

অস্থ্যধারদেহ জীবসকল পঞ্চ বর্ণে বিভক্ত
হয়; তদ্যথা

* ১ম বর্ণ—স্তন্যজীবী, (Mammalia) অর্থাৎ যাহারা স্তনপান করিয়া বর্জিত হয়; যথা মনুষ্য, গো, মহিষাদি। ইহারা জরায়ুজ।

২য় বর্ণ—বিহঙ্গ (Aves)। ইহারা অণ্ডজ।

৩য় বর্ণ—সর্পী, (Reptilia) অর্থাৎ যাহারা উরো-দেশ ভূমির নিকট রাখিয়া বা ভাঙ্গরা ভূমি স্পর্শ করিয়া ভ্রমণ করে; যথা, কুম্ভীর-গোখা-সর্প-কৃষ্ণ প্রভৃতি। ইহারা প্রায়ঃ অণ্ডজ।

৪র্থ বর্ণ—মাণ্ডুক্য (Brachia) অর্থাৎ মণ্ডুকাদি জীব।

৫ম বর্ণ—মৎস্য (Pisces)। ইহারা অণ্ডজ।

1: Mammalia.

স্তন্যজীববর্গের জীবসকল দুই ভাগে বিভক্ত।

তন্মধ্যে প্রথম ভাগের জীবসকল জরায়ুমধ্যে গর্ভ-পরিসূত্রে * আবৃত থাকে না, এবং দ্বিতীয় ভাগের জীব-সকল গর্ভপরিসূত্রে আবৃত থাকে; ইহার মধ্যে

নিগর্ভপরিসূত্রে (Aplacentaria) বর্ণাংশের
দুই গণ; তদ্যথা

১ম গণ—সহবিশ্রমোৎসর্গী (Monotremata) যে স্তন্যজীবী পশু মলমূত্রাদি এক দ্বার দিয়া পরিত্যাগ করে; যথা প্লাটিপাস ও একিনিডী পশু।

২য় গণ—বিগর্ভ (Marsupialia) অর্থাৎ যে সকল জীবের দেহে অপত্য-জননার্থে দুই আধার থাকে; যথা কক্সার, ওমবেট প্রভৃতি।

সর্গর্ভপরিসূত্রে (Placentaria) দ্বাদশ গণে
বিভক্ত; তদ্যথা

১ম গণ—তৈম, (Cetacea) অর্থাৎ তিমি-সদৃশ জীব। যথা তিমি, শুক, ডুগঙ্গ।

* অপত্য প্রসূত হইলে তাহার সহিত যে চর্মপোটেলিকা নির্গত হয়, তাহার নাম গর্ভ-পরিসূত্র। সামান্য কথায় তাহাকে “ফুল” নামে কহে।

২য় গণ—কুলচর্মী, (Pachydermata) অর্থাৎ যে সকল জীবের দেহ কুল চর্ম আবৃত থাকে; যথা হস্তী, টেপার, খড়্গী, শূকর, হিপপটেমস প্রভৃতি।

৩য় গণ—অখণ্ডশক, (Solidungula) অর্থাৎ যে সকল পশুর খুর খণ্ডীভূত নহে; যথা অশ্ব, গর্দভাদি।

৪র্থ গণ—রোমস্থিক, (Ruminantia) অর্থাৎ যে সকল পশু ভুক্তবস্ত্র উল্লারিত করিয়া তাহার পুনঃচর্চন করে; যথা উষ্ট্র, লামা, জিরাফা, হরিণ, ঘেঁষ, ছাগ, গো, মহিষাদি।

৫ম গণ—অপুরোদন্তী (Edentata) অর্থাৎ যে সকল পশুর মুখপুরোভাগে দন্ত থাকে না; যথা পিপীলিকাভুক, বজ্রকীট প্রভৃতি।

৬ষ্ঠ গণ—বিপুরোদন্তী, (Rodentia) অর্থাৎ যে সকল পশুর মুখপুরোভাগে প্রত্যেক মাড়িতে দুইটি করিয়া দন্ত থাকে; যথা কাঠবিড়ালী, শিশক, শল্লকী, মূষিক প্রভৃতি।

৭ম গণ—জালপাশ, (Pinnepedia) অর্থাৎ যে সকল পশুর পদ ত্রুটে আবৃত হইয়া মৎস্যের ডানার কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করে; যথা সিন্ধুঘোটক, মীল, প্রভৃতি।

৮ম গণ—খাপদ; (Carnivora) অর্থাৎ যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া দেহ-যাত্রা নিৰ্ব্বাহ করে; যথা বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেউল, গন্ধগকুল প্রভৃতি।

৯ম গণ—কীটাদ (Insectivora) অর্থাৎ যাহারা কীট ভক্ষণ করিয়া দেহ রক্ষা করে; যথা ছুছুন্দরী প্রভৃতি।

১০ম গণ—হস্তপক্ষ (Chiroptera) অর্থাৎ যাহাদের হস্ত বা পুরঃপদ পক্ষরূপে পরিণত; যথা বাঘুদাদি।

১১শ গণ—চতুষ্করী (Quadrumania) অর্থাৎ যে সকল পশুর পদচতুষ্করীর অগ্রভাগ করূপে পরিণত; যথা বানরাদি।

১২শ গণ—দ্বিকরী (Bimana) অর্থাৎ যাহারা দেহে দুইমাত্র কর আছে; যথা মনুষ্য।

2. Birds—Aves.

বিহঙ্গ-বর্গ অষ্ট গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ম গণ—শাখাচারী, (Passeres) অর্থাৎ যাহারা সর্ষদা বৃক্ষশাখায় বিচরণ করে; যথা, চটক, কাক, বীল-কণ্ঠ, টুণ্টনী, শামা, মাচরাদি প্রভৃতি।

২ য় গণ— কাণ্ডচারী, (Scansores) অর্থাৎ যাহারা বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণ করে; যথা, দার্বাঘাট (কাট্টোকারা) টোকান, কাকাতুয়া, নূরী, টিয়া প্রভৃতি।

৩ য় গণ— ক্ষতচারী, (Cursores) অর্থাৎ যাহারা ভূমিতে ক্ষতবেগে পাদবিক্ষেপদ্বারা বিচরণ করে; যথা শাইমূরগ, কাশোয়ারি।

৪র্থ গণ— জলচারী, (Grallatores) অর্থাৎ যাহারা জলে বিচরণ করে; যথা বক-সারসাদি।

৫ম গণ— তরপদী, (Nattatores) অর্থাৎ যাহারা পাদদ্বারা স্তম্ভরূপে বিচরণ করে; যথা হংসাদি।

৬ষ্ঠ গণ— ঘর্ষকপদী, (Rasores) অর্থাৎ যে পক্ষিরা নখদ্বারা ভূমি বিদারণ করে; যথা কুক্কট, ময়ূর, মোনাল, তিস্তির, পেরু প্রভৃতি।

৭ম গণ— কাপোতক (Columbæ) অর্থাৎ পা-রাবত ও তৎ সদৃশ পক্ষী; যথা পায়রা ঘূষু ইত্যাদি।

৮ম গণ— আখ্যেটক (Raptores) অর্থাৎ যে সকল পক্ষী আখ্যেটন অর্থাৎ শিকার করিয়া অথবা মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে; যথা পেচক, বাজ, চিল্ল, গৃধ্র ইত্যাদি।

3. Batrachia.

মাণ্ডুকীয় বর্গ পাঁচ গণে বিভক্ত; যথা

১ম গণ— শল্কদেহী (Lepidota); এই গণস্থ জীবেরা দেখিতে বাইন মৎস্যের ন্যায়, কিন্তু ডানাহীন। ইহাদের কর্ণের পশ্চাতে এবং দেহের অধোভাগে পাদচতুষ্টয়ের আদর্শস্বরূপ চারিটী শলাকা থাকে। ইহাদিগের কর্ণরূপ যাবজ্জীবন বর্তমান থাকে; যথা লেপিডোসাইরেন জীব।

২য় গণ— অপদী (Apoda) এই গণস্থ জীবদিগের পদ হয় না। দেহের কোন কোন স্থানে শল্ক থাকে, অপর সর্বত্র আঠাযুক্ত ত্বকে আবৃত। তাহাদের পুচ্ছ ও চক্ষু নাই এবং দেহ মহীলতার সদৃশ, কিন্তু মহীলতার অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং অস্থিবিশিষ্ট। যথা সিলোলিয়া জীব।

৩য় গণ— দ্বিস্থালী (Amphineustra) অর্থাৎ যে সকল জীব আজন্ম কর্ণরূপ ও ফুস্ফুস এই দুই প্রকার যন্ত্রেই শ্বাসকর্ম্য নিষ্পন্ন করে; কর্ণরূপ কদাপি হ্রাস হয় না, ইহাদিগের দেহ মৎস্যসদৃশ, চক্ষু অনাবৃত এবং উজ্জ্বল, পদচতুষ্টয় স্তম্ভরূপে নিমিত্ত সুযোগ্য; যথা আক্সোলোটল জীব।

৪র্থ গণ— পুচ্ছাকুর, (Urodela) অর্থাৎ ইহাদের পুচ্ছ বিশিষ্ট টিকটিকির সদৃশ জীব। তাহাদের কর্ণরূপ যাবজ্জীবন বর্তমান থাকে। যথা ট্রাইটন জীব।

৫ম গণ— অপুচ্ছাকুর, (Anura) ইহাদের মস্তক প্রশস্ত মুখব্যাদান বৃহৎ, পুচ্ছ নাই। পশ্চাৎ পদের অপেক্ষা পূর্বপদ অতি খর্ব্ব এবং উন্নতকরণের বিশেষ যোগ্য। দেহ অনাবৃত, কর্ণ, স্নোতহওনশীল এবং একপ্রকার ক্ষুদ্র কর্ণ বিশিষ্ট, যাহার মধ্যে মনুষ্যের অনিষ্ট-কর রস থাকে; যথা মগুক।

4. Reptilia

সর্পি-বর্গের জীবসকল চারি গণে বিভক্ত;

তদ্যথা

১ম গণ—কোম্বী (Loricata) অর্থাৎ কুম্বীল ও তৎসদৃশ জীব।

২য় গণ—সারট, (Sauria) অর্থাৎ টিকটিকী ও তৎসদৃশ জীব; যথা গোখা, পল্লী, বহুকপা, প্রভৃতি।

৩য় গণ—সার্প, (Ophidia) অর্থাৎ সর্পাদি।

৪র্থ গণ—কোর্ম, (Chelonia) অর্থাৎ কুম্বাদি।

5. Pices.

মৎস্যবর্গ দশ গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ম গণ—নির্হৃদয়ক (Leptocardia) অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় নাই। তাহাদের শোণিত শিরাসকলের সঙ্কোচনে পরিচালিত হয়। এই গণে এক মাত্র জাতি আছে; তাহার নাম অফিয়ক্লস লান্সিওলেটস্।

২য় গণ—চক্রকুম্বী, (Cyclostomata) অর্থাৎ যাহাদের মুখ চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকার; যথা লাম্প্রি মৎস্য।

৩য় গণ—ক্লোমকুম্বী (Physostomata) অর্থাৎ যাহাদের দেহস্থ বায়ুক্লোমমুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই গণস্থ মৎস্যদিগের ডানায় অস্থি শলাকা থাকে না, অথবা পৃষ্ঠের ডানায় পুরোভাগে একটি মাত্র অস্থিশলাকা থাকে; অপর সকল শলাকা উপস্থিতিশূন্য। যথা বাইন মৎস্য।

৪র্থ গণ—নিঃশলাক (Anacanthena) অর্থাৎ যাহাদের ডানায় অস্থিশলাকামাত্র থাকে না, এবং বায়ুক্লোম ও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে না। অপর কণ্ঠস্থ অস্থি পৃথক থাকে। যথা পায়রাচাঁদা মৎস্য।

৫ম গণ—সংক্লোমকুম্বী (Pharyngognathia) অর্থাৎ যাহাদের কণ্ঠের অস্থিসকল একত্রে সংলগ্ন হয়।

এক খণ্ড হয়। এই লক্ষণ তাহাদের প্রধান এবং সর্বত্র ভুল্য; যথা কাদাখোঁচা মৎস্য ।

৬ ম গণ—কণ্টকপক্ষক, (Acanthoptera) অর্থাৎ যাহাদের পৃষ্ঠভানার পুরোভাগে এক বা ততোধিক অস্থি-শলাকা থাকে। ইহাদের কণ্ঠস্থ অস্থিসকল পৃথক থাকে, সংলগ্ন হয় না; ও উপরের মাড়ি সঞ্চালিত হইতে পারে। বায়ুকোষ এই গণের কোন কোন মৎস্যে দৃষ্ট হয়; সকলের নাই। যথা কৈ-মৎস্য খরসলা মৎস্য ইত্যাদি ।

৭ ম গণ—গুচ্ছিত কর্ণকূপক (Lophobranchiata) অর্থাৎ যাহাদের কর্ণকূপের শলাকাসকল গুচ্ছে গুচ্ছে বিস্তৃত হয়। ইহাদের কর্ণকূপাবরণ বৃহৎ কিন্তু এ প্রকারে চর্ম্ম আবৃত থাকে যে তন্মধ্য দিয়া জল নির্গমনের নিমিত্ত একটি মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে; যথা হিপো কাম্বল মৎস্য ।

৮ ম গণ—অচলোচ্চমাড়িক, (Plectognatha) অর্থাৎ যাহাদের উপরের মাড়ি মস্তকের সহিত এ প্রকার দৃঢ়-রূপে সংলগ্ন যে তাহা কোন মতে নড়ে না। এই গণস্থ মৎস্যের মস্তক অস্থি-নির্মিত কিন্তু দেহের অধিকাংশে উপাস্থি আছে; যথা বালিফিস্ মৎস্য ।

৯ ম গণ—উপাস্থিবহল (Selachia) অর্থাৎ যাহাদের দেহের অধিকাংশ উপাস্থি ময়; দেহ অতি সূক্ষ্ম শল্লক বা কেবল চর্ম্ম আবৃত থাকে। যথা হাঙ্গর ও তৎসদৃশ মৎস্য ।

১০ ম গণ—চিক্চিকশালী, (Ganoidea) অর্থাৎ যাহাদের শল্লক চিক্চিক ও অস্থিময়; যথা ইজিয়ন মৎস্য ।

II. Articulata.

২। গুহ্যধারদেহ জীবসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম বর্গ—কার্কট (Crustacea) অর্থাৎ ককটী বর্গ।

২ য় বর্গ—লৌতেয় (Arachnida) অর্থাৎ লুতা বর্গ।

৩ য় বর্গ—শতপাদিক (Myriapoda) অর্থাৎ বৃশ্চিক বর্গ।

৪ থ বর্গ—পাতঙ্গ (Insecta) অর্থাৎ পতঙ্গ বর্গ।

৫ ম বর্গ—কৈট (Vermes) অর্থাৎ কীট বর্গ।

1. Crustacea.

কার্কট বর্গ পাঁচ গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—কুণ্ডপাদ (Cirrhopoda) অর্থাৎ যে

সকল জীবের দেহ বহুখণ্ড চূর্ণময় আবরণে আচ্ছাদিত, এবং তদূর্ধ্বভাগহইতে এক শুণ্ড নির্গত হয়। ঐ শুণ্ডদ্বারা প্রস্রাবিত জীবসকল সমুদ্রে প্রস্রবাদিতে সংলগ্ন হইয়া কুলিতে থাকে। যথা বার্ণাকল্ (Barnacles)।

২ য় গণ—পতঙ্গকবচ, (Entomostraca) অর্থাৎ যে সকল কীটের দেহ পতঙ্গের কবচের ন্যায় দৃঢ় কবচে আবৃত থাকে; যথা কালিগল (Calegus), ত্রিলক (trilobites,) নামক জলজ কীট প্রভৃতি।

৩ য় গণ—খড়্গপুচ্ছী (Zyphosura) অর্থাৎ যাহাদের ঢালের ন্যায় দেহাবরণের নিম্নভাগে দীর্ঘ খড়্গাকার শলাকা থাকে; যথা সমুদ্রকর্কটী।

৪ থ গণ—অচলচক্ষু, (Edriophthalmata,) অর্থাৎ যাহাদের চক্ষুগোলকের গতি নাই। ইহাদের অবয়ব অনেকাংশে চিক্চিকের সদৃশ। যথা কাপ্রেলা ফাশ্মা। (Caprella phasma.)

৫ ম গণ—সপদচক্ষু (Podophthalmata) অর্থাৎ যাহাদের চক্ষু দীর্ঘ মূলাঙ্গরি স্থাপিত; যথা চিক্চিক ও কাকড়া।

2. Arachnida.

লৌতেয় বর্গ দুইগণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—ছিদ্রস্থানী (Tracheoria) অর্থাৎ যাহারা কএকটি দেহপার্শ্বস্থ ছিদ্রদ্বারা শ্বাসকর্ম্ম নিষ্কাশন করে; ইহাদিগের চক্ষুঃ সংখ্যা ৪। যথা মাঠ-মাকড়।

২ য় গণ—ক্লোমস্থানী (Pulmonaria) অর্থাৎ যাহারা ভ্রুকোষদ্বারা শ্বাসকর্ম্ম নিষ্কাশন করে। ইহাদের চক্ষুর সংখ্যা ৬ বা ৮। যথা সামান্য মাকড়সা, কাকড়াবিছা প্রভৃতি।

3. Myriapoda.

শতপাদিক বর্গ দুইগণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—সপ্তগুহিঁশুণ্ড, (Chilopoda,) অর্থাৎ যাহাদের মুখপুরোভাগের শুণ্ডবয়ের প্রত্যেকে ৭ গুহি আছে; যথা সামান্য বৃশ্চিক।

২ য় গণ—চতুর্দশগুহিঁশুণ্ড (Chilognatha) অর্থাৎ যাহাদের শুণ্ডে চতুর্দশ গুহি আছে; যথা কেমো।

4. Insecta.

পাতঙ্গ বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—পূর্ণপরিবর্তক (Metabola) অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি বারংবার সময়গতপে দেহ পরিবর্তন করে, যথা ভাঁস দংশন মসক মল্লিকা মালপোকা; প্রজাপতি।

২ য় গণ—ইষৎপরিবর্তক (Hemimetabola) অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি দেহের ইষৎ পরিবর্তন করে; যথা কড়িৎ, গন্ধাকড়িৎ, পদ্মপাল, বগ্নীক, আর সোলা প্রভৃতি।

৩ য় গণ—অপরিবর্তক, (Ametabola) অর্থাৎ যাহারা অণুহইতে নির্গত হইবার পরে আর দেহাবয়বের পরিবর্তন করে না; যথা পিপীলিকাদি।

5. Vermes.

কৈট বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—পরাস্তঃপুষ্ট, (Parasita) অর্থাৎ যাহারা অন্যের দেহমধ্যে আপন জীবন যাত্রা নির্বাহ করে; যথা কৃমি।

২ য় গণ—অঙ্গুরীয়দেহ, (Annelida) অর্থাৎ যাহাদের দেহের আকার কোমলাস্থির অঙ্গুরীয়কদ্বারা নির্মিত; যথা জলোকা, মহীলতা প্রভৃতি।

৩ য় গণ—কোণুলিক, (Rotifera) অর্থাৎ যে সকল জলজ কীটের শরীর ইচ্ছানুসারে কুণ্ডলাকারে কুঞ্চিত হইতে পারে; যথা, হাইডাটিনা সেন্টা (Hydatina senta.)

III Mollusca.

৩। ভগাধারদেহ জীবসকল তিন বর্গে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম বর্গ—শিরঃপদী, (Cephalopoda) অর্থাৎ যাহাদের পদ মস্তকের নিকট সংলগ্ন; যথা, কটলফিন্ নামক সমুদ্রজ জীব।

২ য় বর্গ—উদরপদী (Gasteropoda) অর্থাৎ যাহাদের পদ উদরের নিকট সংলগ্ন; যথা স্থলজশযুক, গঁড়ী।

৩ য় বর্গ—অব্যক্তশিরঃ, (Acephala) অর্থাৎ যাহাদের মস্তক স্পষ্ট ব্যক্ত নহে; যথা ঝিনুক।

I. Cephalopoda.

শিরঃপদী বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—এককোষ্ঠী, (Teuthideæ) অর্থাৎ যে সকল শিরঃপদী জীবের দেহ এক-কোষ্ঠবিশিষ্ট চূর্ণময় আধারে থাকে; যথা কটলফিন্, অর্গোনট, বেলেন্স, নাইট, অক্টোপস্ প্রভৃতি।

২ য় গণ—বহুকোষ্ঠী, (Ammonitedæ) অর্থাৎ যাহাদের দেহের মধ্যে অনেক কোষ্ঠ বা গৃহ আছে; যথা, শালগ্রামশিলা প্রভৃতি।

৩ য় গণ—বিভক্তকোষ্ঠী, (Nautilidæ) অর্থাৎ যাহাদের দেহের মধ্যভাগে ব্যবধান আছে; যথা, নটিলস্জীব।

2. Gasteropoda.

উদরপদী বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—পুষ্ণুস্বাসক, (Pulmonata) অর্থাৎ যাহা বায়ুতে পুষ্ণুস্বাস করে; যথা স্থলজ শযুক।

২ য় গণ—কর্ণকূপস্বাসক, (Branchifera) অর্থাৎ যাহারা জলে কাণকূপদ্বারা শ্বাস লয়; যথা জলজ শযুক।

৩ য় গণ—পক্ষপদী, (Pteropoda) অর্থাৎ যাহাদের পদে পক্ষের ন্যায় গঠন আছে যদ্বারা তাহারা সঞ্চারন করিতে পারে; যথা, ক্লাইও, হায়লিয়া প্রভৃতি সমুদ্রজ জীব।

3. Acephala.

অব্যক্তশিরঃ বর্গ তিন গণে বিভক্ত; যথা

১ ম গণ—সমদলক, (Lamellibranchiata) অর্থাৎ যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য; যথা সামান্য ঝিনুক।

২ য় গণ—বিষমদলক, (Brachiopoda) অর্থাৎ যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য নহে; যথা আইক্টের ঝিনুক।

৩ য় গণ—সাত্ত্বাতিক, (Bryozoa) অর্থাৎ যে সকল ক্ষুদ্র ঝিনুক একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে; যথা সাল্লা নামক ঝিনুক।

IV. Radiata.

৪। অংশুশিরালদেহ জীব-সকল পঞ্চ বর্গে

বিভক্ত; যথা

১ ম বর্গ—কণ্টকদেহী, (Echinodermata) অর্থাৎ যাহাদের দেহোপরি কণ্টক থাকে; যথা ষ্টারফিশ্ (star fish)। ইহারা ৪ গণে বিভক্ত।

২ বর্গ—স্তম্ভালদেহী (Polypi.) অর্থাৎ যাহাদের দেহে অতি সূক্ষ্ম ২ স্তম্ভ আছে। ইহারা দুই গণে বিভক্ত। এই গণের প্রধান জীব প্রবাল কোট।

৩ য় বর্গ—ছত্রকদেহী; (Discophora) অর্থাৎ যাহাদের দেহ ছত্রকের (বেত্রের ছাতার) সদৃশ। যথা সেডুসী নামক সমুদ্রজ জীব। ইহারা দুই গণে বিভক্ত।

৪র্থ বর্গ—কঙ্কতদেহী (Ctenophora) অর্থাৎ যাহাদের দেহ মেয়ূপিণ্ডাকার এবং চিরনির ন্যায় দৃষ্টে আবৃত। যথা সিডিপ (cydippe) নামক জীব। ইহারা দুই গণে বিভক্ত।

৫ ম বর্গ—নলিকাদেহী ; (Siphonophora) অর্থাৎ যাহাদের স্ফেয়পিণ্ডাকার দেহোপরি কএকটি নলিকা থাকে। ইহারাও দুইগণে বিভক্ত।

V. Protozoa.

৫। অপরিব্যক্তদেহ জীবসকল তিন বর্গে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম বর্গ—রুপুপাদ, (Rhizopoda) অর্থাৎ যাহাদের দেহ কিঞ্চিৎ বৃক্ষমূলবৎপদার্থে বিস্তারিত। ভাগাদির

ভলে স্ফেয়াবৎ সূত্ররূপী যে অতি ক্ষুদ্র জীব দৃষ্ট হয় তাহাই এই বর্গের প্রধান জীব।

২ য বর্গ—ছিদ্রালদেহী ; (Porifera) এই বর্গের প্রত্যেক জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহারা যে আবাস নিৰ্ম্মাণ করে, তাহা বহুছিদ্রপূর্ণ, এই প্রযুক্ত ইহাদিগকে ছিদ্রালদেহী কহা যায়। উক্ত আবাসের সামান্য নাম স্পঞ্জ।

৩ য বর্গ—সূক্ষ্মদেহী (Infusoria) ; এই সকল জীব সামান্য নয়নে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন ভোবার জলের কাঁট এই বর্গে লক্ষিত হয়।



ট্রাম পথ।

লৌহ পথ।



অ

সভ্য জাতিদিগের রাজ বস্ত্রে প্রয়োজন নাই। যাহারা ধনুর্বাণ লইয়া কেবল জীবহিংসায় দিন-পাত করে তাহারা যে কোন প্রকারে বনে ভ্রমণ করিতে

পারিলেই হইল; তাহাদের বস্ত্র নিৰ্ম্মাণের অবকাশও নাই, এবং বস্ত্র থাকিলেও কোন লভ্য বোধ হয় না; প্রত্যুত এক স্থান দিয়া মনুষ্যের সর্বদা সমাগম হইলে তথাকথিত পশু-পক্ষী পলায়ন করিয়া ব্যাধিদিগের লভ্যের হানি করে। ব্যাধাবস্থাহইতে রাখালের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে

পথের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন বোধ হয়; যেহেতু তদ-
ভারে গো ও মেষপাল লইয়া বাথানে যাইবার
ব্যাঘাত জন্মে। পরে মনুষ্য যত সভ্য হইতে
থাকে এবং যান-বাহনের ব্যবহারের বৃদ্ধি হইতে
থাকে ততই উত্তম পথের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া
উঠে। পথ না থাকিলে কদাপি রথের ব্যবহার
হইতে পারে না, এবং ইহা অনায়াসে বলা যাইতে
পারে যে যে দেশে পথ নাই তথায় বাণিজ্যেরও
সদুপায় নাই। ফলতঃ পথ সভ্যতার এক প্রধান
লক্ষণ; এবং পথের অবস্থাদৃষ্টে দেশের সভ্যতা সৌ-
ভাগ্য ও সম্পত্তির অবস্থা নিকপিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন হিন্দুরা এই সৌভাগ্য-জ্ঞাপক ও সম্পত্তি-
প্রদাতা বস্তুর নির্মাণে বিশেষ মনোযোগী ছি-
লেন তাহার প্রমাণার্থে আমরা দিগকে বিশেষ
প্রযত্ন পাইতে হইবেক না; অভিধানে পথের
পর্যায় দেখিলেই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ
হইতে পারে। পণ্ডিত-প্রবর খ্রীযুক্ত রঞ্জা রাধা-
কান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকোষে পথের
পর্যায় ২৫ টি শব্দ * দৃষ্ট হয়; পথের প্রতি
হিন্দুদিগের আস্থা না থাকিলে এক পথের নিমিত্তে
সংস্কৃত ভাষায় এত সংখ্যক শব্দ কদাপি থাকিত
না। অত্যন্ত প্রাচীন বেদে পথের অনেক উল্লেখ
আছে; অপর তৎকালে রথের ব্যবহার প্রসিদ্ধ
ছিল, সুতরাং পথের অবস্থা উত্তম ছিল সন্দেহ
নাই। উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরাজীদ্বারা সুশোভিত প্র-
শস্ত রাজপথের রামায়ণে ভূরি ভূরি বর্ণনা
আছে; পুরজনবাসিরা এই পথে পরিভ্রমণ ও পথ-
প্রাপ্ত হইতে নগরের শোভা ও রাজাদিগের বিজয়-
যাত্রা সন্দর্শন করিত। মহাভারত ও পুরাণাদি-

হইতে পথের উপলক্ষে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত
করা যাইতে পারে। দেবীপুরাণে পথের প্রশস্ত-
তানুসারে নামভেদ দৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে লি-
খিত আছে যে দেশমার্গ ৪০ ধনুঃ পরিমিত, এবং-
গ্রামমার্গ ২০ ধনুঃ পরিমিত হইবেক। উক্ত গুণ্টে
সীমা-মার্গের এবং রাজমার্গের পরিমাণ ১০ ধনুঃ
নিকপিত হইয়াছে, এবং কথিত হইয়াছে যে মনুষ্য
অশ্ব রথ এবং হস্তির স্বচ্ছন্দে বিরল হইয়া গম-
নাগমনের নিমিত্ত উক্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয়। *
গলীর পরিমাণ ৪ ধনুঃ। তদনন্তর ৩ হস্ত ২ হস্ত
৪ পদ ৩ পদ ২ পদ প্রভৃতি অন্যান্য পথের বিব-
রণ উক্ত গুণ্টে নির্দিষ্ট আছে। অপর এই সকল
পথে কি প্রকারে গমনাগমন করিবেক তথা কে
কাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবেক তাহারও অনেক
নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে†। বৈদ্যকগুণ্টে পথ-
ভ্রমণের ফলও বর্ণিত আছে দেখা যায়‡; অত-
এব হিন্দুরা যে পূর্বকালে সম্পূর্ণরূপে পথের
গুণজ্ঞ ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন গ্রীস ও রোম রাজ্যেও পথের যথেষ্ট
সমাদর ছিল। তাহাদিগকর্তৃক নির্মিত পথের
স্বংসাবশেষ দেখিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হয়
প্রাচীনদিগের মধ্যে রোমকেসাই পথ-নির্মাণে
সুপারগ ছিলেন। দুই সহস্র বৎসর ব্যবহারের
পর অদ্যাপি তাহাদিগকৃত পথসকল অতি আ-
শ্চর্য্য দৃঢ় ও সমপৃষ্ঠ আছে।

* ত্রিংশদধনুঃ বিস্তীর্ণ দেশমার্গঃ তৈঃ কৃতঃ।

বিংশদধনুঃ গ্রামমার্গঃ সীমামার্গো দশৈবতঃ ॥

ধনুঃ বিস্তীর্ণ রাজপথঃ কৃতঃ।

নৃবাহিরথনানামসম্বাধঃ সুসঙ্করঃ ॥

† পশ্চাদ্বেশ্য ব্রাহ্মণায় ত্রিংশদধনুঃ কৃতঃ।

বৃদ্ধায় ভারবৃক্ষায় রোগিণে দুর্জলায় চ ॥

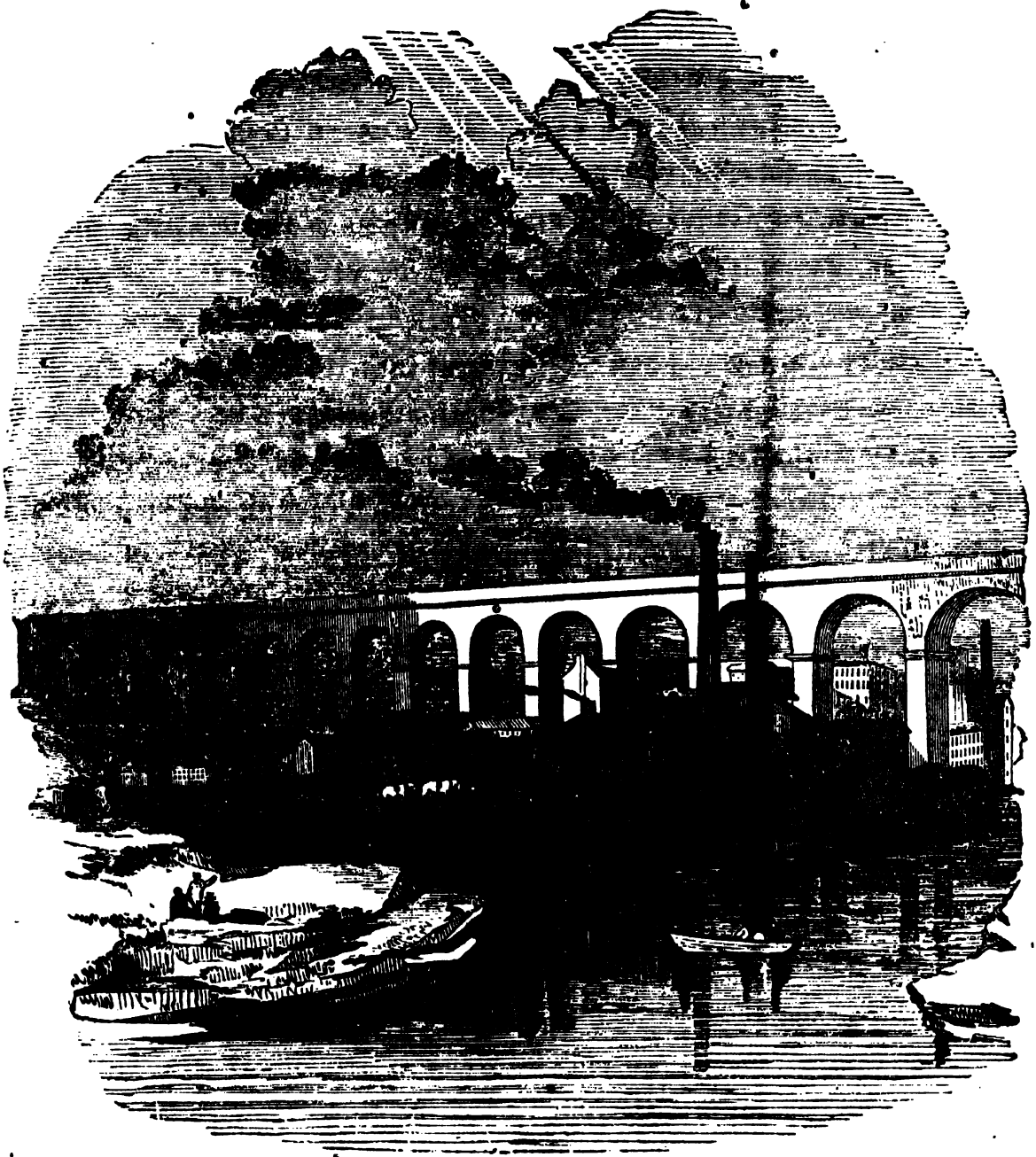
‡ অথবা মেদকফলোন্মাদৌকুমার্য্যবিনাশনঃ।

যতুচক্ষুয়ণ্য নাতি মেহপীড়াকরং ভবেৎ ॥

তদাযুর্ল মেধাশ্চি-প্রদমিষ্মিরশোধানং।

রাজবলতঃ ॥

* ১ পদ্ম, ২ অঘন, ৩ বর্ষ, ৪ মার্গ, ৫ অধ্বা, ৬ পদবী, ৭ সূতি,
৮ সরণি, ৯ পঙ্কতি, ১০ পদ্যা, ১১ বর্তনী, ১২ একপদী, ১৩ পথ,
১৪ পদবি, ১৫ পদবী, ১৬ সরণী, ১৭ সরণি, ১৮ সরণী, ১৯
পঙ্কতি, ২০ বর্তনী, ২১ বাট, ২২ ধর্মবর্তন, ২৩ মাথ, ২৪ বিরধ,
২৫ বীবধ।



ইটক শেতু পথ ।

ইউরোপ-খণ্ডে সম্প্রতি পথ-নির্মাণ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ হওয়াতে তদ্বিষয়ক অনেক গুলি গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। তৎসমুদায়েই ইহা স্বীকার করিয়া থাকে যে পথমাত্রই যত সরল ও সমপৃষ্ঠ হইবেক ততই পথগমন-গমনের সুগম হইবেক। এই গুণ রক্ষার নিমিত্ত

যে ভূমির উপর পথ হইবেক তাহা দৃঢ় ও কঠিন ও স্থিতিস্থাপক-গুণ-রহিত হওয়া আবশ্যিক। নরম ভূমির উপর পথ হইলে-গুরুভার-বিশিষ্ট শকট তদুপরি গমনমাত্রে পথের সমতা নষ্ট হয়; যেহেতুক শকটচক্রদ্বারা পথে সীতা পড়িয়া যায়, সূতরাং তদুপরি অন্য শকটের

গমনে ব্যাঘাত জন্মে। এই নিমিত্ত পথ করিবার সময়ে আদৌ ভূমিকে যত্নদ্বারা বিশিষ্ট দাবন করত পরে তদুপরি প্রস্তরখণ্ড বা ইষ্টক দিয়া ঐ স্থান দৃঢ় করিতে হয়; এবং তৎপরে ইষ্টক-চূর্ণ বা প্রস্তরচূর্ণ দিয়া পথ সরল করিলে পথ উত্তম হইতে পারে। পরন্তু সরল-করণ-সময়ে অর্ন্তব্য যে একান্ত সমপৃষ্ঠ পথে বর্ষার জল বসিতে পারে; তাহা হইলেই ভূমি আর্দ্র হইয়া পথের হানি হইবে; অতএব পথপৃষ্ঠ কূর্ণ-পৃষ্ঠের ন্যায় কিঞ্চিৎ ন্যূন হওয়া বিধেয়; তাহা হইলে বৃষ্টির জল পড়িবার মাত্র উভয় পার্শ্ব দিয়া নিঃসৃত হইতে পারে। অপর ঐ নিঃসৃত জল পথপার্শ্বে সঞ্চিত থাকিলে ক্রমশঃ মৃত্তিকা ভেদ করত পথের তল আর্দ্র ও নরম করিয়া পথের হানি করিতে পারে; অতএব বাহাতে ঐ জল দ্বারায় দূরে নীত হয় এমত করা কর্তব্য।

এই প্রকারে নির্মিত পথ অতি উত্তম হইলেও নিতান্ত সরল ও বহুকাল স্থায়ী হয় না; তজ্জন্তু বিলাতে কাঠের ও প্রস্তর-কলকের তথা আফ্রাল্ট নামক ধূনার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তৎ সমুদায়েও কোন না কোন দোষ বা আপত্তি আছে। কাঠের পথে গুরুভার-বিশিষ্ট শকট সঞ্চালিত হইলে অত্যন্ত ককশ শব্দ হয়। প্রস্তর-কলকের পথে অশ্বের পদ অনায়াসে তিষ্ঠে না, এবং সর্বদা আহত হইলে দ্বারায় কষ্ট হয়। আফ্রাল্টের পথ অতি সুগম হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বহুবায়-সাধ্য; বিশেষতঃ অতি দীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রয়োজনানুসারে পরিমাণে আফ্রাল্ট প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। অপর গমনাগমনদ্বারা এই সকল পথে সর্বদা দ্বারায় কিঞ্চিৎ অসমতা জন্মে, সুতরাং শকটের বেগের হানি হয়। এই আপদ নিবারণ করণার্থে উট্ট-রাম নামা এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের উত্তর ভাগে

কয়লার খনি মধ্যে এক ঋজু ও সরল পথের উপর শকট চক্রের পরস্পর পার্থক্যানুসারে দুই খামি কাঠদণ্ড এই কাপে সংস্থাপিত করেন যে তাহার উপর দিয়া কয়লার শকট অনায়াসে অগুসর হইতে পারে, যথচ কোন পার্শ্বে যাইতে পারে না। ঐ শকটে অশ্বযোজনা করিয়া কয়লা সঞ্চালনদ্বারা দৃষ্ট হইল যে শকট পার্শ্বে না নড়িলে ও যে কাঠ কলকের উপর চলিবেক তাহা সূক্ষ্ম সরল হইলে চারি অশ্বের বহনীয় ভার অনায়াসে এক অশ্ব আকর্ষণ করিতে পারে। এই কথা রাষ্ট্র হইলে বিলাতীয় কয়লার খনিমাত্র কাঠদণ্ডের পথ প্রস্তুত হইল, এবং তাহা উট্টরাম সাহেবের নামের অপভ্রংশে ট্রাম পথ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ক্রমশঃ ঐ পথস্থ শকটে অশ্ব বা গোর যোজনা না করিয়া একাগ্রে শকট রাখিয়া অপরাংগে বা পথমধ্যে একটা চক্র যন্ত্র সংস্থাপিত করত শকটে সংলগ্ন রজ্জু বা শৃঙ্খল ঐ চক্রযন্ত্রে জড়াইলেই অনায়াসে শকট আকর্ষিত হইত। এই ট্রামপথের প্রতিকল্প ৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে; তদ্বৃষ্টি পাঠকবন্দ ইহার অবয়ব উত্তমরূপে জ্ঞাত হইবেন। ঐ পথে দ্রব্য চালনা করিলে বলের এবং সুতরাং ব্যয়ের অনেক আশুয় হয়; পরন্তু কালক্রমে পথের কাঠদণ্ড গলিত হইয়া ব্যাধিক্য হইতে লাগিল, অতএব কর্মকুশল ব্যক্তির তাহার সদুপায়ে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময়ে, ইং ১৭৩৭ অব্দে, লৌহের মূল্য অত্যন্ত শস্তা হয়, এবং কোল-বুকুডেল নামক লৌহের কার্যালয়ে কর্মের শৈথিল্য হওয়াতে তথাকার কর্মাধ্যক্ষেরা কতক লৌহ-দণ্ড বানাইয়া কাঠ দণ্ডের পরিবর্তে তাহাই একটা ট্রামপথে সংস্থাপিত করেন। তখন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে সম্প্রতি ট্রাম-পথ-নির্মাণের ব্যয়ের লাভ হইবে; পরে লৌহের মূল্য অধিক হইলে তাহারা তাহা পথহইতে তুলিয়া



লৌহ পথের লৌহ সেতু।

বিক্রয় করিবেন; কিন্তু কিয়ৎকাল ব্যবহারের পর দেখিলেন যে কাষ্ঠাপেক্ষা ঐ লৌহদণ্ডে শকট অপেক্ষাকৃত অনেক অস্পায়্যাসে সঞ্চালিত হয়, এবং তাহাতে যে লাভ হয়, তাহা লৌহের মূল্য-পেক্ষা অনেক অধিক; অতএব তাঁহারা পথহইতে ঐ লৌহদণ্ড তুলিলেন না; বরং অন্যে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ট্রামপথে কাষ্ঠের পরিবর্তে লৌহের দণ্ড ব্যবহৃত করিতে লাগিল। তাহাতেই সর্বত্র লৌহ পথের প্রসিদ্ধি হয়। প্রস্তাবিত লৌহ-দণ্ডের ইংরাজি নাম “রেল;” পথ বাচক ইংরাজি শব্দ

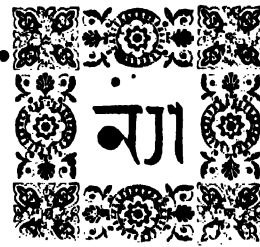
“রোড” তাহার সহিত সংযোগে সম্প্রতি “রেলরোড” শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ শব্দের সহিত বাষ্প-শকটের কোন সংশুব নাই। পথ দিয়া অশ্ব গো হস্তী গর্দভ মনুষ্য বা অন্য যে কোন উপায়ে শকট সঞ্চালিত হয় তাহাতে কোন আপত্তি হইবেক না; তাহাতে রেল নামক লৌহ-দণ্ড যথানিয়মে সংস্থাপিত থাকিলেই তাহার নাম “রেলরোড” বা “রেলপথ” বা “লৌহপথ” হইবেক। এই রেল বসাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ পথ যথা বিহিত সরল করিয়া তদুপরি

ব্যত্যস্তভাবে কাষ্ঠদণ্ড সংস্থাপিত করিতে হয়। এই স্তম্ভের নাম “সিপরা।” তদুপরি এক ২ খণ্ড খুদু লৌহাসন সংস্থাপিত করিতে হয়। এই আসনের নাম “চেয়র।” তাহার উপর রেল সংস্থাপিত করিয়া এক একটা কাষ্ঠ-কোলদ্বারা তাহা সংবদ্ধ করিলেই রেলরোড প্রস্তুত হয়। রেলরোডের প্রধান লক্ষণ সরলতা। তাহার নিমিত্তে উচ্চ স্থান কাটিয়া ও নিম্ন স্থান মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া সর্বত্র সমান উচ্চ করিতে হয়। শত হস্ত দীর্ঘে ১ হস্তের অধিক ঢাল করিতে নিষেধ আছে, সুতরাং কোন পথের মধ্যে নিম্ন ক্ষেত্র বা উচ্চ পর্বত পড়িলে লৌহপথ বানাইবার অনেক ব্যয়াদিক্য হয়; কারণ এই ক্ষেত্র পূরণ করিতে বা পর্বতমধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিতে অনেক শ্রমের প্রয়োজন। অপর এই নিম্নক্ষেত্র দিয়া যদিও বর্ষার জল নির্গত হয় তাহা হইলে তাহা পূর্ণ করায় নিকটস্থ গুম বা নগরের জল কষ্ট হইয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে; এবং জলবেগে পথের ভগ্ন হইবার ও সম্ভাবনা। এমত স্থলে নিম্ন ভূমি পূর্ণ না করিয়া তদুপরি অনেক খিলানের পাকা পুল প্রস্তুত করাই বিধেয়। এই প্রকার প্রায়ঃ অর্দ্ধ কোশ পরিমিত দীর্ঘ এক সুচারু সেতু বর্ধমানের নিকট আছে; বাম্প শকট যাত্রিরা তাহার প্রশংসা সর্বদা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা এই রূপ সেতুকে “বায়াকট;” শব্দে কহেন তাহার এক সুচারু প্রতিকল্প ৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। কোন অগভীরা নদী পার হইবার নিমিত্ত এই রূপ সেতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরন্তু নদী অতি গভীরা হইলে সুতরাং শিপ্পিরা জলমধ্যে লৌহ বা ইষ্টকের স্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া ইষ্টকের খিলানের পরিবর্তে লৌহ বা কাষ্ঠের চাতাল নির্মিত করিয়া থাকেন। এই রূপ সেতু দেখিতে অতি রম্য; যদিচ চিত্রে

সেই রম্যতার অনুভব উত্তম রূপে হইতে পারে না; তথাপি পূর্ব পৃষ্ঠাস্থ ছবি দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন।

দৃষ্টান্ত সমুচ্চয়।

(ন্যায়)।



য় শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। যখন যে কোন ব্যাপার নির্বাহ হয়, তাহার কোন উপমা প্রদর্শন করিলে, এই ব্যাপার তাহার ন্যায় বলাগিয়া থাকে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় যত ন্যায় শব্দ প্রয়োগ করা যায় তৎসমুদায়ই উপমাবোধক রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপমা রূপ অর্থ প্রতিপাদন হেতু মীমাংসা ও আত্মীক্ষিকী শাস্ত্রকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা উপমা বাচক “ন্যায়” নাম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতাদি ভাষার মধ্যে কাকতালীয় প্রভৃতি যে সকল ন্যায়ের উল্লেখ দেখা যায়, উপমা রূপ অর্থ লইয়া তাহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বচন-রচনা বা বাক্য-বিন্যাসকালে আবশ্যিক যত কোন কোন ন্যায় প্রয়োগ করিলে এই রচনার গাভীর্যাদি গুণ প্রকাশ হইতে পারে; অতএব অমাদিগের এই সকল ন্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া আবশ্যিক। এই আবশ্যিকতা সম্পূর্ণ করণাভিপ্রায়ে নিম্নে কতিপয় ন্যায়ের উল্লেখ করা গেল।

(কাকতালীয়)।

এক পর্য্যটক ব্যক্তি দেশ-পর্য্যটনে নির্গত হইয়া কিয়দূর গমন করিলেন। অনন্তর এক দেশে উপস্থিত হইয়া একটা বৃক্ষমূলের এক দেশে উপবেশন করিলেন। তাহার সম্মুখভাগে এক-

টী তালবৃক্ষ ছিল, তাহার তাল তৎকালে পরি-
ণতিভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাল পরিপক্ব হই-
লে স্বভাবতই অধঃপতিত হইয়া থাকে। পর্য্য-
টক ব্যক্তি অনবরত ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও ক্ষু-
পিপাসার্ত হইয়াছিলেন, এক দৃষ্টে ঐ পরিপক্ব
পতনোন্মুখ তালফল-স্তবকে দৃষ্টিপাত করিয়া
রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “যদি-
একটী ফল পতিত হয় তাহা হইলে আমার বিল-
ক্ষণ ক্ষমিবৃত্তি হইতে পারে”। ইতিপূর্বে ঐ বৃক্ষে
একটী কাক বসিয়াছিল, কোন কারণে সে তথাহইতে
উড়িয়াগেল, কাক যেমন উড়িয়া গেল, অমনি একটী
সূপক্ব তাল পতিত হইয়া পর্য্যটকের অভীষ্ট সিদ্ধ
করিল। তিনি এই ‘কাক ও তালের’ ব্যাপার
দর্শনে আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন। মনে করিতে লাগি-
লেন, “কি আশ্চর্য্য! বোধ হয় কাক উড়িয়া গেল
বলিয়াই তাল পতিত হইল”। কিন্তু বাস্তবিক
কাক কোন হেতুবশতঃ উড়িয়াগেল, এবং তৎ-
কালেই তালের পতনকাল উপস্থিত হইয়া-
ছিল, তাহাও পড়িল। লোকে ইহাকে কাকতা-
লীয় ন্যায় বলিয়া থাকে। ইহাতে তাল পত-
নের প্রতি কাকের বাস্তবিক কারণতা না থাকি-
লেও আপাততঃ কাককেই কারণ বোধ হইতেছে।
যে সকল স্থলে এই রূপ ঘটনা হয়, অর্থাৎ কা-
রণ ভিন্ন অন্যকে কোন কার্যের কারণ বলিয়া ভ্রম
হয়, সেই সকল স্থলে “কাকতালীয় ন্যায়”
ঘটিয়া থাকে।

সূচী কটাহ।

একদা এক ব্যক্তি এক জন কর্মকারের বিপ-
ণিতে উপস্থিত হইয়া কহিল, “ওহে কর্মকার,
তুমি অন্যান্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া অরায়
আমাকে এক খানি কটাহ নির্মাণ করিয়া দাও,
কটাহ না পাইলে আমার বিস্তর ক্ষতি হইবে।”
এই কথা বলিতেছে এমন সময়ে আর এক ব্যক্তি

তথায় আসিয়া একটী সূচী নির্মাণার্থে কর্মকারকে
অনুরোধ করিল। কর্মকার কণকাল চিন্তা করি-
য়া পূর্বোক্ত কটাহ-ক্রেতাকে সম্বোধন করিয়া
কহিল, “মহাশয়, আপনি কণেককাল বিশ্রাম
করুন, ইহাকে একটী সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়া
পরে আপনকার কটাহ নির্মাণ করিতেছি।” এই
কথায় কটাহক্রেতা কিয়ৎকাল বসিয়া বিশ্রাম
করিল। কর্মকার সূচী নির্মাণ করিয়া দিয়া তাঁ-
হাকে কটাহ প্রস্তুত করিয়া দিল। এই প্রকারে
কোন বহুকালসাধ্য বা কষ্টসাধ্য কর্ম স্বগিত
রাখিয়া ‘অপকালসাধ্য বা অপশ্রমসাধ্য কর্ম
সম্পাদন করাকে লোকে “সূচী-কটাহ ন্যায়”
কহিয়া থাকে।

অন্ধকোলাঙ্গল ন্যায় ।

এক ব্যক্তি কোন কারণে অন্ধ হইয়াছিল। সে
এক দিন যষ্টি হস্তে করিয়া পূর্বানুভূত পথা-
নুসারে বন্ধু ভবনে যাইতেছিল। দৈবাৎ পথভ্রান্তি
হওয়াতে এক মহারণ্যমধ্যে পতিত হইয়া মনে
মনে চিন্তা করিতে লাগিল; “আমি এখন সুস্থ-
ভবনে কি প্রকারে যাইব।” এমন সময়ে এক ধূর্ত
তাহাকে সেই গহনে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসিল,
“মহাশয়! আপনাকে এত ভাবিত দেখিতেছি
কেন?” অন্ধ তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভদ্দ
লোক বিবেচনা করিয়া বলিল; “বৎস, আমি
অন্ধ। বন্ধুভবনে যাইতে এই মহারণ্যে পড়ি-
য়াছি। এক্ষণে কি প্রকারে সেখানে পৌঁছিব তা-
হার উপায় না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।
তুমি যদি অনুগ্রহ পূর্বক আমার হাত ধরিয়া
সেই খানে লইয়া যাও তবে আমার অত্যন্ত উপ-
কার হয়।” ঐ প্রত্যরক তাহা শুনিয়া এক গো-
যুবা আনয়ন পূর্বক অন্ধহস্তে তাহার লাজুল
সমর্পণ করিয়া বলিল “এই গোপুচ্ছ উত্তম রূপে
ধারণ কর, কখন পরিত্যাগ করিও না, ইহাতেই

তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক।” অজ্ঞ তাহার ধূর্ততা বুঝিতে না পারিয়া প্রাণপণে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া রহিল। তাহাতে উপকার দূরে থাকুক নানা অপকারই ঘটিতে লাগিল।

কোন ব্যক্তি খলের পরামর্শ গৃহণ করিলে তাহার প্রতি এই গণ্ধের প্রয়োগ করণের সৌলভ্যার্থে অজ্ঞগোলাঙ্গুল ন্যায় শব্দের প্রয়োগ হয়।

(অজ্ঞ হস্তির ন্যায়)।

কতগুলি জন্মাক্রের নিকটে এক হস্তী আনীত হইলে তাহার আনন্দচিত্তে নিষাদী সঙ্গে হস্তী সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার গায়ে হস্ত বুলাইয়া হস্তীর আকৃতি কীদূশ তাহার যথাসাধ্য জ্ঞান লাভ করিল। হস্তী চলিয়া গেলে অজ্ঞেরা বসিয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। “ভাই হে কে কেমন হস্তী দেখিলে বল? যে শূঁড়ে হাত দিয়া দেখিয়াছিল, সে বলিল “হস্তী সর্পাকার।” তাহা শুনিয়া পদস্পর্শী ব্যক্তি বলিল না, “হস্তী স্তম্ভাকার।” যে লাঙ্গুলে হস্ত দিয়াছিল সে বলিল “না, ভাই-করি রজ্জুর ন্যায় “তচ্ছুবণে কর্ণস্পর্শী ক্রোধাশ্বিত হইয়া বলিল “তোমরা কি সকলেই সমান নির্বোধ; কেহই কি মনোযোগ পূর্বক দেখে নাই? হস্তী ঠিক কুলার ন্যায়।” এই প্রকার অসম্পূর্ণ দূর্শিদিগের বিবেচনাকে অজ্ঞহস্তী ন্যায় শব্দে বলা যায়।

(নরাস্তিত)।

কোন নগরে এক ধনবান ব্যক্তি শক্তিমত্তে উপাসক ছিলেন। গজাধর নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। ঐ শাক্তব্যক্তি পুরোহিতকে ডাকিয়া কহিলেন “মহাশয়, আপনি এই টাকাটীর ভাল সন্দেশ লইয়া কালী মায়ের পূজা দিয়া আসুন।” গজাধর সমস্ত চিত্তে টাকাটী লইয়া কালীর মন্দির প্রতি কিয়দূর গমনা-

নন্তর পথের ধারে এক দোকানে সন্দেশ কিনিয়া ভাবিলেন “যদি এই সন্দেশ লইয়া মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করি তাহা হইলে দেবলেরা সমুদায় সন্দেশই লইবেক, কেবল প্রমাদ স্বরূপ একটা মাত্র আমাকে দিবেক। অতএব তাহা না করিয়া এই দোকানে বসিয়াই মাঝে নিবেদন করিয়া দি, এবং সমুদায় প্রমাদই জলযোগ করি।” গজাধর সন্দেশের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেইরূপ করিতেই উদ্যত হইলেন, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করিলে পাছে মায়ের কোপ জন্মে, মনে মনে এই রূপ বড়ই শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে পথিমধ্যে এক ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যে কহিয়া উঠিল “ওরে গজাধর কাকে দিলিবে।” পরোহিত গজাধর সন্দেশ নিবেদনের জন্যে জল গণ্ডুষ গৃহণ করিয়া ছিলেন ঐ শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র আর নিবেদন করিতে পারিলেন না, ভয়ে হাত থানি থর থর কাঁপিতে লাগিল, গণ্ডুষ জল গলিত হইয়া পড়িয়াগেল। সমস্ত সন্দেশ আত্মসাৎ করিতে পারিলেন না, মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেই হইল। এতলে নরাস্তিত ন্যায় ঘটয়াছে। নর শব্দে মনুষ্য অঙ্কিত শব্দে সঙ্কেত। কোন মনুষ্য দেনা পাওনা সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে ঐ কথা বলিয়াছিল, কিন্তু পরোহিত হঠাৎ মনে করিলেন বুঝি কালী নরদ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে শাসন করিলেন।

(কদম্বগোলাঙ্গুল ন্যায়)।

প্রস্তুতি কদম্ব পুষ্প গোলাকার হইয়া থাকে; তাহার গাত্রের সর্বদিকে যে সমস্ত ফেলা উপায় হয় তৎসমুদায়ই এককালে সমভাবে বর্জিত হইতে থাকে, সুতরাং কি অল্প বয়স্ক কি অধিক বয়স্ক কি ছোট কি বড় সকল কদম্ব পুষ্পই কুদ্রাবস্থা অবধি বৃহদবস্থা পর্য্যন্ত গোলাকার হই-

স্নাই উৎপন্ন হয়। যখন কোন এক বস্তু বা বিষয়ের সর্বদা এক ভাব থাকে কালে অবয়ব পরিবর্তিত হয় না তখন তাহাকে বদন্য গোলক ন্যায় শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(বীচি তরঙ্গ ন্যায়)।

জলাশয়ে জল কোন আঘাতদ্বারা প্রথমতঃ একটা বীচি উৎপন্ন হয়, পরে চারিদিকেই সেই বীচিহইতে গোলাকারে তরঙ্গ বিস্তৃত হইতে থাকে। এক বস্তু বা শব্দহইতে চতুর্দিকে নানা ঘটনার বিস্তৃতি হইলে বীচি তরঙ্গ ন্যায়ের প্রয়োগ হয়।

(অন্ধপক্ষ ন্যায়)।

এক খঞ্জ আপনার কোন অভীষ্ট দেশে গমন করিতে অভিলাষী হইল। কিন্তু বিকল-চরণ-প্রযুক্ত ভ্রমণ সামর্থ্য না থাকাতে রাজ-পথের প্রান্তে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, “যদি কোন ব্যক্তি আমাকে স্বাক্ষর করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমি সেই স্থানে বাইতে পারি, নতুবা আমার যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না।” এই রূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে এক অন্ধ এক যষ্টি হস্তে করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। খঞ্জ অন্ধকে দেখিবামাত্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “ভাই অন্ধ! আমি এক খঞ্জ ব্যক্তি, তুমিও জন্মান্তর, আমার চলৎশক্তি নাই তুমিও দর্শন শক্তিবহীন। অতএব যদি তুমি আমাকে স্বাক্ষর তুলিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিই। একপ করিলে তোমার ও আমার উভয়েরই অভীষ্ট দেশে অনায়াসে গমন করা হয়।” এই কথায় অন্ধ সন্মত হইল। খঞ্জ অন্ধের স্বাক্ষর উঠিয়া অভীষ্ট দেশে চলিয়া গেল। এই রূপ এক এক অংশে পরস্পরের সাহায্য করা অন্ধপক্ষন্যায়ের বিষয়।

(দণ্ডাপূপ-ন্যায়)।

কোন গৃহস্থ একটা দণ্ডে এক অপূপ অর্থাৎ এক খানি পিষ্টক বিক্রয় করিয়া গৃহের এক কোণে স্থাপনপূর্বক কার্যোপলক্ষে বাটোহইতে বহির্গত হইয়া ছিলেন। সেই কোণে এক মূষিকের বিষয় ছিল, তথায় এক মূষিক থাকিত। মূষিক গর্ত-হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল, যে, তথায় এক পিষ্টক রহিয়াছে। পিষ্টক দেখিবামাত্র মূষিক নিজ নৈসর্গিক লোলুপতা-বশতঃ পিষ্টকটো ভক্ষণ করিল, এবং দণ্ডের যে অংশে পিষ্টক সংলগ্ন ছিল, পিষ্টক সঙ্গে সেইদণ্ডেরও কিয়দংশ ভক্ষণ করিল। অনন্তর গৃহস্থ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিষ্টক খান তথায় নাই, এবং দণ্ডের কিয়দংশ ইন্দুর দন্তকত হইয়া পতিত রহিয়াছে। দেখিয়া মনে কষ্টে লাগিলেন, যখন মূষিক দণ্ডের একাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন অবশ্যই পিষ্টকটো সমুদায়ই খাইয়া থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই; কারণ, দণ্ড পিষ্টক অপেক্ষা অনেক কঠিন, যখন তাহাই খাইতে মূষিকের ক্ষমতা হইল, তখন সুকোমল অপূপ অণ্ডে না খাইয়া যে ইহা খাইবে এমন সম্ভব হয় না। এই প্রকারে কোন দুষ্কর কার্যের সিদ্ধি দেখিয়া কোন সুসাধ্য কার্যের সিদ্ধি অনুভূত করাকেই লোকে “দণ্ডাপূপ-ন্যায়” কহিয়া থাকে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থ্যং

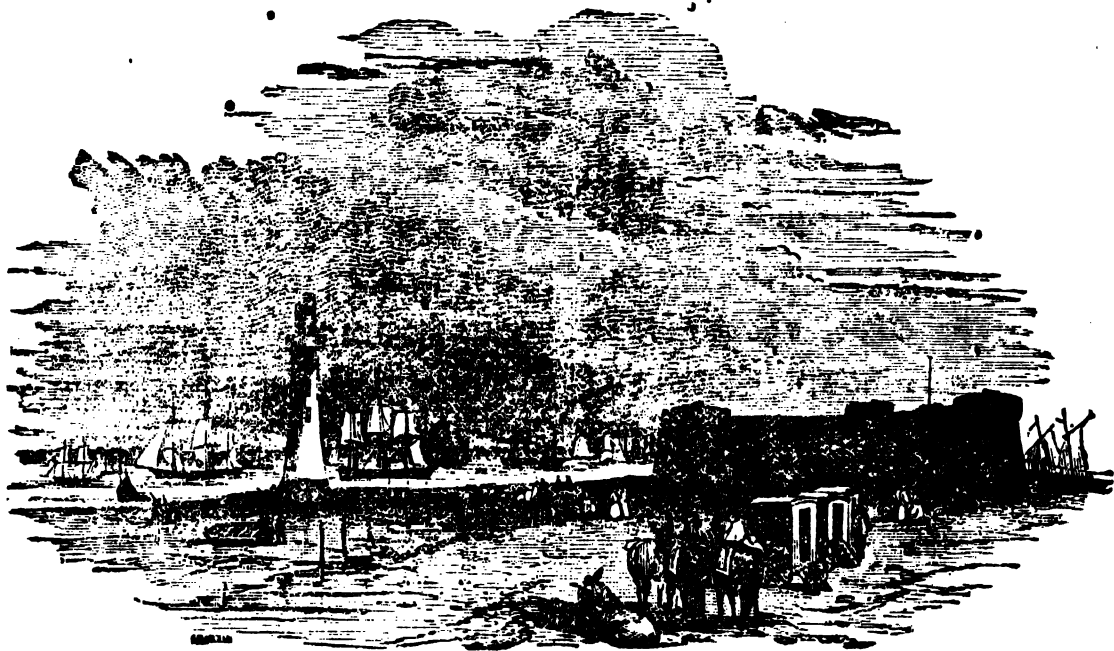


পুরাতত্ত্ব-ইতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব]

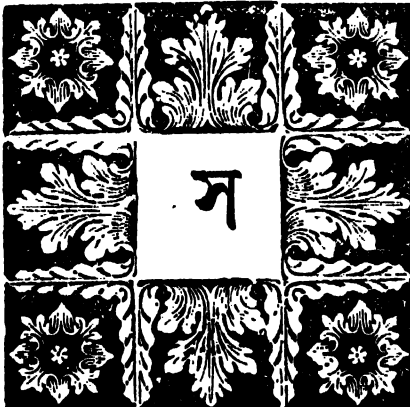
শকাব্দ ১৭৮১, আষাঢ়।

[৩০ খণ্ড।



এডিফোপ-আলোকস্তুভ।

লাইটহোন্স বা আলোকস্তুভ।



ভ্যতার বৃদ্ধিতে
মনুষ্যের যে প্রকার
মজলের বৃদ্ধি হই-
য়াছে তাহার বর্ণ-
না সর্বদাই হইয়া
থাকে। পরন্তু তা-
হাতে যে আমা-
দিগের অনিষ্টের

করেন। কলতঃ আমাদিগের প্রতি জগৎপাতা
এ অনিষ্টের নিবারণ করিবার ক্ষমতা না দিলে
বোধ হয় সভ্যতার মজলাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক
হইত। সভ্যতার প্রভাবে আমরা বাষ্প-তরি
চালনে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু এ বাষ্প প্রস্তুত
করিবার পাত্র দৈব বিস্ফুটিত হইলে সহস্র
সহস্র মনুষ্যের সহিত বৃহৎ বৃহৎ তরি সমুদ্রগর্ভে
এককালে নিহিত হয়। বাক্য অতি প্রয়োজনীয়
পদার্থ; তাহার সাহায্যে আমরা ধনীহইতে
দীন উদ্ধৃত করি, পর্বত তল করিয়া প্রস্তর প্রাপ্ত

উপায় বর্জিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গলোকে অনুভূত

হই, রক্তাশু-ভস্মাদি জীবকে বিনষ্ট করিয়া নিরা-
পন্ন হই, এক° খাদ্য প্রাকির উপাভর্জন করিয়া
উদর-পূর্তি করি; অথচ তাহাতেই যুদ্ধে যে
প্রকার মনুষ্যের বিনাশ হয় বাক্য ব্যবহারের
পূর্বে সে প্রকার কল্পি হয় নাই। লৌহদ্বারা
আমাদের অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে। ঐ
ধাতু সভ্যতার নিদানভূত কারণ; তাহার
অভাবে আমরা কোন কর্ম উত্তমরূপে সিদ্ধ করি
তে পারিতাম না। বোধ হয় লৌহবিহীন-দেশে
সভ্যতা হওয়াই অসম্ভব; ছুরিকা ভিন্ন আমরা
কলম কাটিয়া এই প্রস্তাব লিখিতেও অক্ষম
হইতাম। বিনা লৌহে মুদ্রা যন্ত্র হইবার সম্ভা-
বনা ছিল না। অস্ত্রভিন্ন অট্টালিকা নির্মাণ করা
সুসাধ্য নহে। খাদ্যের আয়োজনেও অনেক
বিষয়ে লৌহের প্রয়োজন হয়; পরন্তু সেই লৌ-
হের অস্ত্রই যত সুচারু প্রস্তুত হইতেছে ততই
আমাদিগকে অকালমৃত্যু সম্মোহন করিতে হয়।
যে স্থানে লৌহ প্রস্তুত হয় তথাকার বায়ু অনিষ্ট
কর; যাহারা লৌহ প্রস্তুত করে তাহারা অস্পায়ু,
এব° লৌহাশ্রমে মনুষ্যের যত ব্যক্তি হত হয়,
লৌহ না থাকিলে কদাপি তাদৃশ হইত না।
পূর্বে ক্ষুদ্র তরিতে অতি অস্প ব্যক্তি আরোহণ
করিত; তাহা মগ্ন হইলে এককালে অতি অস্প
ব্যক্তি জলমগ্ন হইত। এই ক্ষণে সভ্যতার প্রয়ো-
জনে যে সকল পোত প্রস্তুত হয় তাহার এক
এক খানায় সহস্র° ব্যক্তি আরোহণ করিতে
পারে, সুতরাং তাহা মগ্ন হইলে এককালে তৎ
সকলেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ অন্যান্য
আপদ অনেক আছে, যাহা আমরা কেবল
সভ্যতার অনুরোধেই সহ্য করিয়া থাকি;
পরন্তু সভ্যতার প্রভাবে ঐ সকল আপদের
শাস্তি করিবারও অনেক উপায় হইতেছে, সময়ে
সময়ে ঐ সকল উপায়ের আলোচনা করায়

অবশ্য আমরা অনেকের উপকার সিদ্ধ করিতে
পারি।

পোত-সঞ্চালনে যে সকল আপদ আছে তন্ম-
ধ্যে মগ্নগিরি বা চরের উপর উৎক্লিষ্ট হওয়া বি-
শেষ ভয়ানক। বিদ্যার প্রভাবে আমরা বড়কে-
ও আমাদের সাহায্যে নিয়োগ করিতে পারি;
কিন্তু বিশেষ বেগে মগ্নগিরির উপর পোত পড়ি-
লে তাহার আর নিকৃতি নাই; তৎক্ষণাৎ তাহা
বানিচালি হইয়া বিনষ্ট হয়। এই নিমিত্ত পোত-
সঞ্চালন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অনেক আয়াসে
সমুদ্র-পথে মগ্নগিরির স্থান নির্ণীত ও তাহার
মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ মানচিত্রের সা-
হায্যে অনায়াসে সমুদ্রে ভ্রমণ করা যায়। কিন্তু
সমুদ্রে স্থান নির্ণয় করা কেবল চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রা-
দিদ্বারা সিদ্ধ হয়; ঋতু বৃষ্টি কোয়াসা ও মেঘা-
চ্ছন্ন রজনীতে তাহারা অদৃশ্য; সুতরাং তৎসময়ে
অন্য কোন উপায় না থাকিলে মগ্নগিরি বা চরের
নিকটস্থ স্থানে নির্বিঘ্নে পোত-সঞ্চালন করা
অত্যন্ত ভয়াবহ; যেহেতু অনেক পোত তৎ-
কালে ঐ চর বা মগ্নগিরিতে আহত হইয়া
বিনষ্ট হইয়াছে। যে স্থানদিয়া কোন খাড়া বা
নদীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় তথায় ঐ
প্রকার চর কি মগ্নগিরি থাকিলে এই আপদের
অনেক বৃদ্ধি হয়; এব° তাহাতে বাণিজ্য ও
প্রাণির অত্যন্ত হানি হইয়া থাকে। এই আ-
পদ নিবারণের নিমিত্ত ইউরোপীয়েরা ঐ মগ্ন-
গিরি বা চর বা ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অতি উচ্চ
স্তম্ভ নির্মিত করিয়া তদুপরি দিবারাত্র অতি
উজ্জ্বল আলোক রাখিয়া থাকেন। ঐ আলোক
দৃষ্টে নাবিকেরা অনায়াসে ভয়ানক আপদহইতে
উদ্ধৃত হয়। অতএব তাহা মনুষ্যের বিশেষ প্রয়ো-
জনীয় বলিয়া মানিতে হইবে। তদভাবে পোত-
সঞ্চালনের অনেক ব্যাঘাত হইত, সন্দেহ নাই।

এই আলোকস্তম্ভ নির্মাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য। যে স্থানে ইহাকে সংস্থাপন করিতে হয় তাহা অভেদ্য প্রস্তর বা অস্থায়ী বালুকা; এবং তাহার চতুর্দিকে সমুদ্র হিল্লোল সর্বদা আন্দোলিত আছে; ঝটিকার সময় তাহা শত শত হস্ত উচ্চ হইয়া ভয়াবহ বেগে তদুপরি আহত হয়; অতঃপর যে কোন স্তম্ভ নির্মিত করা হয় তাহা সুদৃঢ় না হইলে সমস্তই জলে সমুৎপাটিত হয়; স্তম্ভ অত্যন্ত দৃঢ় করিলেও সম্যক ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা আছে। এডিস্টোণ নামক স্থানে দুইবার অতি প্রযত্নে সাধ্যমত দৃঢ় স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল বিলম্বে তাহা মহা ঝড়ে সমুৎপাটিত হইয়া স্তম্ভস্থ আলোকদাতা মনুষ্য ও তৎসহচরদিগের সহিত সমুদ্রমাৎ হইয়া যায়। এই ব্যাঘাত নিবারণের নিমিত্ত ইউরোপস্থ সমস্ত স্থপতিরা মহা প্রযত্নে সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্মাণে নিযুক্ত হন এবং অবশেষে তাহাদের শ্রম সকল হইয়াছে। ইদানীন্তন যে একটি আলোকস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে তাহার উপরদিয়া অনেক ভয়াবহ ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এই সুদৃঢ় স্তম্ভের নিমিত্ত ভূমিমাধ্যে অতি গভীর গর্ত খনন করত প্রস্তরের বনিয়াদ করিতে হয়, এবং এ বনিয়াদ গৃহনের সময় কেবল চূর্ণ শুরকি বালুকাদিদ্বারা পরস্পরকে সংলগ্ন না করিয়া লৌহ বন্ধনীদ্বারা সকল প্রস্তর আবদ্ধ করা হয়। ইহাতে মূল হইতে অগু পর্য্যন্ত সমস্ত স্তম্ভ এক খণ্ড হইয়া অখণ্ড প্রস্তরহইতেও বিপর্য্যয় দৃঢ় হয়। যে স্থলে গর্ত খনন করিয়া বনিয়াদ করিবার সদুপায় না থাকে, অথবা বালুকার বাহুল্য প্রযুক্ত প্রস্তরের বনিয়াদ করা দুষ্কর হয়, তথায় বোমা কলের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড সকল তির্য্যগভাবে আরোপিত হয়; এবং

তদুপরি লৌহ ও কাষ্ঠের আলোক গৃহ নির্মিত করা যায়। এই লৌহ দণ্ডের নাম “স্কু পাইল;” তাহার মূলে এক একটা দৃঢ় স্কু থাকা প্রযুক্ত তাহা ভূমধ্যে রোপিত করিতে কেশ হয় না। ইংলণ্ডের লাক্সাষ্টের প্রদেশের নিকটস্থ ফিট্‌উড নামক স্থানে এই প্রকার এক বৃষ্টি পাদপারিমিত আশ্চর্য্য স্তম্ভ নির্মিত হয়; তাহা কএক বৎসরাবধি নির্বিঘ্নে বর্তমান আছে; অত্যন্ত বেগবান ঝড়ে ও তুফানের প্রবল সমুদ্রতরঙ্গে তাহার কোন আঁনিষ্ট করিতে পারে নাই।

এই সকল স্তম্ভে পূর্বকালে তৈল দীপ বা মোমের বর্তিকা ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এ দীপের আলোক অত্যন্ত প্রজ্বল করিলেও অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত না। এই প্রযুক্ত সিপিরা প্রথমতঃ আলোকের পশ্চাতে উজ্জল ধাতুনির্মিত আদর্শ দিয়া দীপের সকল আলোক একত্রে বহু দূরে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পান। তাহাতে তাহাদের অভীষ্ট কিয়দংশে সিদ্ধ হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না। অতএব তৎপরে আদর্শ-প্রক্ষিপ্ত আলোক দিপ্তোপলের মধ্যদিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন; ও ক্রমশঃ তদ্রূপ দশ বার টি দীপ একত্র করিয়া কোন কোনটির সম্মুখে রঞ্জিত দিপ্তোপল দিয়া এ সকল দীপ যটিকা যন্ত্রদ্বারা সর্বদা ঘূর্ণায়মান রাখাতে তাহা বহু দূর অবধি লক্ষ্য হয়। অধিকন্তু অধুনা ডুমণ্ড লাইট এবং বৃড লাইট নামক দীপ বিশেষের সৃষ্টি হওয়াতে এ বিষয়ের অনেক সৌকার্য্য হইয়াছে। এ সকল দীপ বিংশতি কোশ অন্তর হইতে দৃষ্ট হইতে পারে; সুতরাং যে স্থানে মণিগিরি কি চরে আহত হইয়া পোত নষ্ট হইতে পারে তাহার বহুদূরহইতে পোত সঞ্চালক আলোকদৃষ্টে আপদের সংবাদ প্রাপ্ত হয়। এই আলোক এতাদৃশ বলবৎ যে কুজঝটিকা হইলেও তাহা বহুদূর হইতে দৃশ্যমান থাকে এবং ঘূর্ণায়মান

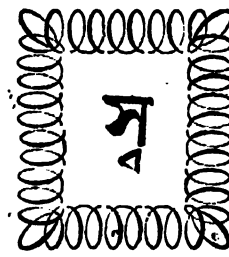
ও রঞ্জিত হওয়াতে এই আলোকের সহিত অন্য কোন আলোকের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষবাসিরা সমুদ্রদ্বারা যাতায়াত করেন না, অতএব তাঁহাদের পক্ষে আলোকস্তম্ভ আশু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে না; পরন্তু যাহারা একবার মনে অনুধাবন করিবেন যে আমাদিগের সোভাগ্যের আদি কারণ বাণিজ্য, এবং তাহা জলপথেই নিম্পন্ন হইয়া থাকে—যখন তাঁহারা মনে করিবেন যে এক এক জাহাজে শতাধিক মনুষ্য এবং কোন কোন পোতে সহস্র সহস্র মনুষ্য নিবসতি করে, এবং তাহাতে অনেক লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি থাকে, জাহাজের নাশে তৎসমুদায়ই এককালে নষ্ট হইয়া যায়—যখন তাঁহারা মনে করেন যে মহাসমুদ্রে অলপ্ত বিংশতি সহস্র পোত দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে, এবং তাহাতে বোধ হয় পঞ্চবিংশ লক্ষ মনুষ্যের আবাস আছে, পোতসঞ্চালন কার্যের সদুপায় হইলে এই সকল ব্যক্তির মঙ্গলোন্নতি হয়—যখন তাঁহারা মনে অনুধাবন করিতে পারেন যে ঝড়ের সময়ে তাঁহারা জাহাজে থাকিলে তাঁহাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত এবং তখন পোত রক্ষার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সদুপায় আছে বোধ হইলে তাঁহাদের মনে কি পরম সন্তোষের কারণ হইত—তখন অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে আলোকস্তম্ভ সভ্য মনুষ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ, এবং যাহারা এই স্তম্ভ নির্মাণের সদুপায় করিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির পরম বন্ধু।

প্রস্তাবিত স্তম্ভ ও আলোকের সূক্ষ্ম বিবরণ অতি দুর্জয়ের হইবে বলিয়া আমরা এ প্রস্তাব সঙ্ক্ষেপেই উপসংহৃত করিলাম। যাহারা ইহার বিশেষ বিবরণ পাঠে আগ্রহ তাঁহারা টমলিন্সন্ সাহেবের নিম্পাতিধানে আপন অভীষ্ট চরিতার্থ করিতে

পারিবেন। আলোকস্তম্ভের আকৃতি জাপানার্থে এডিষ্টোন নামক স্থানের আলোকস্তম্ভের আদর্শ ৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

জাপান ও জাপানীয়দিগের বৃত্তান্ত ।



জাতির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করাই মনুষ্যের ধর্ম, ও স্বজাতির প্রীতি-লাভই তাহার পরম সুখ। দেশহিতৈষীরা তাহাতে যেমন পুলকিত হন, বোধ হয়, তেমন আর কিছুতেই হন না। একথার বাথার্থ্য বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্যের যে প্রকারে হউক কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলেই ভিন্নদেশস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ ও তাহাদিগের হিত সিদ্ধির নিমিত্ত ঔৎসুক্য হয়; এবং তিনি সিদ্ধকাম হইবার নিমিত্ত কি অবধি ক্লেশস্বীকার না করেন? এক্ষণে বাণিজ্যের যে পর্য্যন্ত জী সাধন ও লোকের সুখস্বচ্ছন্দতার যেকণ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের স্বজাতির প্রতি প্রীতি ও স্বজাতির হিত চেষ্টা তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নিসংশয় নির্দেশ করা যাইতে পারে। নতুবা আমরিকাখণ্ডের আবক্ষিয়াও হইত না, আফ্রিকার সবিশেষ আবক্ষিয়া কার্যের চেষ্টা চলিত না, ও সুমেরু মণ্ডলদিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সুলভ পথানুসন্ধানও হইত না।

কিন্তু এই বিশাল জগতে একপা অনেক মনুষ্য আছে যাহারা ভিন্নদেশস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ থাকিতে নিতান্ত বিমুখ। প্রণয় করিতে হইলে পরস্পরের মন এক ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যিক। মনের একতা দূরে থাকুক, উল্লিখিত কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা প্রণয়বন্ধন মূলক সহবাস করিতেও পরাধুখ হয়।

অন্যস্থানের লোকদিগকে তাহারা আপনাদিগের অধিকার-মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। কেবল তাহাদিগের আগমন নিবারণ করা অসাধ্য হইলে অগত্যা সম্মতি প্রদান করে। স্বার্থপরতা ও স্বাধীনতা-লোপের আশঙ্কা ইদৃশ-বৈমুখ্য-প্রদর্শনের কারণ। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিদেশীয়দের প্রতি লোকের ইদৃশ ব্যবহার ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে; পরন্তু অনেক স্থলে বিদেশীয়দের গর্হিত স্বার্থপরতা দেশীয়দের উল্লিখিতরূপ বৈমুখ্য-প্রদর্শনের পোষকতা করিয়াছে। আমরিকাখণ্ডের আদিমবাসীদিগের দূরবস্থা তাহার যথার্থ-বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এবং প্রস্তাবিত দেশের বিষয়েও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

যাহাউক উক্ত দেশের বিশেষ বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি, যেহেতু জাপানদ্বীপে বিদেশীয়দিগকে প্রবেশ করিবার নিষেধ আছে। ইউরোপীয় কএক জাতি এবং আমরিকদিগের জাপানদ্বীপে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে বটে; কিন্তু তাহারা কেবল কএক নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে পায়, তাহাদ্বারা জাপানদ্বীপবাসীদিগের সহিত বিশেষ আলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ জাপানদ্বীপবাসীদিগের বিদেশীয়দের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র শ্রদ্ধা নাই; বস্তুতঃ তাহারা সর্বদাই অনিষ্ট-ঘটনার আশঙ্কা করিয়া থাকে, সুতরাং বিহিত সতর্কতা প্রকাশ করে। গত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত জাপানবাসীদিগের-মিত্রতা নিবন্ধন সন্ধি ঘটনা হইয়াছে, অতএব সম্ভাবনা হইতেছে, একণাবধি উভয়জাতির বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইবে, ও জাপানের বৃত্তান্ত পূর্বাণেকা অধিকতর প্রচার পাইবে।

পুরাকালীন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকর্তা মার্কো পোলো জাপানদ্বীপের বিষয় ইউরোপীয়দিগকে বিদিত

করেন। তাহার পূর্বে ইউরোপখণ্ডে জাপানদ্বীপের প্রচার হয় নাই। মার্কো পোলো বিখ্যাত চীন বিজয়ী কবলাই খাঁর সভায় অনেক বৎসর ছিলেন। কবলাই খাঁ তাহার প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিতেন। মার্কো পোলো স্বয়ং জাপানদ্বীপ সন্মর্শন করেন নাই, লোকের প্রমুখ্যে ইহার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

আসিয়া-খণ্ডের পূর্বাঞ্চলে জাপানদ্বীপের অবস্থিতি। তথায় অনেক প্রকার রত্নের আকর আছে; ও অত্যন্তম মুক্তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য রাজার ঐশ্বর্যের কথা শুবণা করিলে রামায়ণে উল্লিখিত দশাননের ঐশ্বর্য-বর্ণনা অতিবাদ বলিয়া জ্ঞান হয় না। জাপানীয়দিগের ধন-সম্পত্তি নির্লোভ ব্যক্তির মনেও প্রলোভ জন্মাইতে পারে। কবলাই খাঁর মন জাপানের ধনের সংবাদে একপা মুগ্ধ হইয়াছিল, যে তিনি উহা আপন অধিকারাধীন করণে একান্ত ব্যাগু হন, ও অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্যোগ করেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বিশেষ কলোপধামিকা হয় নাই। জাপানের নিকট আসিয়া দৈব বিঘ্ন ঘটনা হওয়াতে ও অন্যান্য কারণ বশতঃ তাহার বিস্তর লোক ও পোত নষ্ট হয়। যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে জাপানদ্বীপবাসীদিগের শরণ লইতে হইয়াছিল।

কএক শত বৎসর হইল পর্তুগিসেরা নাবিকতায় সর্বাগুণ্য ছিল। বাণিজ্য কথ্যে তাহাদিগের যাদৃশ অনুরাগ ও প্রাদুর্ভাব ছিল, তৎকালে অন্য কোন জাতির তাদৃশ ছিল না। আমরিকাখণ্ডের আবিষ্কৃতি হওনের মূলই পর্তুগিস, তাহারাই ইউরোপীয়দিগকে ভাতিতবর্ষের পথ প্রদর্শন করায়। দেশাবিক্রিয়া-কার্য তাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৫৪২ অব্দে ঝড়ে পর্তুগিসদিগের কোন কার্যদক্ষ

ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাবিককে জাপানদ্বীপের প্রধান বন্দরে লইয়া আইসে। জাপানের ব্যক্তিরা ভদ্র ও আতিথ্য-সম্পাদনে তৎপর; তাহারা এ দূরবস্থ পৰ্তুগিস্ নাবিককে লইয়া যথেষ্ট সুখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত জাপানে ভিন্ন-দেশীয়দের প্রবেশ নিষেধের আবশ্যকতা হয় নাই; সুতরাং পৰ্তুগিস্দিগের চিরাভিলিপিসত বাণিজ্যের উন্নতি সম্পাদনে শৈথিল্য ছিল না। তাহারা জাপানে প্রতিপত্তি লাভ ও বাণিজ্যের পন্থা বিস্তার করণে বিশিষ্টরূপে অনুরাগী হইল। পৰ্তুগিস্দিগের ধর্মবিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা জাপানে তাহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম-প্রচরুপ-করণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের একপ কার্যের গতিকে এই উপলব্ধি হয় যে তাহারা স্থির জা-নিয়াছিল, অন্যধর্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আত্ম-ধর্মাবলম্বী করিতে পারিলে স্বার্থ-সাধনে প্রায়ঃ ব্যাঘাত-ঘটনা হয় না। তাহারা ১৫৪৯ অব্দে জাপানদেশের এক ব্যক্তিকে গোয়াদ্বীপে লইয়া আইসে, ও তথায় তাহাকে খ্রীষ্টীয়মত্রে দীক্ষিত করে। এই কৃতার্থতা-লাভে পৰ্তুগিস্দিগের সাহসের বৃদ্ধি হইল। ক্রমে জাপানে পৰ্তুগিস্ মিশনারিরা আসিতে লাগিলেন। তাহাদিগের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়েরও চেষ্টা হইতে লাগিল। মিশনারিরা কৌশল এবং যুক্তিদ্বারা তত্রত্য অনেক ব্যক্তিকে তাহাদিগের মতস্থ করিল। কিন্তু যখন তাহাদিগের প্রাদুর্ভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন ভিন্ন মতস্থ ব্যক্তিরা তাহাদিগকে এককালে উৎসন্ন দশায় আনয়ন করিতে চেষ্টা করিল। এতলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য বটে যে দিনে-মারেরা ও ইংরাজেরা জাপানে বাণিজ্যার্থ লোলুপ হইয়া পৰ্তুগিস্দিগের প্রতিপত্তি-বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগের সে চেষ্টা তৎকালে বিজ্ঞতার কার্য্য হয় নাই। ইহারা

জাপানের ভাষায় শিক্ষিত ছিল না, জাপানজাতীয়-দিগের নিকটে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইলে পৰ্তুগিস্ দ্বিভাষীর মধ্যবর্তিতা আবশ্যক হইত। পৰ্তুগিসেরা ইহাদিগের প্রতিদ্বন্দিত্ব ও সমকক্ষতার আশঙ্কা করিয়া জাপানদিগকে এই নিশ্চয় কহিয়া দিয়াছিল যে তাহারা বোম্বেটে বিশ্বাসেরপাত্র নহে। পৰ্তুগিস্দিগের কথায় জাপানদিগের প্রত্যয় জন্মিল। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ সকলকে দেশহইতে বহিস্কৃত করিলেক। এ দণ্ডহইতে আদাম্ নাম এক ব্যক্তি ইজরাজ রক্ষা পান। তাহাকে তৎকালীন বাদশাহ সভাসদ করিয়া রাখেন; সুতরাং বাদশাহের নিকট তাহার প্রতিপত্তি ছিল; তিনি পৰ্তুগিস্দিগের অনেক উপকার করিয়া ছিলেন। আদাম্‌সের লিপির অনুসারে বোধ হয় দিনেমারেরা জাপানে নিকর ব্যবসায় করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল।

পৰ্তুগিস্দিগের ধর্ম-প্রচারোন্মত্ততা ও তাহাদিগের অন্যবিধ অম্যায়্যচরণে ক্রমশঃ জাপানের অধিকাংশ লোক তাহাদিগের উপর বিরক্ত হইল। অপর পৰ্তুগিস্দিগের দোৰ্তাগ্য-বশতঃ তৎকালীন সম্রাটের অধিপতিত্ব ভুগে হয়। নব অধিরাজ স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন এই নিমিত্তে দেশের প্রধান পক্ষদিগের অবলম্বন করিলেন। ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে তখন পর্য্যন্ত পৰ্তুগিস্দিগের দল এত পুষ্ট হয় নাই, যে রাজ্যের প্রাচীন বিজ্ঞ এবং অন্যবিধ ব্যক্তিদিগের একতা ও তন্নিবন্ধন প্রাদুর্ভাব এবং দল-পুষ্টি নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং পৰ্তুগিস্দিগের জাপানে সমৃদ্ধির শেষদশা উপস্থিত হইল। জাপানের যাহারা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন করিয়াছিল, দেশীয় স্বধর্মীরা তাহাদিগের দুর্দশার আর শেষ রাখিল না। সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করিতে লাগিল, ও পৰ্তুগিসেরা সবংশে জাপানহইতে দূরী-

কৃত হইল। এই অবধি (১৩৫৭) অঙ্কে জাপানীয়-দিগকে দেশের বাহিরে যাইতে নিষেধ হয়, এবং বিদেশীয়দিগের প্রুতি জাপানে প্রবেশ করিবার যে অনুমতি ছিল, তাহাও রহিত হইয়া গেল। দুই শত বৎসরাবধি একপ রাহিত্য থাকে। অনন্তর আমরিকাখণ্ডের বাণিজ্যের সন্ধি হয়; তথা ১৮৫৮ অঙ্কের আগষ্ট মাসে ইংরাজদিগের সহিত ঐ বিষয়ে সন্ধি হইয়াছে। জাপানীয় খ্রীষ্টিয়ানদের মতে দার্ট ছিল, তাহার সম্রাটের আদেশ সহজে পালন না করিবার নিমিত্তে স্বার্থরক্ষার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নিকটবর্তী সাএমবরা নামে এক দুর্গ আশ্রয় লইল। সম্রাট ইহাতে দিনেমারদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। দিনেমারেরা খ্রীষ্টিয়ান হইয়াও পাছে সম্রাটের প্রার্থনা উপেক্ষা করিলে সমূহ অনিষ্ট ঘটনা হয় এই বিবেচনা করিয়া সম্রাটের সহায়তা করিল। সেই সাহায্যে সম্রাট সাএমবরা দুর্গ হস্তগত করিলেন। ক্রমত হওয়া গিয়াছে, চল্লিশ সহস্র জাপানীয় খ্রীষ্টিয়ান এই রাজদৌহিত্যে বিনষ্ট হয়। ১৩৬৮ অঙ্কে নাগাসাকী নামে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে দিনেমারদিগের বাস স্থাপিত হয়। সমস্ত জাপানের মধ্যে ঐ স্থান ভিন্নদেশীয়দের নিমিত্ত সময়ে সময়ে খোলা হইয়াছে।

দিনেমারেরা জাপানের ইতিবৃত্ত সমুদ্র করণে যথেষ্ট পারগতা দর্শাইয়াছে। তাহাদিগের সহিত তিন জন ডাক্তর ছিলেন; তাহারাই দেশের ইতিহাস সমুদ্র করেন। তাহাদিগের নাম কেমকার, থনবর্গ ও সিবোল্ড। অপর অনেক ব্যক্তিও জাপানের বিষয়ে লিখিয়াছেন। ঐ বিবরণ সমূহ পাঠ করিলে ব্যক্ত হয়-জাপান-রাজ্য বহুদ্বীপের সমষ্টি। তাহার সমুদায়ে প্রায়ঃ ত্রিশ লক্ষ লোক বাস করে।

জাপানীয়েরা আদিম কোন জাতিহইতে উৎপন্ন

তদ্বিষয়ে বিশেষ কোম বিবরণ নিকাপিত নাই। তাহাদিগের অবয়ব দৃষ্টে তাহাদিগকে মোঙ্গল-জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু সাধারণ-লক্ষণে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। অনেকে চীনদিগের সহিত তাহাদিগকে এক জাতি বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের মতে কালসহকারে এবং দেশভেদেহেতু জাপানদিগের প্রাকৃতিক ও ব্যবহারানুগত বৈলক্ষণ্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। চীনদিগের সহিত জাপানদিগের ভাষা, উচ্চারণ, আচার, ব্যবহার, ধর্ম এবং অবয়ব বিষয়ে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া অনেক পণ্ডিত জাপানদিগকে এক বিশেষ আদিম জাতি বলিয়া নির্দেশ করেন। জাপানীয়েরা বলিয়া থাকে দেবতাহইতে তাহাদিগের উৎপত্তি। কিন্তু সে কথা অধুনা মীমাংসা করণে আমাদের পূর্বা নাই।

জাপানদিগের ইতিহাসে চীনদিগের অধিকতর উল্লেখ আছে। তাহাতে এই নিশ্চয় হইতে পারে যে বহুকালহইতে চীনদিগের সহিত জাপানদিগের আলাপ ছিল। প্রায়ঃ ত্রয়োদশ শতবৎসর হইল জাপানের তৎকালীন সম্রাট চীনহইতে অনেক পণ্ডিত পুরোহিত এবং উপাসনার নিমিত্ত দেবমূর্তি আনীত করেন। ঐ সময় জাপানে প্রচলিতমত পরিবর্তিত হইয়া যায়; এবং বৌদ্ধমত প্রচরিত হয়। বিবিধার্থ-সমুদ্র বুদ্ধ-অবতারের প্রসঙ্গে বৌদ্ধমতের বিষয় লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই; পরন্তু জাপানদিগের প্রাচীনমতের কথঞ্চিৎ বর্ণন এস্থলে অসঙ্গত বোধ হইবে না।

কোন প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, জাপানে দ্বাদশ ধর্মমত আছে, তন্মধ্যে এগারমতে মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। জাপানে ত্রিশ অথবা ততোধিক ধর্মসম্প্রদায় আছে। এপর্য্যন্ত এই স্থির হইয়াছে, জাপানদিগের আদিম জাতীয় ধর্ম “সিন

সীন" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সীন শব্দে দেবতা আর সীন শব্দে মত এই দুই অর্থ বুঝায়। এতদ্ব্যতীত-লক্ষ্যদিগকে সীনট বলা যায়। সীন-সীন-মতে সূর্য্য উপাস্য। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত মিশ্রিত হইয়া এই প্রাচীন ধর্মের অধিক পরিবর্তন ঘটনা হইয়া গিয়াছে। পূর্বে দেবমূর্তির পূজা হইত না বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন অবধি মূর্তির পূজার আরম্ভ হয়। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সীনসীন নামে কোন স্বতন্ত্র মত নাই, তাহা এক্ষণে উক্ত বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্গত হইয়াছে। জাপানে বিখ্যাত চীনীয় পণ্ডিত কংফুসের এবং বুদ্ধদিগের অর্থাৎ পৌরাণিক মতের অপভ্রংশ গৃহীত হইয়াছে।

জাপান-দেশে পারত্রিক ও বৈষয়িক দুই সমাট আছে। পারত্রিক সমাটের কর্তব্যকর্ম রাজ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করেন, ও অধিকৃত বর্গের সুনীতি সম্পাদনোপযোগী পস্থা করিয়া দেন। বৈষয়িক সমাটের কর্ম রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্য-সম্বন্ধে অন্যান্য সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা। এই দুই সমাটের মধ্যে পারত্রিক সমাটের পদের অপেক্ষাকৃত অধিক মান্যতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও আপন পবিত্রতা রক্ষার্থে যে কোন প্রকার পদার্থ হউক না কেন একবার স্পর্শ বা ব্যবহার করিলে তাহা পুনর্গৃহণ করেন না। তাঁহার শুচিতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে রূপ চেষ্টা ও উদ্যোগ আছে, মনের মালিন্য ও পাপকালনের নিমিত্ত সেই রূপ চেষ্টা থাকিলে, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মানিতে হইত।

প্রস্তাবিত জাতীয়দের ভাষার সহিত পৃথিবীর প্রায়ঃ কোন ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। পরন্তু চীনভাষার অনেক কথা এ ভাষাতে মিশ্রিত আছে। অপর তাতার ভাষার সহিত জাপান ভাষার অধিকাংশে মিলন

আছে। জাপানদিগের লিখন ও কথনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষার ব্যবহার আছে।

জাপানদিগের বিদ্যানুশীলনে যথেষ্ট অনুরাগ আছে। ভদ্রদিগের পক্ষে তাহা গৌরবের কারণ নহে, পরন্তু সামান্য কৃষিকে পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত অনেক বিদ্যালয়ও আছে, এবং তথায় ব্যবহার্য অনেক পুস্তক প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে। যখন ইউরোপখণ্ডে জাপান উদ্ভাবন ও প্রচার হয় নাই তখন জাপানে মুদ্রা-কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল। এই মুদ্রা কাষ্ঠ খোদিতকরণ-পূর্বক চিত্র প্রস্তুত করিয়া নিষ্পন্ন হইত। জাপানে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচার আছে। তন্নিবন্ধন জীদিগের চরিত্র প্রায়ই সাধু হইয়া থাকে। সাধী জীর শৃঙ্খলাই অধিক জাপানদিগের শিক্ষাকর্মে বিলক্ষণ পটুতা আছে। তাহারা অতিব সুন্দর তলবার প্রস্তুত করে, তাহা কেবল দামাস্কাসের তলবার অটপক্ষা উৎকৃষ্ট হয় না। চিত্র কর্ম, ভাস্কর কার্য্য, বস্ত্র প্রস্তুত করণ, এই সকল বিষয়েই তাহাদের বিলক্ষণ যোগ্যতা আছে। শিক্ষা-নৈপুণ্যে চীনদিগের যে দর্প ছিল জাপানেরা অনেকাংশে তাহার চূর্ণ করিয়াছে। জাপানেরা লৌহবর্ম্ম ঘটিকায়ত্র, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতি অনেক প্রকার কল নির্মাণ করিয়া ব্যবহার করে। তৎসমুদায় দৃষ্টে জাপানদিগকে সভ্যজাতি বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহারা কখন শূন্যবিমুখ নহে। সৌভাগ্যবশতঃ যেমন রত্নগর্ভা ভূমিতে ইহাদিগের বাস আছে তেমন রত্ন-ভোগ-করণে ইহারা সমর্থ। পরন্তু ইহারা মণিমুক্তা স্বর্ণালঙ্কার ভূষণে অনুরক্ত নহে। সদৃশগুণরূপ অলঙ্কারের ব্যবহারেই ইহারা বিশিষ্টরূপে অনুরাগী। কৃষিকার্য্য সম্পাদন ইহাদিগের শ্রাঘ্য বিষয়। জাপানে কর্ব্বণোপযোগী তিলাক্ষ ভূমি পতিত থাকে না। যে কোন

মহোদয় জাপানের বিষয় লিখিয়াছেন, তিনিই তত্রত্য ব্যক্তিদিগের ভয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কতকগুলি ইতিবেত্তা একপ লিখিয়াছেন, ইউরোপখণ্ডে “যে কোন জাতি যেকপ বুদ্ধি-সম্পন্ন হউন না কেন জাপানীয়েরা কোন অংশে তাহাদিগের নিকট নিকৃষ্ট নহে।” জাপানীয়েরা ভদ্র, ও আতিথেয়-সাধনে তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি আছে। চৌর্য ও ভিক্ষা কর্ণে তাহারা একান্ত পরাশ্রুত; পরন্তু ইহাও স্বীকার করা কর্তব্য যে তাহারা মরণশীল মানবের প্রকৃতিগত অনেক দোষেরও অধিকারী।

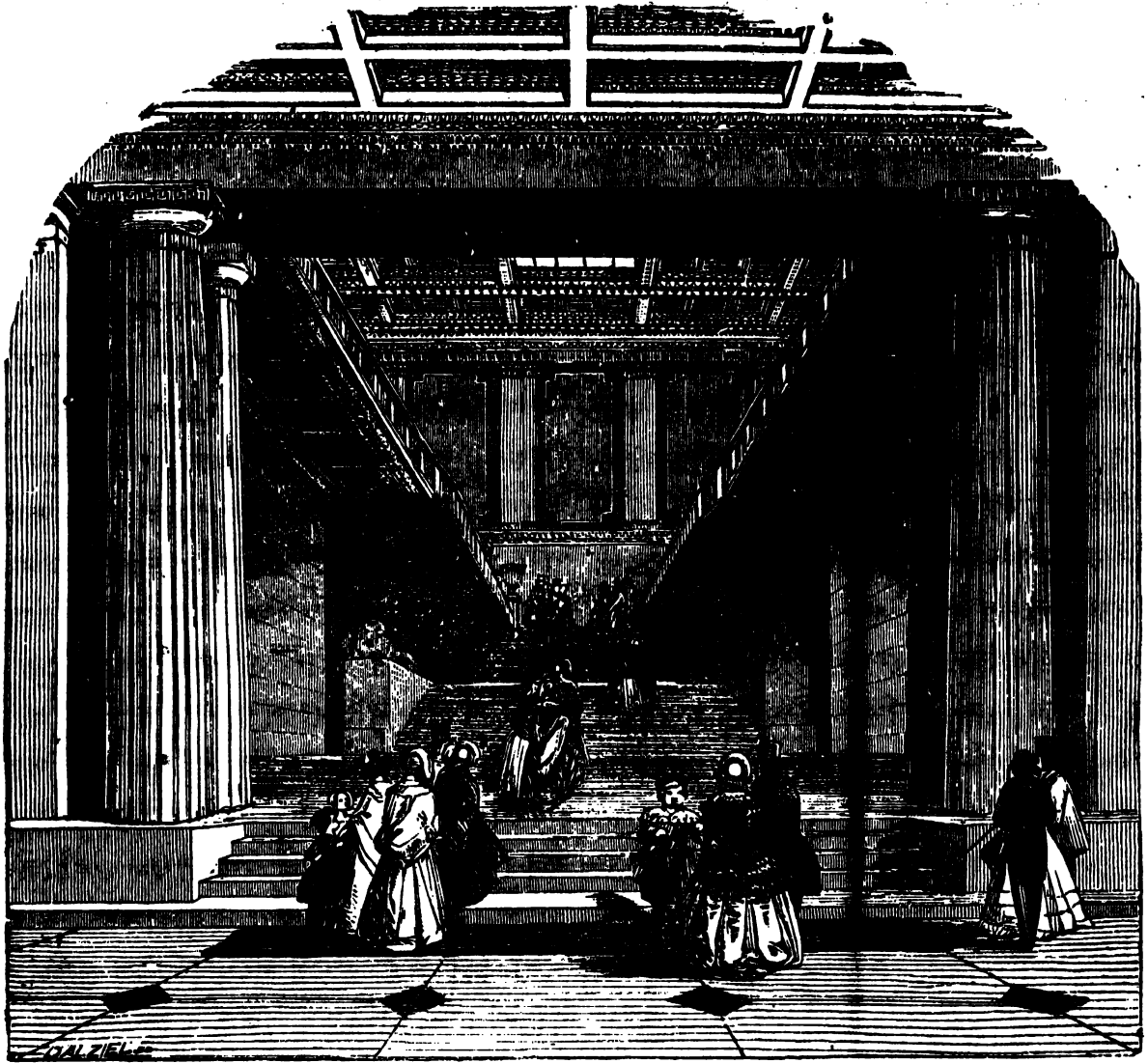
জাপানীয়েরা সভ্য হইয়াও অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত আছে। তাহাদিগের এই এক চমৎকার সংস্কার আছে যে মৃত ব্যক্তির দেহের উপর বিড়াল লাফাইয়া গেলে সে ব্যক্তি পূর্ণজীবিত হয়; ও তৎকালে সম্মার্জনীদ্বারা বিড়ালকে প্রহার করিলে পূর্ণজীবিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

আশ্চর্য-পদার্থালয় ও পশুপালিকা।



নন্তরবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে মস্তিষ্কে কতিপয় উচ্চ পিণ্ড আছে, তাহাই মনোবৃত্তির আশ্রয়; এবং সেই সকল পিণ্ডের আয়তন-পরিমাণ-ভেদে বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির বলবত্তা বা দৌর্বল্য ঘটিয়া থাকে। এই অনুভব সত্য হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্য-মস্তকে পিপৃচ্ছিব্য বৃত্তির পিণ্ড অতি বৃহদাকার হয়। পশুদিগেরও এই পিণ্ড আছে; কিন্তু তাহা বৃহৎ নহে। তাহাদের ভয় বা কার্যিক প্রয়োজনের সাধন হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহারা

কোন বস্তুর তথ্য অনুসন্ধান করে না। কেবল বানরেরাই এই বিষয়ে স্বতন্ত্র; তাহারা যাহা কিছু দেখে তাহারই পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়। পরন্তু মনুষ্যের পিপৃচ্ছিব্য-বৃত্তির সহিত তাহাদের জিজ্ঞাসুতার কদাপি তুলনা হইতে পারে না। বিনা প্রয়োজনে জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি মনুষ্যের যাদৃশ এমত অন্য কোন জীবের নাই। এই প্রবৃত্তির সাধনে তাহারা জীবনের অনেক অংশ নিয়োগ করিয়া থাকে। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর কর ও জিহ্বা এই দুই ইন্দ্রিয় সচেতন থাকে; সুতরাং সে তাহাদ্বারাই সকল বস্তুর জ্ঞান পায়; সম্মুখে যে কোন পদার্থ আনয়ন করা যায় তাহাই সে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করিতে উদ্যত হয়। তদনন্তর বাকস্ফুর্তি হইলে সে আপন মাতাপিতার সম্মুখানে অনবরত “এ কি, এ কি” এই জিজ্ঞাসা করিতে ক্রান্ত হয় না। বাল্যাবস্থা শিক্ষার সময়; এবং জিজ্ঞাসাই সেই শিক্ষার মূল। তদনন্তর যত আয়ুর্বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই মনুষ্যের পিপৃচ্ছিব্যবৃত্তির বৃদ্ধি হয়; অন্য প্রবৃত্তির ন্যায় বয়োবৃদ্ধিতে তাহার শাস্তি হয় না। অশীতিপর বৃদ্ধও নূতন পদার্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরিজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা করে, এবং যাবৎ সিদ্ধকাম না হয় তাবৎ ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়া থাকে। কলতঃ ইহা আমাদিগের সকল সৌভাগ্যের আদি কারণ। ইহাদ্বারাই আমরা আহার প্রাপ্ত হই; কার্য-কুশলতা লাভ করি; সৌভাগ্য-সম্পন্ন হই, এবং পারত্রিক মঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান করি। কল পুষ্প ও মতার ধর্ম জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা বিবিধ খাদ্য উপার্জিত করিয়াছি, বেশভূষা উপলব্ধ হইয়াছি, এবং রোগোপশমনের উপায় জানিয়াছি। যদিপি আমাদিগের পিপৃচ্ছিব্য বৃত্তি না থাকিত তাহা হইলে দুর্ভিক্ষই খনিহইতে মৃত্তিকা সমুৎপন্ন করত তাহাহইতে স্বর্ণ



ব্রিটিশ মিউসিয়াম নামক আশ্চর্যপদার্থালয়ের প্রবেশদ্বার।

রৌপ্য তাম্রাদি প্রস্তুত করিত না; বাষ্পের ধর্ম জ্ঞাত হইয়া বাষ্প-তরি ও বাষ্প-শকট প্রস্তুত করিত না; আকাশের বিদ্যুৎ দেখিয়া তাড়িত বার্তাবহ যন্ত্রে দেশ ব্যাপিত না। মনুষ্যের দেহ ভিন্ন আর কিছু আছে কি না, এবং মনুষ্যের মৃত্যু হইলে দেহ ও দেহের কি হয়, এই জিজ্ঞাসা হইতেই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং মনুষ্য পারত্রিক মঙ্গলের উপায় প্রাপ্ত হইয়াছে। কলতঃ দৃষ্ট পদার্থ কি, এবং তাহাতে কি হইতে পারে, এই জিজ্ঞাসাই সকল সৌভাগ্যের আদি-কারণ;

তাহা না থাকিলে মনুষ্য কদাপি পণ্ডহইতে শ্রেষ্ঠ হইত না। অপর এই প্রবৃত্তি যে কেবল মঙ্গল-প্রদ এমত নহে; ইহাতে আনন্দেরও সম্যক অনুভব হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে যে পদার্থে আমাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র প্রয়োজন নাই; যাহার দর্শনে কোন তৃপ্তির অনুভব হয় না, তাহাকেও দেখিবার্থে আমরা তাহার সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি; এবং এ ইচ্ছা কলবতী হইলে আনন্দিত হই। এই বিষয়ের বিবেচনা করিলে বোধ হয়

জগৎকর্তা মনুষ্যমনে পিপৃহ্বা-বৃত্তি সমা-
 রোপিত করিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে তৎ-
 সাহায্যে মানববর্গ উত্তরোত্তর উন্নতি ও সুস-
 ভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে। মনুষ্যও ইহার সম্যক
 অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইউরোপ-খণ্ডের
 সভ্য-জাতীয়েরা অক্লেশে এই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ
 করিবার মানসে স্ব স্ব দেশে প্রকাণ্ড ২ গৃহ
 নির্মিত করত তন্মধ্যে নানাবিধ আশ্চর্য ও
 বিদেশীয় পদার্থসকল সম্ভূত করিয়া রাখেন।
 তদ্রূপীয়েরা তথায় বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে
 প্রবিষ্ট হইয়া এই সকল পদার্থের সন্দর্শনদ্বারা
 মনের তৃপ্তি-সাধন করেন, ও বিদেশীয় নানা
 বিষয়ের পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে বৃহৎ
 পশুপালিকাও সংস্থাপিত হইয়া থাকে।
 তাহাতে প্রাপ্য সকল পশুপক্ষী একত্র রাখা হয়,
 এবং তাহাদের দর্শনে অনেকে জগৎপাতার ককণা
 অনুভব করিতে সক্ষম হন। ফ্রান্সদেশের বৃক্ষ-
 বাটিকা (জার্দে দি প্লাণ্ট) নামক পশুপালিকা এ
 বিষয়ে সর্ব-শ্রেষ্ঠ। তাহাতে যত প্রকার আশ্চর্য
 পশু পক্ষী বৃক্ষ ও অদ্ভুত পদার্থ সম্ভূত আছে
 এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইংলণ্ডদেশের পশু-
 দ্যান (জুঅলজিকেল গার্ডন্) নামক পশুপালি-
 কাও সামান্য নহে। তাহাতে অনেক প্রকার পক্ষী
 বহুল পশু এবং বিবিধ প্রকার সর্প কীট পত-
 ঙ্গাদি একত্রিত আছে; তদ্রূপে যে সাধারণ জন-
 গণের মনে জগৎসৃষ্টার কার্য দেখিয়া তাহার
 প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসের সঞ্চার হয় ইহার সন্দেহ
 নাই। প্রস্তাবিত স্থানের পারিপাট্য দৃষ্টে বিস্মিত
 হইতে হয়। তাহার কোন স্থানে রম্য উদ্যানের
 মধ্যে নানাবিধ বানর কেলি করিতেছে; কো-
 থায় বৃহৎ কুণ্ডে সিঁদুহস্তী আপন দেহ স্নিগ্ধ
 করিতেছে; কোথাও সিঁহ ও ব্যাঘ্র সন্নিবসিত
 অবস্থিতি করিয়া আপন পূর্ব আধীনতার অনু-

ধ্যান করিতেছে; কোথাও বৃহৎ কাচ পাত্রে
 মৎস্যসকল আপন অপত্য প্রতিপালন করি-
 তেছে; কোথাও শীল জন্তু রক্তকের আজ্ঞানুসারে
 আপন জলশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দর্শক-
 দিগের তৃপ্তি সাধন করিতেছে; কোথাও অজগর
 সর্পসকল সক্রিয় পিঞ্জরে দেহ-যাত্রা নির্বাহ
 করিতেছে; বিহঙ্গমেরা চতুর্দিগের উদ্যানের সৌ-
 ন্দর্য্যে আপন পরাধীনতাবস্থা বিস্মৃত হইয়া
 আনন্দে গগন করিতেছে। কলতঃ সৈ স্থানমধ্যে
 প্রবেশ করিলে হঠাৎ এতাদৃশ আশ্চর্য্য অনুভূত
 হয় যে তৎকালে সমস্ত সংসার বিস্মৃত হইতে
 হয়। কথিত আছে, এই সুখানুভবের নিমিত্ত
 প্রতিবৎসর প্রস্তাবিত উদ্যানে দ্বাদশ লক্ষ
 মনুষ্য যাতায়াত করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডদেশে এই পশুপালিকার সদৃশ এক আ-
 শ্চর্য্য পদার্থালয় আছে, তাহার নাম “ব্রিটিশ
 মিউসিউম।” তাহাতে প্রাচীন মুদ্রা, পূর্বকালিক
 বিখ্যাত ভাস্কর-কার্যাদর্শ, বিদেশীয় আশ্চর্য্য
 ও সাংসারিক পদার্থ, প্রাচীন বেশভূষা অস্ত্র
 তৈজসাদি, অসংখ্য পুস্তক, সকল প্রকার প্রস্তর,
 এবং অগণ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ শব্দুকাদি
 একত্র সম্ভূত আছে। ইহার মধ্যে বহুদিবস
 ভ্রমণ করিলেও নয়নানন্দের শেষ হয় না; যে
 কোন পদার্থের উপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়
 তাহাতেই কোন না কোন নূতন উপদে-
 শের উপলব্ধি হয়। এই আশ্চর্য্য পদার্থালয়ের
 নির্বাহার্থে দেশের অধিপতি প্রতিবৎসর অনেক
 ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে যে প্র-
 জাবর্গের বিপুল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

পাঠকবর্গ অবশ্যই অনুভূত করিবেন যে
 যে আলয়ে প্রাপ্ত বিবিধ পদার্থ আছে তাহা
 অবশ্য অতিবিস্তৃত হইবেক; কলতঃ তাহাই বটে;
 এবং তাহার নির্মাণের শোভাও অত্যাশ্চর্য্য-

জমিকা। ইহার প্রবেশদ্বারে যে স্থানে গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ভাস্করাচার্যের আদর্শ সমুদ্রীত আছে তাহার প্রতিরূপ ৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল; তদ-
 দর্শনে সুধীবর পাঠকগণ উক্ত স্থানের সৌন্দর্যের
 কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। পূর্বকালে
 এমতপ্রকার আশ্চর্য পদার্থালয় ভারতবর্ষে ছিল
 না। এতদেশে ইংরাজদিগের আধিপত্য বর্ধিত
 হইলে প্রথমতঃ কলিকাতায় এক গৃহ সংস্থাপিত
 হয়; তদনন্তর মান্দাজ বোম্বাই এবং আগরা নগ-
 রেও তদ্রূপ গৃহ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল গৃহ-
 মধ্যে কলিকাতার “এশিয়াটিক সোসাইটি” নামী
 সভার সমুদায় সর্বাঙ্গের শ্রেষ্ঠা বলিয়া মানিতে
 হইবে; যেহেতু ঐ সভার প্রায়শঃ অনেক আশ্চর্য
 পদার্থ একত্রিত হইয়াছে, এবং তাহার দর্শনে
 অনেকের পরমোপকৃত হইয়া থাকেন। প্রস্তাবিত
 সভার সমুদায় কলিকাতার পার্কস্ট্রীট নামক বর্গে
 সংস্থাপিত। তথায় ভারতবর্ষের যে সকল পক্ষী
 মনুষ্যদ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই
 দৃষ্ট হইতে পারে; ভারতবর্ষীয় পশুর প্রায়ঃ সকলই
 তথায় আছে; তদ্ব্যতীত মৎস্য সর্প মণ্ডুক কীট
 পতঙ্গ শব্দাদিও অনেক সমুদ্র হইয়াছে। তাহা-
 দের দর্শনে অনেক বিষয়ের পরিজ্ঞান প্রাপ্ত
 হওয়া যায়। অপর তথায় সংস্কৃত পুস্তক যত এ-
 কত্রিত হইয়াছে, বোধ হয়, ভারতবর্ষের কুত্রাপি
 তত একত্রিত নাই। আরবী পারসী উর্দু ও তিব্বত-
 দেশীয় পুস্তকের সমুদ্রও সামান্য নহে। কেবল
 হিন্দী ও টেলুগু পুস্তক, বোধ হয়, তথায় তাদৃশ
 অধিক নাই; পরন্তু ভারতবর্ষীয় হিন্দী পুস্তকের
 সঙ্খ্যাও অধিক হইবেক না। উক্ত সভায় প্রস্ত-
 বের সমুদ্র প্রচুর আছে; তন্মধ্যে অনেক গুলি
 অত্যশ্চর্য বলিয়া মানিতে হইবে। তন্মধ্যে এক
 খামি প্রস্তর এমত কোমল যে তাহা অঙ্গারসে নমু-
 করা যাইতে পারে। অপর কএক খামি প্রস্তর

এতদূশ কোমল ও নূন যে তাহার দর্শনে বোধ
 হয় তাহা কার্পাশ, প্রস্তর নহে। এক খামি প্রস্তর
 আছে তাহা অবিকল চর্মের সদৃশ, কেবল চর্ম অধি-
 স্পর্শে দৃঢ় হয়, তাহা দৃঢ় হয় না। অপর কতক-
 গুলি প্রস্তর আছে যাহা পৃথিবীজাত পদার্থ নহে।
 তাহা আকাশহইতে নিপতিত হইয়াছিল। এবং-
 বিধ-বিভিন্ন-জনক পদার্থ অপর অনেক আছে,
 কিন্তু তাহার বিস্তার বিবরণ এতলে বর্ণনীয় নহে।
 যাহারা এবিষয়ের অনুরাগী তাহারা প্রাপ্ত হইলে
 গমন করিলে পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই
 সমুদায় রাজকীয় নহে; কএক জনা ভদ্র ইংরাজ
 ও বাঙ্গালী মহোদয়গণ একত্রিত হইয়া এক সভা
 সংস্থাপিত করত ইহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ঐ
 সভায় ভদ্র লোক স্নেহেই অঙ্গব্যয়ে সভ্য হইতে
 পারেন; অতএব ভ্রমসা করি অদেশীয় মহাদাক্তিরা
 এই শুভকর কার্যে সাহায্য করিতে বিরত
 হইবেন না।

অস্থ্যধারদেহ জীবদিগের বিবরণ।

পৃথিবীতে জীবসত্ত্বের বর্ণাদি-ভেদ-
 প্রসঙ্গে অস্থ্যধারদেহ জীব-
 দিগের প্রধান লক্ষণ উক্ত হই-
 য়াছে; তাহাতেই পাঠকবর্গ জ্ঞাত
 আছেন যে অস্থিবিশিষ্ট জীব জ্ঞাপনার্থেই এই
 শব্দের উল্লেখ হয়। ঐ অস্থিসকল প্রস্তাবিত
 জীবদিগের দেহের আধার; তদুপরি নির্ভর করিয়া
 শরীরের মাংসাদি সমস্তপদার্থ স্ব স্ব স্থানে স-
 মন্ব থাকে; ইন্দ্রিয়সকল নির্বিঘ্নে আবাস প্রাপ্ত
 হয়; প্রধানতঃ অঙ্গসকল হঠাৎ নষ্ট হইবার
 আপদহইতে অনেকাংশে রক্ষা পায়; শরীর সূচক
 গতিবিশিষ্ট হয়; এবং সর্বাঙ্গের গঠন সুদৃঢ় হয়।
 অস্থি না থাকিলে এই সকল কোন মঙ্গল নিষ্পন্ন

হইত, না শরীর কুদৃশ্য মাংসপিণ্ডবৎ হইয়া থাকিত, গঠনের কিঞ্চিৎ মাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না, এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যের আর আধার দৃষ্ট হইত না। শব্দাদি অধম জীবে অস্থির পরিবর্তে খোল আছে; তাহাতেই তাহাদিগের দেহ-যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে; পরন্তু সাত্ত্বিক জীবের সহিত তাহাদের দেহ-সৌষ্টবের কদাপি তুলনা হইতে পারে না। অথর শুক্তিকাদি আবরণ দেহের বহির্ভাগে বর্তমান থাকে, সুতরাং তাহা স্বচের বিনিময় বলিয়া গণ্য হয়; তাহাদের সহিত মাংসাবৃত অস্থির তুলনা করাই অসম্ভব।

প্রস্তাবিত অস্থিসকলের মধ্যে পৃষ্ঠদেশে যে স্তম্ভবৎ অস্থি থাকে তাহাই সর্বাঙ্গ-গণ্য; তদুপরি নির্ভর করিয়া অপর সকল অস্থি স্বস্থানে সংলগ্ন আছে। এই অস্থিস্তম্ভের নাম মেৰুদণ্ড, এবং তাহা হইতে অনেকে অস্থ্যাধারদেহ জীবদিগকে মেৰুদণ্ডিশব্দে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

মেৰুদণ্ড বহুখণ্ড ক্ষুদ্রাস্থি দ্বারা নির্মিত। পরন্তু এই খণ্ডসকল এতাদৃশরূপে সংলগ্ন যে তাহাতে এই দণ্ড অনায়াসে বক্র হইতে পারে, অথচ এই ক্রিয়া দ্বারা তৎক্রোড়স্থ কোন দেহাবয়বের হানি হয় না। প্রস্তাবিত দণ্ডের মধ্যে ও ঈষৎপৃষ্ঠে এক বৃহৎ ছিদ্র আছে, তাহাতে মজ্জাবিশেষ অবস্থিত থাকে, এবং তাহাহইতে আমরা চেতনশক্তি প্রাপ্ত হই। দণ্ডের একাঙ্গে করোটী সংস্থাপিত থাকে; তাহাই জ্ঞানেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের আধার। এই মস্তিষ্ক মনুষ্যদেহে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, এবং মৎস্য সর্পাদি অধম জীবে স্বল্প। এই পরিমাণের ভেদে জীবদিগের জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে।

মেৰুদণ্ডের অপরাগু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া লালজলরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহে সেই সূক্ষ্মাঙ্গ আছে, কিন্তু তাহা দেহমধ্যেই আবৃত থাকে বহির্গত হয় না। কোন ২ জলজ জীবে এই লাল

জল বা পুচ্ছই গতির একমাত্র উপায়; তদ্বিরহে তাহারা দেহ-যাত্রা-নির্বাহ করিতে পারিত না। তিমিনামক জলজ জীব ইহার দৃষ্টান্ত; তাহার দেহের গতির নিমিত্তে পুচ্ছভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

জীবের জাতিভেদে মেৰুদণ্ডের ক্ষুদ্রাস্থিসকলের সঙ্খ্যাভেদ হয়, কিন্তু প্রত্যেক জাতির এই ক্ষুদ্রাস্থির সঙ্খ্যা নির্দিষ্ট আছে, কদাপি তাহার অন্যথা হয় না। অস্থিবিশিষ্ট জীবমাত্রেরই তাহা বর্তমান থাকে, এবং তাহাতেই অপর সকল অস্থি নির্ভর করে।

প্রস্তাবিত জীবদিগের দেহের মধ্যভাগে অস্থি, তদুপরি মাংস, তদুপরি ত্বচ্, এবং তদুপরি কেশ লোম শল্ক বা পক্ষ ইহার প্রায়ঃ কোন না কোন প্রকার আবরণ হইয়া থাকে; কেবল কএক প্রকার মৎস্যে তাহার কোন নির্দেশ নাই এবং মনুষ্য দেহে তাহার বিরলপ্রচার। ইহাদিগের কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রায়ঃ অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। পক্ষী কূর্ম এবং অপর কএক জীব ভিন্ন ইহাদের সকলেরই দন্ত আছে। পক্ষীর মাড়ি শব্দবৎ পদার্থে আবৃত, এবং তাহাদ্বারা খাদ্য বস্তু ছিন্ন হইয়া থাকে। এই আবরণের নাম চঞ্চু। কএকটা অত্যন্ত অধম মৎস্যে মাড়িপর্ধ্যন্ত নাই, কিন্তু অপর সকল মৎস্যের দন্ত আছে। দন্তদ্বারা খাদ্য বস্তুকে নিগিলনের আয়ত্ত করিয়া কণ্ঠনলীদ্বারা উদরে প্রেরিত করা হয়। তথায় পাককার্য্য উক্ত জীবদিগের সকলেরই তুল্যরূপে নিষ্পন্ন হয়; অতএব তাহার বাহ্যিক বর্ণন করা বিকল। ইহাদিগের হৃদয় মাংস-নির্মিত, এবং তাহাদ্বারা শোণিত সঞ্চালিত হয়; পরন্তু এই হৃদয়ের আকৃতি সকল সাত্ত্বিক জীবে তুল্য হয় না। পশুপক্ষ্যাদি জীবদিগের দেহ সর্ষপ উষ্ণ বোধ হয়, তাহাদিগের হৃদয়ে চারিটি কুহর

থাকে। কিন্তু মৎস্যের দেহ সর্বদা শীতল থাকা প্রযুক্ত হৃদয়ে দুইটি কুহর হইলেই তাহাদের দেহ-যাত্রা নির্বাহ হইতে পারে। যাহারা মৎস্য হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ 'স্তন্যজীবী' পশুহইতে অধম তাহাদের হৃদয়ে তিনটি কুহর হইয়া থাকে। এই কুহরের সঙ্খ্যাভেদে জীবদিগের শ্বাসকার্যের লক্ষণ অনুভূত হইতে পারে। উষ্ণ শোণিত-বিশিষ্ট স্তন্যজীবী ও পক্ষিদিগের হৃদয়ে চারিটি কুহর থাকে, এবং তাহার অনুকূপ শ্বাসকার্য বন্ধোভ্যন্তরস্থ কুস্কুস্ফার নিষ্পন্ন হয়। সর্প-কুস্তীর মণ্ডুকাদি জীবদিগেরও কুস্কুস্ফ আছে, কিন্তু তাহাদিগের শোণিত উষ্ণ নহে। মৎস্যেরা জলচর। তাহারা অনায়াসে কুস্কুস্ফার শ্বাসকর্ম নিষ্পন্ন করিতে পারে না; সুতরাং জগৎকর্তা তাহাদিগকে কুস্কুস্ফের পরিবর্তে অপর এক যন্ত্র দিয়াছেন, তাহার নাম কর্কপুপি। এই যন্ত্রদ্বারা তাহারা অনায়াসে সমুদ্র গর্ভেও আপনাদিগের শ্বাসকর্ম নিষ্পন্ন করিতে পারে। তদর্থে তাহারা বায়ুপূর্ণ জল মুখদ্বারা গৃহণ করত তাহা কর্কপুপীমধ্যে সঞ্চালিত করে; এবং সেই প্রক্রিয়াদ্বারাই তাহাদিগের শ্বাস-গৃহের কার্য সুসিদ্ধ হয়।

জীবদিগের অনেকেই অণ্ড প্রসব করত আপনাদিগের বংশ রক্ষা করে; কেবল স্তন্যজীবী পশু এবং কএক সর্প শাবক প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় অপর সকল জীবহইতে বলবন্তরূপে, পরন্তু তাহা সকল সাংখ্যিক জীবে তুল্য বোধ হয় না; এবং অনেক অধম পশুতে একই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চিত্তমাত্রও প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, পরন্তু সে বিষয়ের বিবরণ এ স্থানাপেক্ষা বিশেষ বিশেষ জীবের বিবরণের সহিত প্রকটিত করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে।

রসায়ন-বিদ্যাসার ।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ কোন বিদ্যানুরাগী মহাশয়ের অনু-
রোধে নিম্নস্থ প্রস্তাব আমরা পত্রস্থ করিলাম। তিনি ডাক্তার
বালাপটাইন্ সাহেবের বিজ্ঞান বিদ্যাসার নামক গুরু হইতে
ইহা অনুবাদিত করিয়াছেন।

ই বা ততোহধিক পৃথক ২ বস্তুর-
সংযোগে অপর একটি অভি-
নব বস্তুর উৎপত্তি, অথবা বস্তুর
তিম-ধর্মবিশিষ্ট দুই কিম্বা অধিক
বস্তুতে কোন বিয়োগ হওনরূপ স্থায়ী বিকা-
রের কার্য-কারণ-জ্ঞানের নাম রসায়ন-বিদ্যা।
এ প্রকার বিকার রসায়নিক বিকার নামে
উক্ত হয়।

বিকারের নিমিত্তকারণের নাশ হইলেও
যদ্যপি বিকারদ্বারা প্রাপ্ত বস্তুর ধর্মের নি-
বৃত্তি না হয়, তবে সেই বিকারকে স্থায়ী বলা
যায়। অগ্নির সংযোগে কাষ্ঠ বিকৃতি প্রাপ্ত
হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হয়। কাষ্ঠের এই
বিকার স্থায়ী, কেননা বিকারের কারণ অগ্নি
নির্বাণ হইলেও বিকারদ্বারা প্রাপ্ত পদার্থ ভস্মের
ধর্মের নিবৃত্তি হয় না। যে কার্যদ্বারা কাষ্ঠ
এই রূপে পরিণত হয় তাহা রসায়ন-বিজ্ঞান-
শাস্ত্র-বিষয়ক।

অগ্নির উপরে জলভাণ্ড রাখিলে জল উষ্ণ
হইয়া বাষ্পরূপে বিকৃত হয়; কিন্তু বিকারের
কারণ অগ্নি নির্বাণ হইলেই এই ভাবের নিবৃত্তি
হয়। অতএব জলের উক্ত কার্য রসায়ন-বিষ-
য়ক নহে। তাহা গতিস্থিতি-বিচার-বিষয়ক।
অতএব বাহ্য বস্তুর উক্তপ্রকার কার্য যাহা নিমিত্ত
কারণের নাশ হইলেও নিবৃত্ত হয় না তাহার
জ্ঞানের নাম রসায়ন-শাস্ত্র।

তুতিয়া জলমধ্যে রাখিয়া প্রস্তরখণ্ডদ্বারা

বিলোড়ন করিলে তাহা দুব হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়; আর সেই নিমিত্ত- কারণ প্রস্তরখণ্ডদ্বারা বিলোড়নের নিবৃত্তি হইলেও তাহা সেই ভাবেই থাকে, তথাপি এই কার্য্য রসায়নবিষয়ক নহে। কেননা এ অবস্থায় তুতিয়ার বর্ণ ও স্বাদাদির কিছু- মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না; কেবল তুতিয়ার অণু- সকল জলাণুসমূহের সহ মিশ্রিত হওয়াতে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তাহার দুব- ভাব হয়।

ভুক্ত দুব্য পরিপাক পাইয়া রক্ত মাংস ও অস্থিকণ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়; অতএব এই কার্য্যকে কি রসায়ন-বিষয়ক বলা যাইতে পারে? পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে রাসায়নিক-বিকার-মধ্যে গতিস্থিতি-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় কার্য্যসকলও কখনই দেখাযায় বলিয়া উহাকে কেবল উক্ত-শাস্ত্র বিষয়ক বলা যাইতে পারে না; সেইরূপ শারীর-বিধান-বিষয়ক কার্য্যে রসায়নিক ব্যপারও মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তন্নিমিত্ত শারীরবিধান-বিষয়ক কার্য্যকে রসায়ন-বিষয়ক বলিতে পারা যায় না। ফলতঃ শেষোক্ত সকল কার্য্য শারীরবিধান-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয়।

সকল দুব্য দুই প্রকার। মিশ্র ও অমিশ্র। মিশ্র দুব্য যথা, পান ও গন্ধকের সংযোগে সম্মত হিঙ্গুল।

যে দুব্যমধ্যে অদ্যাবধি অন্য দুব্য মিশ্রিত পাওয়া যায় নাই তাহা অমিশ্র বলিয়া খ্যাত, যথা গন্ধক।

মিশ্র দুব্য সঙ্খ্যাভীত। এ দুব্যসকল অমিশ্র দুব্যের সংযোগে উৎপন্ন হয়।

অমিশ্র দুব্য যষ্ট্যধিক। অমিশ্র দুব্য দুই প্রকার। ধাতুরূপ ও অধাতুরূপ।

ধাতুরূপ দুব্য যথা; স্বর্ণ, রজত, লৌহ, পারদ ইত্যাদি।

অধাতুরূপ দুব্য যথা গন্ধক কয়লা ইত্যাদি।

অধাতুরূপ অমিশ্রদুব্য দ্বিবিধ। বায়ুরূপ ও অবায়ুরূপ।

সাধারণ সঙ্কোচতা ও সাধারণ উষ্ণতা দ্বারা অসীম-দেশ-ব্যাপন-শক্তিমদুব্য-বিশেষের নাম বায়ু। উষ্ণ জলের বাষ্প অসীম দেশ ব্যাপন শক্তি ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে ও বায়ুতে এই প্রভেদ আছে যে উষ্ণতার হাস হইয়া সাধারণ উষ্ণতাবস্থা হইলে তাহার সেই ব্যাপন-শক্তি আর থাকে না।

বায়ু দ্বিবিধ, মিশ্র ও অমিশ্র। সাধারণ বায়ু মিশ্রবায়ু বলিয়া গণ্য।

অমিশ্র বায়ু চতুর্বিধ। প্রাণপ্রদ Oxygen, জীবাস্তক Nitrogen, জলকর Hydrogen, এবং হরিৎ Chlorine.

প্রথম বায়ুবিশেষের নাম প্রাণপ্রদ হইবার কারণ এই যে তদ্বিহীনে জীবন রক্ষা পায় না। তাহার কিছুমাত্র স্বাদ ও গন্ধ নাই। এই বায়ু-বিশেষে পূর্ণ কাঁচপাত্র ও সাধারণ-বায়ুপূর্ণ কাঁচপাত্রের বর্ণের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। তাহাতে ও সাধারণ বায়ুতে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে প্রাণপ্রদ বায়ুতে দাহ্য দুব্য অতি শীঘ্র ও উজ্জ্বলরূপে জ্বলিত হয়।

অগ্নি প্রায় নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। কেবল এক দুই ক্ষুদ্র অবশিষ্ট আছে এমনত দক্ষাবশিষ্ট কাঁচ প্রাণপ্রদ বায়ুর মধ্যে ধরিলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

এই বায়ুবিশেষের মধ্যে লৌহও শুষ্ক তণবৎ জ্বলিয়া থাকে।

অস্থিহইতে সম্মত প্রকাশদ (Phosphorus) নামক বস্তুবিশেষ প্রাণপ্রদ বায়ুর মধ্যে সূর্য প্রভার ন্যায়

প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া থাকে ; কিন্তু সাধারণ বায়ুতে তাহার আভা সে রূপ উজ্জ্বল হয় না।

উক্ত হইয়াছে যে প্রাণপ্রদ-বায়ু-বিহনে জীবন-রক্ষা হয় না। তবে যে সাধারণ বায়ুতে জীবন-রক্ষা পায়, তাহার কারণ এই যে সাধারণ বায়ুতে প্রাণপ্রদ বায়ু বিশেষ পরিমাণে আছে। কিন্তু সাধারণ বায়ুতে প্রাণপ্রদ বায়ু থাকিলেও কাঠের উপর এক স্কুলিঙ্গ অগ্নি পড়িবামাত্রই যে প্রজ্জ্বলিত না হয় ও লৌহ অধিসংযোগে উষ্ণ হইয়া রক্তবর্ণ হইলেও যে জ্বলিয়া উঠে না। তাহার কারণ প্রাণপ্রদবায়ুর সহিত জীবা-স্তক বায়ু মিশ্রিত আছে। এই জীবা-স্তক বায়ু-দ্বারা প্রাণপ্রদ বায়ুর জ্বলনশক্তির হ্রাস হয়।

দ্বিতীয়; জীবা-স্তকবায়ু। এই বায়ুরও কিছুমাত্র আশ্বাদ ও গন্ধ নাই। প্রাণপ্রদবায়ু যেমন কাঁচ-পাত্রে রাখিলে, তাহার কোন বর্ণ উপলব্ধ হয় না, ইহারও সেইরূপ। প্রাণপ্রদে ও জী-বা-স্তকে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে প্রাণ-প্রদের সহকারে দাহ্য বস্তু অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে; জীবা-স্তক মধ্যে প্রজ্জ্বলিত বস্তু নিক্ষেপ করিবামাত্রই নির্বাণ হয়। অতএব সাধা-রণ বায়ু যদ্যপি কেবল জীবা-স্তক-বায়ু-বিশেষ-বিশিষ্ট হইত তবে কোন বস্তুই দগ্ধ হইত না; আর যদ্যপি কেবল প্রাণপ্রদ-বিশিষ্ট হইত তবে প্রুতি স্কুলিঙ্গে যাবতীয় বস্তুর ভস্ম হওনের আশঙ্কা হইত। কিন্তু সাধারণ বায়ু উক্ত বায়ুদ্বয়ে নির্ণীত পরিমাণে প্রস্তুত হওয়াতে প্রাপ্ত দুই দোষেরই শাস্তি হইয়া পরমেশ্বরের অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞান ও কৌশল ও জীব-গণপ্রতি দয়া প্রকাশ পাইতেছে।

সাধারণ বায়ুতে জীবা-স্তকের চারি অংশ ও প্রাণ-প্রদের এক অংশ আছে। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরী-ক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রে একটি

প্রজ্জ্বলিত দীপ এ রূপে রাখিতে হইবে যাহাতে তাহা জলের উপরে ভাসিতে পারে। পরে একটা দেয়ালগীরের ফার্নস লইয়া এ দীপকে আবরণ করিয়া একপে রাখা কর্তব্য যাহাতে ফার্নসের অন্তর্ভাগ জলের মধ্যে থাকে। এই রূপ করিলে জ্বলনোপকারী প্রাণপ্রদবায়ু এ দীপশিখায় শীঘ্র বিকৃত হইলে দীপ অস্পন্দন-মধ্যেই নির্বাণ হইবেক, ও জল এ ফার্নসের মধ্যে উঠিবেক। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবেক যে পূর্ব স্থিত বায়ুর কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য জল আসিয়া বায়ুর স্থান ব্যাপন করিয়াছে।

তৃতীয় বায়ু-বিশেষের নাম জলকর। তাহাও গন্ধ; আশ্বাদ ও বর্ণ হীন। প্রাণপ্রদের সহিত ইহার সংযোগে জল সম্ভূত হয়, এনিমিত্ত ইহাকে জলকর বলা যায়।

দাহন-বিষয়ে জলকরের গুণ প্রাণপ্রদের বিপ-রীত। প্রজ্জ্বলিত বর্তিকা জলকরের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিলে তৎক্ষণাৎ নির্বাণ হয়, কিন্তু জলকর স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

সকল জাত পদার্থের মধ্যে জলকর বায়ু লঘুতম। ব্যোমগগন অর্থাৎ বেলুন-যন্ত্র ইহাতে পূর্ণিত হইলে পক্ষিরা যত উর্দ্ধে যাইতে না পারে ততোধিক উর্দ্ধে উঠে; আর বেলন বৃহৎ হইলে কতক গুলিন ব্যক্তির সহিত এক থানি রথকেও তাদৃশ উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ বায়ু-বিশেষের নাম হরিৎ। তাহার ও অন্যান্য অমিশ্র বায়ুর পরস্পর অনেক প্রকার-প্রভেদ আছে। ইহার বর্ণ পীতাক্ত হরিৎ। ইহার গন্ধ ও আশ্বাদ অতিশয় কটু ও অসুখকর। কতিপয় দুবা এই বায়ু-বিশেষের সংযোগমাত্রই স্বয়ং জ্বলিয়া উঠে যথা সকা তামুপত্র, প্রকাশদ, উষ্ণ পারা ইত্যাদি।

এই বায়ু-বিশেষ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের

বর্ণ নষ্ট করে; এই প্রযুক্ত বজ্রাদি বস্তুসকল শুক্ক-
করণার্থে ইহা অতিশয় উপযোগী। চিকিৎসালয়
ও কারাগারাদির পক্ষেও এই বায়ুবিশেষ বিশেষ
উপকারী; কেননা তথায় রোগদ্বারা ও অন্যান্য
কারণ জন্য সম্ভূত দুর্গন্ধাদি ইহা দ্বারা নষ্ট হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটকের উপাখ্যান।

(৬১ খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠাহইতে জগাগত ।)



তম এই পর্য্যন্ত কহিলেই রাজ্ঞী
ধারিণী অতি দ্রুতভাবে কহিয়া
উঠিলেন! “হা ধিক; তবে ত
আমিই বুদ্ধহত্যার নিমিত্ত হই-
য়াছি।” অনন্তর গৌতম কহিতে লাগিলেন,
“সেখানে অশোক বৃক্ষের তলে উপনীত হইয়া এক
খোপা ফুল লইবার আশয়ে দক্ষিণ হস্ত যেমন বা-
ড়াইয়াছি, জানি না, কোটরে এক কালসর্প ছিল,
সে অমনি আমাকে দংশন করিয়াছে। এই দেখুন
রক্তমুখ দুইটা দাড় স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে;
জ্বালাতে আমি অস্থির হইয়াছি।”

কৌশিকী কিঞ্চিৎ অগুসর হইয়া দেখিলেন,
যথার্থই সর্প-দংশন অনুভব হইল। তখন তিনি
কহিলেন, “হাঁ, যথার্থ বটে, এক্ষণেই বিষ বৈদ্যের
প্রয়োজন।” রাজ্ঞা কহিলেন, “জয়সেনে! তুমি
অতিশীঘ্র গিয়া ধুবসিক্কে ডাকিয়া আন।” জয়-
সেন, “যে আজ্ঞা মহারাজ,” বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্র-
স্থান করিল। জয়সেনা বৈদ্য ডাকিতে গেল দেখিয়া
গৌতম আরও ব্যগুতা প্রকাশ করিয়া কহিতে
লাগিলেন, “মহারাজ! মলম, এ, সাপ নয়,
বুঝি, আমাকে কালে দংশন করিয়াছে।” রাজ্ঞা
আশ্বাস করিয়া কহিলেন, “ভয় নাই, এত কাতর
হইও না, সর্প সকলকেই দংশন করে, করিলেই

কিছু সকলকারই প্রাণত্যাগ হয় না।” গৌতম
রোদন করিতে করিতে কহিলেন! “আর মহারাজ
ভয় নাই কি? এই যে দেখিতে দেখিতেই আ-
মার সর্বাঙ্গ নিশাড় হইয়া গেল।” জ্ঞানীকে
অভাবতই অতিদয়াবতী এবং অতিকোমলপ্রকৃতি,
রাজ্ঞী ধারিণী এই ব্যাপার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি
ভীতা ও দ্রুত হইলেন।

রাজ্ঞী ধারিণী সাতিশয় ভীতা ও এস্তা হইয়া-
ছেন দেখিয়া গৌতম আরও কাপট্য করিতে
লাগিলেন; অর্দ্ধ মুকুলিত রক্তনেত্রে রাজার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া অতি কাকুতসে কহিতে লাগি-
লেন! “মহারাজ বাল্যকালে তোমায় আমার
প্রণয়-সংসার হইয়াছে, সেই অবধি আমি তো-
মার প্রিয়-বয়স্য-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে
আমার তো এই শেষ দশা উপস্থিত। অতএব
এখন আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, কেবল
এই মাত্র ভিক্ষা, অতঃপর ‘পুত্র নাই, বলিয়া
আমার জননী যেন কষ্ট না পান, এই করিবেন।”
রাজ্ঞা শাস্ত্বনা করিতে লাগিলেন, “ভয় নাই,
ধুবসিক্কে আসিবামাত্র তুমি নির্বিষ হইবে।”

এই প্রকার বঞ্চন ব্যবসায় চলিতেছে এমন
সময়ে জয়সেনা আসিয়া সংবাদ দিল, “মহারাজ!
মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ধুবসিক্কে
কহিলেন, রোগীকে এখানে আনিতে হইবেক।”
রাজ্ঞা তথাস্তু বলিয়া অনুমতি করিলেন, “তবে,
বর্ষধরকে বল, ইচ্ছাকে সেখানে লইয়া যায়।”
বিদায়কালে গৌতম রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন, “মা!
আমি কি রক্ষা পাইব?” রাজ্ঞী ব্যস্ত সমস্ত
হইয়া উত্তর করিলেন, “জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তুমি
দীর্ঘায়ু হও।”

গৌতমকে ধুবসিক্কির সমীপে প্রেরিত করিয়া
রাজ্ঞা রাজ্ঞীর সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, “রাণি!
বেচারি অতিশয় ভয় পাইয়াছে, আমি জামি, ও

বভাবতই অতি ভীক।” রাজা এই প্রকার বঞ্চন করিতেছেন এমন সময়ে জয়সেনা পুনরায় আসিয়া নিবেদন করিল “মহারাজ! ধুবসিদ্ধি নিবেদন করিলেন, “উদককুন্ত-বিধানদ্বারা সর্প মৃদুভুক্ত করিতে হইবেক, অতএব তদুপযুক্ত একটা অঙ্গুরীয়ক চাহি।” এই কথা কণ্ঠগোচর হইবামাত্র অতি আগ্রহান্বিত হইয়া রাজা কহিলেন, “এই লও, আমার হস্তে অঙ্গুরীয়ক আছে. কার্য্য-শেষে তখন আমি পুনরায় পরিধান করিব।” এই বলিয়া জয়সেনার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ করিলেন।

অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তিমাত্রই গৌতম কৃত্রিম বিষবেগ সংবরণ করিলেন। জয়সেনা আসিয়া রাজা এবং রাজ্ঞীকে গৌতমের ঐ নির্বিষতার সংবাদ জানাইল। তাহা শুবণ করিয়া রাজা অশ্রিমিত্র কৃত্রিম এবং রাজ্ঞীধারিণী অকৃত্রিম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ধুবসিদ্ধি যথেষ্ট পারিতোষিক লাভ করিল।

পূর্বে আভাষিত হইয়াছে, রাজ্ঞী ধারিণীই রাজা অশ্রিমিত্রের পটুমহিষী। রাণী ইরাবতী গিয়া প্রমদ বন সঙ্ক্রান্ত মালবিকা-বিষয়িণী রাজার ব্যাসক্তি জানাইলে তিনি অতীব ক্রোধিণী হইয়া তাহাকে অনুমতি করেন, মালবিকা এবং বকুলাবলিকা উভয়কেই সারভাণ্ড কারাগৃহে অবরুদ্ধ কর। তদনুসারে তাঁহারা অবরুদ্ধ হইলে, মাধবিকা নামী রাজ্ঞীর আর এক দাসী তাঁহাদের রক্ষিত্রী নিযুক্ত হয়। ঐ রক্ষিণীর প্রতি রাণীর আদেশ থাকে, তাঁহার অঙ্গুরীয়-নিদর্শন ব্যতিরেকে উহাদের মুক্তি দিবে না। এই নিমিত্তই গৌতম, রাজা এবং জয়সেনার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই কৃত্রিম বিষবেগ-প্রদর্শন পূর্বক রাজ্ঞীর অঙ্গুরীয় হস্তগত করিলেন।

পরে গৌতম অঙ্গুরীয় হস্তগত করিয়া মালবিকা এবং বকুলাবলিকার মুক্তি-সম্পাদন-পূর্বক তাহাদিগকে প্রমদবনমধ্যবর্তী সমুদুগ্ধ নামক আশ্রয়ে রাখিয়া মালবিকাকে রাজসৎ করেন।

এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ইরাবতী পুনরায় রাজ্ঞীধারিণীকে ক্রোধিণী করিবার নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধারিণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন; তিনি স্থির জানিতেন স্বামীর প্রণয়প্রতিকূলাচারিণী হইলে নিজে, অপ্রিয়া হইবেন; এই নিমিত্ত অতঃপর স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া অন্য কোন ব্যাজ অবলম্বন-পূর্বক রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন।

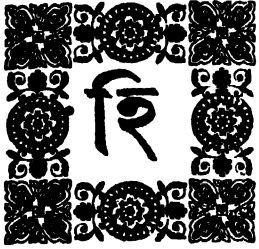
বিবাহ-ব্যাপারের সমুদায় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে ব্যক্ত হইল, মালবিকা কুমার মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী, এবং কোশিকী ঐ মাধবসেনের মন্ত্রী সুমতির সহোদরা।

মাধবসেন রাজা বৈদর্ভের পিতৃব্য-পুত্র-দায়াদ। দায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে দুরাত্মা বৈদর্ভ-কর্তৃক অপমানিত ও দুরীকৃত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে রাজা অশ্রিমিত্রের শরণাগত হন। অশ্রিমিত্র সামান্য এবং সপরিবার মাধবসেনকে পিতৃব্য পুত্র-নির্বিশেষে স্বালয়ে রক্ষা করেন। অনন্তর অতি আনন্দ ও যথা-বিধান সহকারে মালবিকা রাজা অশ্রিমিত্রের এক প্রণয়িণী হইলেন।

এই পরিণয় ব্যাপারের অনতিপূর্বে বীরসেনকর্তৃক দুরাত্মা বৈদর্ভ বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং মাধব সেন অর্দ্ধরাজ্যের অধীশ্বর হন এবং বীরসেনও সমুচিত পারিতোষিক লাভ করেন। মালবিকাশ্রিমিত্র নাটকে এই বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তাহা সঙ্ক্ষেপেই নিঃশেষিত করিলাম। কালিদাস কিপ্রকার কোশলে মালবিকাশ্রিমিত্র নাটকের রচনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বিবিধার্থ সমূহে ঐ নাটকের কোন কোন স্থান যথাবৎ বিবৃত করা গিয়াছে।)

রাজপুত্র-ইতিহাস।

(পঞ্চম পঙ্কহইতে ক্রমাগত।)



হি

দু-শ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের সপ্তদশ পুত্র ছিল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ সংবৎ ১৬৫৩ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অষ্টম বর্ষ-বয়ঃক্রমাবধি আপন পিতার সহিত নানা স্থান ভ্রমণ ও নানা অবস্থার সন্তোগ করিয়াছিলেন; পিতার স্বদেশানুরাগ তাঁহার মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছিল; পর্যন্ত-ভ্রমণের ক্লেশ ও পলায়ন করিয়া জীবন-নির্বাহের যতনা তাঁহার অবিদিত ছিল না; এবং প্রতাপের যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার সমরাত্যাসে পারদর্শিতার ও অভাব হয় নাই। অপস্র তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির সময় তিনি পূর্ণ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া অপুত্রে পরিবৃত্ত হইয়াছিলেন; অধিকন্তু প্রতাপের সহিত পুনঃ পুনঃ বিবাদে তাদৃশ লাভ না হওয়া প্রযুক্ত অকবর পাদশাহ তাঁহার শেষদশায় অষ্টবৎসরব্যবৎ মিবাররাজ্যের পরাজয়ার্থে কোন বিশেষ উদ্যম করেন নাই। এই সকল সদপায়ে অমরসিংহ ক্রমশঃ আপন অধিকারের দার্য্য-বর্দ্ধনার্থে সম্যক্ প্রয়াস পান; ও আপন কৌশলে তথা সন্ধিবেচক অমাত্যবর্গের পরামর্শে রাজ্যবর্দ্ধনার্থে অভিপ্রায়ে অনেকাংশে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। যে প্রদেশ তাঁহার অধীনে ছিল, তাহা উপস্থিত দলপতিদিগকে বিবেচনা-পূর্ব্বক বন্টন করিয়া ঐ দলপতিরা কে কি প্রকার পদস্থ ও কে কি প্রকার রাজকার্য্য করিবেন তাহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন। অপব্যয় নিবারণের নিমিত্ত অনেক আজ্ঞা প্রচারিত করেন; এবং কে কি প্রকার বেশ ভূষা করিবেক, কাহার কীদৃশ উকীশ হইবেক ইহারও নির্দেশ করিয়াছিলেন।

এই সকল উপায়ে রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাহাতে ক্রমশঃ তৎপ্রতি শত্রুদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অকবরের পুত্র জহাঙ্গীর আপন রাজ্যের চতুর্থ বৎসরে হিন্দুদিগের শেষ গর্ব্বস্থল মিবার অধিকৃত করিতে সৈন্য-সমূহের অনুমতি দিলেন। মিবারদেশে ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধিতে সুখের লালসাও বর্দ্ধিত হইয়াছিল; তথাপি সমর-সজ্জার সংবাদে সকলেই পূর্ণোদ্যম হইলেন; কেবল রাজ-মন্ত্রী মহাতেজা চণ্ডাবৎ অমর সিংহের মনে কিকিৎ নিরুদ্যমতা আছে বোধ করিলেন। এই হেতু তিনি প্রাতে রাজসভায় সকল প্রধান দলপতিরা একত্র হইলে হঠাৎ রাজাসনের কোণ চাপিবার একটা পূর্ত্তলিকা দ্বারা সম্মুখস্থ বহুমূল্য মর্পণে আঘাত করত সুখের প্রতি ভিন্নকার

জানাইয়া হস্তাকর্ষণ-পূর্ব্বক রাজাকে সিংহাসনহইতে বহিষ্কৃত করিলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে দলপতিদিগকে কহিলেন; “চলুন, অস্বারোহণ করত প্রতাপের পুত্রকে অবমান হইতে রক্ষা করুন।” এই বাক্যে সকলেই গাজো-ধান করিলেক; এবং অমরসিংহ কোথাপ্রপূর্ণনয়নে অস্বারোহণ করিলেন। রাজমন্ত্রির বোধ হইল যে রাজসভার অনেকেই তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি দেশহিতৈষীর পরম পাবিত্র্য ধর্ম্মে তৎকালে অভি-বিক্ত ছিলেন, সামান্য কথায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। রাজা অবমানিত হইয়াছেন এই ক্রমে প্রথমে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ক্রমে নগর-সমীকটস্থ জগন্নাথ-মন্দিরের নিকটে আসিয়া সুস্থ হইলেন। তখন নয়নে কো-লাগ্নি স্ফুট হইল; এবং তিনি প্রধান দলপতিদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রথমেই সংসন্মোহনা না করা প্রযুক্ত ত্রুটি স্বীকার করিলেন, এবং রাজমন্ত্রীর নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক কহিলেন, “চলুন, আর আপনাদের বিগত সম্রাটের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে হইবেক না।”

এই প্রকারে সকলেই মহাভাবে পরিপূর্ণ হইয়া দেবের-নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান এক পার্শ্বত্যাগ-পথের সম্মুখ, এবং সর্ব্বতোভাবে অত্যন্ত দুর্গম। তথায় যখন সৈন্য আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছিল। পরস্পরের সাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। উভয় পক্ষ হইতে অস্ত্রবর্ষণে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; সকলেই শৌর্য্যতা-প্রদর্শনে একাগ্রচিত্ত; সর্ব্বত্র বীর্য্যের ভীষণ হুঙ্কারে কম্পায়মান; শত্রুনাশনে সকলে কৃতসঙ্কপ; আপনাদের প্রতি কেহই নেত্রপাত করিতেছে না; সহস্র সহস্র বীর-শ্রেষ্ঠ অকাতরে প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন; সর্বাগ্রে রাণার খুল্যাতাত কহলো যখনশোণিতে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিতেছেন; এমত সময়ে যবনেরা মিবারাজ্ঞ সহ করিতে অশক্ত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইল, এবং রাজপুত্র জয়পতাকা সর্ব্বত্র উড়ীয়মান হইল।

এই সন্ধামের পরে কিয়দিনের নিমিত্ত উভয় দলে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়; কিন্তু তাহাতে কাহার পক্ষে কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই। বসন্তের সমাগমে উভয়েই যুযুৎসু হইয়া সংবৎ ১৬৬৬ অব্দের ৬ কালগুণ দিবসে রণপুর নামক পবিত্র পার্শ্বত্যাগ পথে পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতে আবদুল্লা-নামক যবন-সেনাপতির প্রায়ঃ সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ধ্বংস সামান্য-সাধ্যনে হয় নাই; তাহার সাধনে মিবারের অনেকগুলি বীরশ্রেষ্ঠকে আপনঃ শোণিতদ্বারা বীর-ভোগ্য বসুন্ধরাকে সিদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যদিচ ঐ মহাত্মাদিগের সকলের নাম এ স্থলে উল্লিখিত করা হইতে পারে না, তথাপি কএক জন দলপতির নামা-

নুকীর্জন করা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। তাঁহার স্বাধীন-তার সংরক্ষক পুত্রাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য; অতএব দেশহিতৈষীমাত্রে তাঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় মনে করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের বংশ এবং গোষ্ঠীও সামান্য নহে, সূর্য্য-বংশের সিসুদিয়া-গোষ্ঠীর ছন্দো সজ্জাবৎ, নারায়ণ দাস, সূর্য্যমল্ল এবং অয়সকর্ণ এই অদ্বিতীয় বীর চতুষ্টয় তন্মধ্যে গণ্য ছিলেন। অপর, সুক্তাবৎদিগের দলপতি পুরণমল্ল, হরিদাসি রাহঠৌর, ভূপৎ, কহীর দাস কচবহ, শোকেদাস চৌহান, মকুন্দ দাস রাহঠৌর প্রভৃতি প্রধানেরাও তন্মধ্যে নির্ণীত ছিলেন।

এই জয় প্রাপ্তিতে মিবারের রাজলক্ষ্মী পুনরুদীপ্তা হইলেন; কিন্তু সে জ্যোতিঃ মৃত্যুকালের নিরোগিতার ন্যায় অতি অল্পকাল-স্থায়ি হইয়াছিল। তদুচ্চে প্রবল চির-শত্রু যবনেরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আটবৎসরব্যবৎ সমরায়োজন করিতে লাগিল; এবং পাছে তাহাতে দৈব কোন কারণে জয়ের ব্যাঘাত হয় এই অভিপ্রায়ে গৃহ-বিচ্ছেদরূপ প্রবল অস্ত্রেরও সাহায্য করিলেক। কিন্তু ধন্য রাজপুত্র মহিমা যে শেখোক্ত উপায়ে তাহার হানি করিতে পারে নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রতাপের রাজ্যকালে সুগ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অকবর পাদশাহের শরণাগত হইয়াছিল। জহাঁগীর তাহাকে রাজ-করবাল-প্রদান-পূর্ব্বক এক দল সৈন্যের সাহায্যে চিতোরে প্রেরণ করেন। তৎকালে চিতোর নগরীমিবারাধিপতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল, সুতরাং জনশূন্য ও শ্রীহীন হইয়া বৈধব্যদশায় আপন পূর্ব্বসৌভাগ্যের অনুধ্যান করিতে-ছিল। সুগ্র আসিয়া সপ্তবর্ষব্যবৎ তথায় আপন পরিজন ও সহচর যবন-সেনাকর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া রাজমর্যাদায় উপসেবিত ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন মতে মন প্রীত হয় নাই। তিনি যে স্থানে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন তথাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মহতী কীর্ত্তির স্মারক-চিহ্ন সকল তাঁহাকে তিরস্কৃত করিত। তৎকালে চিতোরের সর্ব্বত্রই যবন-বিনাশ-জ্ঞাপক জয়স্তম্ভ দেদীপ্যমান ছিল। নগর-মধ্যে সেই যবন-সৈন্য দেখিয়া তাহার অধো-বদনে প্রতাপের নিমিত্ত অশ্রুক্ষেপ করিত; তাহাতে সুগ্রের মনে বিধর্ম্মদিগের আরাধনা যে কি পর্য্যন্ত যাতনা-কর হইল তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। কথিত আছে যে অবশেষে নগরাধিপতী ভৈরবদেব স্বয়ং তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সে বাহা হউক সুগ্র আর চিতোরে ভিত্তিতে পারিলেন না; রাজপুত্র-মাছাঝ্যার পরবশ হইয়া অমর সিংহকে চিতোর সমর্পিত করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন; এবং তথায় জহাঁগীর-কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অপবাদিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজসম্মুখে স্বকহানে অজ্ঞাঘাতপূর্ব্বক দেহ-ব্যথা সংবৃত্ত

করিলেন। এ প্রকার বীর্য্য সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্রদিগেরই সত্তবে, এবং তদুচ্চেই তাঁহার হিন্দুশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

চিতোরের সহিত অমর সিংহ ৮০ টি দুর্গ ও প্রধান নগর হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ওজলা নামক দুর্গ জয়-করণে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহাতে শুক্র ও চণ্ডের বংশধর-দিগের মধ্যে যে বিবম বিবাদ হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত রহস্য-জনক। উক্ত দুই ব্যক্তিকে রাজবংশ জাত। শুক্র উদয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি পঞ্চম-বর্ষ-বয়ঃক্রমা-বধি আপন অকুতোভয় স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তৎকালে কোন অস্ত্র সম্মার্কক এক খানি প্রসাণিত অসির ধার পরীক্ষা করণার্থে সম্মুখে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম কার্পাশ আনিয়াছিল; তদুচ্চে ঐ বালক পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তাত, অস্ত্রে অস্থি-মাংস কাটা আবশ্যক কি কার্পাশ কাটা কর্তব্য?” এবং অবিলম্বে ঐ অসি লইয়া আপন হস্তে আঘাত করিলেন। আহত স্থানহইতে ক্ষুদ্র শোণিত বিনির্গত হইল; কিন্তু বালকের বদনে তাহাতে কোন বেদনার চিহ্ন ব্যক্ত হইল না। পিতা ঐ সাহসচিহ্নকে আপনার ভীরুতার তিরস্কার মনে করিয়া অথবা দৈবজ্ঞেরা শুক্তের কোষ্ঠী গণনানন্তর তিনি মিবারের শত্রু হইবেন বলিয়াছিল, তন্মি-মিত্তই হউক তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাদিলেন। পরিচা-রকেরা ঐ ভয়ঙ্কর আজ্ঞাপালনার্থে শুক্তকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছিল এমত সময়ে সালধরার অধিপতি চণ্ডাবৎ-প্রধান তাহার বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া ভৃত্যদিগকে নিবারণ করত রাণার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে “আমার অপত্য নাই; অনুমতি হইলে আমি শুক্তকে পোষ্যপুত্র করিয়া রাখিতে মানস করি।” রাণা ঐ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং তাহাতেই শুক্তের প্রাণ রক্ষা হইল। কাল-ক্রমে চণ্ডাবৎ প্রধানের অপত্য জন্মিলে তিনি পোষ্য কি নিজ পুত্র কাহাকে আপন সম্পত্তি প্রদান করিবেন মনে এই অনুধাবন করিতেছেন, এমত সময়ে প্রতাপ সিংহ জ্ঞাতাকে রাজসভায় আসিতে আদেশ করেন। শুক্র জাতৃসহ কিয়ৎকাল পরম শ্রীতির সহিত বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈবাৎ এক দিবস যুগ্মার সময় পরস্পর অনৈক্য হয়। উভয়েই অস্বারাঢ় ছিলেন, এমত সময়ে শেল যুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ এই নিদ্ধারণার্থে প্রতাপ শুক্তকে আহ্বান করিলেন। শুক্র যুদ্ধবিষয়ে কদাপি প্রতীপ নহেন; প্রস্তাব গ্রহণমাত্র “তথাস্তু” বলিয়া অগ্রজকে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে ইচ্ছিত করিলেন। প্রতাপ কহিলেন, “তুমিই আরম্ভ কর।” এই প্রকার উর্কের পর উভয়েই এককালে পরস্পরকে

আঘাত করিতে ধাবমান হইলেন, এমনত সময়ে বংশ-
পুরোহিত আত্মবিরোধে রাজবংশের ধ্বংস করা অকর্তব্য
বিধায়ে মধ্যবর্তী হইয়া উভয়কে নিবারণ করিলেন;
কিন্তু যুদ্ধোন্মুখ রাজপুত্রকে যুদ্ধহইতে নিবারণ করা
গজার গতিরোধ করা অপেক্ষা দুষ্কর। রোবপরবশ হইয়া
বীরপুরুষেরা তাঁহার নিবেদে মনোযোগ না করাতে তিনি
স্বয়ং বক্ষঃস্থলে কটরাঘাত করত উভয়ের সম্মুখে নিপাত
হইলেন। এই ব্যাপারে পুরোহিতের শোণিত দর্শনে উভ-
য়কেই ভীত হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতে
তাঁহাদের ক্রোধের শান্তি হইল না। প্রতাপ শুভ্রকে পুরো-
হিত বধের কারণ জ্ঞান করিয়া দেশ বহিষ্কৃত করিলেন; এবং
পরে প্রভুভক্ত পুরোহিতের অস্ত্রোক্তি ক্রিয়া সমাপণ করত
যে স্থানে ঐ অধিতীয় ভক্তের কাল হইয়াছিল, তথায় এক
স্মারক স্তম্ভ স্থাপিত করেন। শুভ্র পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ
করিয়া অকবর পাদশাহের শরণাপন্ন হন। তদবধি অনেক
দিবস উভয় ভ্রাতার শাক্ষাত হয় নাই! অবশেষে প্র-
তাপ যে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করেন তৎসময়ে
শুভ্র তাঁহার প্রাণরক্ষার্থে নিকট আসিয়াছিলেন। শুভ্রের
বংশধরেরা শুভ্রাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। তাহাদের সহিত চণ্ডা-
বৎদিগের * সর্কদা বিরোধ ছিল। ঐ উভয় বংশই প্রভু-
ভক্তিতে অগুণ্ণ—উভয়ের প্রত্যেকেরই এই অভিমান
ছিল যে তিনি শত্রুকে আক্রমণসময়ে *রাজসৈন্যের
অগ্রসর হইয়া অধ্যাক্ষতা † করিবেন। কিন্তু উভয়ই
এক কর্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। অপর উভয় দলই
বলবান; অমরসিংহ ইহাদের কাহার অগমতা করিবেন
স্থির করিতে না পারিয়া ওস্তালার যুদ্ধসময়ে এই বিবাদাগ্নি
প্রজ্বলিত হইলে অনুমতি করিলেন যে যে দলপতি প্রথম
ওস্তাকার দুর্গে প্রবিষ্ট হইবেন তিনিই প্রার্থিত সম্মানের
চিহ্ন প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত দুর্গ অত্যন্ত দুর্গম, বিশেষতঃ বহু
সম্ম্যক মোগল সৈন্য সেই স্থান আক্রান্ত করিয়া রাখিয়া-
ছিল; কিন্তু শৌর্যসম্মানের বৃদ্ধি হইবে এ আশা সত্ত্বে রাজ-
পুত্রেরা কখন কোন কাঠিন্যকেই কাঠিন্য বোধ করেন না।
উভয় দলে আজ্ঞা পাইবামাত্র যুদ্ধযাত্রায় প্রস্থান করিল।
উভয়ে এক পথে না আসাতে শুভ্রাবতেরা প্রথমতঃ দুর্গের
দ্বারে উপনীত হয়। কিন্তু মোগলেরা অসাবধান ছিল না;
তাহারা শত্রুসংদর্শনমাত্র দুর্গের বপুহইতে অস্ত্র বর্ষণ
করিতে লাগিল। এমনত সময়ে চণ্ডাবতেরা দুর্গের অপর
পার্শ্বের বক্রসম্মুখে উপনীত হইল। তাহারা সমুত্তীর্ণ্যাহারে
সোপান আনিয়াছিল; তাহার সাহায্যে চণ্ডাবৎ প্রধান

এককালে বক্রোপরি আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে
কোন কল দর্শিল না। আরোহণ করিবামাত্র তিনি
মোগলদিগের গুলিদ্বারা আহত হইয়া বক্র হইতে নি-
পতিত হইলেন। শুভ্রাবৎ প্রধান দ্বারের সম্মুখে ছি-
লেন; ঐ দ্বারহইতে অতি দীর্ঘ দীর্ঘ লৌহ শলাকা
নির্গত ছিল। শুভ্রাবতের হস্তী সেই শলাকায় দেহ আ-
ঘাত করিয়া তাহা ভগ্ন করিতে উদ্যত হইল না। তিনি
ভাবিলেন যে বিলম্ব হইলে চণ্ডাবতেরা অগ্রেই হিরোল
প্রাপ্ত হইবে; অতএব হস্তীহইতে অবরোহণ করত
লৌহ শলাকার উপর আপন শরীর রাখিয়া হস্তিপা-
লকে আজ্ঞা করিলেন “আমার উপর হস্তীচালনা কর।”
উন্নত হস্তী তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর দেহাঘাত করাতে
তিনি চূর্ণ হইয়াগেলেন, এবং সেই আয়াসে দ্বার ভগ্ন
হইয়াগেল; কিন্তু ঐ সময়ে এদিকে চণ্ডাবৎ প্রধানের নি-
পাত দেখিয়া ভেন্দাঠাকুর নামা এক জন অকুতোভয়
যোদ্ধা প্রভুর দেহ পৃষ্ঠে বন্ধন করত বক্রোপরি আরোহণ
করিয়া ঐ দেহ দুর্গ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে
সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল চণ্ডাবৎদিগের হিরোল প্রাপ্ত
হইয়াছে। মোগলেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কোন
মতে চণ্ডাবৎদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না, সুতরাং দুর্গ
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেক। এই ঘটনায় শুভ্রাবৎ আ-
পন প্রাণ সমর্পিত করিয়াও গোষ্ঠীর নিমিত্ত হিরোল লাভ
করিতে অক্ষম হইলেন। সে যাহা হউক এই আখ্যান
পাঠে স্পষ্ট ব্যক্ত হইবে প্রভুভক্তি ও শৌর্য গুণ ভারত-
বর্ষের রাজপুত্রদিগের নিমিত্ত হইয়াছিল; এবং যে পর্যন্ত
স্বদেশানুরাগ ও মহত্বের প্রশংসা এতদ্দেশে জাগরুক
ধাকিবক সেপর্যন্ত তাহার শিরোভাগ রাজপুত্রদিগকেই
নিবেদিত হইবেক।

সর্প গরল।

নৃষ্য-দেহে যে প্রকারে শোণিত
হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন
হয়—যথা তাহা চক্ষুতে আসিয়া
অক্ষ, কণে কণমলা, মুখে লাল্য,
এবং নাসিকায় শ্লেষ্মা প্রস্রুত হয়—সেই রূপে
সর্পের শোণিত তাহার বদন্ত নামক দীর্ঘ দন্তের
নিম্নস্থ এক গৃহিতে আইলে গরল রূপে পরি-
ণত হয়। ঐ গরল নির্মল ও স্বাদুরিহীন, এবং
দেখিতে তরল নির্মল গঁদের জলের সদৃশ। তা-
হার স্পর্শে পুষ্পাদির নীলবৎ রক্তাক্ত হয়, অত-

* সিংহের পুত্র চণ্ডের উল্লেখ পূর্বে হইয়াছে তাঁহার বংশধ-
রেরা চণ্ডাবৎ নামে বিখ্যাত।

† এই অধ্যাক্ষতার নাম হিরোল।

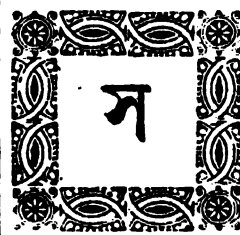
এব তাহাতে ঈষৎ অম্লত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিয়ৎকাল বায়ুতে থাকিলে এই অম্লত্বের আধিক্য হয়; এবং ডাক্তর কাণ্টের সাহেব কহেন যে তৎকালে তাহার আর গরলত্ব থাকে না। কিন্তু বিখ্যাত গরলরিং ক্রিষ্টিসন সাহেব লেখেন যে তিনি কিঞ্চিৎ গোক্ষুর সর্পের গরল পাইয়াছিলেন, তাহা পঞ্চদশ বৎসর এক শিশির মধ্যে রাখা হইয়াছিল। ঐ কালে তাহার সমস্ত গ্লান শুষ্ক হইয়া তাহা গঁদের টিকলির সদৃশ হইয়াছিল, অথচ তাহা একটা ছুটেপুটে শশকের শোণিতে স্পর্শ করাইবাতে তাহা দ্বারা ঐ জীব ২৭ মিনিটের মধ্যে হতজীবিত হয়।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে সর্প গরল। যাহার কণামাত্র শোণিতে পৃষ্ঠে হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, তাহার ভক্ষণে কোন বিশেষ হানি হইবে না। কিন্তু প্রকৃত তাহাই বটে। মাজিলী নামা এক ব্যক্তি ইটালীদেশীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চারিটি বাইপার নামক সর্পের গরল তাহার এক জন শিষ্যকে খাওয়াইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। ঐ রূপে তিনি ছয়টা বাইপার সর্পের বিষ একটা কোকিলকে, দশটা ঐ সর্পের বিষ একটা কপোতকে, এবং পোনেরটা ঐ সর্পের বিষ একটা দাঁড় কাককে দিয়াছিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ বিষমলতা মাত্র জন্মিয়াছিল; কাহার অন্যকোন আপদ ঘটে নাই। এতদেশীয় পাগলা-গারদের চিকিৎসক ডাক্তর কাণ্টের সাহেব গোক্ষুর সর্পের বিষ মুখে লইয়া নির্বিঘ্নে আবাদন করিয়াছিলেন। এই প্রমাণদ্বারা ইহা স্থির হইতেছে যে সর্পাহত স্থান তৎক্ষণাৎ চোষণ করিয়া নির্বিঘ্ন করিলে চোষণকর্তার কোন হানি হইবেক না, অথচ আহত ব্যক্তির প্রাণদানের উপায় হইবে।

প্রবাদ আছে যে বিশ্বনিয়ন্তা সর্পদিগের শত্রু-দমনার্থে তাহাদিগের দেহে বিষসঞ্জননের উপায় করিয়াছেন; কিন্তু বিবাক্ত সর্পের সঙ্খ্যা হইতে নির্বিঘ্ন সর্পের সঙ্খ্যা বাহুল্য দেখিয়া কাণ্টের সাহেব বোধ করেন যে খাদ্য জীব বিনাশের নিমিত্তই সর্পেরা বিষ প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং খাদ্যের সহিত ঐ বিষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা আহারান্তে কিয়ৎকাল জড় ও বিম্বল হইয়া থাকে। সে যাহা হউক ইহা নিশ্চয় হইয়াছে সর্পের দংশনমাত্রই বিষ নিঃসৃত হয় না, তদর্থে তাহাদিগকে মস্তকের বিশেষ ভঙ্গি করিতে হয়; সেই ভঙ্গি দ্বারা দন্তের নিকটস্থ বিশেষ কোমহইতে বিষ নিসৃত হইয়া দন্তের মধ্যস্থ এক বিশেষ ছিদ্রদ্বারা নির্গত হয়।

সর্প-গরল দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আদৌ হৃৎপদের ক্রিয়া স্থগিত করে, এবং তাহাতেই মৃত্যু উপস্থিত হয়।

নূতন গৃহের সমালোচন।



স্মৃতি নিম্নলিখিত কএক খানি নূতন গৃহ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। “কাশিয়াধিপতি পিটরের জীবন বৃত্তান্ত; চট্টগ্রাম গবর্নমেন্ট ইন্সুলের শি-ক্ষক ত্রিবিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত”। কএক বৎসর হইল বিবিধার্থে পিটরের চরিত্র কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছিল। তদনন্তর ত্রিযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদ্বি-ষয়ে এক খানি গৃহ অনুবাদিত করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কি না আমরা জ্ঞাত হই নাই। বর্তমান গৃহ সরল ভাষায় সুচাক রূপে রচিত হইয়াছে। গৃহকার আপন ভূমিকায়

লিখিয়াছেন, “যদ্যপি আমি এই পুস্তক প্রকাশ জন্য সর্ব সাধারণের প্রশংসার পাত্র হই তাহা হইলে গর্ব করিতে পারিব যে আমাদ্বারা আমাদিগের ভাষা লিখিত গুহের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইল। যদি আমার এমন ভাগ্য না হয় তাহা হইলে অবশ্যই কোন মহাত্মা লেখনী ধারণ করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিবেন। তাহা হইলেও আমি গর্ব করিতে পারিব, কারণ এই মহাত্মার নিদাগত মনোবৃত্তি আমাদ্বারাই জাগ্রিত হইবে।”

২। “চাক পাঠ। তৃতীয় ভাগ। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত”। বঙ্গভাষায় গদ্য লেখকদিগের মধ্যে দত্তজ্ঞ অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; বর্তমান গুহে তাঁহার সে পদের কোন হানি হইবেক না। আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি বহুকাল পীড়িত থাকা প্রযুক্ত ইদানীন্তন নূতন-গুহরূপ আভরণে বঙ্গভাষাকে সুভূষিত করিতে অশক্ত হইয়াছেন। তাঁহার গুহ বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রচলিত হয় এই যে আশা করিয়াছেন তাহা অচিরে পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

৩। “তত্ত্বাবলী। ১ ভাগ। শ্রীমথুরা নাথ বর্ষ প্রণীত। শ্রীআর এম বসু এবং কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত”। এই গুহে রামধনু, স্থিতিস্থাপকতা, পৃথিবী, চন্দ্র, উদ্ভাপ, জল, রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাস ক্রিয়া, জন্তু, বায়ু, মনুষ্যের কঙ্কাল, এবং গ্যাস, এই ষাট বিষয়ের স্থূল বিবরণ আছে। যদিচ এই পুস্তক তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় নাই; তত্রাপি “এক রাজার সো দো দুই রাণী” বিধায়ক অলৌকিক গম্পের পরিবর্তে ইহা অবশ্য সমাদরণীয়।

৪। “কৃষি দর্পণ। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম ভাগ”। এই পুস্তক দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; যে হেতু ইহার উদ্দেশ্য বস্তুর আলোচনায় এতদেশের যে রূপ সৌভাগ্য

বর্জিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এমন আর কোন প্রকারে হইবেক না। ভারতবর্ষে স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুমূল্য ধাতুর কোন উত্তম আকর নাই; কয়লা ও লৌহের যে খনি আছে তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সম্ভূত হইতেছে না। এতদেশে এমত পশু নাই যাহার লোম মেদ বা মাংসে বহুল অর্থ উপার্জিত হইতে পারে। ইহার ক্ষেত্রই ইহার সকল সৌভাগ্যের স্রাকর। বহুকাল হইতে সেই ক্ষেত্রের প্রসাদে ভারতবর্ষ ভূবনবিখ্যাত আছে, পরন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদেশের ভদ্রসন্তানেরা এ পর্য্যন্ত এই লক্ষ্যের অবহেলা করিয়া আসিতেছেন; কোন উপায়ে তাহার উন্নতি হইবেক তাহার কোন পর্য্যালোচন করেন না। অবোধ ও দীম কৃষকেরা তাহাদের সাধ্যানুসারে যাহা কিছু নিষ্কাশন করিতে পারে তাহাই করিতেছে, উন্নতির কোন চেষ্টা হইতেছে না। কৃষিবিষয়ক পুস্তকদ্বারা সর্বসাধারণের এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ হইলে অতুল মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

৫। “রামোপাখ্যান। তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণগুহহইতে সারসঙ্কলিত। শ্রীউমাচরণ দেবকর্তৃক বঙ্গভাষায় লিখিত। প্রথম খণ্ড”। ভাগবতশ্রেষ্ঠ তুলসীদাস স্বরস্বতীর বরপুত্রবিশেষ। তাঁহার সুললিত রামায়ণ আর্য্যাবর্তের সমস্ত হিন্দুরা অধিতীয় বলিয়া সর্বদা শ্রবণ ও পঠন করেন। তাহাতে বীর ও ককণা রস এপ্রকার কমলীয়রূপে বর্ণিত আছে যে ভারতবর্ষীয় ভাষাগুহে তাহার দ্বিতীয় প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; বাঙ্গালী গদ্যে তাহার অনুবাদ নির্বাণাধিতে হবন করণের সদৃশ। আমরা ভরসা করি দে বাবু তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডে আর প্রয়াস পাইবেন না।

৬। “বাল্মীকীয় রামায়ণ। আদিকাণ্ড। ১ সঙ্খ্যা

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত অনুবাদ সম্বলিত।” রামরসামৃত হিন্দুদিগের পক্ষে অত্যন্ত মুখ্য কর; এতদেশীয় কবিরা সকলেই তাহার আশ্বাদনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হইয়াছেন। বাঙ্গালী সেই মূতেই উন্নত হইয়া ভারতবর্ষের প্রথম কবি বলিয়া বিখ্যাত হন। ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের অনেক স্থানে তাহার অনুকীৰ্ত্তন করিয়াছেন। তদনন্তর কালিদাস রামচরিত্রাচারী মহানাটক ও রঘুবংশকে সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যশ্রেষ্ঠ মধ্যে নির্ণীত করিয়াছেন। তৎপরে ভবভতি উত্তররামচরিত্রে ভট্টহরি ভটি কাব্যে ও অপরাপর অনেকে রামানুকীৰ্ত্তনদ্বারা স্ব স্ব কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইদানীন্তন সেই সকল কবিতামৃত দেশভাষায় প্রচলিত হইয়াছে; তাহা ভারতবর্ষে ও তন্নিষ্কৃষ্ট দ্বীপব্যাহে সাধারণ জনগণের প্রধান মনঃপ্রমোদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে কালিদাসকৃত রামায়ণ অতীব বিখ্যাত তাহার সঙ্গে লোকে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের গদ্য অনুবাদ পাঠ করিবে এমত বোধ হয় না। পরন্তু ব্যক্তি বিশেষে ইহা কলদায়ক হইতে পারে, যেহেতুক অনুবাদ সংস্কৃতানুধাই বটে।

৭। “মেঘদূত। সংস্কৃত হইতে পদ্যে অনুবাদিত”। আপন প্রশংস্য নমুতাও শালীনতার অনুরোধে অনুবাদক এই পুস্তকে আপন নাম প্রকটিত

করেন নাই, এই প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে বিশিষ্ট জ্ঞাত থাকিয়াও পাঠকদিগের নিকট তাঁহার পরিচয় দিতে পারিলাম না। পরন্তু তাঁহার সজ্ঞপতার কোন বিশেষ কারণ নাই। যদিচ কালিদাসের অধিতীয় কাব্যরস বঙ্গভাষায় রক্ষা করা প্রাগল্ভ্যের কৰ্ম বটে; তথাপি তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে যে রূপ সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা অবশ্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারেন। ইহা অনায়াসে বলিয়াইতে পারে যে বঙ্গভাষায় কালিদাসের কাব্যের যে সকল অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনমতে কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবেক না। আমরা ভরসা করি আমাদিগের প্রিয় গুহকার তাঁহার শৈশবোৎপন্ন কবিত্বের দূতস্বরূপ মেঘদূতের সাকল্যে এতদেশীয় যুবকগণের নিকৃষ্টমোদক পরিহরণপূর্বক বীণাপাণীর অনুধ্যানে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকিবেন। বেণিসংহার নাটককার ভট্টনারায়ণহইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্বপুরুষেরা নানাবিধগুণে অধিত হইয়া বঙ্গদেশের গর্ভাঙ্গদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; সেই বিশাল বংশের মান রক্ষা করা বিশিষ্ট-প্রয়াস-সাধ্য, পরন্তু তাহা মনে রাখিয়া কর্তব্যকর্ত্তে নিযুক্ত থাকিলে স্বাভাবিক গুণের কোশলে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবেক না।



বিবিধার্থ-সম্ভ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাতত্ত্ব-ইতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব]

শকাব্দ ১৭৮১, শ্রাবণ।

[৩৪ খণ্ড।

ভারতবর্ষে মোগল রাজ্যের অত্যাচার।



য বনদিগের এতদেশে প্রাদু-
র্ভাবের বিবরণ অতিব আ-
শ্চর্য্যবোধক; পরন্তু তাহা-
দের তিরোভাব তদপেক্ষায়
বিস্ময়জনক। যে ব্যক্তি অক-
বর পাদশাহের বীর্য্য বল ও বৈভব স্মরণ করিবে—
জঁহাগীর শাহের সৈন্যসঙ্খ্য যাহার মনোমধ্যে
অনুভূত হইবে,—যে ব্যক্তি আওরঙ্গজেব পাদশা-
হের আধিপত্য ও নিকটক রাজ্যের অবস্থা
অনুধ্যান করিবেক,—তাহাকে অবশ্যই ব্যাকুল
হইতে হইবে যে তাদৃশ সমুদয়দিগের রাজ্য
কি প্রকারে হীনবল বিদেশীয়দিগকর্তৃক বিনষ্ট
হইতে পারে? কলতঃ দিল্লীধিপতিদিগের বি-
শাল ও শ্রদ্ধিমৎ রাজ্য সামান্য সাবধানতার ও
সততার সহিত শাসিত হইলে ও বিদেশীয়কর্তৃক
কদাপি ধ্বস্ত হইবার নহে; কিন্তু অওরঙ্গজেব
পাদশাহের উত্তরাধিকারিদিগের সুখানুরাগ ও
আলস্য ও গৃহবিচ্ছেদ রূপ বিষম রোগ উপস্থিত
হইয়াছিল, এবং তাহার অনিবার্য্য বিক্রমেই ভা-
রতবর্ষের অধ্বিতীয় রাজ্য যৎসামান্য গুমের
ন্যায় ধ্বস্ত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আমরা এ
ধ্বংসের সর্গাক্ষুণ্ণ বিবরণ সঙ্কলিত করিব।

অওরঙ্গজেব আপন শেষাবস্থায় পিতার শাসন-
প্রণালীর অনুগমনপূর্বক আপন তিন পুত্র মুহ-
ম্মদ মোজ্জম্, আজিম্ শাহ, এবং কামবক্সকে
রাজধানীহইতে অতি দূরে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু
সন্তানের প্রতি একপ অবিশ্বাস কদাপি মজল-
প্রদ হইতে পারে না; পুত্রেরা অবশ্যই পিতার
সম্পত্ত্যপহরণে অনুরক্ত থাকে। আওরঙ্গজেবের
পক্ষে তাহার অন্যথা হইয়াছিল; কারণ পুত্র-
দ্বারা অনিষ্ট ঘটবার পূর্বেই তাহার পরলোক
প্রাপ্তি হয়; সুতরাং তাহার পুত্রদিগকে আপন
ভ্রাতৃবিপক্ষে বিজিগীষা ব্যক্ত করিতে হইয়া-
ছিল। আজম্ শাহ অপরাপেক্ষা রাজধানীর নি-
কট ছিলেন। পিতার মৃত্যুবর্তী শ্রবণমাত্র তিনি
রাজশিবিরে আগমনপূর্বক পিতৃরাজ্যে আপ-
নাকে বরণ করিলেন; কিন্তু তাহার ভ্রাতারা
এবিষয়ে সুস্থ ছিল না। মুহম্মদ মোজ্জম্ যিনি
শাহ আলম নামে কাবুলের আধিপত্য করি-
তেছিলেন, তিনি আপন পুত্র, মোবেজউদ্দীন ও
আজীম উশ্শানকে আগরানগরী হস্তগত করি-
তে আদেশ করিলেন, ও স্বয়ং যথাসাধ্য সৈন্য-
সম্ভ্রহ করত কনিষ্ঠের দমনার্থে অগুসর হইলেন
তাঁহার পুত্রেরা মুলতান ও বঙ্গদেশের রাজপ্রতি-
নিধি-পদে নিযুক্ত ছিল; পিতৃরাজ্য প্রাপ্তিমাত্র
সম্বরে আগরায় প্রবেশ-করণপূর্বক তাহার সমস্ত



নাদির শাহ।

সম্পত্তি হস্তগত করিলেক। শাহ আলম ভারত-বর্ষে আসিয়া ভ্রাতার সহিত যুদ্ধাপেক্ষা সন্ধি-করা শ্রেয় বোধে এই প্রস্তাব করিলেন যে সমস্ত রাজ্য উভয়ে বণ্টন করিয়া লইতে প্রস্তুত আ-ছেন; কিন্তু আজিম শাহ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া সমরক্ষেত্রে দুইপুত্রসহ জ্যেষ্ঠের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। অতঃপর শাহ আলম আপন তৃতীয় ভ্রাতা কামবক্সকে বি-জয়পুর ও গোলকণ্ডার রাজ্য দিয়া সন্ধি করিতে মানস করিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি মধ্যমের বিনা-

শেও ভীত না হইয়া যুযুৎসু হইল, এবং অল্প কালেই সহযোগি প্রধান ব্যক্তিদিগদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া হতশের উত্তেজনায় সমরে প্রাণ সমর্পণ করিল।

শাহ আলম এই প্রকারে নিকটক হইয়া রাজ্য-ভোগের মানস করিতেছেন, এমন সময়ে নিখেরা তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া মোগল জাতি দৃষ্টিমাত্র ধ্বংস করিতে লাগিল। তিনি তৎপর হইলে এই শত্রুদিগকে অনায়াসেই নিহত করিতে পারিতেন; কিন্তু সুখের লালসায় বিষয়কর্মে

মনোযোগ করিতে পারেন নাই, সুতরাং রাজ্য বিশৃঙ্খলাবস্থায় রাখিয়া নিহত হন। তিনি দাতা সুশিক্ষিত দয়ালু এবং ভদ্রস্বভাব ছিলেন; কেবল আলস্যপ্রযুক্ত তাঁহার রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র পরস্পর রাজ্যার্থে বিবাদ করিয়া পূর্ববিশৃঙ্খলতার পারিবারিক করে। প্রথম আজিম উশশান রাজ্য দণ্ড ধারণ করেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার খাঁর সহিত বিবাদ করাতে তাঁহাকর্তৃক হারায় নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা মোবেজউদ্দীন জঁহাদার-শাহ-নামে পিতার আসনে উপবেশিত হন; কিন্তু কোন মতে ঐ ভ্রাতা ঐ উচ্চাসনের যোগ্য ছিলেন না। এক জন সামান্য বেশ্যা তাঁহার প্রধান মন্ত্রিণী ছিল; তাহার পরামর্শে তিনি জুলফিকার খাঁর উপদেশ ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র বারবিলাসিনীদিগের সহিত সহবাস করিতেন; তৎকালে রাজাকে তাহাদিগের সহিত রাজপথে পদবুজে ভ্রমণ করিতে সর্বদা দেখা যাইত। এতদবস্থায় আজিম উশশানের পুত্র, ফিরোখশের পিতা যাহাতে অশক্ত হইয়াছিলেন তাহার নিষ্পাদনে অগুসর হইলেন। তদর্থে জুলফিকার খাঁর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জঁহাদার শিবিরহইতে পলায়ন করিয়া সকল শ্রম পণ্ড করিলেন, ও কএক মাস রাজ্য করত ভ্রাতৃপুত্রকর্তৃক মন্ত্রীর সহিত শমনসদনে প্রেরিত হইলেন।

ইংরাজী ১৭১৩ অব্দে ফিরোখশের, রাজ্য প্রাপ্ত হন। তদর্থে তিনি আবদুল্লা ও হসন খাঁ নামা দুই জন সৈয়দের সাহায্য পাইয়া ছিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির পর তাহারাই তাঁহার সর্বাধ্যক্ষ হইল। তিনি তাহাদিগের হস্তে কাষ্টপুস্তলিকার

ন্যায় সঞ্চালিত হইতেন। এই অবস্থা তাঁহার পক্ষে হারায় অসহ্য হইল, এবং তাহাহইতে নির্মুক্ত হইবার চেষ্টায় তিনি হসনকর্তৃক কারাগৃহস্থ হইয়া তথায় অবসাতমৃত্যুদ্বারা দেহ-যাত্রা-সম্বরণ করেন। তাঁহার পর রফেউদ্দর-জাং গাঁচ মাস ও তাঁহার ভ্রাতা রফেউদ্দৌলা তিন মাস কাল নামমাত্র ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য করিয়াছিল। কলতঃ প্রদেশাধিপতি রাজপু-তিনিধির সকলে স্বয়ং প্রধান হইয়া আপন-ইচ্ছা ও অক্ষমতা মতে সর্বত্রই রাজ্যের বল-হানি করিতেছিল। রাজপাটে রাজপরিবার ও সভাসদেরা কাম ও লোভ ও হিংসা ও পরস্পর নৃশিংসতায় কালযাপন করিতে লাগিল। সমস্ত রাজ্য একত্রে শাসন করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই, অথচ অপোগণ্ড বালকপর্যন্ত সকলেই ভারতবর্ষের রাজদণ্ডধারণের লালসায় হিতাহিতে এককালে অন্ধ; কেহ পিতাকে কারাগারে বদ্ধ করিতেছে, কেহ ভ্রাতাকে বিষ-প্র-য়োগ করিতেছে, কেহ অকাতরে ছাগমুণ্ডের ন্যায় রাজামাত্যদের যুগুচ্ছেদ করিতেছে, কেহ দেশে সতীত্বের সম্ভাবনা দূরীকরণ করিতেছে। এমত সময়ে শাহ আলমের প্রপৌত্র রৌষণ অখ-তর মুহম্মদ শাহ নামে রাজসিংহাসন আরো-হণ করেন। তিনি গোপনে হসনকে বধ করা-ইয়া বিদ্রোহি অমাত্যদিগকে শাস্ত করিয়াছি-লেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞাবিহীন দুর্বল ও সুখানু-রক্ত হওয়া প্রযুক্ত তাঁহাকর্তৃক বিশৃঙ্খল রাজ্য সুশৃঙ্খল হইবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার দুইজন বুদ্ধিমান ও প্রধান অমাত্য সা-দত খাঁ ও নিজামউলমুল্ক, যাহারা অযোধ্যা ও হৈদরাবাদের শাসনকর্তৃত্বপদে অভিষিক্ত ছিলেন, তাহারা তাঁহার নিকরদ্যমতা ও তোষামোদের আনরক্ত্য দষ্টে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব

প্রদেশে প্রস্থান করে; তথায় তাঁহাদের একজন নার বংশ অদ্যাপি রাজসিংহাসনে আকট আছেন; অথচ তাঁহার অধিপতি মুহম্মদ শাহের বংশ আলস্য ও চাটুবাদিদিগের বিড়ম্বনায় স্বর্বস্বান্ত হইয়া শেষদশায় কারাগার ভোগ করিতেছে।

মুহম্মদ শাহের প্রথম শত্রু মহারাষ্ট্র জাতি। শিবজীর সময় অবধি উক্ত জাতীয়েরা যবনদিগকে অধিকৃত করিতে সম্যক্ প্রয়াস পাইতে ছিল, এবং মোগলরাজদিগের দৌর্বল্য ও আলস্য ও গৃহবিচ্ছেদ সেই প্রয়াসের বিশেষ সহায়তা করে। মুহম্মদের সময়ে তাহারা পুনঃ ২ দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল; তাহাতে প্রজারা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলে মুহম্মদ রাজস্বের চতুর্থাংশ (চৌথ) দিতে স্বীকৃত হওত মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার মৎকার সাধন করেন। কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা ঐ ঔষধ অধিক অনিষ্টকর হইয়াছিল; কারণ যে রাজার একপ উপায়ের অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হয় তাহার আর স্বাধীনতা ও লক্ষ্মীপ্রীতি কদাপি থাকিতে পারে না। বল না থাকিলেও পূর্ববলের গৈরবে অনেক কাল লোকের ও রাজাদিগের সম্ভ্রম থাকিতে পারে; কিন্তু চৌথ স্বীকার পাওয়াতে মুহম্মদের সে সম্ভ্রম এককালে বিলুপ্ত হইল; সুতরাং তিনি নিতান্ত অপদস্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার অপর এক শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহার ভীষণ বাত্‌হইতে রক্ষা পাইবার তাঁহার কোন উপায় উপস্থিত ছিল না। ঐ শত্রুর নাম নাদির শাহ। তিনি মোগল জাতীয় ছিলেন। তাঁহার বহুকাল পূর্বে তজ্জাতীয় তৈমুর শাহ* এতদেশীয় ভূপালদিগের আলস্য ও পরস্পর বিবাদ

দৃষ্টে তাহাদের ধনাপহরণ-লালসায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তথায় মোগল রাজ্যের সূত্রপাত করেন। তদনন্তর তদ্বংশজাত বাবর অবধি অনেকে ভূমণ্ডলের অগুণ্য রাজার মধ্যে গণ্য হইয়া দৌর্দণ্ডপ্রতাপের সহিত তথায় রাজ্য ভোগ করেন। এই কণে মোগলজাতীয় নাদির শাহ দিল্লীঅধিপতিদিগের দুরবস্থা দৃষ্টে তাহাদের চির-সঞ্চিত অর্থাপহরণের মানসে এতদেশে আসিয়া ইংরাজ-রাজ্যের প্রারম্ভ সংস্থাপন করিলেন।

প্রস্তাবিত নাদির শাহ অতি হীনবংশজাত। তাঁহার পিতা খোরাসান প্রদেশের এক জন মেঘপালক ছিলেন, তাহার নাম ইমাম কুলী। নাদিরের জন্মতিথি নিশ্চিত জানা হয় নাই; পরন্তু অনুভূত হইয়াছে যে ইংরাজী ১৩৪৪ অব্দে তিনি জন্ম গ্ৰহণ করেন। তৎকালে তাঁহার নাম নাদির কুলী রাখা হয়। প্রথমতঃ তাঁহাকে মেঘ চর্ম্মের টুপী বানাইয়া দিন পাত করিতে হইত। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি পৈতৃক স্বত্ব বিক্রয় করত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্ৰহ করিয়া তদ্বারা এক জন তস্কর নিযুক্তকরণপূর্বক উভয়ে চৌর্য্য-ব্যবসায়ে দিন পাত করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল এই ব্যবসায়ে তাঁহার বর্লবীৰ্য্য ও অসমসাহসিকতার সৌরভ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এমত সময়ে এক জন অফগণ রাজা পারস্য-দেশের সম্রাট তামাশ্পকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশবহিষ্কৃত করিয়াদেয়। সোফীমতাবলম্বী ঐ সম্রাট চ্যুতসম্পত্তি হইয়া তাতার-রাজ্যে সহায় সম্ভ্রুহ করিতেছিলেন। তৎকালে ও তদবস্থায় তাঁহার গঞ্জে তস্কর ও লুণ্ঠনপ্রিয় দুষ্টেরাই বিশেষ সমাদরণীয় ছিল। নাদিরের সুখ্যাতি শ্রবণ মাত্র তিনি তাহাকে আপন দলভুক্ত করিলেন। নাদির ঐ দলে কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া অদ্বিতীয় বীৰ্য্যের মাহাত্ম্যে ভরায় আপন অধীনে বহু

* এই রাজার বিবরণ বিবিধার্থের চতুর্থ পর্কের ২৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে।

সঙ্খ্যাক সৈন্য একত্র করিল। তাহার পুনঃ অফগন পাদশাহকে বিরক্ত করিয়া অবশেষে এক দিবস যুদ্ধে হত করিল। এই অবকাশে নাদির তামাস্পার চক্ষুৎপাটন-করণ-পূর্বক ইংরাজি ১৭৩৩ অব্দে স্বয়ং পারস্যদেশের অধিপতি হইলেন। তদনন্তর অফগনেরা বৈরনির্যাতনে তৎপর হইয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ ফল লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। নাদিরও তাহাদের প্রতি প্রথমতঃ তাদৃশ বীর্য প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু পরে তাহাদের উৎপাত অসহ্য হইলে তিনি আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। তখন সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে অফগনস্থান রাজ্যে প্র-বিষ্ট হইয়া সকল উৎসন্ন করিতে লাগিলেন, ও পূর্বদিগ্‌হইতে অফগনদিগকে বিরক্ত করিবার মানসে দিল্লীঅধিপতি মুহম্মদ শাহকে তৎকর্ত্তে অনুরোধ-করণার্থে দূত প্রেরণ করেন। এই দূত উপযুক্ত-জন-সমারোহ-সমভিব্যাহারে জলালাবাদ-নগরে পৌঁছিবামাত্র তত্রত্য লোকেরা সকলকে বধ করে। নাদির এই বিষয়ের বিহিত বিচার প্রার্থনা করিলে মুহম্মদ অত্যন্ত তাচ্ছল্য প্রকাশ করেন। নাদিরের পক্ষে এই তাচ্ছল্য অদম্য কোপের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই কোপের পরবশ হইয়া এককালে হিন্দুস্থানে যাত্রা করেন, ও পথি মধ্যে জলালাবাদে পৌঁছিয়া তাহার সমস্ত রাজপথ প্রজাদিগের শোণিতে প্লাবিত করিলেন। মুহম্মদ এপর্যন্ত আলস্য ও লাম্পাটে * নিমজ্জিত যে এতাদৃশ প্রবল শত্রুর আগমন-বার্তাও বিশেষরূপে জ্ঞাত করেন

নাই। অবশেষে দিল্লীহইতে চারিদিনের পথে নাদির উপস্থিত হইলে মুহম্মদ যথা কথঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া অগুসর হন; কিন্তু নাদিরের দিগ্-বিজয়াদিগের সম্মুখে তাহার তিষ্ঠিবার উপযুক্ত ছিল না, সুতরাং সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র তাহার সর্বতোভাবে বিমর্দিত হইল। তখন সন্ধি বই রাজ্য-রক্ষার অন্য উপায় নাই, সুতরাং তাহারই উদ্যোগ হইতে লাগিল। তদর্ত্তে সদু-পায়ও হইয়াছিল, যেহেতু যুদ্ধে সাদৎ খাঁ শত্রু-হস্তে কারা বদ্ধ হইলেন। তিনি নাদিরকে নানাস্তব-স্ততিদ্বারা দুই কোটি মুদ্রা দিবার আশ্বাসে তুষ্ট করিয়াছিলেন; এবং সন্ধি-সমাধার সকল কথা স্থির হইয়াছিল। এমত সময়ে এক পূর্বাদৃষ্ট আপদ উপস্থিত হইল। পূর্বোক্ত যুদ্ধে মুহম্মদের প্রধান অমাত্য খান দোরান হত হইয়াছি-লেন। সেই পদের প্রার্থনায় সাদৎ খাঁ ও নিজাম উলমুলক অত্যন্ত আগুহিতার সহিত রাজাকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সাদৎ খাঁ নি-কটে না থাকাপ্রযুক্ত নিজামের চেষ্টা ফলবতী হইল, অথচ বিবেচনা করিলে সাদতেরই সে পদ প্রাপ্য ছিল। সাদৎ এই বিচারে বিরক্ত হইয়া নাদিরকে কহিলেন যে তাঁহার পক্ষে দুই কোটি টাকা যৎসামান্য; ভারতবর্ষের কোন এক প্র-দেশহইতেই তাহা দত্ত হইতে পারে। মুহম্মদ-শাহের নিকট এই অল্প টাকালওয়া তাঁহার উপযুক্ত নহে। ফলে বল প্রকাশ করিলে তিনি তাহা-হইতে অনেক অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই পরামর্শে সন্ধির বাক্য অগ্রাহ্য হয়, এবং ইংরাজি ১৭৩২ অব্দের ২ মার্চ দিবসে দিল্লীনগর নাদিরের হস্তগত হইয়া যায়। এতদবস্থায় মুহ-ম্মদ নাদিরের বন্দী হইলেন, এবং প্রাপ্ত প্র-ধানেরা নাদিরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মুখে নিষ্ঠাবনপূর্বক তিরস্কার করিয়া

* এই বিষয়ের এক রহস্য-জনক গল্প আছে। কথিত আছে যে মুহম্মদ পারস্যে প্রমদা ও হস্তে সুরাপাত্র ভিন্ন থাকিতেন না। নাদির এই কথা শ্রবণ করিয়া মুহম্মদের এক জন প্রধান অমা-ত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ভাল তোমার কয় ভ্রী?” সে প্রত্যুত্তর দেয়, “আমরা রাজহৃত্যুমাত্র, আমার ৮৫০ বই ভ্রী নাই।” নাদির কহেন “হাঁ; তবে আর দেড়শত হইলেই সহস্রাধ্যক্ষ হইতে পার।”

কহিয়াছিলেন, “রে পাপাত্মা, তোদিগের তুল্য কৃত্য দুরাচার কি আর আছে? তোরা আপন প্রভুর প্রসাদে এতাদৃশ উচ্চপদস্থ ও ধনী হইয়াও তাহার রাজ্যের ধ্বংস করিতে উদ্যত? কিন্তু ঈশ্বরের কোপের অস্ত্রস্বরূপ আমার ক্রোধাধিতে তোদিগকে দধা করিব।” অতঃপর তাহাদিগকে নানা প্রকারে অবমানিত করত শিবিরহইতে বহিষ্কৃত করিয়াদেন।

দিল্লীনগর নাদিরের অধীন হইলে দুই দিবস নিরাপদে অতিবাহিত হয় এমত সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক জন পারস্য যোদ্ধা কোন কপোত-বিক্রেতার পেটা বলপূর্বক অপহরণ করাতে সে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিতে লাগিল “নাদিরশাহ সমস্ত নগর লুণ্ঠ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, এই সকলের সর্বস্ব নষ্ট হইল।” সেই বাক্যে বাজারের অনেকে একত্র হইয়া উক্ত যোদ্ধা ও তাহার সঙ্গিদিগকে প্রহার করিতে লাগিল; এমত সময়ে অপরে জনরব করিলেক যে নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে; তাহাতে অনেকে কোলাহল করিয়া সর্বত্রই পারস্য সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল। কথিত আছে এই প্রকারে দুই সহস্র লোক বিনষ্ট হয়। পরন্তু তাহার সংবাদ নাদির অতি বিলম্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই। রাত্রি দুই প্রহরের পর তিনি এই কথা শ্রুত হইলেন, কিন্তু তখন কিছু না করিয়া প্রভাতে নগরের প্রকাশ্য স্থানে রৌষনুদ্দোলার মসজিদের ছাতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাকোপে কোলাহল দেখিতেছেন, এমত সময় এক ব্যক্তি অভিদ্রহইতে তাঁহার প্রতি এক বন্দুক ছুড়িলেক, এবং তাহার গুলিঘারা তাঁহার এক জন পারসি়দ নিহত হইল। এই ঘটনা শুক-ভণ-স্তুভেঃ অধিশূলিদের ন্যায় নাদিরের কোপকে প্রজ্জ্বলিত করিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা

দিলেন যে সকল ছাতহইতে পদাতিরা বন্দুক মারিতে থাকুক, এবং অশ্বারোহিরা রাজপথ-বিচরণ-পূর্বক প্রাণিমাাত্রকে নিহত করুক। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাাত্র তাঁহার সৈন্যেরা নগর আক্রান্ত করিলেক, এবং দৃষ্টিমাত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে নির্দয়রূপে ধ্বংস করিতে লাগিল। নাদির ভীষণবেশে আরক্তনয়নে মসজিদের ছাতহইতে অকাতরে ঐ নিষ্ঠুর ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তাহাতে মধ্যাহ্ন অবধি তাঁহার ক্রোধের শাস্তি হয় নাই। অবশেষে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মনুষ্য হত হইলে মুহম্মদশাহ এবং নগরের প্রধান ব্যক্তি-সকলে কৃতাজ্জলিপটে পারস্যরাজ-সম্মুখে নত-মস্তক হইয়া এক্ষরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, “প্রভো, নগর রক্ষা করুন।” কেবল মুহম্মদ বাক্যোচ্চারণে অশক্তি হইয়া অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তদৃষ্টে নাদিরের মনে দয়ার সঞ্চার হইল, এবং “তৈমুরের বংশের প্রার্থনা আমার নিকট ব্যর্থ হইবে না” এই কথা বলিয়া আজ্ঞা দিলেন যে সৈন্য সকল শিবিরস্থ হয়। তাহাতে ঋণকালের মধ্যে সমস্ত নগর নিরাপদ হইল; ফলতঃ নাদিরের সৈন্য এমত সুশিক্ষিত ছিল যে অত্যন্ত উৎকট আজ্ঞা পালনেও কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব করিত না।

কথিত আছে যে অতঃপর নাদিরশাহ নগরস্থ জনগণের ৭০ কোটি টাকা দণ্ড করেন, ও তাহার আদায়ের নিমিত্ত নগরদ্বার বন্ধ করিয়া সৈন্যদ্বারা প্রজাপীড়নে নিযুক্ত হন। একে অর্দ্ধদিবসের মধ্যে একলক্ষ বিংশতি সহস্র মনুষ্য হত হইয়াছে তাহাদের অদ্যোপিত্তি কিয়া হয় নাই। তাহার পর নগরদ্বার বন্ধ হওয়াতে কাহারও বহির্গমনের উপায় নাই, ইহাতে নগরমধ্যে ভয়ানক মারী ও যৎপরোনাস্তি ক্রেশ হইতে লাগিল। ইহার উপায়ের নিমিত্ত কেহই নাদিরের নিকট

প্রার্থনা করিতে পারে না, সুতরাং সকলেই হতাশ হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে ছিল; এমন সময়ে মীর তকি নামা এক জন নট আপন পরিহসন-চাতুর্য্যে নাদিরকে তুষ্ট করে, ও তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলে সে এই যাত্রা করে যে নগরের দ্বার বিমুক্ত হয় যাহাতে দীন প্রজারা প্রাণদান প্রাপ্ত হইতে পারে। তকির প্রার্থনা গৃহ্য হয়, এবং তাহাতেই দিল্লীর রক্ষা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর নাদির প্রায়ঃ ৫০ দিবস দিল্লীতে বাস করিয়া অবশেষে ৩২ কোটি টাকার স্বর্ণ ও মণি মাণিক্য সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এই প্রকারে নাদিরের আক্রমণে মোগলরাজ্য ধ্বংস হয়, যে যৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল তাহা বিংশতি বৎসর পরে পানিপতের যুদ্ধে * এককালে শেষ হয়; এবং প্রায়ঃ সেই অবধি দিল্ল্যাধিপতি মুহম্মদের বংশধরেরা ইংরাজদিগের প্রদত্ত বেতন ভোগ করিতেছিলেন; সম্প্রতি বিদ্রোহিতাদোষে তাহাও চ্যুত হইয়া রাজপুতনগরে কারাবদ্ধ রহিয়াছেন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

কো ন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যায়মকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। এই উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্জিত হয়

তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিকষিত করিবেন।

উৎপাদ্যতেহস্তি যমকোপি সমানধর্ম্মা।

কালোহর্য্য নিরবধি বিপুল চ পৃথ্বী!!

ভবভূতিঃ

প্রথম সর্গ।

ধবল নামেতে শৃঙ্গ হিমাচল শিরে—
অভ্রভেদী, দেবান্মা, ভীষণ মূর্ত্তিধর;
লতত ধবলাকৃতি, বিশাল, অটল,
যেন উর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপোমাগরে ভীম বেঙ্গমকেশ,
যোগিকুলধোয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুমুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনক কিরাট)
না পরে এ গিরি সবে করি অবহেলা,
পৃথ্বীমুখে বিমুখ পৃথিবীপতি যথা
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
সুনাদক বিহঙ্গ, ভ্রমর মধুলোভা
কভু নাহি ভ্রমে তথা! মৃগেন্দ্রকেশরী,
করীশ্বর, গিরীশ্বরশরীর যাহার,
শাদ্দল, ভল্লুক, বনচর জীবকুল,
বনকমলিনী কুরঙ্গিনী সুলোচনা,
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,
না যায় নিরুটে তার—বিকট শেখর!
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কল কল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্নোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী। ঘনঘনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে ভ্রমোত্তপাঙ্ঘিত
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্দানাশকারী!
যক্ষ, রাক্ষ, দানবারি, দানব, মানব;
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন!

* এই যুদ্ধের বিবরণ বিবিধার্থের প্রথম পর্কের ১৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে
ভূতনাথসঙ্গে রঞ্জে নাচে যেন ভূত ।

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপানি ! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
নমিয়া, জিজ্ঞাসে গৌরা, কহ দয়াময়ি !
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল
শেষের অশেষ হেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্সাগর আমি করিয়া মথন,
লভি, মা, কবিতামৃত—সুখা নিরুপম !
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশা জলে, জননি, ধূর্তি-ললাটে,
ফুলদলে শিশির-নীরের আভা তাতে !

কোথা সে ত্রিদিব? যার ভোগ লভিবীরে
যুগে যুগে কঠোর তপস্যা করে নর?
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে?
সগরের বংশ হয় যে লোভেতে হত?
কোথা সে অমরা পুরী—কনকনগরী?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, স্বর্গের আলয়,
প্রভায় মলীন যার ইন্দু, প্রভাকর?
কোথায় সে রাজহুত, কনক আসন,
যথা রবিপরিধি সুমেরু-শৃঙ্গোপরি !
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলেশ্বর !
কোথা সে উর্জসী-দেবী—ঋষিমনোহরা,
চিত্রলেখা—জগতজনের চিত্তলেখা?
মিশ্রকেশী—যার কেশ নিগড় হইয়া,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে!
কোথায় কিন্নর? কোথা বিদ্যাধরদল?
গন্ধর্ব—মদনগর্ব খর্ব যার রূপে?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ
মহারথী? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ !
যার ক্রত ইরম্মদে, গভীর গর্জনে
দেবকলেবর কাঁপে করি থর থর;
ভূধর অধীর হয়, চমকে ভুবন
আতঙ্কে? কোথা সে ধনু, ধনুকুলরাজ?
আভাময়, যার চাক-রত্ন-কান্তিছটা
মেঘময় গগণের শিরোপরে শোভে,
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশ !

কোথায় পুষ্কর আবর্তক—ঘনেশ্বর?
কোথায় মাতলি বলী? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে;
জ্যোতিঃ আর সৌদামিনী হয়েছে লাঞ্চিত !
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উট্টেঃশ্রবা
ইয়েশ্বর, আশুগতি যথা অশুগতি?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্তযৌবনা,
দেবেন্দু-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামধুক যথা বিধাতা, যার পুতপদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন সদা প্রবাহিনী কল কল কলে?
হায়রে কোথায় আজি সে দেববৈভব!
হায়রে কোথায় আজি সে দেবমহিমা !

দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
ঘোরতর সমরে, অমরে করি জয়,
পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাজনে দেবারি পামর।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, অতিক্রমি তীর,
গ্রাসে নগর, নগরী, প্রাচীর প্রাসাদ,
ক্ষেত্র, কুঞ্জ, কানন; ভৈরব রব করি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুমুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ, ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা মাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ ।

সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবাবি
প্রচণ্ড-দিতিজ-ভূজ-প্রতাপে তাপিত,
ভজ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে,
আকুল! যথা পাবক, বায়ু যার সখা,
লক্ষভুক, প্রবেশিলে নিবিড় কানন,
বিশাল রসালতরু, লতা, গুল্মচয়
ভক্ষময় আশু আশুতরুনির ভেজে;
হন হনাকার ধূম উঠয়ে গগনে
তার মাঝে অগ্নিশিখা লক লক করে,
রক্তরসে রসিত রুদ্রাণী-রসনা,

রক্তবীজ রক্তপানে লুলিত যেমত !
গভীর গজ্জন করি, ভীম বিভাবসু
গুাসেন, যাহারে পান, আপনার পাশে ;
মহাত্মাসে উর্দ্ধস্থাসে পালায় কেশরী ;

- মদকল নগদল চঞ্চল হইয়া
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; পালায় শাদুল, মৃগাদন,
বরাহ, মহিম, খড়্গী—অক্ষয়-শরীর ;
ভল্লক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক ;
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে প্রায় চারিদিকে ;
মহা কোলাহলে চলে জীবন-ভরঙ্গ ;
জীবনভরঙ্গ যথা পবন তাঁড়নে !
অব্যর্থ কুলিশ ব্যর্থ দেখিয়া সমরে,
পালাইলা কুলিশী সজ্জাম পরিহরি ;
পালাইলা পাশী দেখি পাশ ভয়ঙ্কর
মুয়মাণ, মজ্জ বলে মহোরগ যেন !
পালান অলকানাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন ; পালান পবন
পবন-বেগে শূরেন্দ্র, বায়ুকুলপতি ।
দুষ্টাসুর-শরে জরজর-কলেবর,
শিখি-পৃষ্ঠে পালাইলা বর্হিগবাহন
মহারথী ; পালাইলা তপন তনয়
সর্ষ অন্তকারী, কোপে দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে ।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি,
জয় জয় নাদে দৈত্য পুরে ত্রিভুবন ।
• দৈববলে বলা দুরাচার, অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনকনগরী,
বসিল দেব আসনে দেবারি পামর ।
দিনমণি প্রণয়িনী কমলিনী ধনী,
ভেদিয়া ভ্রমর যেন বক্ষস্থল তার,
লুটিতে লাগিল মধু—অমৃত দুর্লভ ।
নিখিল সলিলা নগবালা গৈবলিনী,
পঙ্করাশি আসি যেন কলুশিলা তাঁরে ।
বসুধার শ্যাম অঙ্গ, বরাহ দূর্জয়
ভীষণ দশনে যেন লাগিল ঋগুতে ।
হায়রে যে রতির মৃগাল ভুজ পাশ,
প্রেমের কুসুম ভোর—বাঁধিত সতত

মধুসখা সুখী, স্মর হর কোপানল
ভয়ঙ্কর, বিরহ অনল রূপ ধরি,
দহিতে লাগিল যেন সে রতির হিয়া ।
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি
লগু ভগ্ন করিল অখিল ভ্রমগুল ;
ঔষ্মা ঋষি ক্রোধানল পাশি যেন জলে
আলাইলা জলধি, চঞ্চলি জলচরে ।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে বুদ্ধিতে পারে,
কিবা নরে, কি অমরে? বোধাগম্য তুমি !

ভীজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;
যথা পঙ্করাজ বাজ, নির্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার গর্জত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, ভুজ-গিরি-শৃঙ্গোপরে,
কিহা বিশাল রসাল তরু শাখা পাশে
বলে উড়ি ; হিমাচলে আইলা বাসব ।
বিপদের কলজাল আসি বেড়ে যবে,
মহত জনের আশা মহত যে জন ।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিল শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈল রাজসূত মৈনাক পশিলা
অতল জলধিতলে—মান বাঁচাইতে !

যথা ঘোরতর বাত্যা, করিয়া অস্থির,
গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
জলচর কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিকে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হইল অচল ;
অভিমাণে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব সঙ্ক্রামে
দানবারি ! একাকী বসিলা মহারথী ।
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ হয়ে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ঋগু শরীর কেশরী
শিখরি সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদস্থিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে অদূরে পর্জতোপরি শোভে

আভায় করিয়া আলো ধবল ললাট,
শশীকলা উমাপতি ললাটে যেমতি ॥
শূন্যভূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে শ্বষি অগস্ত্য শুষিয়াছিল ঘোর
জলনিধি; শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল •
দৈত্যকুল—করি-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে !
হায়রে অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ !
হায়রে গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভুষণ রজনী-সখা, স্বর্ণতারার বনী,
গুহরাশি—রাহু আসি গুণিয়াছে তাঁরে ।

এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাজ করি রাজ্য-কার্য অবসীমগুণে ।
সুখাইল নলিনের প্রফুল্ল আনন,
দুরুহ বিরহকাল কাল যেন দেখি,
সমুখে; মূদিলা আঁখি ফুলকূলেধর ।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া,
আইলো তরুণর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিশ্ববদনা,
বিশ্ববা দুহিতা যেন জনকের গেহে ।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশা দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী;
বন, উপবন, শৈল, সর, জলাশয়,
চন্দ্রিমার রজকান্তি সাজায় সবারে ।
কুমুদিনী, বিধুপুণয়িনী, শোভে জলে;
স্থলে শোভে ধূতুরা ধবল বেশ ধরি—
তপস্বিনী! যার পাশে অলি মধুলোভা
কভু নাহি যায় ডরে; আইলা নিদ্রা এবে,
বিরাম-দায়িনী দেবী—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বজনী সপনদেবী সহ;
বসুমতী সতী তাঁর কমল চরণে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা ।

আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
শ্রীরভাবে, ভৈরবী ভৈরব পাশে যথা
মন্দগতি; গেলা সতী কৌমুদীবলনা,
যথা বিরাজেন দেবরাজ শিলাতলে ।

ধরি করকমলে কমল-পদযুগ,
কাঁদিয়া সাক্ষাৎ দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে; অশ্রু-বিন্দু, দেবেন্দু-চরণে,
শোভিল শিশির যেন শতদলদলে,
উষা যবে জাগান অরুণে, সাজাইতে
এক চক্ররথ, খুলি পদ্ম কর দিয়া
পূর্বাশার হৈমদ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রা দেবী সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
(সৌরভ মধু যেমতি পুষ্পদাম সহ)
মৃদু মন্দ পবন বাহনোপরি বসি,
আসি উত্তরিলা দৌহেঁ যথা বজ্রপানি;
কিন্তু কাতর দেখিয়া সহস্র লোচনে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুন্দরী কিকরী নারী নরেন্দ্র সমীপে,
দাঁড়ায় যেমতি—স্বর্ণপুতলির দল ।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়লিলে,
কাঁদিতে কাঁদিত্তে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
মৃদুস্বরে শ্যামাগ্রিনী কহিতে লাগিলা;—

“ হায়, সখি, বিষম বিধির একি লীলা?
দেবকূলেধর যিনি, ত্রিদিবের নাথ,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! একি সাজে গো তাঁহারে?
হায়রে যে কল্পতরু নন্দনকাননে
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাকর, কে ফেলে ভুলে সে তরুপতি
মরুভূমে? কাহার না ফাটে বুক দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির সাগরে!”

কহিতে কহিতে দেবী শরীরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা!
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্নতার বীণাসম নীরব রসনা;—
অরেরে দারুণ শোক, এই তোঁর রীতি!
* শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রা দেবী তবে
উত্তর করিলা মাতা অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
গুণ গুণ মধুবোলে নিকুঞ্জ পুরিলা ।

“ যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে;
বিধির নির্যাত্ত কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?

আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
যদি পারি, কিঞ্চিৎ কালের জন্যে হরি
এ বিষম শোকশেল, করিয়া যতন ।
ডাক তুমি, স্বজন, মলয় মারুতে;—
বল তারে আনিতে সৌরভ শীঘ্রগতি;
কহ তব সুখান্তরে সুখ বরষিতে ।
আমি যাই, মুদি যদি পারি, প্রিয়সখি,
ও সহসু আঁখি, মন্তবলে কি কোশলে ।
গড়ুক স্বপন দেবী মায়ায় পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, বিষ্ময়ধরা, পানপয়োধরা,
কৃশোদরী, কবরী মন্দার সূশোভিত;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ায় নন্দন;
মায়ায় উর্জশী আসি, স্বর্গবীণা করে,
যেন বীণাপানি, পদ্মযোনি বিলাসিনী,
গাউক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ।
যে অবধি, নলিনের বিরহে কাতর,
নলিনের সখা আসি নাহি দেন দেখা,
কনক উদয়াচল শিখরে, তপন—
আইস, সখি বিধুমুখি, আইস তোমা দৌড়ে,
সাপ্রিতে এ কার্য মোরা করি প্রাণপণ ॥”

তবে নিশি, নিদ্রা, স্বপ্নদেবী কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে —
সুবর্ণ চম্পক দাম গাঁথি যেন রতি
প্রাণপতি মদনের গলে দোলাইলা !
বৈভিয়া দেবেন্দ্রে দেবীদল, স্তম্ভভাবে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোটা ছিল,
একে একে লাগাইলা; কিন্তু দৈব দোষে
সকল বিফল হল; যামিনী অমন
চঞ্চল হয়ে জননী, মৃদু, কল স্বরে,—
একাকিনী সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ।

“কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি !
আমা সব এভবমণ্ডলে কেবা জিনে?
যথা যাই তথা বিজয়িনী মোরা সবে;—
গহন বিপিনে, কিম্বা সমুদ্র মাঝারে,
বাসরে, আসরে, রাজসভা, রণভূমে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, আমরা করি জয়;
কিন্তু হেথা বৃথা আজি আমাদের বল ।”

তুনি স্বপ্নদেবী হাসি—শশী যেন হাসে—
কহিলা শ্যামঅঙ্গিনী রজনীর পুতি;
“মিছে খেদ কেন, সখি কর গো আপনি?
দেবেন্দ্রে রমণী ধনী পুলামি দুহিতা
বিনা, অন্যকার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ কলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারু হাসিনী।
পতিহীনা পারাবতী যেমতি বিলাপী,
তরুর শৃঙ্গধর সমীপে রূপসী
কান্তচাহে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মনে;—
ভ্রান্তি দূতী সহ সতী ভ্রমে ত্রিভুবন
শোকাতুরা! তুমি ওগো রজনী স্বজন,
যদি আজ্ঞা কর তবে, এখনি যাইব ।”
যাও বলি আদেশ করিলা শশী প্রিয়া ।
চলিলা স্বপ্নদেবী নীলাম্বর পথে,
নির্মল তরলতর রূপের আভায়
আল করি ত্রিলোক, ত্রিলোক মনোহরা—
তুপতিত তুরা যেন উঠিল আকাশে ॥

গেলাচলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
ক্রতবেগে; শরীরী নিদ্রার সহ তবে
বসিলা ধবল শৃঙ্গে; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল যেন জগত মোহিতে
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর সরোবরে!
বসি ধবল শিখরে নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দৌছে চাহিতে লাগিলা,
জলধারা বিহনে কাতরা চাতকিনী
চাহে যথা এক দৃষ্টে জলদের পানে ।

আচম্বিতে পূর্বভাগে গগণ মণ্ডল
হইল উজ্জ্বল, যেন পাবকের শিখা
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ
উঠিলা অম্বর পথে; কিম্বা দিবাকর
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দিলা দরশন ।
শান্তিক যোজন বেড়ি আলোক মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল দলে, কিম্বা নিকবে যেমন
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্রাকারে ।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন শতী ওই?

কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব তঁর পানে?
রবিছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে?
এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী।

চরণ যুগল শোভে মেঘবর শিরে,
নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিষ্ণা মাধবের বৃকে কোমল রতন।
দশচন্দ্র পড়িয়া রাজীব পদতলে,
পূজাছলে বসে তথা—সুখের সদন।
ঘনপতিপুষ্পের উপরে বসি সতী
দেখাদিলা ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রের মনোভা,
আল করি ত্রিভুবন—যথা পদ্মালয়া,
আয়ত নয়না, ইন্দু বদন, ইন্দ্রিরা,
রমা—যাঁর বক্ষস্থলে, সৌরভ যেমতি
পুষ্পদলে—নিবাস করেন ত্রিনিবাস,—
রত্নাকর রত্নোত্তমা নিরুপমা সুতা,—
দেখা দিয়াছিল দেবী কমলা বিমলা,
যবে সুরাসুর, দক্ষ, রক্ষ, যক্ষ মিলি,
মথিলা জলধি নিধি, বিধি বিধি দিলে।
কাঞ্চন মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামের কামিনী যে বেণী লইয়া
গড়ে নিগড় রমণ বাঁধিতে বাসবে।
অনন্ত যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় ধরণী ধনী দেহ মধুমাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সত্তব
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ!
অলিপঙ্ক্তি, রতিপতি ধনুকের স্তন,
ধরি সে ধনু আকার, বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন যুগোপরি, মধু আশে
নীরব।—হায় রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি দেখি ও বদন!
পদ্মরাগ খচিত, পদ্মের পর্ণসম
পরিধান বসন, সে উজ্জ্বল হৈম সূত,
তাহার অঞ্চলে রত্নাবলী, অচঞ্চল
যথা ক্রপণ্ডা, শোভে মহা প্রভাময়ী।
সে অঞ্চল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরে
শোভে যথা কামকেতু যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কোঁচুকে!

মৃগাক্ষী, বিশ্বঅঙ্গরা, পীনপয়োধরা,
জগন্মোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
সিঁহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা জগদ্ধাত্রী যেন,
আইলা অম্বরপাশে মৃদুমন্দগতি।
কিস্ত ওকি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে?
অরেণে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল পুষ্পে বাসা কিরে তোর?
সর্ষভুক, সর্ষভুক যথা, তুই দুরাচার
ভীক্সদন্ত? কাঁদেন ত্রিদিবেশ্বরী শচী
একাকিনী শূন্যমার্গে! চল, মেঘবর!
মেঘকুল রাজা তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণ লীলিকা, যাহার
পরশে এ শোক-শক্তি-শেলাঘাত হতে
পরিভ্রাণ পাবেন দেবেন্দু দেবপতি!

আইলা পৌলোমী শচী মেঘাসনে বসি,
তেজরাশি-বেষ্টিতা; নাদিল জলধর;
সে গভীর নিনাদ শুনিয়া, প্রতিধ্বনি
অমনি রমণী তাহে বিস্তার করিল
চারিদিকে; পর্ষভ, কন্দর, কুঞ্জবন,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর তরঙ্গে রঞ্জে পুরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, বিরহ বিধুরা বালা যথা
হেরি দূরে প্রাণনাথে, ধায় ধনী রড়ে
লাজের মাথায় দিয়া ছাই-কামাতুরা।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী;
শিখী প্রকাশিল চারু চন্দ্রক কলাপ;
বলাকা, আবদ্ধ মালা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশ পথ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধু সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিলা;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলির ধ্বনি,
টাহেগো নিকুঞ্জ পানে, যথা বনমালী,
বসিয়া কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে তাকেন মুরারি।
ঘনাসন তাজি তবে নাবিলেন শচী
ধবল শিখর পাশে; একি চমৎকার!
প্রভাকর্ণ, ভেজোময় কনক মণ্ডিত

সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
 মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
 গডি যেন বিশ্বকর্মা স্থাপিলা সেখানে।
 উঠিলেন ইন্দুপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
 ধবল মালায় সতী। আচম্বিতে তথা
 নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিলা।
 বিবিধ কুমুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
 বনরত্ন, মধুর সর্ষপ, আরধন,
 বিকশিয়া চারিদিক হাসিতে লাগিল—
 নীলাম্বর-তলে হাসে তারা-দল যথা।
 মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
 মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উত্তরিলা।
 বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
 বরষিলা স্বরমুখা। মলয় মারুত—
 ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
 প্রুতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
 প্রেমের রহস্য আশি কহিত লাগিলা।
 ছুটিল সৌরভ যেন রত্নির নিখাস,
 মন্থথের মন যবে মথেন কামিনী
 পাতি ধনী পুণ্যের কুসুমের ফাঁদ
 বিরলে! বিশাল তরু, বল্লরীরমণ,
 মঞ্জুরিত বল্লরীর বাহু পাশে বাঁধা,
 দাঁড়াইলা চারিদিকে, বীর বৃন্দ যথা।
 শত শত উৎস, রক্তস্ফোরক আকার,
 উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
 বর্ষিয়া শোভিল অচলের বক্ষঃস্থল।
 সে সকল জল-বিন্দু একত্র হইয়া,
 সৃজিল সঙ্গর এক রম্য সরোবর
 বিমল-সলিল-পূর্ণ; তাহাতে হাসিল
 নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
 ক্ষণকাল! কুমুদিনী, বাসরে যেমতি
 যুবতী কামিনী কান্তে একান্তে পাইয়া,
 সুখের স্তরজে রঞ্জে ফুটিয়া ভাসিল!
 সে সরোদর্পণে তারা, তারনাথ-সহ,
 শোভিল পুলকে যেন নূতন গগণে,
 তরল-তর! বসন্ত—মদন-সামন্ত,
 ঋতুকুল-পতি, আসি অতি ক্রতগতি,
 উত্তরিলা সজ্জাযুক্তে ত্রিদিবের দেবী।
 হায়রে কোথা পাব এ কুঞ্জের তুলনা?

প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
 কিছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
 কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
 ফোটে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
 বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশ দূহিতা—
 শিখে সদা রাখানাম স্নানবের মুখে,
 এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
 কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
 প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
 সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর।
 কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
 বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
 পুষ্প আভরণে ভুষে আপনার বপু
 হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে,
 কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি খেলা।
 অরেরে বিজন, বক্ষ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
 হেরিএ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
 আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
 স্মরহর দিগম্বর, শর প্রহরণে,
 হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরি দেখিয়া,
 মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
 ত্যজি ভ্রম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
 ফেলি দূরে হাড় মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
 পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?
 ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে!

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী।
 অলিকুল যক্ষারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
 মকরন্ধ গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
 বেড়িল বাসব হৃৎ-সরসী পদ্মিনীরে,
 স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
 বেড়ে আসি দৈত্য দল। অদূরে সুন্দরী
 মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
 উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী
 মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
 বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
 চকমকি! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
 উচ্চতর; রসাল—লতা-কুলের বঁধু,
 রসের সাগর তরু; মৌল—মধুক্রম;
 শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর

যোগী কপর্দী ; বদরী—যার ভলে বসি,
 যশঃসুখা পানে চিরজীবী হৈপায়ন,
 কবিকুল গুরুশিষ্যি, ভুবন-বিদিত,
 কহেন মধুরস্বরে, মোহিয়া ভুবন,
 মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
 কামিনীর সুরভি নিঃসঙ্গ করি চুরি
 দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
 কেননা মন্থন মন মন্থন যে ধনী,
 তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন !
 অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে দেবি,
 লোহিত বরণ আজ পুস্প যাহার
 যথা বিলাপীর আঁখি ! শিমূল—বিশাল
 বৃক্ষ ; ইজুদী তপস্বী—তপোবন বানী ;
 তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়া তলে
 সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
 নাচেন যুবতী সহ ! শমী—বরাঙ্গণা,
 বন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী সখী ;
 গাভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরী
 দেবতা কুলের বৈদ্য ! আর কব কঁত ?
 চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
 যুগু যুগু ধনি করি কিকিনী বাজিলা,
 শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
 রতিভূমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
 দিয়া, স্তম্ভ তাবে পূজে রাজা পা দুখানি ।
 কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আর মিলি
 মদন-কীর্তন-গান ; চলিলা রূপসী ।
 যথায় অর্পণ দেবী করেন চরণ,
 কোকনদ, কুমুদ ফুটিয়া শোভে তথা ।

অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
 হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
 তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি
 আলিঙ্গিয়ে পরস্পরে বিস্তারে যতনে.
 নবীন পল্লব ছত্র, প্রবালে খচিত,
 মুকুল, কুমুম—পদ্মরাগমণি-সম—
 কালর বেষ্টিত—মরি ! কিবা শোভা তার !
 সুপ্ত পীতাম্বরোপরে অনন্ত যেমতি,
 অযুত ফণা ফণীশু করেন বিস্তার ।
 চারি দিকে ফুটে ফুল ; কেতকী, কিংসুক,
 আর পুহরন উভে ; কেশর সুন্দর—

রতিপতি মহাদরে ধরে যারে করে,
 মহীপতি ধরয়ে কনক দণ্ড যথা ;
 পাটলি—মদন-ভূগ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
 মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
 অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীন মালিকা—
 কানন আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
 গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
 চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
 কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিত লোচনা
 জবা—মহিমমর্দিনী আদরেন যারে ;
 বকুল—আকুল আলি যাহার সৌরভে,
 কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, মুখে মজি,
 রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
 রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
 শ্বেত, সরস্বতি, যেন তব শ্বেতভুজ !
 কর্ণিকা—যার পেশল উরুসে, বিলাসী
 শিলীমুখ, তপন তাপেতে তাপী, মুখে
 লভয়ে বিরাম, যথা বিরাজয়ে রাজা
 সুপটু-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা !
 বর বর্ন বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
 সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী যৌবন !
 কামিনী—কামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
 ধূতুরা সতী যেমতি, কিন্তু রতি-দূতী,
 রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !
 পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডল যেমত
 ফলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
 তিলক—ভবানী ভালে শশীকলা যথা
 মনোহর ! কুমুদা—সুচারু মূর্তি যার
 প্রমদা নির্মিয়া স্বর্গে পরে মহাদরে !
 অন্যান্য পুস্প যত কত কব আর ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলেন দেবী,
 ফুটিয়াছে নারীকুল, ফুল রুচি হরি,
 রূপের আভায় আল করিয়া কানন ;—
 পদ্যত দুহিতা সবে—কনক-পুতলি,
 কমল বসনা, শিরে কমল কিরীট,
 কমল-ভূষণা, কমলায়তন-নয়না,
 কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী,
 ইন্দ্রিরা ! তাহার করে হৈম ধূপ দান,
 তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুমুদ, অগুরু,

গন্ধামোদে আমোদ করিছে কুঙ্কবন,
যেন মহাব্রতে বুড়ী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর; কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য; কেহ বা যোগায়
মন্দাকিনী-বারি মণিময় পাতে ভরি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—ভারাময় মালা—
ধরে করিয়া যতন রতন-বাসনে।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঙ্গিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরষয় মধুর সুস্বর,
কোন বামা—কামের কামিনী সমা—ধরে
রবাব, সঙ্গীতরসরসিত অর্ঘব;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে;
সপ্তস্বরী, মন্দিরা, ভুবন-মনোহরা;
তম্বুরা—অম্বর পথে গরজে যেমতি
গভীর জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।

দেখিয়া সতীরে, যত পার্শ্বভী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি শৈল গেহে গিরীশ দুহিতা—
দশভূজা গিরিজা—সমুৎসর-বিরহ-
নাশিনী আনন্দময়ী—গিরীশ-মহিষী,
সহ সহচরীগণ, ভাসি নেত্র নীরে,
হাসি কাঁদি গায় নাচে;—হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্শ্বভী দল গীত আরম্ভিলা।

“এস হে বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!
অমরাপুরী ঈশ্বরী, ত্রিদিবের দেবি!
স্বাগত, স্বাগত তুমি! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি আনন্দে অচল।
শৈলকুল-শত্রু শত্রু, তব প্রাণপতি;
কিন্তু যুখনাথ যুখে যুখনাথ সহ—
কেশরী কেশরী-সঙ্গে যুদ্ধ রঙ্গে রত।
এস হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আসে নিজ পিতালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিছু বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু কোলে! যাঁহারে যতনে,
ভলানিছ, সে রতনে পাইবা এখনি।
বসি ওই সিংহাসনে তব পুরন্দর।”

সুদৃষ্ট হৈলা যত নগবালা অরবিন্দ-
ভূষণা; সম্মুখে দেবী কনক আসনে,
নন্দন কাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণ,
চলিলা তাঁহার পাশে কুঙ্কর-গামিনী,
পবন-বেগিনী, যথা বসন্তার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঞ্জে তরঙ্গিণী।

যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাস্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দু জাগে, শুনিয়া অদূরে
পোলোমোর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মাদিলি আশ্বিন সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সরস
উন্মাদিলে কমল কুল; কিছা যথা যবে
রজনী শ্যাম-অঞ্জিনী আইসে মৃদুগতি,
অযুত আঁখি খুলিয়া গগন কোড়কে
হেরে সে শ্যাম বদন—সুখের সদন!
বাহিঁ পসারিয়া দেব ত্রিদিবের
লইলা ত্রিদিব-দেবী নিজ বক্ষঃস্থলে
যতনে, রতনাকর নিশাকরে যথা,
যবে ফুল-কুল-সখা, সুবর্ণ প্রত্যুষ
মুক্তাময় কুণ্ডল পরায় ফুলকূলে!

কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?—ভাসি নেত্রীরে
কহিতে লাগিলা শচী—“দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু হেরিয়া, রমণ, ও বিধুবদন,
পাশরিলাম আমি এবে পূর্ষ দুঃখ যত!
কিছার সে স্বর্গ? তার সুখভোগে ছাই!
এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে!
বাঁধিলে শৈবলব্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
সুখ হয় সে জল তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি, দেব!”—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নিরব হইলা দেবী, অশ্রুয় আঁখি;
চুষিলা সে অশ্রু আঁখি দেব পুরন্দর
সোহাগে,—চুষয়ে যথা মলয় অনিল
উজল শিশির-বিন্দু কমল লোচনে!

“তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দূর হ কি ভাবে, ধনি, তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা স্বর্গ তথা !”—কহিলা বাসব
গভীর বচনে, যথা গরজে কেশরী
কুশোদর, হেরি বীর পর্যন্ত কন্দরে
সিঁহী কামিনীরে ;—কহিলেন পুরন্দর—
“তুমি যথা স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে সকল সৎবাদ !
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতী-সুত, তারক-সুদন,
শমন, পবন, আর যত দেব রথী ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল-শিখরে আমি বসিয়াছি আসি ?”

উত্তর করিলা দেবী পুঁলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিশ্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
কুশোদরী ;—“মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী-সহ !
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতে ছিলাম বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিলে, নাথ, তোমার বারতা !
সমরে বিমুখ হয়ে অমরের সেনা
বুদ্ধ-লোকে আরে তোমা ; চল, দেবপতি,
শীঘ্রগতি চল তথা, ওহে দেবেশ্বর !”

তুনি উদ্ভ্রাণীর বাণী, দেবেন্দু অমনি !
অরণ করিলা দেব আপন বিমান, .
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে,
গতি, ভাতি, উভয়েতে ভড়িত লাঞ্চিত !
আইল রথ তেজঃপুষ্প সে নিকুঞ্জ বনে !
বসিলা দেবদম্বতী পদ্মাসনোপরে,
উঠিল আকাশে গজি স্বর্গ ব্যোমযান,
নীলাম্বর আল করে, বৈনত যেমত
শশী আর অমৃত উভয়ে লয়ে সাথে ;
কিন্তু যেন হৈমপোভ, বিস্তার করিয়া
বাক্যপাখা, ভাঁসিল নাগর নীল জলে ।

ইতি শ্রী তিলোত্তমা সম্বন্ধে কাব্যে
ধবল-শিখরো-নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ।

বাসবদত্তার আখ্যান ভাগ ।

বিখ্যাত কবি সুবঙ্কিত বাসবদত্তার রচনা-চাতুৰ্য্য অতীব মনো-
হর বলিয়া বিখ্যাত আছে ; তন্মিহাই উক্ত গুহ সৎকৃত নন্দ্য
কাব্যের মধ্যে এক খানি শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য হয় । ঐ রচনা-
চাতুৰ্য্যের প্রধান লক্ষণ কি তাহার আপ্যার্থে গ্রীষ্মক তারক চন্দ্র
চূড়ামণি মহাশয় নিম্নস্থ সংক্ষেপ অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন ।
পাঠকবর্গ তাহার পাঠে প্রভাবিত গুহের অভিপ্রায় জাত হইতে
পারিবেন । উদ্বিগ্নে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা
ভবিষ্যতে অবকাশমতে প্রকটিত হইতে পারে ।

বিঃ সৎ সৎ ।

অ তি পূর্বকালে চিন্তামণি নামে
এক রাজা ছিলেন । তাঁহার
পুত্রের নাম কন্দর্পকেতু । কন্দর্প-
কেতু একদা অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্কা
দেশীয়া এক পরমসুন্দরী কন্যাকে স্বপ্নে দেখি-
লেন । ঐ সুন্দরী স্বপ্নযোগে নয়ন-পথবর্ত্তিনী
হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল । নিদ্রা-
ভঙ্গে কন্দর্পকেতু পূর্ববৎ বিবুদ্ধ হইলেন বটে,
কিন্তু তাঁহার পূর্ববৎ বিবেক-দশার প্রাদুর্ভাব
হইল না ; সুতরাং তিনি শয্যাহইতে গাত্রো-
থান করিয়া উন্মত্তপ্রায় যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হই-
লেন । তখন যথেষ্টাচার তাঁহাকে এমন বশবর্ত্তী
করিল যে তিনি এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া
উঠিলেন, বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্বক স্বপ্নদৃষ্ট যুব-
তীকে যেন সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লা-
গিলেন “প্রিয়তমে ! তুমি কোথায় যাও ।” এত-
দব্ধার কিয়ৎক্ষণ পরে যৎকিঞ্চৎ সচেতনপ্রায়
হইয়া তাদৃশ আকাশব্যবসায়হইতে নিরত হই-
লেন, এবং পরিজনবর্গকে সবিশেষ নিষেধিয়া গৃহ-
দ্বারে কপাট দিয়া সেই শয্যাতে গিয়া পূর্ববৎ
পুনরায় শয়ন করিয়া রহিলেন । সে দিন তাঁহার
স্নান-ভোজনাদি আত্মকাচার মাত্র হইল না ।
কতক্ষণে নিদ্রা হয় এবং নিদ্রা হইলে কতক্ষণে সপ্ন-
রাজিনী সেই প্রিয়তমার পুনরায় স্বপ্ন-সমাগম

লাভ করেন এই প্রত্যাশায় নিরাহারে ও নির্বিহারে এ অহোরাত্র অতি বাহিত করিলেন।

পরদিন কন্দর্পকেতুর প্রিয়বয়স্য মকরন্দ কোনকালে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্দর্পবাণ-গুপ্ত তাদৃশাবস্থ প্রিয়সখা কন্দর্পকেতুকে প্রবোধিতে লাগিলেন “সখে! এ কি করিতেছ! তুমি অতি ভদ্রলোক, সূজনেরা যে পথ স্পর্শও করিতে ঘৃণা করেন, তাহা অবলম্বন করা তোমার উচিত হয় না। তাহা তোমার পক্ষে অতি নিন্দনীয়। প্রিয় সখে! তোমাকে বলিবার অপেক্ষা কি, তুমি এই মহাবিক্রম সংসারযাত্রার ভাব সকলি অবগত আছ। এখানে খলস্বভাব লোকেরা সতত বিতর্কদোলা আরোহণ করিয়া দুর্বিহার করে। তাহারা তোমাকে একপ দেখিলে নানা মন্দ কথা তুলিয়া, রাষ্ট্র করিবে, তত্ত্বের অনুসরণমাত্র করিবে না।”

মকরন্দ এই প্রকারে সবিস্তর প্রবোধিলে কন্দর্পকেতু শয্যাহইতে কথঞ্চিৎ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রিয়বয়স্য মকরন্দের সমক্ষে স্বীয়স্বপ্নবৃত্তান্ত সবিশেষ সমস্ত বর্ণন-করণপূর্বক অবশেষে কহিলেন, “সখে! আমার মনোবৃত্তি দিতির ন্যায় শতমন্যু-সমাকুল হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আর প্রবোধিবার সময় নাই। ভাইরে! বলিতে কি, সেই ত্রিভুবন-ললামভূতা প্রিয়তমাকে পুনর্বার দেখিতে না পাইলে আমার জীবিত-রক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই। এপর্য্যন্ত তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া এই দেখ আমার অঙ্গসকল ক্রমে যেন পাক পাইয়া যাইতেছে; আমি যেন প্রায় সিদ্ধ হইতেছি; মর্মভেদ-প্রযুক্ত আমার প্রাণ যেন আর দেহে নিমেষমাত্র থাকিতে চায় না। প্রিয় বয়স্য! তোমাকে আর অধিক কি কহিব, অধিক কি! সেই রূপ-নিধান কন্যানিধানের নিমিত্ত আমার বিবেকচ্যুতি

ও অতিভ্রুংস পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাকে যদি বাঁচাইতে, চাহ, চল, দুইজনে অতি সঙ্কোপনে সেই কন্যারত্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।” কন্দর্পকেতু ও মকরন্দ উভয়ের পরস্পর আশৈশব সাতিশয়, প্রণয় ছিল। অনন্তর উভয়ে তাদৃশ দুরভিসন্ধির পরতন্ত্র হইয়া নগর-হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন পর্য্যটনের পর উভয়ে বিদ্যাপর্ষতে গিয়া উপনীত হইলেন। উভয়েই পথশ্রান্ত ও আতপতাপে সাতিশয় ক্লান্ত ছিলেন, অতএব তথায় এক জম্বুতরুর সুশীতলচ্ছায়ায় বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। এ অবকাশে ভগবান্ মরীচিমালী যেন আতপতাপক্লান্ত মত্ত মহিষের লোচনসদৃশ পাটলমণ্ডল হইয়া চরমাচলের শৃঙ্গ অধিরোহণ করিলেন। প্রদোষ সমাগত ও সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়ঃ দেখিয়া মকরন্দ অরণ্যসুলভ যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল আহরণ ও আনয়ন-পূর্বক প্রিয় সখা রাজপুত্র কন্দর্পকেতুকে অগুভাগ আহার করাইলেন; পরে অবশিষ্টাংশ স্বয়ং অভ্যবহার করিয়া এ জম্বুতলে পল্লবশয্যার রচনা করিলেন। তাহাতে দুই জনেরই শয়ন হইল।

এ জম্বুবৃক্ষের শিখরে এক শুক ও এক সারিকা নিশাবাস করিত। তাহারা উক্ত রাত্রি কলকল-শব্দে দম্পতীবাদ করিতে লাগিল। রাজপুত্র কন্দর্পকেতুর নিদ্রা নাই, তিনি শুকসারিকার বিবাদ শ্রবণ করিয়া মকরন্দকে কহিলেন “সখে! শুন, জম্বুশিখরে শুকসারিকা পরস্পর কলহ করিতেছে।” অনন্তর উভয়ে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

সারিকা অতি কোপবতী হইয়া শুককে সম্বোধিয়া কহিতেছে “হে, কিতব! আজি তুমি বুঝি অন্য কোন সারিকার অধেষণে মত্ত ছিলে, নতুবা তোমার আসিতে এত রাত্রি হইল কেন?” সারিকার এই কথা শুনিয়া শুক কহিল, “ভদ্রে! তা

নহে, আমি অদ্য এক অপূর্বকথা শুনিয়াছি এবং এক অপূর্ববিষয় প্রত্যক্ষও করিয়াছি, তন্নিমিত্তে আমার আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে।” তখন, সারিকা অতি কুতূহলবতী হইয়া জিজ্ঞাসিল “কি অপূর্ব কথা? এবং কি অপূর্ব বিষয়?” অনন্তর শুক কহিতে লাগিল; কুসুমপুর “নামে এক নগর আছে। ঐ নগর অতিসমৃদ্ধ। তদীয় প্রাস্তবাহিনী ভগবতী ভাগীরথী প্রচণ্ড-বেগ-ধারণ পূর্বক কুসুমপুরকে ক্রমেই অতিসমৃদ্ধ করিতে-ছেন। ভাগীরথীর তীরে প্রাসাদগর্ভে বেতালা-ভিধানা ভগবতী কাত্যায়নী বিরাজ করেন। ঐ কুসুমপুরে শৃঙ্গার-শেখর-নামা এক অতি পরাক্রান্ত রাজা আছেন। তাঁহার মহিষীর নাম অনঙ্গবতী। কালক্রমে রাজ্যে অনঙ্গবতীর গর্ভে রাজা শৃঙ্গারশেখরের এক কন্যা জন্মিল। কন্যা ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র তদীয় কাপে ত্রিভুবন যেন সমুজ্জ্বল হইল। রাজা ঐ কন্যার নাম বাসবদত্তা রাখিলেন। বাসবদত্তা কালসহকারে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। কিন্তু যৌবনমদগর্বে পরিণয়-পরাজুখী হইয়া ছিলেন।

“একদা মুনিজন-মনোহারী বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজকন্যা বাসবদত্তা দুরভিসন্ধি-সেতু দুরাত্মা মকরকেতুর সমাবেশে নিতান্ত অধীরা হইয়া অগত্যা সখীজনদ্বারা পিতা রাজা শৃঙ্গারশেখরের সমক্ষে স্বীয় পরিণয়প্রসঙ্গ উপস্থাপন করিলেন। শৃঙ্গারশেখর কন্যার বিবাহ বাসনা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন। অবিলম্বে স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান হইল। আসমুদ্র ধরণীমণ্ডলের সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রের আহূত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিলে রাজকন্যা বাসবদত্তা মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তিনি মঞ্চোপরি আরোহণ ও একাদিক্রমে সভাস্থ সমস্ত বিবাহার্থী রাজা

ও রাজপুত্রদিগকে, তন্ন তন্ন কাপে নিরীক্ষণ করিয়া মনে অতীব বিরক্ত হইলেন। তন্মধ্যে কেহই তাঁহার মনোনীত হইল না; সুতরাং তিনি সহস্রোপাখ্যাত স্বয়ংবর বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কর্ণবাশ-হইতে অবরোহণ করত অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইলেন।

“ঐ রজনীতে এক অতি রূপবান্ যুবা তাঁহার লগ্নপথবর্তী হয়। রাজকন্যা বাসবদত্তা স্বপ্ন-যোগে ঐ যুবক-রত্নের কেবল অসামান্য রূপ-লাবণ্যই সন্দর্শন করেন এমত নহে; তদীয় অনন্যসাধারণ গুণগান্ এবং নাম এ উভয়ও তাঁহার হৃদয়গত হইল। যুবকরত্নের নাম কন্দর্পকেতু। রাজকুমারী স্বপ্নে ইহাও অবগত হইলেন কন্দর্পকেতু রাজা চিন্তামণির পুত্র। অনন্তর বাসবদত্তা, “অহো! প্রজাপতি বুঝার কি চমৎকার রূপ-নির্মাণ-কৌশল। বোধ হয়, তিনি আপনার নৈশূন্য-শক্তির সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে সমুৎসুক হইয়াই ত্রিজগতের সমবায়িকপ-পরমাণু-সকল একত্র সঙ্গ্রহ করিয়া এই রূপনিধান পুরুষনিধানের সৃষ্টি করিয়াছেন। না হইলে কখন ঈদৃশ কাস্তিবিশেষ জন্মিতে পারিতো না। হা! দময়ন্তী নলের নিমিত্ত বৃথা বনবাস-ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজ্যে ইন্দুমতী রাজা অজের প্রতি নিরর্থক অনুরাগিনী হইয়াছিলেন। রাজা দুয়ন্তের নিমিত্ত শকন্তলা অকারণ দুর্বা-সার শাপ অনুভব করিলেন।—অহো!—মদন-মঞ্জরী নরবাহনদত্তের নিমিত্ত যে কামনানিরতা হইয়াছিলেন সে তাঁহার বিড়ম্বনা ভোগমাত্র হইয়া গিয়াছে। উকয়গল-বিনির্জিত রত্নারত্ন রত্না নলকুবর-নিবন্ধন ব্যাসক্তিতে প্রতারিত হইয়া যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এক্ষণে তাহা অরণ হওয়াতে অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতেছে। হা! কেনই বা ধর্ম্মরাজগণে স্বয়ংবর-মালতী-

মালা সমর্পণ করিতে ধূমোর্গার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, জানি না।’ এই প্রকার অশেষবিধ চিন্তা করিতে করিতে বিরহতুষানল-মধ্যগতার ন্যায়, বাড়বাগ্নিশিখাকবলিতার ন্যায়, কালান্বিকন্দুপাবকগুস্তার ন্যায়, পাতালগুহাপ্রবিষ্টার ন্যায়, শূণ্যকরণগুমে হৃদয়ে লিখিত-প্রায়, উৎকীর্ণপ্রায়, প্রত্যাশপ্রায়, কীলিত-প্রায়, নিগীলিতপ্রায়, বজ্রুলেপঘটিতপ্রায়, অস্থি-পঞ্জরপ্রবিষ্টপ্রায়, মর্মান্তরস্থিতপ্রায়, মজ্জাসারশবলিতপ্রায়, প্রাণপরীতপ্রায়, অন্তরাগ্নাতে অধিষ্ঠিতপ্রায়, কুধিরাশুয়দুবোভূতপ্রায়, পলল-সংবিভক্তপ্রায়, কন্দর্পকেতুকে ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তার ন্যায়, বধিরার ন্যায়, মূকার ন্যায়, শূন্যার ন্যায়, নিরন্তকরণগুমার ন্যায়, মূচ্ছাগ্হীতার ন্যায়, গুহগুস্তার ন্যায়, যৌবনসাগরতরঙ্গপরম্পরাপরিগতার ন্যায়, রাগরজ্জুকর্তৃক অপ-বারিতার ন্যায়, কন্দর্পকুসুমবাণকীলিতার ন্যায়, শৃঙ্গারভাবনাবিষঘূর্ণিতার ন্যায়, কপপরিভাবনা শল্যাখিলিতার ন্যায়, মলয়ানিলকর্তৃক অপহৃত-জীবিতার ন্যায় হইয়া কহিলেন, ‘প্রিয়সখি অনঙ্গ-লেখে! তোমার যুগল করপদ্য আমার হৃদয়ে অর্পণ কর, আমি হৃদয়চোরের বিরহ-সন্তাপ আর সহ্য করিতে পারি না। মুখে মদনমন্দরি! সচন্দন সলিল সেচন কর।—সরলে বসন্তসেনে! আমার আললায়িত কেশগুলা বন্ধন করিয়া দাও। তরলে তরঙ্গবতি; কেতকীধলি নিক্ষেপ করিতে পার? বামে মদনমালিনি! তুই শৈবলদল বীজন করিতে পারিস? চপলে চিত্রলেখ! আরও দেখিতেহিস্ কি চিত্রপটে চিত্রিত কর। ভামিনি বিলাসবতি! তুমি মুক্তাচূর্ণ-বৃষ্টি করিয়া যত কণ প্রাণনাথের চরণ-সন্দর্শন না হয়, ততকণ আমার প্রাণরক্ষা কর। রাগিনি রাগলেখ! আমার পয়োধরভার

নলিনীপত্রদ্বারা প্রচ্ছাদন কর। কান্তে কান্তি-মতি!—তুমি আসিয়া আমার নেত্রের জল মুছাইয়া দাও। হে ভগবতি নিদে! এ মন্দ ভাগিনীকে একবার অনুগৃহ কর। হা! দিক দিক! হে বিধাতঃ! তুমি অপরাপর ইন্দ্রিয়সকল এ হত-জীবনাকৈ বৃথা প্রদান করিয়াছ কেন? আমার সর্বাঙ্গ একমাত্র লোচনময় করিলে আমি চরিতার্থ হইতাম। হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমার নিকটে এই ক্তাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি, তুমি প্রাণনাথের অশ্বেষণে একবার আমার আনুচর্য্য স্বীকার কর; হে সুরতসমুৎকণাদীক্ষাগুরো আৰ্য্য মলয়ানিল! আপনি এক্ষণে যথেষ্ট প্রস্থান করুন; আমি আর জীবিত নাই।’ এইরূপ বহুরূপ বিলাপ-বণী বলিতে বলিতে মূচ্ছাগ্হীতা হইলেন। তাঁহার প্রিয়সখীরাও মূচ্ছাপন্ন হইল।

“অনন্তর পরিজনবর্গের প্রযত্নে রাজকন্যার মূচ্ছা অপনীত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অষ্টমী দশার অবসাদ হইল না। মূচ্ছা-ভঞ্নের পর তিনি কখন অতিশীতল-কপূরজল-নদীতীরে, কখন অতিসূশীতল-চন্দনজল-নদীতে কখন, অরবিন্দ-সরোবরের তটস্থিত বিটপীর সুশীতল ছায়ায়, কখন কদলীকাননে, কখন বা পুষ্পশয্যায় নিপতিত হইয়া প্রলয়কালোদিত দ্বাদশরবির-কিরণকলাপের ন্যায় অতিতীব্র বিরহ-সন্তাপের অপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পাগলিনীর ন্যায় হইয়া কন্দর্পকেতুকে কখন দিকপটে লিখিত, কখন আকাশে উৎকীর্ণ, কখন বিলোচনে প্রতিবিম্বিত, কখনও বা সম্মুখবর্তী চিত্রকলকে চিত্রিত জ্ঞান করিয়া প্রিয় সন্তাষণ বাসনায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকিলেন।”

শুক এই পর্য্যন্ত কহিয়া বলিল, “সারিকে! রাজকন্যার এই প্রকার অষ্টমী দশা দেখিয়া ভ্রমী-লিকানায়ে তাঁহার সারিকা তাঁহার সখীদের

সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া কন্দর্পকেতু কেমন আছেন, ও তাঁহারইবা ভাব কি? জানিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছে, আমার সঙ্গে হঠাৎ পথি মধ্যে সাক্ষাৎ হইল, ঐ বস্ত্রান্ত বর্ণন করিতে করিতে সে আমার সঙ্গে আসিয়া এই বৃক্ষের অধোভাগে অদ্য নিশাবাস করিতেছে।”

শুক এই পর্য্যন্ত সারিকাকে কহিয়া বিশ্রাম করিলে তরুতলশায়ী মকরন্দ আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া সহসা গাত্রোখান করিলেন। গাত্রোখান করিয়া তমালিকাকে আপনাদের সর্বশেষ সমস্ত পরিচয় দিলেন। তমালিকা মকরন্দকে প্রণাম করিল, এবং সে যে মর্দন-লেখন লইয়া যাত্রা করিয়াছিল তাঁহার হস্তে তাহা সমর্পিল। মকরন্দ তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ অভিসার-লেখনে আর্য্য বাসবদত্তার স্বপ্নভব্যাসক্তিবিষয়িণী এই উক্তি বর্ণিত ছিল, “কামিনীজনেরা পুরুষের সানুকুল ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিলেও যখন ইনি আমাতে অনুরক্ত বলিয়া নিশ্চলচিত্ত হইতে পারেন না। হে জীবিতেশ! যুবতী তাহা স্বপ্নযোগে অনুভব করিয়া কি কখন প্রত্যয় মানিতে পারে?”

এই পত্রোপ্ত ভাব হৃদয়ত হইবামাত্র রাজপুত্র কন্দর্পকেতু অমৃতার্গবে মগ্ন হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়া বাহুদ্বয়-প্রসারণ-পূর্বক তমালিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি রাজকুমারী কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, কোথায় আছেন এই সকল সংবাদ বহুমান-পূর্বক তমালিকাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কথোপকথনেই ঐ নিশা শেষ ও পরদিবস সমস্ত দিবা ঐ স্থানে অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর রজনীমুখে তমালিকা সমভিব্যাহারে মকরন্দ ও কন্দর্পকেতু উভয়ে কুসুমপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কুসুমপুরে উপনীত হইলে, তমালিকা মকরন্দ ও কন্দর্পকেতু উভয়কেই বাসবদত্তার ভবনে লইয়া গেল। তাঁহার দুইজনে প্রথমতঃ কুসুমপুর-নগরের অলোকসামান্য শোভা সন্দর্শন করিয়া যাদৃশ বিম্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ কন্যাস্তম্ভ-পুরের শোভা-সন্দর্শনে ততোধিক বিম্ময় করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ রাজপুত্র কন্দর্পকেতু রাজপুত্রী বাসবদত্তাকে দেখিয়া অতীব বিম্মিত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু পলকশূন্য হইয়া বাসবদত্তার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য যেন অমৃত বোধে পান করিতেই লাগিল। কন্দর্পকেতুকে দেখিয়া রাজকুমারী বাসবদত্তাও তদীয়দশাগুস্তা হইলেন। অনন্তর মকরন্দ ও সখীরা প্রয়ত্নাতিশয়ে উভয়ের সঞ্জ্ঞা সম্পাদন করিলেন এবং উভয়কে এক আসনে উপবেশন করাইলেন।

বাসবদত্তার এক অতি বিশ্বাসী সর্বাপেক্ষা অতি-প্রিয়তম সচরী ছিল, তাহার নাম কলাবতী। কলাবতী বিলাসিনীবাঞ্ছনীয় ও বিলাসিজনমনোহর যাবতীয় বিভ্রম জামিত। সে এই সময়ে কন্দর্পকেতুকে সম্বোধন করিয়া কহিল “আর্য্যপুত্র! এখনও বিশ্বাস করিয়া সকল কথা কহিবার সময় হয় নাই, তথাপি অঙ্গ করিয়া কিছু কহা আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং কহিতে হইল। ইনি আপনকার নিমিত্তে যে বেদনা পাইয়াছেন তাহা আমি বলিয়া ফুরাইতে পারি না। তবে, যদি, আমি সহস্রাস্য ভূজগরাজ হইতাম, বোধ হয়, ক্রমশঃ যুগসহস্রে তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণন সম্ভবিত্তে পারিত, অথবা যদি সাগর মসীপাত্র হয়, আকাশ পত্র হয় এবং লেখক চিরজীবী বুঝা হন, অনুমান করি, যুগসহস্র অনবরত পরিশ্রম করিলে পর তবে লিখিয়া তাহার কথঞ্চিৎ নিঃশেষিত করিতে পারেন। বলিতে কি, আপনিও রাজকন্যার জন্যে পিতা মাতা স্বজন বন্ধু রাজ্য বিভব সকলেই জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীনবেশে আত্মাকে সঙ্কটসা-

গরে ভাসাইয়াছেন! আর অধিক কি বলিব। কিন্তু মধ্যে বিভ্রাট শুনুন, কস্তা পূজ্যপাদ জীল জীষুত রাজা মহোদয় আজিকালি করিয়া কন্যার যৌবন-কাল অতিবাহিত হইয়া গেল এই ভাবিয়া অদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বর্তমান রাত্রির অবসাদ হইলেই ইহাকে বিদ্যাধর চক্রবর্তীর পুত্র পুষ্পকেতুর হস্তমাং করিবেন, কাহারই কথা শুনিবেন না। এই মর্যাস্তক সংবাদ শুনিয়া ইনিও পণ করিয়া বসিয়াছিলেন, যদি আপনাকে লইয়া তমালিকা আসিয়া না পৌহছে; রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র হতবহে শয়ন করিবেন, কাহারই নিষেধ মানিবেন না। যাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে সোভাগ্যবতী বলিতে হইবেক, আপনার সোভাগ্যবলেই ইনি এক্ষণে এই সুখের সোপান প্রাপ্ত হইয়াছেন. সংশয় নাই।” কলাবতী এই পর্য্যন্ত কহিয়াই বিরত হইল।

কলাবতীর কথা আদ্যোপান্ত সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কন্দর্পকেতু প্রথমতঃ আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অতিভীত হইলেন। মনে করিলেন, রজনী প্রভাত হইলে পর, যদি কোন জঞ্জাল ঘটে, তবেইত বিভ্রাট। অনন্তর, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার সহিত সজত হইয়া, দুজনে অতি সজোপনে মনোজয়নামা এক তুরগে আরোহণ-পূর্বক বায়ুমুখভুজঙ্গের ন্যায় কুসুম-পূরহইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজকন্যা তাদৃশ-ভাবে প্রস্থান করিলে পর রাজধানীতে কিকপ ঘটনা হয়, এই সংবাদ জানিতে পাইবার আশয়ে মকরন্দকে প্রহ্মবশে এ নগরে রাখিয়া গেলেন।

রাজকুমার কন্দর্পকেতু রাজকুমারী বাসবদত্তাকে লইয়া পুনরায় একপর্বতে গিয়া উপনীত হইবামাত্র রজনী, উত্তরের নিদ্রা এবং কাল, কৈবর্তমূর্তি

ধারণ-পূর্বক উষাকপিনী আনায়-প্রক্ষেপ-দ্বারা গগনমুখকপিনী দীর্ঘিকার তাবৎ তারকা শকরী অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

তরপদি-জীবদিগের সাধারণ বিবরণ।



র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্র দর্শন-মাত্র পাঠকবন্দ আমাদিগের অভিপ্রেত জীবদিগকে জ্ঞাত হইবেন, যেহেতু তাহারা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। ইহাদিগকে তরপদিনামে বিখ্যাত করিবার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়া বর্ণন করা বাহুল্য, অতি অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষেও তাহা দুর্বোধ্য নহে। ইহাদিগের বংশে অনেক গুলি জলচর পক্ষী নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহাদের সকলেরই একটি সামান্য লক্ষণ আছে, তদ্বৃষ্টে অনায়াসেই প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদের জাতিনির্ণয় করেন। এই সকল লক্ষণের মধ্যে তাহাদের অঙ্গুল্যভ্যন্তরস্থ একপ্রকার বিস্তৃত স্বর্ণই প্রধান; তাহার বর্তমানে এই জাতীয় পক্ষীরা বিনা আয়াসে সম্ভরণ করিতে সক্ষম হয়। প্রস্তাবিত স্বর্ণহইতে তরপদিদের নাম জালপাদ হইয়াছে। এই জাল, পদের পুরোভাগস্থ তিন অঙ্গুলীতে আবৃত থাকে, পশ্চাতের অঙ্গুলীতে প্রায়ঃ ব্যাপ্ত হয় না; অনেকের এই পাশ্চাত্য অঙ্গুলীও থাকে না। সম্ভরণ-কালে এই জাল নৌকার ডগের ন্যায় জলসঞ্চালন করে, এবং তাহাতেই তরপদিরা সম্ভরণক্ষম হইয়াছে; তাহা না থাকিলে তাহাদের পক্ষে সম্ভরণ কেশসাধ্য হইত, সুতরাং প্রস্তাবিত জীবেরা জলজ পদার্থ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকিবে এই অভিপ্রায়ে উৎপন্ন হইয়াও জলভ্রমণে অশক্ত হইয়া অনায়াসে দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত না।

ক



ঙ

ক চিহ্নে টীল, খ চিহ্নে নরমাদা উল্লিয়ার, গ চিহ্নে বন্যহাঁস, ঘ চিহ্নে পাণ্ডিহাঁস, ঙ চিহ্নে মন্ডবী হাঁস
চ চিহ্নে রাজহাঁস, ছ চিহ্নে হান।

অপর জলভ্রমণার্থে তাহাদের পাদই অসাধারণ স্থানালনের বিশেষ যোগ্য; বিশ্বসৃষ্টার সে জ্ঞান হইয়াছে এমত নহে। ইহাদের আকৃতিও সেই স্বতঃসিদ্ধ, অতএব তিনি হংসজাতির সর্জন-সময়ে তাহারই অবলম্বন করিয়া হংস-দেহ মৌ-কার সদ্গুণ করিয়াছেন, এবং তাহা সর্বদা জলে

থাকাতে পাছে, স্বরায় বিকল হয় এই আশঙ্কা নি-
বারণার্থে তদুপরিভাগ প্রথমতঃ একপ্রকার অতি
কোমল উর্ণা-সদৃশ পালথ আবৃত করত তদুপরি
অপর একপ্রকার চিকণ পালথ দিয়াছেন, যাহা
কোন মতে আর্দ্র হয় না, সুতরাং তাহাদ্বারা এই
পক্ষিরা শীত ও আর্দ্রতাহইতে সর্বতোভাবে রক্ষা
পায়; অত্যন্ত শীতল সুমেক-সমুদ্রের চিরনীচা-
রেও ক্লেণ বোধ করে না। উক্ত চিকণ পালথ
কালে নষ্ট হইতে পারিত, তাহার নিরাকরণার্থে
এ পক্ষমূলে একপ্রকার তৈল জন্মিয়া থাকে;
তরপদিরা অবকাশমতে চঞ্চুদ্বারা এ তৈল পালথ
লিপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে আর এ অনিষ্ট ঘটে
না। উদ্ভিজ্জ বস্তু কীট শম্বুক এবং ক্ষুদ্র মৎস্য
এই জীবদিগের আহার, তাহার ভক্ষণার্থে ইহা-
দিগের চঞ্চু স্থূল বিস্তৃত দীর্ঘ ও দৃঢ় হইয়া থাকে;
তৎসাহায্যে শম্বুকাদি ভগ্ন করিতে কোন ক্লেণ
বোধ হয় না। অপর যে সকল তরপদিরা অগ্নি-
স্কৃত জলে খাদ্য সঞ্জু করে তাহাদের জিহবার
পার্শ্বে একপ্রকার ছাঁকনী আছে, তাহাদ্বারা এ জীব-
দিগের খাদ্যহইতে অনায়াসে কদম পরিষ্কৃত হইতে
পারে। এতদ্ব্যতীত হংসদিগের চঞ্চুর পার্শ্বে দন্তের
সদৃশ একপ্রকার ক্ষুদ্র কণ্টক আছে, তাহাতেও ইহা-
দিগের দেহযাত্রা নির্বিঘ্নে নির্বাহিত হয়।

. প্রস্তাবিত পক্ষিদিগের পদ দেহের অতি পশ্চা-
তে সংলগ্ন হয়, এবং জাতিভেদে সেই পশ্চাতের
ভারতম্য হইয়া থাকে। পেঙ্গুইন নামক পক্ষির
পদ প্রায়ঃ পৃষ্ঠমূলে সংলগ্ন, এই প্রযুক্ত তাহারা
স্থলে উপবিষ্ট হইলে দণ্ডায়মান আছে এমন বোধ
হয়। অপরাপর তরপদিদিগের পদ তত পশ্চাতে
স্থিত নহে। তাহাদের পক্ষও সর্বত্র তুল্য হয়
না। পেঙ্গুইনদিগের পক্ষ সর্বাংগে ক্ষুদ্র ও প্রায়ঃ
পক্ষ বলিয়াই বোধ হয় না। অপর, ক্রিগেট-পক্ষী
নামা এক জাতীয় পক্ষী আছে তাহাদের পক্ষ

এত দীর্ঘ যে তাহার পরিমাণ তাহাদের দেহের
তিন বা চারিগুণ বোধ হয়। এতদগুণস্থ অপর
পক্ষিরা ভিন্ন পরিমাণের পক্ষ পায়, পরন্তু
অনেকেরই পক্ষ খর্ব হইয়া থাকে।

তরপদিমাত্রেই যুখচারী, অর্থাৎ তাহারা অনেকে
একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে; অন্য পক্ষির
ন্যায় একক বাস করে না। স্থানান্তরে উল্লিখিত
হইয়াছে যে এই ধর্মের বশীভূত হইয়া পেঙ্গুইনেরা
৫ বা ৪০ সহস্র পক্ষী একদলে সমাবিষ্ট থাকে।
সামান্য হংসের দল আদ্য বৃহৎ হয় না; পরন্তু
তাহারা কোন মতে পৃথক থাকিতে সম্মত নহে।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই জীবদিগকে ছয় শ্রেণীতে
বিভক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাম
“পেঙ্গুইনাদি,” যেহেতু পেঙ্গুইন প্রভৃতি কতকগুলি
শীতপ্রধান-দেশজ পক্ষী এ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট হয়।
ইহাদের লক্ষণ পেঙ্গুইনের সদৃশ, এবং সেই পেঙ্গু-
ইনের বিবরণ বিবিধার্থসমুহে প্রকটিত হইয়াছে,
এই প্রযুক্ত তাহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন
নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম “নিমজ্জকাদি” (ডু-
বুরী) তাহারা জলে নিমজ্জনে সক্ষম পানকোটীর
সদৃশ জীববিশেষ। তৃতীয় শ্রেণীর নাম “গগন-ভে-
ড়াদি;” তাহাদের মধ্যে গগন-ভেড়া পক্ষীই প্র-
ধান। চতুর্থ শ্রেণীর নাম “পানকোট্যাদি,” যে-
হেতু তাহার প্রধান জীব পানকোটী পক্ষী। পঞ্চম
শ্রেণীর নাম “গাজ্জিলাদি” ইহার প্রধান জীব
গাজ্জিলা। সমুদ্র অপর অনেক পক্ষী এই শ্রে-
ণীতে নির্দিষ্ট আছে; এবং তাহাদের বিশেষ
লক্ষণ এই যে তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বায়ুতে
পরিচরণ করিতে পারে। কথিত আছে আলবা-
ট্রিস ও গল নামক পক্ষী ক্রমাগত আট দশ দি-
বস কোন জাহাজের পশ্চাতে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ
করিয়া থাকে। অতঃপর শেষ শ্রেণীর নাম “হংসা-
দি।” ইহাতে পাতিহাঁস, রাজহংস, স্বান, টীল, ও

ক্লামিডোকাইমক স্নানসমরোবর-তীরস্থ হংসবিশেষ সমবেশিত হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পক্ষী এবং অনেকেই মনুষ্যের বিশেষ ব্যবহার্য। হংসের অনেক জাতি প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ক চিহ্নের টীল, খ চিহ্নের নর মাদা উইজিয়ন, গ চিহ্নের বন্য হাঁস, ঘ চিহ্নের গৃহপালিত পাতি-হাঁস, ঙ চিহ্নের মক্ষবী হাঁস, চিত্রিত হইয়াছে। চ চিহ্নের রাজ হংস এবং ছ চিহ্নের স্বান পক্ষির চিত্র দৃষ্ট হইবে। শেযোক্ত পক্ষী পাঠকদিগের বিশেষ পরিচিত নহে, কেবল তাহার পক্ষে স্বান-কলম হয় ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত পক্ষির আকৃতি প্রায়ঃ রাজহংসের তুল্য কেবল রাজহংস-হইতে দ্বিগুণ বৃহৎ, এবং দেখিতে রাজহংসহইতে অনেকাংশে সুন্দর। এতদ্দেশে সুচারুগতিবিশিষ্ট রমণীর বিশেষণে “মরালগমনা” পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু যাহারা স্বান পক্ষির মদ-গর্বপূর্ণ সুচারু গতি দর্শন করিয়াছেন তাহারা আর মরালগতি প্রশংসার পদার্থ জ্ঞান করিবেন না। প্রকৃত হংসেরা প্রায়ঃ মিষ্টাশুপ্রিয়, কেহই লবণায়ুর নিকট গমন করে না; স্বান পক্ষী তদ্বিমুখে বিশেষ সাবধান; নির্মল তটিনী বা পরিষ্কৃত তড়াগ ভিন্ন সে অন্যত্র কদাপি বিচরণ করে না, এবং সেই বিচরণে উক্ত তড়া-

গাদির যে কি অপকৃপ শোভা হয় তাহা যাহারা দর্শন করিয়াছেন তাহারা ই অনুভূত করিতে পারেন। স্বান পক্ষির সাধারণ বর্ণ পরিমল-সুন্ধ, কেবল অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপ-বাসী স্বান সেই লক্ষণাক্রান্ত নহে, তাহারা সুচারু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। যদিচ স্বানের পক্ষ তাদৃশ বৃহৎ নহে তথাপি শূন্য মার্গে বিচরণ করিতে তাহারা বিলক্ষণ সক্ষম। তাহাদের রব বর্ণভেদে অত্যন্ত বর্কশ হইয়া থাকে, পরন্তু ইংলণ্ডের সামান্য স্বান নিরব নামে প্রসিদ্ধ। প্রস্তাবিত পক্ষির যুদ্ধপ্রিয় নহে, তথাপি তাহাদের অপত্য শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহারা ভীকতা প্রকাশ করে না। কথিত আছে, একদা কোন নদীতীরে একটা স্বান আপন তরুণ শাবকগুলিকে রাখিয়া স্বয়ং জলমধ্যে বিহার করিতেছিল, এমত সময়ে একটা দাঁড়কাক আসিয়া শাবককে সংহার করিবার উদ্যোগ করিল। স্বান এ ব্যাপার দেখিবামাত্র তথায় আসিয়া কাককে ধৃত করত পুনঃ পুনঃ জলে নিমগ্ন করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিল। স্বানের পক্ষের প্রধান পালথ গুলিতে স্বান কলম হইয়া থাকে; তাহা রাজ হংসের পক্ষ নির্মিত কলমহইতে বৃহৎ দৃঢ় স্থিতি-স্থাপক গুণবিশিষ্ট অক্ষয় এবং সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,



অর্থঃ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব]

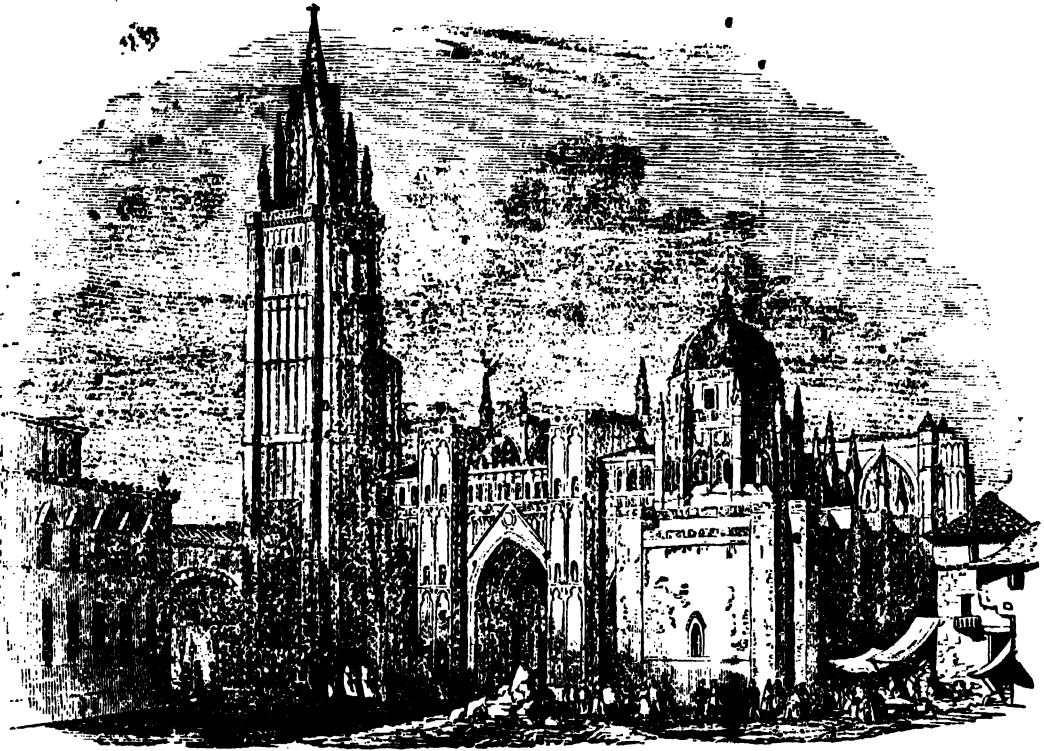
শকাব্দ ১৭৮১, ভাদ্র।

[৩২ খণ্ড।

পিতৃতন্ত্রির অসাধারণ উদাহরণ।

কোন সময়ে একদা ইংলণ্ডরাজ্যে দ্বিতীয় জেমস রাজার কন্যা মেরী রাজ্যলোভে বিমুগ্ধ হইয়া স্বীয় স্বামির মন্ত্রণা-যোগে আপন পিতাকে রাজ্যভূষ্ট করিয়া তাহা আপনি গৃহণ করিয়াছিলেন, এবং পিতার সমস্ত সম্পদ সংহরণপূর্বক তাহার সৈন্য সামন্ত ও আত্মীয় অমাত্যবর্গ প্রভৃতি অনেকের প্রাণনাশ ও অপার অনেককে কারাবদ্ধ করিয়া বিজাতীয় অত্যাচার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় উক্ত রাজার এক জন প্রধান ও প্রভুভক্ত মন্ত্রী লর্ড প্রেস্টন প্রাণপণে আপন প্রভুর মঙ্গলচেষ্টা করায় রাজকন্যা মেরী তাহার মন্তক ছেদন করিবার মানসে তাহাকে টৌবর-দুর্গস্থিত কারাগার-মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভুভক্ত মন্ত্রিবর প্রেস্টন এইরূপে কারাবদ্ধ হইলে লুসী নাম্নী তাহার একটি বালিকা কন্যা আপন পিতাকে দেখিবার বাসনায় গৃহেতে রোদন করত অস্থির হওয়ায় তাহার দাসী তাহাকে অতি

সম্ভোপনে উক্ত দুর্গমধ্যে লইয়া যাইবার মানসে যাত্রা করিল। মন্ত্রিকন্যা লুসী ঐ ভয়ঙ্কর দুর্গ এবং অস্ত্রশস্ত্র-ধারী দুর্গরক্ষকদিগের ভীষণ মূর্তি সন্দর্শনে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উভয় হস্তদ্বারা আপন দাসীর গুণা ধারণপূর্বক তাহার অঙ্গ-মধ্যে মুখ লুক্কায়িত করত অতি মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “দাই এই কি সেই ভয়ের স্থান? ইহা, এই স্থানে কি আমার পিতা বদ্ধ আছেন?” “হাঁ মা, এই স্থানে তোমার পিতা আমার চিরপ্রতিপালক দয়ালু প্রভু এক্ষণে বিপন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। চিন্তা কি মা, এখনি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। কেন মা তোমার কি এই দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিতে ভয় হইতেছে?” “না দাই, আমার ভয় কি? যে খানে আমার পিতা আছেন সেখানে যাইতে আমার কোন ভয় নাই।” কিন্তু যত তাহারা ক্রমে ঐ দুর্গমধ্যে অগুসর হইতে লাগিল ততই তাহার ভয়ঙ্কর স্থানসকলের সন্দর্শনে বালিকা লুসীর কোমল হৃদয় সমধিক ভয়গুস্ত হইতে লাগিল, ও সে এক কালে তাহার সঙ্গিনী এমী গুডওএলের শরীরের সঙ্গে মিসাইয়া রহিল, এবং অতি মৃদুস্বরে তাহার কাণে বলিল, “না দাই, এই খানে না গুসেপ্টর-স্থানের ডিউক রিচার্ড তাহার দুই জন ভ্রাতৃপুত্র



কুমার এডওয়ার্ড এবং ইয়র্কের ডিউক রিচার্ডকে হত্যা করিয়াছিল?” “হাঁ মা, কিন্তু তুমি ভয় করিও না, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না।” এইরূপ বাক্যে এমী তাহাকে আশ্বাসিত করিল। কিন্তু সে পূর্বের ন্যায় কহিল, “দাই এ দুই রিচার্ড না এখানে বসে হেনরি রাজাকেও নষ্ট করিয়াছিল?” এই রূপে সে যত লোকের নিকট হইতে ভয়ঙ্কর-স্থান-সঙ্ক্রান্ত যত প্রকার হত্যা-ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই তৎকালে তাহার মনে উদ্ভিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাহার পিতার ভাবনায় তাহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে সে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, “দাই, তোমার কি বোধ হয় যে, ইহারা আমার প্রিয়তম পিতাকেও এ রূপে নষ্ট করিবে?” “চুপ কর বাছা, এখানে ওসকল কথা কহিও না, কেহ শুনিতে পাইলে আর তোমার

পিতার সহিত আমাদিগকে সাক্ষাৎ করিতে দিবে না, আমাদিগের দুই জনকেই হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া কয়েদ করিয়া রাখিবে।” এই কথা শুনিয়া লুসী চুপ করিয়া এমীর পার্শ্বে ২ যাইতে লাগিল, এবং তাহার পিতার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিবা মাত্র জোড়ে গমন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা তাঁহার গুণাধারণ-পূর্বক সমস্ত ভয় বিস্মরণ-করত আশ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং কতকাল নিস্তক হইয়া পিতার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

লর্ড প্রেস্টন্ স্বীয় অম্পবয়স্কা বালিকার এই প্রকার অসাধারণ ভাবভক্তি সন্দর্শন করিয়া ভাবেতে আহ্বন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং আপনার আসন্ন মৃত্যু সন্দর্শন করিয়া মনে ২ ভিত্তা করিতে লাগিলেন যে “হায়! আমি এই মাতৃহীনা অবলা বালাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব?

আমাভিন্ন ইহার ত্রিজগতে আর কেহই নাই, এই শিশুকালে এ পিতৃহীন হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে? অরায় যে উহাকে পিতৃহীন হইতে হইবে হয়তো সে বিষয় কিছুই উহার গোচর হয় নাই। হা জগদীশ! তোমার মনে কি এই ছিল। যাহা হউক তোমার যে উদার কৰুণা পরিত্যক্ত নিরাশ্রিত অণুকীট-সকলকে রক্ষা করিতেছে আমি আমার এই একমাত্র সুহৃৎপাত্রকে সেই কৰুণায় সমর্পণ করিয়া পৃথিবীহইতে বিদায় হইতেছি!” হত ভাগ্য মজিবর এই প্রকার সঙ্কল্পভাবে আপন অবস্থার আলোচন করত অনবরত অশ্রু বিসর্জন করিয়া ক্রোড়স্থ কুমারীকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন-বিগলিত নেত্র-দ্বারা দর্শন করিয়া অনতিব্যক্তমতি সরলা বালা অশ্রুপূর্ণনেত্রা হইয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “পিতঃ তমি কি জন্য রোদন করিতেছ, এবং কেনই বা এই ভয়ানক স্থানহইতে তুমি বাটা গমন কর না?” “লুসী তুমি ক্রন্দন করিও না, স্থির হও, আমি তোমাকে আপনার দুঃখের কথা বলি, শ্রবণ কর। আমি আর বাটা যাইব না, আমাকে রাজবিদ্রোহী অর্থাৎ রাজার শত্রু বলিয়া হত্যা করিবার জন্য এখানে কএদ করিয়াছে। এই দুর্গের উপরে এক উচ্চস্থানে আমাকে লইয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কুঠারদ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিবে, এবং সেই ছিন্ন মস্তক লগুনবিজ নামক সেতুর উপর বা কোন রাজপথে টাঙ্গাইয়া রাখিবে। যে পর্য্যন্ত এই রূপে আমার প্রাণ নষ্ট না হয় সেই পর্য্যন্ত আমাকে এই কারাগারে বদ্ধ থাকিতে হইবে।”

এই নিদাক্ষণ বাক্য শুনিবা মাত্র লুসী এক-কালে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া আন্তে ব্যস্তে উভয় হস্তদ্বারা পিতার গুণা বেষ্টন করিয়া ধরিল, এবং তাহার বক্ষোদেশমধ্যে মুখ লুকাইয়া করিয়া

অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার অঙ্গসু-অঙ্গজলে শোকার্ত পিতার শরীর ভাসিয়া গেল। “লুসী স্থির হও—স্থির হও মা; আমার অনেক কথা আছে; এই সময় শ্রবণ কর; কারণ আর তোমার সঙ্গে আমার এজন্মে দেখা হইবার সম্ভা-বনা নাই; এই দেখাই শেষ দেখা।” “না, পিতঃ, আমি তোমাকে কাটিতে দিব না, তাহারা তো-মাকে কেমন করিয়া কাটিবে? আমি তোমার গলায় ধড়িয়া থাকিব, আর তাহারা কাটিতে পারিবে না, এবং তাহাদের কাছে আমি তোমার সকল গুণ পরিচয় দিব; তাহা হইলে তোমাকে কাটিতে তাহাদিগের অবশ্যই অনিচ্ছা হইবে।”

“হে লুসি, তোমার এসকল বালকের ন্যায় কথা? আমার প্রভুর পোষকতা করায় আমি এই ক্ষণকার রাজনিয়েমের বিকটাক্রমণ করিয়াছি; অতএব অবশ্যই সেই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। লুসি, আমার প্রভু রাজা জেমসকে কি তোমার মনে পড়ে না? সেই আমি এক দিন তো-মাকে হোয়াইটহালনামক স্থানে তাঁহাকে দেখাই-বার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, তিনি তোমাকে কত আদর করিয়াছিলেন?” “হাঁ পিতঃ আমার বেশ মনে, আছে, সেই তিনি আমার মাথার উপর হাত দিয়া বলিলেন যে “আমার কন্যা মেরী এই বয়সে ঠিক লুসীর মত ছিল।” “হাঁ তোমার বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তাহার অল্প দিন পরেই আমাদিগের রাজকন্যার বিবাহ হওয়ায় তাঁহার স্বামী আসিয়া আমাদিগের প্রাচীন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্যহইতে নির্বাসিত করিলেন, এবং কতিপয় দুঃশীল প্রজা একত্রিত হইয়া তাহাকে ও তাঁহার পত্নীকে উক্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। কিন্তু দেখ দেখি মা এই রূপে স্বামির সঙ্গে যোগ করিয়া পিতৃ-বিদ্রোহা-চরণ করা রাজকন্যার কি পর্য্যন্ত দুষ্ট কর্ম হই-

যাচ্ছে?” ইহা শুনিয়া লুসী উত্তর করিল, “ছিঃ কেন পিতঃ, রাজা আমাকে এমন দুষ্ট কন্যা মেরীর মত মনে করিয়াছিলেন?” “মা, স্থির হও; এখানে ওপ্রকার কথা কহিতে নাই, ইংলণ্ডের রাজার যে ধর্ম অবলম্বন করা সাধারণ নিয়ম-নিষিদ্ধ, আমাদের রাজা সেই নিষিদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা উচিত বোধ করিয়া বোধ হয় রাজকন্যা এই নিষ্ঠুর কর্ম্মেতে সম্মতা হইয়া থাকিরেন; আর বোধ হয় তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত অমাত্য ও ভৃত্যদিগের প্রাণ বধ-বিষয়ে তাঁহার সম্মতি নাই।”

এই সমস্ত মন্ত্রির কথা শ্রবণ করিয়া দাসী এমী গাড্‌ওএল কিঞ্চিৎ নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া করপুটে কহিল, “মহাশয়, আমি শুনিয়াছি রাজকন্যা স্বভাবতঃ দয়ালীলা, যদি কোন ব্যক্তি সকা-তরে তাঁহার নিকট আপনকার জীবনদান প্রার্থনা করে তাহা হইলে বোধ হয় আপনকার প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে।” মন্ত্রী কহিলেন, “এমি, ত্রিজগতে আমার এমন ব্যক্তি কে আছে যে আমার জন্য এই দুঃসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রাজদ্বারে আমার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়া লইবে? সম্প্রতি আমি রাজ-বিদ্রোহী হইয়াছি; এক্ষণে কেহ আমার সহায় হইলে যদি বিচারপতির তাহাকেও রাজদ্রোহী মনে করেন এই আশঙ্কায় কোন ব্যক্তিই আমার অনুকূল হইতে সাহস করিবে না।”

এই কথা শুনিয়া পিতৃবৎসলা লুসী কহিল, “কেন পিতঃ, আমি রাণীর নিকট গমন করিয়া তোমার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিব, তাহা হইলে আর তিনি কোন মতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।” “আহা! বৎসে, তোমার বালিকার কথা কোন কার্য্যের হইবে না।” “কেন পিতঃ, আমি বেশ বলিতে

পারিব। আমার কথা শুনিতে কি তাঁহার দয়া হইবে না? আমি তাঁহাকে অনেক ক্ষণ বলিব।” ইহা শুনিয়া তাহার পিতা তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার মুখচুষন পূর্বক কহিতে লাগিল “মা গো, যদিও তুমি কোন রূপে রাণীর নিকটে যাইতে পাও, তথাপি ভয়ে তাঁহার সম্মে কথা কহিতে পারিবে না।” “কেন পিতঃ, ভয় কি? আমি কোন মতে ভয় করিব না, যদি তিনি আমার উপর বল করিয়া তাড়না ও গর্জন করেন তথাপি আমি তোমাকে মনে করিয়া স্থির হইয়া থাকিব।” “মা গো, তোমার অন্তঃকরণে এতাদৃশ ভাব! সাধু! সাধু!! যদি রাণী তোমার প্রার্থনা পূর্ণও না করেন, তথাপি ঈশ্বর তোমাকে দয়া করিবেন, এই আমার পরমাহ্বাদ।”

এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সম্মিহিত দাসী এমীর দুই নেত্রে অনবরত অশ্রু-ধারা পতিত হইতেছিল। সে কহিল, “হে স্বামিন্, কোন ব্যক্তি এই অবলা ক্ষুদ্র বালাকে রাণীর নিকট লইয়া যাইবে?” “ভাল আমি তাহার উপায় করিতেছি,” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত উপকারসাধন করিবার মানসে লুসীর ধর্ম্মমাতাকে এক অনুরোধ পত্র লিখিলেন, এবং তাহা আপন দূহিতার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, “মা গো, তুমি কল্য প্রত্যাষে আপনার অবস্থোচিত বেশভূষা করিয়া হেম্পটনকোর্ট নামক স্থানে গমন-পূর্বক স্বহস্তে লেডী ক্লারেন্সকে এই পত্র প্রদান করিবে। তিনি ঐ সময় তথায় রাণীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন।” অনন্তর তিনি স্বীয় প্রাণ-তুল্যা দূহিতার মুখ-চুষন-পূর্বক তাহাকে বিদায় করিলেন, এবং সেও ক্রন্দন করিতেই তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত অস্পষ্ট দুর্গহইতে বহির্গত হইল; কিন্তু

সে যে তাহার পিতাকে এই বিপদহইতে উদ্ধার করিবে এই আশাতেই তাহার মন একাগ্র হইয়াছিল, সে মধ্যে ২ কেবল এক ২ বার আপনার অবস্থার উপযুক্ত সরলতাতে বিপদ-ভঞ্জন পরমেশ্বরের নিকট আপন অভিলাষ প্রকাশ করিতে ছিল, এবং এক ২ বার বিপদগুস্ত পিতাকে অর্পণ করিয়া দুই চক্ষে বারিধারা বিসর্জন করিতে লাগিল।

পিতৃবৎসলা লুসী ঐ রজনীতে পুনঃ ২ ভগ্ননিদ্রা হইয়া নিকট বর্ত্তিনী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “এমি, রাত্রি কি এখনও শেষ হয় নাই? কখন প্রভাত হইবে? দেখো যেন আমি ঘুমাইয়া পড়ি না; কোন ক্রমে আমার যেন উঠিতে বেলা না হয়।” অনন্তর নিশাবসানে বিহঙ্গকুল বাসস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্বে এবং লোকপ্রকাশক অরণ দেব উদয়াচলে উপস্থিত হইবার আগে লুসী শয্যাহইতে গাত্রোথান করিয়া সকলকে জাগৃত করিল, এবং দাসীকে আপনার বেশায়োজন করিতে আদেশ করিল। ব্যবহারপ্রজ্ঞা-প্রবোণা এমী পিতৃহীনা কন্যার ন্যায় আপন নেত্রপুস্ত-লিকা লুসীকে এমন উপযুক্ত সজ্জায় বিভূষিত করিল, যে পাষণদ্রব্য ব্যক্তিরও তদর্শনে অশ্রু-সম্বরণ করা কঠিন হয়। করুণার প্রতিমা-তুল্যা প্রিয়তমা লুসীকে প্রাচীনা দাসী ক্রোড়ে লইল; এবং সে অমনি তাহার স্কন্ধে মস্তকার্পণ করিয়া রহিল। তাহার পিতার অতি বিশ্বস্ত দুই জন প্রাচীন ভৃত্য তাহার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। লুসীর এই প্রকার অসামান্য মহদ-ব্যাপারের সাধনার্থে গমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিভবনের সমস্ত ভৃত্যবর্গ তদর্শনে আগমন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সকলেই লুসীর চিত্তাধিকার করুণা ভাব সন্দর্শন করিয়া অশ্রু-বিসর্জন-পূর্বক তাহাকে সাধুবাদ প্র-

দান করিতে লাগিল; “জগদীশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন।”

লেডিক্লারেগুন্ শয্যাহইতে গাত্রোথান করিবার পূর্বেই লুসী হেম্পটন কোর্টে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে গমনপূর্বক অতি মৃদুস্বরে অস্পষ্ট আপনকার আদ্যোপান্ত সমস্ত পরিচয় প্রদান করিল, এবং পিতৃদত্ত সেই পত্র তাহার হস্তে অর্পণ করিল। লেডিক্লারেগুন্ মহারানী মেরীর পিতৃব্যপত্নী; তিনি আপন ধর্ম্মকন্যা অস্পবয়স্কা লুসীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাহার পিতার পত্র পাঠ করিয়া এবং তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া খেদ-পূর্বক কহিলেন “লুসি, কি করিব, তোমার নিমিত্ত আমার বড়ই মনস্তাপ হইতেছে, কিন্তু বোধ হয় আমি তোমার কোন উপকারই সাধন করিতে পারিব না। আমার স্বামির সহিত পূর্বতন রাজার যোগাযোগ আছে; সম্প্রতি মহারানী মেরীর মনে এই রূপ সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি রাজদ্বারে অপদস্থ হইয়া রহিয়াছেন, অতএব তোমার পিতার জন্য এক্ষণে রানীর নিকট কোন অনুরোধ করিতে আমার উপযুক্ত সাহস হয় না। তোমার পিতা তাঁহার বিশেষ অকুপাপাত্র, এবং তাঁহাকে তিনি কখনই ক্ষমা করিবেন না, একথা রানী স্পষ্টাভিধানেই সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত করিয়াছেন।”

লুসী কহিল, “না, আপনাকে কোন অনুরোধ করিতে হইবে না। আপনি কেবল একবার রানীর সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেউন। আমি আপনাই তাঁহার নিকট আমার পিতার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিব; এবং তাহা হইলে তিনি কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।” “হা অবোধ বালিকে! তোমার কি মহারানীর সঙ্গে কথা কহিতে সাহস হইবে?” “হাঁ, আমার সাহস হইবে; আপনি কেবল একবার আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া গেলে সকল

শুনিতে পাইবেন।” “হায় ২'লুসি তুমি কেমন করি-
য়াই বা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার অবকাশ পা-
ইবে, আর কি সাহসেই বা কথা কহিবে! যদিও কোন
মতে তুমি রানীর সাক্ষাতে যাও, তথাপি তাঁহাকে
দেখিবা মাত্র তুমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে, এবং
তোমার একটি মাত্র বাক্য কহিবার সাধ্য থাকিবে
না।” অনন্তর লুসী দুই চক্ষে বারিবিসর্জন করি-
তে ২ কহিল, “মা গো তুমি একবার আমায় রা-
ণীকে দেখাইয়া দেও, পরমেশ্বর আমাকে সমস্ত
কথা শিখাইয়া দিবেন।” লেডী ক্লারেগুন ক্ষুদ্র বা-
লিকার মুখহইতে পুনঃ ২ এই রূপ কাতরোক্তি
শ্রবণ করিয়া এবং অনতিক্ষুণ্ট বালহৃদয়ে এই প্রকার
অসামান্য পিতৃভক্তি সন্দর্শন করিয়া আর স্থির
থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া
লুসীকে সমাভিব্যাহারে করিয়া রাজপুরীর কোন
নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানে মহা-
রাণী প্রতি দিন প্রাতঃকালে উপাসনা-মন্দির-হই-
তে প্রত্যাগমন করিয়া কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করিতেন।
লেডী ক্লারেগুন যে সময় লুসীকে সমাভিব্যাহার
করিয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাণী তখন
পর্যন্তও উপাসনা-মন্দিরহইতে প্রত্যাগমন করেন
নাই। লেডী ক্লারেগুন আপনার অতীব সুহাস্পদ
ক্ষুদ্র বালিকার চিত্তবিনোদ-সাধন-করিবার জন্য
তাঁহাকে তত্রত্য চিত্রপটসকল দেখাইতে লাগিলেন।
লুসী একটি দীর্ঘাকার মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত প্রতি-
মূর্তির দিকে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া কহিল, “আমি
উঁহাকে চিনি, ঐ আমাদিগের রাজা জেমসের
প্রতিমূর্তি।” লেডীও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কহিলেন, “হাঁ, ঐ
মহারানী মেরীর পিতা হতরাজ্য রাজার প্রতি-
কৃতি বটে; আহা ঐ প্রতিরূপটি দ্বারা রাজার কি
মহত্ত্ব ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।” ইত্যবসরে লেডী
ক্লারেগুন মহারানীকে দূরে সন্দর্শন করিয়া লুসীকে

কহিলেন, “লুসি, সাবধান, ঐ রানী, তাঁহার পারি-
সদ ও সহচরী-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিতা হইয়া আগ-
মন করিতেছেন; সাবধান, এই তোমার সময়; যিনি
সকল সখীর কিঞ্চিৎ অগুসরে পদবিন্যাস করি-
তেছেন, তিনিই রানী; তাঁহাকে দেখিবামাত্র তুমি
ভূমিতে পতিত হইয়া আপনার প্রার্থনা প্রকাশ
করিবে। দেখো যেন ভীত হইও না, এখন তোমা-
কে একাকী কথা কহিতে হইবে; আর আমি এখানে
থাকিব না, তুমি যেখানে আছ এখানেই দণ্ডায়-
মান থাক। ক্লারেগুন লুসীকে এইরূপ উপদেশ
প্রদান করিয়া সে স্থলহইতে অপগত হইলেন।

লুসি এইরূপে একাকিনী অবস্থিতি করাতে তা-
হার হৃদয়ে শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং তা-
হার সুকোমল বহন শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল;
কিন্তু তথাপি তাহার মনহইতে সাহস অন্তর্হিত হয়
নাই। সে কেবল এক ২ বার মনে ২ ঈশ্বরের নামো-
চ্চারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রানী আসিয়া
ক্রমে তাহার নিকটবর্তিনী হইলে, সে অমনি রানীর
চরণতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে ২ অতি
কোমলস্বরে আপনার প্রার্থনা প্রকাশ করিল, এবং
তাহার পিতার আবেদনপত্র অর্পণ করিল। তাহার
শৈশবাবস্থার অব্যক্তরূপ, আপাদমস্তকের বিষয়
বেশ ও চন্দ্রাননের ম্লান কান্তি, নয়নযুগলে অশ্রু-
ধারা দর্শন এবং অব্যক্ত ও অসামান্য কাতরোক্তি
শ্রবণ করিয়া মহারানী মেরীর অন্তঃকরণ স্নেহসে
দুবীভূত হইয়া গেল; তিনি আর পাদ নিক্ষেপ
করিতে পারিলেন না,—অমনি স্থির হইয়া সতর্ক-
ভাবে বালিকাকে সম্ভাষণ করিয়া তাহার প্রদত্ত
আবেদন পত্র তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতে
লর্ড প্রেইনের নাম সন্দর্শন করিবামাত্র ক্রোধে
অকণেনেত্র ও লোহিতমূর্তি হইয়া ঐ পত্র দূরে
নিঃক্ষেপ করিলেন, এবং তথাহইতে সত্বরে গম-
নেচ্ছু হইয়া পাদোত্তোলন করিলেন। লুসী

অমনি পিতৃভক্তিপ্রভাবে নিঃশব্দ হইয়া বেগে গমন-পূর্বক তাঁহার পরিধীত-রাজ-বেশের এক-দেশ ধারণ করিয়া গতিরোধ করিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত পুনঃ২ কহিতে লাগিল “হে মহা-রাণি, কৃপা করিয়া আমার পিতার জীবন-ভিক্ষা প্রদান করণ।” তাহার মনে আরও অনেক প্র-কার কাতরোক্তি ও বিনয় বাক্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়ক্রমে শোকদুঃখে কিছুই অরণ হইল না, “আমার পিতার প্রাণ-দান করণ,” পুনঃ২ কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল। রোদন করিতে২ সে ক্রমে নীরব ও স্তব্ধ হইয়া দুই হস্তদ্বারা রাণীর চরণবৈষ্টনপূর্বক তাঁহার পদে আপনার অঙ্গ বিলীন করিয়া রহিল।

শিশু বালিকার বিনয় এবং কাতরতা সন্দর্শন করিলে সহজেই সকল লোকের মনে করণার সঞ্চার হয়, বিশেষতঃ লুসীর অসাধারণভাব সন্দর্শনে মহারাণী মেরীর মনে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি লর্ড প্রেষ্টনের প্রাণ বধ করা নিতান্ত রাজ-নিয়ম-সম্মত মনে করিয়া অতি শাস্ত্রভাবে কহিলেন, “লুসি, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।” “কেন মহারাণি? আমার পিতার তো কোন দোষ নাই, তিনি তো সকলকেই ভাল বাসেন, এবং সকলের প্রতি সুহ প্রকাশ করেন?” রাণী উত্তর করিলেন, “হাঁ, তিনি তোমার প্রতি সুহ করেন বটে, কিন্তু তিনি সম্প্রতি সাধারণরাজনয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন বলিয়া অবশ্যই তাঁহার প্রাণ-দণ্ড হইবে।” লুসী কহিল “মা তুমি মনে করিলে তো তাঁহার অপরাধ ও ক্ষমা করিতে পার, আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মনুষ্যের দোষ ক্ষমা করে ঈশ্বর না কি তাহার দোষ ক্ষমা করেন?” “তোমার মত বালকের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমার রাজ্য-শাসন করিবার প্রয়োজন নাই,

আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, যদিও এমন শিশু কন্যার সাধু প্রার্থনা পূর্ণ না করা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বটে, তথাপি আমি সাধারণনয়মের অন্যথা করিয়া পক্ষ পা-তিনী হইয়া তোমার পিতাকে ক্ষমা করিতে পারি না।” শোকাকুল লুসী ইহাতে আর কোন উত্তর প্রদান না করিয়া একদৃষ্টে কিয়ৎকাল রাণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল অনন্তর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া স্থিরনেত্রে সম্মুখস্থ পূর্ব-কার রাজা জেমসের প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার ঐ প্রতিকৃতি দর্শনে উক্ত প্র-কার অসাধারণ-ভাবের সন্দর্শন করিয়া রাণী তা-হাকে আর তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। “লুসি, তুমি কি-জন্য এমন অনিমিষ-নেত্রে আমার পিতার প্রতি-কৃতি নিরীক্ষণ করিতেছ।” লুসী কহিল “আ-মার পিতা কেবল তোমার পিতাকে ভাল বাসিয়া-ছিলেন বলিয়াই আপনি তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই ভাবিয়াই আমি অবাক হইয়া আপনার পিতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছিলাম।” অম্পবয়স্কা অবলা বালার মুখ হইতে এই প্রকার অমূল্য উপদেশরত শ্রবণ করিয়া মেরীর মনোমধ্যে প্রবোধ-চন্দ্রের উদয় হইল, এবং তৎক্ষণাৎ আপন ভক্তিভাজন পিতার প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সমস্ত সুহ অরণপূর্বক ভক্তিভাবে আদু হইলেন। “পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া নিবা-সিত হইয়াছেন। বিস্তারিত রাজ্য-ভূষ্ট হইয়া এক-ণে উদরায়ের জন্যে পরের অধীন হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার কন্যা হইয়া তাঁহারই রাজ্য হরণ-পূর্বক প্রতিনিয়ত রাজবিভব উপভোগ করিতেছি; হায়! হায়! এই সামান্য শিশু বালিকার মনে যে প্রকার পিতৃভক্তি বিরাজ করিতেছে, আ-মার তাদৃশ ও নাই, আমাকে দিক। রাণী এই

প্রকার সন্ধান ভাব আশোচনা করিতে ২ নয়ন-
জলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন, এবং পিতৃবৎসলা
মুসীর হস্ত-ধারণ পূর্বক উত্তোলন করিয়া কহিলেন
যে “মা, তুমি আর রোদন করিও না। আমি তো-
মার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; তোমার পিতাকে
আর প্রাণ-দণ্ড সহ্য করিতে হইবে না।”

তিলোত্তমা-সম্ভব।

কাব্য।

দ্বিতীয় সর্গ।

কোথা বুদ্ধ লোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্ভাগ্য লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহব যেমত, ৫
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মাতা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে? আইস তবে, আইস পদ্মালয়া ১০
বীণাপানি, কবির হৃদয় পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা সুন্দরী—
হৈমবতী কঙ্করী তোমার, শ্বেতভূজে,
আন সজ্জা—শশী-কলা কোমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো বরদে, ১৫
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারত ভূমি
স্তনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এমন সজ্জীত ধনি মধু, হেন মানি!

উটিল অম্বর পথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত আর সৌদামিনী ২০
সহ পয়োবাহ যথা। দেবধ্বজোপরে
শোভিল দেবপতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারিদিকে মেঘকুল,
হেরি সে কেহুর কান্তি ভ্রান্তি মদে মাতি—

ভাবি তারে অচলা চপলা, ক্রতগামী ২৫
গজ্জিয়া আইল, সবে লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী—যথা স্বয়ম্বরস্থলে
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বর-রূপবতী-
রূপমাধুরিতে অতি মোহিত হইয়া, ৩০
ষেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর শরে।
এই রূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
দেখি সে কেতন রতনের চারু ভাতি;
কিন্তু হেরে দেবরথে দেবদল্লতীরে,
সিহরি অম্বর তলে সাক্ষাৎ পড়িলা ৩৫
অমনি। চলিল রথ মেঘ মালা শিরে—
আনন্দময়-মদন-সৌন্দর্য যেমন
অগরাজিত কাননে চলে মন্দগতি
মধুকালে; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
সীতা সীতানাথে লয়ে কনক পুষ্পক। ৪০

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা বিমান। নাদিল দেবরথ।
স্তনি সে ভৈরব রব দিগ্ধারণ গণ—
ভীষণ মূর্তিধর—কৃষি হুকারিলা
চারিদিকে। চমকিলা জগত, বাসুকি ৪৫
অস্থির হইলা জ্ঞানে। চলিল বিমান;—
কত দূরে চক্স-লোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন—
কামিনী-কুলের-সখী-যামিনীর সখা, ৫০
মদন রাজার বন্ধু—সুধানিধি দেব
সুখাণ্ড। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকচিত, পূরি সৌরভে আকাশ—
জপের আভায় মোহি রজনীমোহন। ৫৫
হেম হর্ম্যে—যার চারি পাশে দিব্যানিধি
কেরে অধিষ্ঠিত রাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুখা, যথা মেঘবর কোলে
চপলা, বা যথা অবরোধে কুলবধু
মলিতা, ভুবনমুখা, কুসুমকুমারী। ৬০
নারী অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের নাথে দূরে, পুণমিলা
নমুতাবে, যথা যবে পলয়পবন
বহে নিবিড় কাননে, তরু কুলপতি

বল্লরী সুন্দরীসুন্দ. শাখাবলী সহ,
বৃন্দে নমাইয়া শির অঙ্কেয় মাড়িতে।
পশ্চাতে রাখিয়া চন্দ্রলোক, দেবযান
উত্তরিল রবির মণ্ডল বসে যথা
গগণে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারিদিকে শোভে—মেখলা যেমতি
আলিজয়ে যুবতী বামার কশোদর
হরষে পসারি বাহু—রাশিচক্র; তাহে
রাশি রাশির অলয়। নগর মাঝারে
এক চক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কাম বঁধু—যবে ঋতুপতি.
হিমাশ্তে শুনিয়া কোকিলার কলরব,
হরষে তুমিতে আসে দেবী বসুন্ধরা
কাতরা বিরহে তার,—বসেছে সমুখে
সারথি। ছায়া সুন্দরী, মলিনবদনা,
নলিনী সুখিনী সুখে দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মদিয়া—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারিদিকে গৃহদল দাঁড়য়ে সকলে
নতভাবে, নরপতি সমীপে যেমতি
অমাত্যবর্গ। অদূরে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দ্রাবর নিকর—অম্বর তলে নাচে,
যথা রে অমরাপুরি, কনক নগরি.
নাচিত্ত অপসরী কুল, যবে দেবেশ্বর
শচীসহ শচীপতি দেব সভা মাঝে
বসিতেন দেবাসনে। নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করী দলে ভোষে—তুষ্ট হয়ে।
হেরি দূরে দেবরাজে গৃহকুল রাজ
সসম্মুখে প্রণাম করিলা মহামতি।
এড়াইয়া সূর্য্য লোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র, সূর্য্য আর নক্ষত্র মণ্ডল
—রজত, কনক ঘোপ অম্বর সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উত্তরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্বর পাদ পঙ্খে স্থান যার,

৬৫

৭০

৭৫

৮০

৮৫

৯০

৯৫

১০০

উজ্জলে গগণ ধনী প্রকৃতি রূপিনী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে।
প্রভা—শক্তি কুলেশ্বরী, যার সেবা করি
তিমিরারি ভাস্কর ভোষেন কর দানে
শশী তারা গুহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বু নির্ধি সেবি সদা ভোষে বসুন্ধরা
ভূসাহুঁরা, আর ভোষে চাতকিনী দল
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপনী
গৌরাজিণী, কমলনয়না, পীনসুনী,
অনন্তগোবনা—হেরি কারণ-কিরণ,
সজয়ে চাকুহাসিনী নয়ন মুদিলী,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা দেব পুরন্দর
অম্বরারি, যে করে দম্ভোলি তুলি দেব
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সমরে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার আভায়
চমকি ঢাকিলা আঁখি। দেবধ্বজাপরি
দেব কেতু—ধুম কেতু দিবা, ভাগে যেন—
হইল মলিন। যান মুখে সূতেশ্বর
মাঁতলি, হইয়া অরু, রশ্মি দিলা ছাফি
মহাভয়ে। আতঙ্কিতা ভূরজমদল
চলে মন্দগতি যথা প্রতীপ গমনে
প্রবাহ। আটল এবে বৃক্ষ লোকে রথ।
মেরু—কনক মৃণাল কারণ সলিলে;
তাহে বৃক্ষ লোক শোভে কনক উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যার
মুদু কুলের ধোয়—মহামোক্ষ ধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন ভোরণ, রাজ ভোরণ যেমন
আভাময়; তাহে জলে আদিত্য আকৃতি,
আদিত্য জিনি প্রতাপে, রতননিকর।
নর চকু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর রসনা বণাইবে তারে
অজুল ভব মণ্ডলে? ভোরণ সমুখে
দেখেন দেবদম্ভতী দেবসৈন্য দল,—
সমুদ্র তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উজ্জলে কুপিয়া শুনি পবনের রব
বীর দর্পে, কিছা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিছা যথা গগণ মণ্ডলে

১০৫

১১০

১১৫

১২০

১২৫

১৩০

১৩৫

১৩৯

নকর চয়—অগণ্য । কোটি কোটি রথ;—
 স্বর্গচক্র, অগ্নিময়, রিপুভক্ষকারী,
 বিদ্যুৎ গঠিত ধ্বজ মণ্ডিত । তুরগ— ১৪৫
 যার পদ তলে বিরাজেন সদাগতি
 সদা, শুভ্র কলেবর, হিমালী আবৃত
 গিরি যথা, পৃষ্ঠে কেশরাবলীর শোভা—
 ক্ষীরসিন্ধু ফেলা যেন অতি মনোহর ।
 হস্তী, মেঘাকার সর্পে,—যে সকল যেষ ১৫০
 সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন খাতা,
 আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডল
 পুলয়ের জলে—তুনি যে মেঘ গজ্জন
 শৈলের পাম্বাণ হিয়া কাটে মহা ভয়ে,
 বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে ১৫৫
 ভ্রাসে আকুলা সূন্দরী । গন্ধর্ভ, কিম্বর,
 যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
 বারণারি ভীষণ দৃশ্যে, বজ্র নখে
 শস্ত্রিত যেমত, কিম্বা নাগারি বৈনত,
 গুরুভক্ত কুলপতি । হেন সৈন্যদল, ১৬০
 অজ্ঞেয় জগতে, আজি দানবের রণে
 বিমুখ, পালায়ে আসি পশিয়াছে সবে
 ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে পুলয় প্লাবন
 গভীর গরজি গুলে নগর নগরী
 অকালে, নগরবাসী জনগণ যত ১৬৫
 নিরাশ্রয়, মহাভ্রাসে পালায় সকলে
 যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীরভাবে
 বক্রপদপুহরণে তরঙ্গ নিচয়
 বিমুখ্যে; কিম্বা যথা দিবা অবসানে,
 (মহৎ সহিত যদি নীচের তুলনা ১৭০
 সম্ভবয়ে) তমঃ যবে গুলে বসুধারে,
 (রাহু যেন চাঁদে) বিহঙ্গকুল ভয়ে
 পুরিয়া গগণ ঘন কুঞ্জর নিম্নে,
 আসে তরুর পাশে আশ্রমের আশে ।
 এ হেন দুর্জার সেনা, যার কেতুপরি ১৭৫
 জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
 বিশ্বস্তর ধ্বজোপরি পাখা বিস্তারিয়া
 অরুণনয়ন,—হেরি ভয় দৈত্য রণে,
 শোকাকুল হইলেন দেবকুলপতি
 অসুরারি । মহৎ বে, পরদুঃখে দুঃখী, ১৮০
 নিজ দুঃখে কতু নহে কাতর সে জন ।

কুলিশ চূর্ণিলে শত্রু, শত্রুধর সহ
 সে যাতনা, ক্রম মাত্র হইয়া অস্থির;
 কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে ১৮৫
 ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
 পড়ি গিরিবর পদে, গিরিবর কাঁদে
 তার সহ । মহাশোকে শোকাকুল দেব
 দেবপতি, ধরি ইন্দ্রানীর কর যুগ,
 সোহাগে মরাল যথা ধরয়ে কমল,
 কহিতে লাগিল ইন্দ্র;—”হায়, প্রাণেশ্বর, ১৯০
 বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে ।
 শৃগালের সমরে বিমুখ সিংহ দল
 বসি, সুরেশ্বর, ওই তোরণ সমীপে
 ম্রিয়মাণ অভিমানে । হায়, দেব কুলে
 কে আজি না চাহে ত্যজিবারে কলেবর, ১৯৫
 যাইতে, শমন, তোর তিমির ভবনে,
 পাশরিতে এ গজনা? শিক্, শত শিক্
 এ দেব-মহিমা—অমরতা, শিক্ তোরে ।
 হায়, বিধি, কি পাপে আমার প্রতি তুমি
 এ হেন দারুণ । পুনঃ পুন এ যজ্ঞণা ২০০
 কেন ভোগ করিও আমারে? এ জগতে
 ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র তার সম আজি
 কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী ।
 সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়;
 তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ ২০৫
 তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
 এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে ।
 তপন তাপেতে তাপি পত্ত পক্ষী যদি
 বিশ্রাম বিলাস আশে যায় তরু পাশে,
 দিনকর খরতর কর সত্য করি ২১০
 আপনি সে মহীকুহ, আশ্রিত যে প্রাণী
 যুচায় তাহার ক্লেশ । হায় রে, দেবেন্দ্র
 আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
 রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?”
 এতক কহিয়া দেব দেবকুলপতি ২১৫
 নাবিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী—
 গৌরাজিণী, কমলনয়না, পীনস্তনী—
 শূন্যমার্গে । পরশি গগন পৌলোমীর
 পদ অরবিন্দ, সুখে হাসিতে লাগিল ।
 চলিল দেব দম্ভভী নীলাশ্বর পথে, ২২০

যথা ভাসে তরু রাজা, যতনে ধরিয়া
 কোলে মুকলিত লতা, যবে ঘোররূপে
 পবন উপাড়ি তারে কেলি বাহুবলে
 সাগরের নীরে । চলিলেন মহামতি
 দেবেন্দু ইন্দ্রাণী সহ দেব সৈন্য পানে । ২২৫
 হেথা দেবসৈন্য হেরি দেবেন্দু বাসবে
 অমনি উঠিল। সবে করি জয়ধ্বনি
 উল্লাসে, বারণ বৃন্দ আনন্দে যেমতি
 হেরি যুথনাথে । সয়ে গন্ধর্ষের দল—
 গন্ধর্ষ, মদনগর্ষ ঋষ্য যার রূপে— ২৩০
 গন্ধর্ষ কুলের পতি চিত্ররথ রথী
 বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি চক্ররাশি
 বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ প্রাচীর
 দেবালয়—নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
 ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল ২৩৫
 অভেদ্য সমরে । দেবরাজ শিরোপরি
 ভাঙিল। রবিপরিধি উদিলেক যেন
 মেরু শৃঙ্গোপরি, মণিময় রাজছাতা
 বিস্তারি কিরণ জাল। চতুরঙ্গ দলে
 রঞ্জে বাজে রণবাদ্য, যে বাদ্যের বোল— ২৪০
 পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
 উথলে বীর হৃদয়, সাহস অর্ণব ।
 আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে;
 ভালে জলে কোপাঘ্নি, ভৈরব ভালে যথা
 বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলধে মদন ২৪৫
 ছুটাইয়া রতির মৃগাল ভুজ পাশ,
 আসি, যথা মধু তপঃ সাগরে ভূতেশ,
 বিধিয়াছিল। অবোধ মহেশের হিয়া
 কুল শরে। আইলেন বরুণ দুর্জয়,
 পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা— ২৫০
 তড়িত জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন ।
 আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
 গদাবর । আইলেন হৈমবতী সূত,
 তারকসুদন দেব শিখিবরাসন,
 ধনুর্ধার হাতে দেব সেনানী । আইলা ২৫৫
 পবন সর্ষদমন । আর কব কত?
 অগণ্য দেবভাগণ বেড়িলা বাসবে,
 যথা (নীচ সহ যদি মহত্তর খাটে
 তুলনা) নিদ্রাভ্রজনী নিশীধিনী যবে,

তারাকুন্তলা মহিষী, আসি দেন দেখা ২৬০
 মৃদুগতি, জোনাকের বাহু প্রতিসরে
 ঘেরে তরুবরে, রক্ত ক্রিট পড়িয়া
 শিরে—উজলিয়া দেন বিমল কিরণে ।
 কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর;—
 “সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল ২৬৫
 দুর্জার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
 নিরন্তর যুঝি, এবে নিরন্তর সমরে
 দৈব বলে । হায়, দৈব বল বিনা কেবা
 এ জগতে তোমা সব।’পারে পরাজিতে,
 অজ্ঞেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা ২৭০
 অনন্ত, কে ক্রম, যম, সর্ষ অন্তকারি,
 বিমুখিতে এ দিকপালগণে তোমা সহ
 বিগুহে? কেমনে এবে এ দুর্জয় রিপু—
 বিধির পুসাদে দুই দুর্জয়, কেমনে ২৭৫
 বিনাশিবে, বিবেচনা কর দেব দল?
 যে বিধির বরে ত্রিদিবের সিংহাসনে
 বসি আমি বাসব, আমার পুতি তিনি
 মহা পুতিকল। হায়, এ কাঙ্ক্ষকরাজ
 বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ।
 এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক।” ২৮০
 শুনি দেবেন্দুর বাণী, কহিতে লাগিলা
 অন্তক, গভীর স্বরে গরজে যেমতি
 মেঘকুলপতি কুশি, কিম্বা বারণারি
 বিদরিয়া বসুধার বন্ধ বজ্র নখে
 রোষাবেশে।” নাপারি বুকিতে, দেব, আমি ২৮৫
 বিধির এ লীলা? যুগে যুগে পিতামহ
 এই রূপে বিভ্রমেন অমরের কুল;
 বাড়ান দানব দর্প, শৃগালের হাতে
 সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তপে তুষ্ট তিনি;—
 যে তাঁহারে ভক্তি ভাবে ভজে, তিনি তার ২৯০
 বশীভূত । আমরা দিকপাল গণ যত
 রত সতত স্বকার্যে—লালনে পালনে
 এ ভব মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্রম
 যথা বিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
 ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে ২৯৫
 নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
 স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জল তলে ।
 পরে এড়াইরা সবে সৎসারের দায়,

যোগ ধর্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
 কুশি চতুরাননে, দানব ভয় ভুলি, ৩০০
 ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ । কে পারে সহিতে—
 হায় রে, কহ দেবেন্দু, হেন অপমান ?
 এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে খাতার
 ইচ্ছা, তবে বৃথা কেনে জ্বালা সবা দিয়া
 মখাইলা সাগর ? অমৃত পানে মোরা ৩০৫
 অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি এই
 ফল ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
 ধর হলাহল, দেব, নীলকণ্ঠ দেশে ?
 বলুক জগত ! ভয় কর বিশ্ব, কেল
 উগরিয়া সে বিষামি । কার হেন সাধ ৩১০
 আজি যে সে ধরে প্রাণ অমরের কুলে ?”
 এতক কহিয়া দেব সর্দ-অন্তকারী
 কৃতান্ত হইলা ক্রান্ত ; রাগে চক্ষুধর
 লোহিত বরণ, রাঙা জবা যুগ যেন ।
 তবে সর্দদমন পবন মহাবলী ৩১৫
 কহিতে লাগিল, যথা পর্জন্ত গন্ধরে
 হুহুকারে কারাবন্ধ বারি, বিদরিয়া
 অচলের কর্ণ,—“যাহা কহিলা শমন,
 অযথার্থ নহে কিছু । নিদারুণ বিধি
 আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা । ৩২০
 নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
 ন্যশেন আপনি খাতা, বিধি মম । কেন ?—
 কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
 সহিব এ অপমান আমরা সকলে
 অমর ? দিতি কুল প্রতি যদি এত ৩২৫
 স্নেহ পিতামহের, নতন সৃষ্টি সৃষ্টি,
 দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে ।
 এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—আলয়
 সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
 এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে ৩৩০
 দিব কি দানবে ? বৈবস্বতের উচ্চস্রাম
 মেঘাবৃত—খণ্ডন গঞ্জন মাত্র তার ।
 দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা—
 এবুদ্ধ মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
 এক নিমিষে এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর, ৩৩৫
 নাপি আমি—লণ্ডণ্ড করি ত্রিজগৎ ।”
 কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন .

নিখাস ছাড়িলা রোষে । ধর ধর করি—
 খাতার কনক পদ্ম আসন যে স্থলে
 সে স্থল ব্যতীত—বিশ্ব কাপিতে লাগিল । ৩৩০
 ভাঙ্গিল পর্জন্ত চূড়া । ভূবিল সাগরে
 তরী । উরি কেশরী, পর্জন্ত গৃহা ছাড়ি,
 পলাইলা ক্রত বেগে । গর্ভিণী রমণী
 ভয়াকুলা যুবতী অকালে পুসবিলা ।
 তবে যড়ানন তারকারি, অনুপম ৩৪৫
 রূপে, হৈমবতী সতী কৃত্তিকা বাঁহারে
 পালিয়াছিল, সরসী রাজহংস শিশু
 পালে যথা আদরে, সেনানী মহারথী,
 পার্জতীনন্দন, রূপে প্রচণ্ড প্রহারী,
 কিন্তু ধীর, মলয় সমীর, যেন যবে ৩৫০
 স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রুমেণ মারুত
 শিশির মণ্ডিত কুল বনে প্রেমামোদে—
 উত্তর করিলা তৎক ময়ূরবাহন
 মৃদুস্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
 গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুণ্ড বনে । ৩৫৫
 “জয় পরাজয় রূপে বিশ্বের ইচ্ছায় ।
 তবে যদি রথী, যথান্যথ যুদ্ধ করি,
 রিপু সমুখে বিমুখ হয় মহামতি
 রণক্ষেত্রে, শরম কি তার ? দৈববলে
 বলি যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে ৩৬০
 ভূষিত, শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
 পড়ে তার শরীরে পর্জন্ত দেহে যথা
 বরিষার জলাসার । আমরা সকলে
 প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
 এ নিমিষে কে দিষ্টার দিবে আমা সবে ? ৩৬৫
 বিশ্বের নিরুদ্ধ কহ কে পারে খণ্ডাতে ?
 অতএব শুন যম, শুন সদাগতি,
 দুর্জয় সমরে দোহে, শুন মোর বাণী,
 দূর কর মনস্তাপ । তবে যদি বল
 কেন বিশ্বের এ বিধি ? কেন প্রতিকূল ৩৭০
 আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ?
 কি কহিব আমি দেবকুলের কনিষ্ঠ ?
 সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বাঁহার ইচ্ছা ক্রমে,
 অনাদি, অনন্ত যিনি বোধাগম্য, তাঁর
 যে রীতি, সেই সুরীতি । কিসের কারণে, ৩৭৫
 কেন হেন করেন চতুরানন, কহ

কে পারে বুঝিতে? রাজা, মাহা উচ্চা, করে;
পুজার কি উচিত বিবাদে রাজাসহ?"

এতক কহিয়া দেব ক্ষুদ্র তারকারি
ইলা নিস্তব্ধ । তবে অমুরাশি পতি
বীর কহু নাদে যথা, উত্তর করিলা
প্রেচেতা—"এ বৃথা রোষ কর সম্বরণ,
আদিতেয় দল। যাহা কহিলেন দেব
কার্ত্তিকেয়, সত্য তাহা। আমরা সকলে
বিধাতার অধীন, তাঁহার পদাশ্রিত।

অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু আজ্ঞাকারী।

দানব দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি;
এবে দানব দমনে অক্ষম আমরা;

চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।

মাগর আদেশে যবে তরঙ্গ নিকর
ধায় যুদ্ধ বেশে সৎহারিতে শিলাময়

রোধঃ, তার বজ্র প্রতিঘাত বেদনায়
ফাঁকর হইয়া, পুনঃ বেগে যায় ফিরি

সে তরঙ্গচয় নিকু পাশে। চল যাই
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।

নাশিতে এ বিপুল ভুবন সাধ্য কার
তিনি বিনা? তুমি, হে অন্তর বীরবর,

সর্ব অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে,—
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,

দণ্ডধর, যাহার প্রহারে হয় ক্ষয়

অমর অক্ষয় দেহ, চূর্ণ নগরাজা,

ইহার ভীম আঘাত, বিধি আদেশিলে,

বাজে শরীরে কোমল ফুলাঘাত যেন,

যবে কামিনী হানয়ে মৃদু মন্দ হাসি

প্রিয় দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,

ফুলশর। তুমি, হে ভীষণ প্রভঞ্জন,

ভগ্ন যার নিখালে বিশাল তরঙ্গুল,

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বিরিক্তির বলে বলা

তুমি, জল স্রোত যথা পর্ত্ত প্রসাদে।

অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,

দেবদল। মোর মনে জ্বলে কোপানল

বাড়ব অনল যেন জলধি-হৃদয়ে।

আমিও এ দুর্দান্ত-দানব-প্রহারণে

ব্যস্ত, কিন্তু কি করি? এ ঠৈরব পাশ,

যার ভয়ে কম্পয়ে জগৎ, হায়, আজি
মুয়মান মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাহার
রত্নাগার, কহিতে লাগিলা যক্ষপতি,

রণে চিরবিজয়ী, অমর গদাধর,

ধনদ;—"নাশিতে সৃষ্টি, যেমন কহিলা

প্রেচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে

এ হেন শক্তি কারো, কেমনে সে জন

দেব কি মানব, পারে এ কর্ম করিতে

নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?

কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎ জননি

বসুধে, রে ঋতুকুল রমণি, যাহার

প্রেমে সদা মত্ত তাঁনু, ইন্দু—ইন্দীবর

গগণের? তারা দল যার সখী দল।

মাগর যাহারে বাঁধে রক্তভূজ পাশে।

সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরে

বসায়। রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,

শ্যামাঙ্গিনি ধনি, যার অলক ভূষিতে

সৃজন সত্য ধাতা ফুলরত্ন চয়

বহুবিধ। ভূধর যাহারে ধরি থাকে।

হায়রে, কে আছে, কহ হে দিকপালগণ,

এহেন নির্দয়? রাহ শশী গুণিবারে

বাগু সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহ—সে দানব।

আমরা দেবতা—একি আমাদের কাজ?

কে ফেলে অমূল মণি মাগরের জলে

চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে

গুণে রোগ, কাটারোর ধারে গলাকাটি

প্রণয়হৃদয় কি নিরোগী করে তারে?

আর কি কহিব আমি, দেখ ভেবে সবে।

যদিও মতের সহ মতের বিগুহে

(শুক কাষ্ঠ সহ শুক কাষ্ঠের ঘর্ষণে

যেমন) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে

জ্বালান প্রদীপ ভ্রাস্তি-তিমির নাশিতে;

কিন্তু বৃথা বাক্যবৃক্ষে কড়নাই ফলে

সমুচিত ফল; এ তো অজ্ঞানিত নহে;

অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা

পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?

কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব

অমুরারি;—"পালিতে এ বিপুল জগত

সৃজন, হে দেবগণ, আমানবাকার । ৪৫৫
 অতএব কেমনে যে রক্ষক সে জন
 হইবে তক্ষক ? যথা ধর্ম্য তথা জয় ।
 অন্যায় করিতে যদি আরক্তি আমরা,
 সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ
 সকলে ? দিতিজবৃন্দ অধ্বৈতে রত ; ৪৬০
 কেমনে আমরা যত অদিতিনন্দন,
 অমর, ত্রিদিব বাসী, তার সুখ ভোগী,
 আচরিব যেমত আচরে নিশাচর
 পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
 নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ ! ৪৬৫
 হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ষ অন্তকারি,—
 'হে সর্ষ দমন বায়ু কুলপতি', রণে
 অজেয়,—হে তারক সূদন ধনুর্কারি
 শিখিধ্বজ,—হে বক্রণ, রিপু ভক্ষক
 বাণানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ, ৪৭০
 পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর
 ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
 পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন ।
 এ মহা-সঙ্কটহতে তিনি বিনা আর
 কে পারিবে উদ্ধারিতে, এসুর-সমাজ ৪৭৫
 তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিক্ষি সমীপে । ”
 এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
 বজ্রী, আরিলেন চিত্ররথ মহারথী—
 গন্ধর্ষকুলের রাজা, রমণীরমণ,
 মহাতেজা ।—অগুর হইয়া অমনি ৪৮০
 কর যোড়ে দেবেন্দ্রে নমিলা চিত্ররথ ।
 আশীর্বাদ করিয়া বাসব মহামতি
 বজ্রপাণি, আদেশিলা গন্ধর্ষ ইশ্বরে
 দেবেশ্বর,—“ এ দিকপালগণ সহ আমি
 প্রবেশিব ব্রহ্মপুরী, রক্ষা কর, বীর, ৪৮৫
 ত্রিদিব মহিষী ভূমি দেবী কুল সহ । ”
 বিদায় হইয়া সুরপতি পুরন্দর
 শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
 শমন, তপনসূত তিমির বিলাসী,
 তারক নাশক, হৈম কৃত্তিকার কোলে ৪৯০
 লালিত যে কান্তবর, প্রচৈতা দুর্জয়,
 ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
 ব্রহ্মপুরী—মোক্ষধাম, জগত বাঞ্ছিত ।

তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ষ ইশ্বর
 মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে ৪৯৫
 ধ্বনিলা সে শঙ্খবর । সে গভীর ধ্বনি
 শুনিয়া অঘনি তেজস্বিনী দেব সেনা
 অগণ্য, দুর্বার রণে, গরজি উঠিলা
 চারি দিকে । লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি ৫০০
 উল্লসি পাবক যেন, ভাঙিল আকাশে
 ভয়ঙ্কর ! উড়িল পতাকাচয় যথা
 রতনে রঞ্জিত অজ বিহঙ্গম দল !
 উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
 চাপে পরাইয়া গুণ । গদা করে ধরি,
 করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি ৫০৫
 চড়ে ভুজ গিরি শৃঙ্গে । কেহ আরোহিলা
 (গরুড় বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
 অশ্ব, সদাগতি সদা বাধা যার পদে ।
 শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
 পদাতিক বৃন্দ উঠে হুহুকার করি, ৫১০
 মাতি বীর মদে শুনি সে শঙ্খ নিনাদ !
 রাজিতে লাগিল রণ বাদ্য, যার বোল
 শুনি নাচে বীরহিয়া, ডমরু শুনিয়া
 নাচে যথা ফণীবর—দুরন্ত দংশক—
 বিষাকর ; ভীক যে বিদরে প্রাণ তার ৫১৫
 মহাভয়ে ! সাজিল নিমিষে সুর সেনা
 দানব বংশের জাতি, রক্ষা করিবারে
 স্বর্গের ইশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
 আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
 মহা মহীকুহদল, বিস্তারিয়া বাহ ৫২০
 অযুত, রক্ষয়ে সবে বক্রীর কুল,
 অলকে ফলকে যার কুসুম রতন
 অমূল জগতে, রাজ ইন্দ্রানী ইপ্সিত ।
 যথা সপ্ত সিদ্ধ বেড়ে সতী বসুমতী,
 জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্য দল ৫২৫
 বেড়িল ত্রিদিব দেবী অনন্ত যৌবনা
 শচী, সাপটির ধরি চন্দ্রাকার ঢাল,
 অসি, অগ্নি শিখা যেন ; শত প্রতিগরে
 বেড়িলা ইন্দ্র রমণী চতুরঙ্গ দল ।
 তবে চিত্ররথ রথী, সৃজিলা মায়ার ৫৩০
 কনক সিংহআসন, অতুল, অমূল
 জগতে, যুড়িয়া কর কহিতে লাগিলা

পৌলোমীয়ে," বসুন এ আম্রেন, জননি
 দেবকুলেশ্বরী । যথা সাধ্য, আমি দাস,
 দেবেন্দু অভাবে, রক্ষা করিব আপনে ।" ৫৩৫
 বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
 মৃগাক্ষী । হায়রে মরি, হেরি ও বদন
 মলিন, না বিদরে কাহার হিয়া আজি?
 কাহার না কঁাদে প্রাণ, শরদের শশি,
 হেরি তোরে রাহুগালে? তোরে, রে নলিনি, ৫৪০
 বিষমবদনা, যবে কুমুদিনী সখী
 নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর ।
 হেরি ইন্দ্রাণীয়ে যত সুচারুহাসিনী
 দেব কামিনী সুন্দরী, আসি উতরিল
 মৃগুগতি, সম্ভাষিতে ত্রিদিব মহিষী ৫৪৫
 আয়ত-লোচনা । আইলেন যতী দেবী—
 বজ্র কুলবধু যাঁরে পূজে মহাদরে,
 মঙ্গলদায়িনী । আইলেন মা শীতলা,
 দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
 শীতল যাঁর প্রসাদে, মহাদয়াময়ী ৫৫০
 খাজী । আইলেন দেবী মনসা, যাঁহার
 প্রতাপে ভীত ফণীন্দ্র ফণীকুল সহ,
 পাবক নিস্তেজ যথা বারি ধারা বলে ।
 আইলেন সুবচনী—মধুর ভাষিণী ।
 আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী, ৫৫৫
 কুঞ্জরগামিনী । আইলেন কামবধু
 রতি; হায়! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
 আমি ও রূপ মাধুরি—ও হির যৌবন,
 যার মধুপানে মত্ত অর মধুসখা
 নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা, ৫৬০
 সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী ।
 আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী;
 কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারুকূলে
 শোভে রাধার নিকুঞ্জ, যথায় মুরারি
 রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ সদা ৫৬৫
 ভ্রমেন, মরাল যথা নলিন কাননে
 নলিনী রমণ । আইলেন ভগবতী
 ভ্রমসা, সহ মুরলী বিমলললিতা,
 বৈদেহীর সখী দোহে ।—আর কব কত?
 অগণ্য সুরসুন্দরী, রূপ প্রভা সম ৫৭০
 প্রভায়, কিন্তু সত্য অচপলা যেন

রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে;
 যথা তারাবলী বসে নীলাম্বর তলে
 শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন বিভায় ।
 বসিলেন দেবীকুল শচী দেবী সহ ৫৭৫
 রতন আসনে; হায়, নীরব গো আজি
 বিবাদে! আইলা এবে বিদ্যাহরী দল ।
 আইলা উর্জশী দেবী—ত্রিদিবের শোভা,
 ভব ললাটের শোভা শশী-কলা যথা
 আভাময়ী । কেমনে বর্ণিব রূপ ভব, ৫৮০
 হেঁ ললনে, বাসবের প্রহরণ ভূমি
 অব্যর্থ! যে রূপ হেরি রাজা পুরুষবা,
 ইন্দুবংশেন্দ্র শূরেন্দ্র, মোহিত হইয়া
 ভুলিয়াছিল কাশীন্দ্র দুহিতা মানিনী
 চন্দ্রাননা, ভুলে যথা অলি মধুলেভা ৫৮৮
 হেরি কমলিনীর মাধুরি নিরূপম,
 চূতমঞ্জুরী? আইলা চারু চিত্রলেখা—
 বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব রমণী ।
 আইলেন, মিশ্রকেশী—যাঁর কেশ, ভব,
 হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে । ৫৯০
 আইলেন রত্না—যাঁর উরুর বন্তুল
 প্রতিকৃতি ধরি বনবধু বিধুমুখী
 কদলীর নাম রত্না ভুবনে বিদিত ।
 আইলেন অলম্বুযা—মহা লজ্জাবতী
 যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কেনা জানে?) ৫৯৫
 অপাঙ্গে গরল—বিশ্ব দহে গো যাহাতে ।
 আইলেন মেনকা; হে গাধির নন্দন
 অভিমানি, যার প্রেমরস বরিষণে
 নিবারিলা তপোহুঁধি তোমার পুরন্দর,
 নিবারয়ে মেঘ যথা বরষি আসার ৬০০
 দাবানল! শত শত আসিয়া অপসরী
 নমি ইন্দ্রাণীয়ে, দাঁড়াইলা নতভাবে
 চারিদিকে; যথা যবে—হায়রে অরিলে
 ফাটে বুক—তাজি ব্রজধাম ব্রজপতি
 অক্রুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,— ৬০৫
 শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা পুলিনে,
 নীরবে বেড়িল সবে রাধা বিলাপিনী ।
 ইতি ত্রিতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে
 ব্রজপুরী-তোরণ নাম
 দ্বিতীয়সর্গঃ ।

মরীচিকা ।



মরা আপাততঃ যে স্থানকে শূন্য মনে করি বস্তুতঃ তাহা শূন্য নহে, তাহা বায়ুদ্বারা পূর্ণ। ঐ বায়ু জল এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছপদার্থ। জল ও কাচ যেমন নির্মল থাকিলে তাহার মধ্যদিয়া সকল পদার্থই অনায়াসে দেখা যায়, সেই রূপ পরিষ্কৃত বায়ুর মধ্যদিয়াও সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যখন কোন বৃক্ষ, পর্বত কি পশু, পক্ষী, সন্দর্শন করি, তখন তত্তাবৎই বায়ুর মধ্যদিয়া দেখিয়া থাকি। বায়ু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে বলিয়া উহাকে আমরা জল ও কাচাদি পদার্থের ন্যায় চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই না। বায়ু সর্বদা নির্মল ও পরিষ্কৃত থাকে না, কখন বাষ্পপূর্ণ হয়, কখন ক্ষুদ্র জলকণাতে পূর্ণ থাকে, এবং কোন২ সময়ে ধূলিময়ও হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ সর্বদা উহার মধ্যদিয়া কোন পদার্থ সমান রূপে দেখা যায় না। উহার পূর্বোক্ত রূপ নানা প্রকার অবস্থাভেদদ্বারা আমাদের দৃষ্টি-ক্রিয়ারও নানা প্রকার ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।

অবস্থাভেদে বায়ু কোন২ সময়ে জলের রূপ ধারণ করে, এবং জলেতে যেমন তল্লিকটস্থ বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষীর, প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উহাতেও হইয়া থাকে। যে সময়ে বায়ুতে আমাদের জল বা অন্য পদার্থের ভ্রম হয়, তখনই তাহাকে মরীচিকা বলে। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে যখন প্রচণ্ড সূর্য-কিরণদ্বারা প্রশস্ত প্রশস্ত বালুকা-পূর্ণ ভূমির জলীয়বাষ্প হইতে থাকে। তখনই মরীচিকার উৎপত্তি হয়; ফলতঃ মরীচিকা বালুকা-পূর্ণ প্রশস্ত প্রশস্ত মরুভূমিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আফ্রিকা এবং আরব রাজ্যের মরুভূমিতে যখন মরীচিকার উৎপত্তি হয় তখন এক পরমাদ্ভুত শোভা প্রকাশ পায়। সমস্ত মরুদেশ বিস্তীর্ণ সাগর বোধ হয়, এবং ঐ মরুভূমির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামগুলি সাগর পরিবেষ্টিত দ্বীপবৎ অনুভূত হয়, এবং ঐ ভাস্ক জলাশয়ের নিকটস্থ জনপদের অটালিকা-বৃক্ষ-লতাদি, সমস্ত পদার্থেরই প্রতিক্রিয়া প্রতিভাসিত হইতে থাকে। তৃণাতুর মৃগকুলের মরীচিকায়, জলভ্রম হইবার যে প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কোন মতে অমূলক নহে। বণিক এবং ভ্রমণকর্তা যখন আরব কি আফ্রিকার প্রশস্ত মরুক্ষেত্রসকল অতিক্রমণ করিয়া আপনাদিগের বাঞ্ছিত স্থানে গমন করে, তৎকালে বারম্বার তাহাদিগের মনে ঐ পূর্বোক্ত প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয়। পরন্তু পশ্চাৎ বা সম্মুখ কোনদিকেই আপনার নিকটস্থ ভূমিতে মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল দূরস্থ ভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্ট হয়। দর্শক যত মরীচিকার দিকে গমন করে মরীচিকা তত দর্শকহইতে দূরে প্রস্থান করিতে থাকে। উক্তর ক্লার্ক ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তাঁহার ভ্রমণ কালে তিনি একদা এক অদ্ভুত মরীচিকা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রসেটা নামক স্থানে গমন করিবার জন্য কতগুলি ভারবাহী রাসভ ও কতিপয় আরবী লোকের সহিত এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতেছিলেন, এমনতর সময়ে তিনি দেখিলেন যে সম্মুখে এক বিস্তৃত নদী পার না হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্গি আরবী লোকেরা আহ্লাদপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল “আর আমাদের কোন আশঙ্কা নাই, আমরা বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিয়াছি,” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উক্তর ক্লার্ক আপন সঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানহইতে রসেটা নগর দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু আমরা কি প্রকারে এই সম্মু-

খহু নদী পার হইব? ইহাতে নোকাদি পারো-পযোগী কোন উপায় তো দেখিতেছি না।” আরবী কহিল, “না; এখানে কোন নদী নাই। আর বড় বিলম্ব হইবে না, আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই এই বালুকামি উত্তীর্ণ হইয়া রসেটা গমন করিব।” এই কথা শুনিয়া ক্লার্ক কহিলেন, “কি, তুমি কি আমাকে বাতুল জ্ঞান করিয়াছ? আমি প্রত্যক্ষ নদী দেখিতেছি, এবং তাহার জলেতে পরপারস্থ নগরের অটালিকা ও বৃক্ষাদির ছায়াও সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমি কি আমার আপ-নার চক্ষের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তোমার কথায় প্রত্যয় যাইব?” আরবী হাস্য করিয়া কহিল, “ভাল আমার কথায় যদি তোমার প্রত্যয় না হয় তবে তোমার, এই পশ্চাৎ স্থিত অতিক্রান্ত বালুকা ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, এখনি তোমার ভ্রম দূর হইবে।” ক্লার্ক সাহেব তাহার কথানুসারে আপনার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে তাহাতেও অবিকল ঐ রূপ জলাশয় দৃষ্ট হইতেছে। এই দেখিয়া তাঁহার ভ্রম দূর হইল, এবং তিনি বিস্মিত ও চমকিত হইয়া ঐ আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ঘটনার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যস্ত করিয়াছেন, তিনি আর কোন কালে উক্ত প্রকার পরিষ্কার মরীচিকা দৃষ্টি করেন নাই।

কোন গুপ্তকর্ত্তা ব্যস্ত করিয়াছেন, যে ইংলণ্ড দেশে যখন বিউল চেনেলের তীরস্থ বালুকা ক্ষেত্রে ও আময় সাগরের তীরস্থ বালু ভূমিতে প্রখর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইতে থাকে তৎকালে মরীচিকা দেখা যায়। ভারতবর্ষের মালব, রাজস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশের অনেক মরুস্থলেও মরীচিকার ঘটনা হইয়া থাকে। যে সকল পথিক বা বণিকেরা মরী-চিকার বিষয় না জানে তাহারা অনায়াসেই ইহাকে যথার্থ জল বোধ করিয়া নানা বিপদে বিপন্ন হইতে পারে। কলতঃ অনেক তৃক্ষার্ত্ত পথিক মরীচিকায়

জল বোধ করিয়া উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় মরীচিকার কারণ অনুসন্ধীত হইয়া-ছে। নিকাপিত হইয়াছে, যে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎকাল পর অবধি মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব পর্য্যন্ত সূর্য্যের বিপক্ষদিগে মরীচিকা দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ এই যে তৎকালে যে স্থলে মরীচিকা দৃষ্ট হয় তথায় ভূমি হইতে এক শত বা দেড় শত হস্ত উর্দ্ধে স্বচ্ছ বাষ্পরাশি একত্র হইয়া থাকে। ঐ বাষ্প রাশিতে সূর্য্যালোক পড়িলে তাহা দর্পণের কার্য্য সিদ্ধ করে; সুতরাং তাহাতে উভয় পার্থের পদার্থ-সকলের প্রতিবিম্ব পড়িয়া দৃষ্টি গোচর হয়। ঐ প্র-তিবিম্বের নিয়মানুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে দর্শক হইতে বাষ্পরাশি বঁত দূরে থাকে আর তাহাহইতে তত দূরে যে সকল পদার্থ থাকে তাহা দর্শকের নয়ন পথের অতি ক্রান্ত ও বহুদূর হইলেও উক্ত বাষ্পীয় মূকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃষ্টি গো-চর ও নিকটস্থ বোধ হয়। তড়াগে যে প্রকারে চন্দ্রাদির ছায়া জলের কম্পনে কম্পিত হয় ঐ বা-ষ্পীয় মূকুর বায়ুদ্বারা হিল্লোলিত হইলে তদন-ন্তর্গত মরীচিকা ছায়াও কম্পিত হইয়া থাকে। অপর তড়াগে যে রূপ তড়াগতটস্থ মন্দিরাদির ছায়া পড়িলে তাহা উল্টা দেখায় মরীচিকা নাম ছায়াও তদ্রূপ উল্টা হইয়া থাকে।

এইরূপে সমুদ্রমধ্যে এক শত ক্রোশ অন্তরে কোন জাহাজ থাকিলে পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরস্থ বাষ্পরাশিতে তাহা প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। এই উপায়ে নিম্নস্থ পদার্থের ছায়া উর্দ্ধে দেখা যায়, সেই রূপে পর্বতের উপর থাকিলে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধস্থ পদার্থের ছায়া নিম্নে দেখা গিয়া থাকে। এই ছায়া শূন্যে হয় বলিয়া তাহা ছায়া বলিয়া বোধ হয় না, প্রত্যুত প্রকৃত পদার্থ বলি-য়াই অনুভূত হয়; এই নিমিত্তই ইহাকে ছায়া না

বলিয়া মরোচিকা বলা যায়। অপর ঐ বাস্পীয় আদ-
শের বিকৃতিতে ছায়াও কখন ২ বিকৃত হইয়া কখন
অতি ক্ষুদ্র পদার্থ অতি বৃহৎ কদাপি অতি বৃহৎ পদা-
র্থ অতি ক্ষুদ্র, কখন বা এক পদার্থের কোন স্থান
বৃহৎ ও কোন স্থান ক্ষুদ্র, বোধ হয়। এই বিষয়ের
প্রমাণার্থ পাঠক বন্দ এক খানি বড় দর্পণ মধ্যে দৃষ্টি
করিলে অনায়াসে দেখিবেন যে বাস্প যে রূপ দূর-
স্থ পদার্থের ছায়া পড়িয়া দৃষ্টি গোচর হয় তাঁহার
পশ্চাতে স্থিত পদার্থও সেই রূপে দর্পণে প্রতি
বিম্বিত হইয়া তাঁহার নয়ন পথস্থ হইয়া থাকে।

যে রূপ বর্ণিত হইল তাহাতে অস্পায়াসে অনুভূত
হইবে যে মরোচিকায় পর্বত বৃক্ষ নদী জল তড়াগ
মন্দির স্তম্ভ অটালিকা মনুষ্য পশ্বাদি সকল পদা-
র্থেরই আদর্শ দেখা যাইতে পারে; ফলতঃ তাহাই
বটে; ভ্রমণকারিরা উক্ত সকল বস্তুই মরোচিকায়
দর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ছায়াবাজির ছায়া যে
রূপ মরোচিকা ও তরুণ, কেবল ছায়াবাজি কাম্প-
নিক ও মরোচিকা নৈসর্গিক এই মাত্র প্রভেদ।

মধুমক্ষিকা।



নী তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিত-মাত্রেই মধু-
মক্ষিকাদিগের জ্ঞান, কোশল,
শাসনপ্রণালী, ঐশ্বর্য্য, পরিশুম
এবং আশ্চর্য্য পরিমিতাচারের

প্রশংসা করিয়াছেন; বস্তুতঃ উহারা যে প্রকার
অদ্ভুত কোশলের সহিত মধুক্রম নির্মাণাদি কার্য্য
সাধন করে তাহা দেখিলে সকল লোককেই আ-
শ্চর্য্যাস্থিত হইতে হয়। কেবল মধুচ্ছিষ্টই উহা-
দিগের মধুক্রম নির্মাণের একমাত্র উপকরণ। এ-
যৎসামান্য উপকরণ সহকারে উহারা এমনি আ-
শ্চর্য্য প্রকার ব্যবস্থা করে ও আপনাদিগের প্রয়ো-
জনোপযুক্ত কতিপয় ঘটকোণঘর রচনা দ্বারা সুদৃশ্য

মধু ক্রমের নির্মাণ করে যে কোন বিশেষ শিল্প-
দক্ষ পুরুষও ঐ একমাত্র উপকরণ দ্বারা উক্ত প্রকার
মধুক্রম বানাইতে সমর্থ হইবেন না। মধু-ক্রমের রচ-
নায় উহারা এমনই শৃঙ্খলা পূর্বক ঐ ঘটকোণ ঘর
গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজায় যে এক বিন্দু স্থা-
নও নিরর্থক পড়িয়া থাকে না। যদি কোন বিশেষ
ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎপণ্ডিতকে এক বিন্দু মধুচ্ছিষ্ট প্রদান
করিয়া একপ ব্যবস্থানুসারে ঘটকোণঘর রচনা-
দ্বারা উক্ত প্রকার মধুক্রম নির্মাণ করিতে অনুরোধ
করা যায়, বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি সহজে কৃত-
কার্য্য হইতে পারেন না, কিন্তু মক্ষিকারা সুদৃঢ় এক
সংস্কারবলে ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের দুঃসাধ্য
কর্ম্মও অনায়াসে সম্পন্ন করে। ঘর গুলির আকার
ঘটকোণ না করিয়া অন্য রূপ করিলেও উহাদিগের
বাসস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারিত কিন্তু ঘটকোণগৃহ-
দ্বারা মধুক্রম নির্মাণ করিলে যে রূপে অস্প পরি-
মিত মধুচ্ছিষ্ট দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে অন্য
প্রকারে তরুণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ অন্য
প্রকার ঘরের অপেক্ষা মধুমক্ষিকারা ঘটকোণ ঘরের
মধ্যে সহজে যাতায়াত করিতে পারে এবং ঘটকোণ
ঘর দ্বারা মধুক্রম নির্মাণ করিলে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে
ঘরের সঙ্খ্যাও অধিক হয়। ঐ ঘর গুলির ভিত্তি
এমনি পাতলা যে ঐ ঘরে যাতায়াত করিতে
মক্ষিকাদিগের মুখের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিবার
নিতান্ত সম্ভাবনা, এই জন্য উহারা প্রত্যেক
ঘরের মুখের চারিদিকে ভিত্তি অপেক্ষা চারি পাঁচ
গুণ পুরু করিয়া অঙ্গুরীর ন্যায় অবয়ব নির্মাণ করি-
য়া দেয়। ইহাতে সমস্ত ভিত্তি পুরু করিলে যত মম
লাগিত তত লাগে না অথচ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

মধুমক্ষিকারা সমবেত-ক্রিয়া ও সাধারণ-চেষ্টা-
দ্বারা আপনাদিগের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে।
উহারা সর্বদা দলবদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতে থাকে,
এবং এক ২ দলে এক ২ প্রকার কর্ম্মের ভার লইয়া



আপন ২ কর্তব্যে নিযুক্ত হয়। কতকগুলি মক্ষিকা মধুক্রম নির্মাণ করিতে নিযুক্ত হয়; অপর কতকগুলি মক্ষিকা আহাৰ্য্য আহরণ পূর্বক তাহাদিগকে প্রদান করে। মধুক্রম নির্মাণ করিবার সময় উহারা আপনাদিগকে দুই তিন দলে বিভক্ত করিয়া ঘর করিতে আরম্ভ করে, এবং একেবারে ভিন্ন ২ স্থলে দুই তিন দলে কার্য্যারম্ভ করাতে অতি সত্বরই মধুক্রম প্রস্তুত হইয়া উঠে। মধুক্রমের মধ্যে উহারা সারি ২ ঘর সাজাইয়া তাহার মধ্যে ২ আপনাদিগের প্রয়োজন মত পথ রাখে; এই পথ দিয়া উহারা ঘর হইতে বহির্গত হইয়া মধুক্রমের বাহিরেও যাইতে পারে এবং এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতেও সমর্থ হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনের সময় সত্বর গতয়াতের জন্য উহারা মধুক্রমের

মধ্যে এক প্রকার মণ্ডলাকার গুপ্ত পথও প্রস্তুত করিয়া রাখে।

উহারা ভিন্ন ২ কার্য্যের জন্য ভিন্ন ২ প্রকার ঘর প্রস্তুত করে। কতকগুলি ঘরে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে; এবং কতকগুলি ঘরে জীজাতিরা ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। এই ডিম্বসমস্ত এই ঘরেই প্রক্ষুটিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের পক্ষ নির্গত হইয়া উড়িবার শক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা এই ঘরের মধ্যেই থাকে।

মধুমক্ষিকা তিন প্রকার, কর্মচারী, প্রভু, এবং কর্তা। কর্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের আকার বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা কর্তার আকার বড়। এই সমস্ত মক্ষিকাদিগের আকারানুসারে বাসস্থান প্রস্তুত হইয়া থাকে। কর্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের

বাসস্থান বড়। এবং তদপেক্ষা কর্ত্তীর বাস স্থান বড়। কর্মচারিদিগের সঙ্খ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাহাদিগের বাসস্থানের সঙ্খ্যা ও সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। যে ঘর গুলিতে মধু থাকে, মক্ষিকারা সেই ঘর গুলিকে অন্য ঘরের অপেক্ষা গভীর ও প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করে। ঐ ঘরে যখন মধু না ধরে, তখন উহারা ঘরের আয়তন বড় করে।

প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা কেবল দুই টি ক্ষুদ্র দস্তুর সহকারে আপনাদিগের বাসস্থান নির্মাণের সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করে। ঐ দুই টি দস্তুর দ্বারা মধুচ্ছিষ্টে পরিষ্কার করিয়া মধুক্রমে সংযোগ করে এবং উহা দ্বারা ঘরের আকারও নির্মাণ করে; কর্ম করিবার সময় মক্ষিকারা ঐ ক্ষুদ্র দস্তুর দুই টিকে এমনি সহরে চালনা করে যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মধুচ্ছিষ্টদ্বারা ঘর নির্মাণ করিয়া কেবল পুনঃ তাহাতে দস্তুর ঘর্ষণ করত তাহার চারিদিক সমান করে এবং দস্তুরাঘাত করিয়াই তাহাকে প্রয়োজন মত শক্ত ও পাতলা করিয়া থাকে। কোন মক্ষিকা দস্তুর দ্বারা কোন ষটকোণ ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করে; এবং কোন কীট কোন নূতন ঘরের পত্তন করে। কোন ২ সময় এক ২ টি মক্ষিকাকে কোন ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া থাকিতে দেখা যায়। ঘর রচনা করিতে, যদি কোন ঘরের কোন স্থানে একটু প্রয়োজনাতিরিক্ত মোম পতিত হয় তাহা হইলে উক্ত মক্ষিকারা ঐ কাপে সেই ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দস্তুর দ্বারা সেই অতিরিক্ত মধুচ্ছিষ্ট টুকু কর্ত্তন করতঃ সেই ঘরের ভিত্তি সমান করে এবং সেই উদ্ভূত মোম টুকু ডেলা পাকাইয়া যে ঘরের যে স্থানে লাগাইবার আবশ্যক হয় সেই খানে লাগাইয়া দেয়। একটি মক্ষিকা যেমন আপন কর্ম হইতে অবসর হয় অমনি তৎক-

ণাৎ আর একটি মক্ষিকা আসিয়া সেই কর্মে নিযুক্ত হয়; এই রূপ অনবরত ও অনবচ্ছিন্ন ক্রিয়া দ্বারা অতি শীঘ্র মক্ষিকারা আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

মক্ষিকাদিগের মধুচ্ছিষ্টে প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি ও অতিচমৎকার। মধুমক্ষিকারা যে পুষ্প উপবেশন করে, পশ্চাৎপদদ্বারা সেই পুষ্প হইতে ধূস্পরজঃ সঞ্চয় করিয়া লইয়া আইসে। উহারা প্রথমতঃ ঐ পুষ্পরেণু প্রথম-জঠরে রক্ষণ করে, অনন্তর উহা তাহাদিগের দ্বিতীয় পাকস্থলীতে পতিত হইয়া মধুচ্ছিষ্টে কাপে পরিণত হয়, এবং প্রয়োজনমতে মক্ষিকারা তাহা উদ্গীরিত করিয়া মুখ মধ্যে আনয়ন পূর্বক দস্তুর দ্বারা আবশ্যক স্থানে নিয়োগ করে। যিম্বর নামক এক জন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা মধুক্রমের মধ্যে যেমন মধু সঞ্চয় ও ভিন্ন প্রসবাদির স্থান প্রস্তুত করে; সেই রূপ পুষ্পরেণু সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্যও পৃথক স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখে। যখন কোন মধুমক্ষিকা কোন পুষ্পহইতে রেণু সঞ্চয় করিয়া স্বস্থানে আগমন করে, তখন মধুক্রম-স্থিত অপর মক্ষিকা তাহার সেই ভার অবস্কন্দন করিয়া লইয়া ভক্ষণ করে, এবং যখন ভক্ষণ করিবার আবশ্যক না হয় তখন তাহা নির্দিষ্ট সঞ্চয় গৃহে রক্ষা করে। যে ঋতু বা যে সময়ে বাতবৃষ্টি-প্রভৃতির প্রতিবন্ধকে মক্ষিকারা খাদ্য সমুদায় বন ও প্রান্তরাদিতে গমন করিতে না পারে তখন তাহারা ঐ সঞ্চিত রেণু ভোজন করিয়া কাল যাপন করে। ঐ ভুক্ত রেণু মধুচ্ছিষ্টে হইয়া উহাদিগের মুখেতে আগত হয়। যে রসাদু মধুচ্ছিষ্টদ্বারা মক্ষিকারা আপনাদিগের গৃহ নির্মাণ করে তাহা একটু শুষ্ক হইলেই সামান্য মোম হয়।

মধুমক্ষিকারা আপনাদিগের বাস স্থান সমধিক উষ্ণ রাখিবার জন্য এবং তন্মধ্যে অপর কোন

হিংসু কীটাদির প্রবেশ পথ বন্ধ করিবার জন্য ও অশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা যখন কোন নূতন মধুক্রম অধিকার করে, তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহার চতুর্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখে, যদি কোন স্থানে এক বিম্বু ছিদ্র দেখিতে পায় তবে তৎক্ষণাৎ নানা-প্রকার-বৃক্ষ-নির্যাসদ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। মধুচ্ছিষ্ট বায়ু বা আতপদ্বারা শীঘ্র ক্ষয় ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহারা এই ছিদ্র, স্থায়ী বৃক্ষনির্যাস-দ্বারা বন্ধ করে। কোন মক্ষিকা পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয়দ্বারা নির্দিষ্ট বৃক্ষহইতে নির্যাস বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কোন মক্ষিকা তাহার নিকট হইতে সেই নির্যাস গ্রহণ পূর্বক ছিদ্রে প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে। বৃক্ষ-নির্যাসদ্বারা মক্ষিকারা অন্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ অপর কোন ক্ষুদ্র কীট তাহাদিগের বাস স্থান মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারা সেই কীটকে হুলফুটাইয়া বধ করে, এবং তথাহইতে দূরে টানিয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু যদি কখন কোন শয়্মুক প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও অনেক গুলি মক্ষিকা একত্রিত হইয়া তাহাকে বধ করে, কিন্তু তাহার অজ্ঞতার বহন করিয়া সে স্থান হইতে দূরে ফেলিতে পারে না। এই অবস্থায় মধুক্রম মধ্যে এই শয়্মুকের মৃতদেহের অসহ্য দুর্গন্ধ বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগের কোন ক্লেশ ও অনিষ্ট হইতে না পারে, এই জন্য তাহারা পূর্বোন্নিখিত বৃক্ষ নির্যাস দ্বারা সেই মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কিন্তু যখন কোন শয়্মুক উহাদিগের হুলের আঘাত পাইবা মাত্রে স্বীয় কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন মক্ষিকারা অতি সহজে আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। নির্যাসদ্বারা কেবল এই শয়্মুকের সম্পূটদ্বার বন্ধ করিলেই, সে তন্মধ্যে হত হইয়া থাকে আর বহির্গত হইবার সাধ্য থাকে না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মক্ষিকারা শীত কালের ও গৃষ্ম কালের কোন সময় বন ও প্রান্তরাদিতে গমন পূর্বক মধু আহরণ করিতে পারে না বলিয়া পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই প্রকার সঞ্চয়ের সময় উপস্থিত হইলে উহারা সর্বদা পুষ্পবন মধ্যে গমন পূর্বক আপনাদিগের ক্ষুদ্র শুণ্ডদ্বারা নানা পুষ্পহইতে মধু শোষণ করিয়া নিগীলন করে, এবং পুনঃ নিগীলন করতঃ যখন উদর পরিপূর্ণ হয়, তখন স্বস্থানে গমন পূর্বক সেই মধু বমন করিয়া সঞ্চয়গৃহসকল পূর্ণ করিয়া রাখে। সঞ্চয়ের জন্য উহারা যে মধুপান করে তাহা গলাধঃ করণ হইবার পর উহাদিগের পাকস্থলীর উপরি ভাগেই অবস্থিত থাকে, আর নিম্ন দেশে যায় না। যে মক্ষিকা এই রূপে মধুবহন করিয়া আনে, সে তাহা উদ্গীর্ণ করিয়া অপর মক্ষিকাদিগের শুণ্ডদেশে প্রদান করে, এবং তাহারা যথাস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখে। মধু লইয়া গমন করিবার সময় যদি পথি মধ্যে কোন ক্ষুধার্ত মক্ষিকার সহিত সাক্ষাত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই মক্ষিকা উহারা উদরস্থ মধু উদ্বমন করিয়া আচ্ছাদপূর্বক অতিথি সেবা করিয়া থাকে। কি প্রকারে যে ক্ষুধার্ত মক্ষিকা অপর মক্ষিকার স্থানে আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করে, তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিত নিঃসংশয়ে স্থির করিতে পারেন নাই; কিন্তু উহারা যে উদরস্থ মধু উদ্বমন করিয়া অতিথি সেবা করে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মক্ষিকারা সহসা আপনাদিগের সঞ্চিত মধু স্পর্শ করে না, কোন দুর্দিন উপস্থিত হইলে অগ্রে উহারা, যে সকল ঘর খোলা থাকে, তাহারই মধু খায়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যত্র হইতে উহাদিগের মধু পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন মতেই উহারা কোন ঘরে মুখ প্রদান করে না। যে সকল ঘরে শীতকালের জন্য মধু সঞ্চিত

থাকে সে সকল ঘরের মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে ।

কেবল সমবেত ক্রিয়া ও সাধারণ চেষ্টাদ্বারা ই যে মক্ষিকাদিগের পরস্পর সৌহার্দ ও সম্ভাব প্রকাশ পায় এমন নহে । যখন কোন কারণে উহাদিগের রাণী বা চক্রাধিষ্ঠাত্রীর মৃত্যু ঘটে তখন উহাদিগের মধ্যে প্রবল শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । সকল মক্ষিকারা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ম্লান ভাবে কালযাপন করে । কোন নূতন মধুকুম প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে তাহা অমনি বন্ধ থাকে এবং মধু বা মধুচ্ছিষ্ট সমূহ ও রহিত হয় । যাবৎ কোন নূতন রাণী পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্তা না হয়, তাবৎ উহাদিগের উক্ত প্রকার অবস্থাই থাকে । উহাদিগের মধ্যে প্রধান ২ মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া সর্ব সম্মতি ক্রমে অবিলম্বেই নূতন রাণী স্থির করে । যাহাদিগকে রাণী করিবার মনস্থ হয়, তাহাদিগকে বিশেষ স্থানে রক্ষা করিয়া অনবরত মধুপান করাইয়া শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তোলে ।

মক্ষিকাদিগের রাজ্য শৃঙ্খলা ও অতি চমৎকার । উহারা সকলেই রাজ পরতন্ত্র হইয়া এক রাণীকে মান্য করে । ঐ রাণীর মতে রাজ্যের সমস্ত কার্য নির্বাহিত হয় এবং সকল নিয়ম রক্ষা পাইয়া থাকে । ঐ প্রধান হইতে সকলের উৎপত্তি ও অবস্থিতি হয় বলিয়া সকলেই উহার প্রাধান্য স্বীকার করে । ইহাদের আচরণদ্বারা প্রধানার প্রতি ভক্তিভাবের আশ্চর্য্যদৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । প্রধানার জন্য দলস্থ সমুদায় মক্ষিকাই অনবরত নানা প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে । তিনি গর্ত্তবতী হইলে তাঁহার প্রসবের জন্য পূর্ব হইতে মক্ষিকারা সূতিকাগার নির্মাণ করিয়া রাখে এবং প্রসূত শাবকদিগের ভোজনের জন্য আহাৰ্য্য সংগ্ৰহ করিয়াও রক্ষা করে । মক্ষিকারা কেবল

সংস্কার বলে যে কার্য্য করিয়া থাকে বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্য তাহার অনুকরণ করিলে ও মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ।

মহিউবর নামক একজন পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন যে এক ২ দলে এক ২ টি রাণী প্রধান হইয়া সেই দলকে পরিচালন করেন । বসন্ত ঋতু সমাগত হইলে প্রধান বা রাণী অগ্নে কতকগুলি পুণ্ড্র প্রসব করেন । তৎকালে কর্মচারি মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া প্রসূত ২ ঘর প্রসূত করিতে নিযুক্ত হয়, সেই সমস্ত ঘর প্রসূত হইলে রাণী পুনর্ব্বার কন্যা প্রসব করেন । ঐ কন্যারা বর্জ্জিষু হইয়া কালেতে রাণীর পদে অভিষিক্তা হয় ।

তুষারদ্বীপ ও তুষারগিরি ।



পৃথিবী মণ্ডলে যত প্রকার আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় তুষারদ্বীপ তন্মধ্যে এক প্রধান আশ্চর্য্যের বিষয় । পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তই এই পরমাশ্চর্য্য বিষয়ের আধার । সুমেক অথবা কুমেকর সন্নিহিতে প্রভূততুষাররাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সমুদ্রজলের উপর অতি প্রশস্ত দ্বীপরূপে ভাসিতে থাকে ; নাবিকগণ ঐ প্রসারিত তুষার ক্ষেত্রকে তুষারদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করে । হিমের প্রাবল্যই উক্ত দ্বীপের উৎপত্তির প্রধান কারণ । যে স্থলে সমুদ্র জল হিমাধিক্য-হেতু ক্রমাগত সংযত হইতে থাকে, এবং উপযুক্ত উত্তাপাভাবে দীর্ঘ কালের মধ্যে দুবীভূত হইতে পায় না, সেই স্থলেই তুষারদ্বীপের উৎপত্তি হয় ; সুতরাং হিমাচ্ছন্ন সুমেক ও কুমেকই ইহার উৎপত্তি স্থান । ইতর দ্বীপ যেমন সর্বদা এক স্থানে স্থায়ী থাকে ; উক্ত দ্বীপ সে রূপ থাকে না ; উহা সমুদ্র স্রোতে

অথবা বায়ুবেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তর ভাসিয়া যায়; এই জন্য উহা দ্বারা অনেকাধিক সময় নাবিক গণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ সমুদ্রে কোন ২ সময় এ প্রকার ঘটনাও উপস্থিত হয়, যে নাবিকগণ নিঃশঙ্কে ও নির্বিঘ্নে পোত পরিচালন করিতেছে, এমন সময় স্রোতঃসহকারে অথবা বায়ুবেগে কোথা হইতে অনপেক্ষিত তুষাররাশি আগমন করিয়া তাহাদিগের চতুর্দিকস্থ জল আবৃত করিয়া ফেলে। কোন ২ সময় খণ্ড ২ তুষার রাশি সমুদ্র স্রোতে নানা দিগ হইতে ভাসিয়া আসিয়া কোন স্থানে কোন নূতন তুষার দ্বীপ উৎপন্ন করে। এ প্রকারেই বৃহৎ দ্বীপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন ২ সময়ে উক্ত প্রকার দ্বীপ সম্বন্ধীয় বিপদে পতিত হইলে নাবিকগণকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হয়। গুইনলণ্ড নামক উপদ্বীপবাসী ধীবরেরা সর্বদাই উক্ত দ্বীপ সম্বন্ধীয় বিপদে পতিত হয়। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সার হগ উইলোবি নামক এক জন সাহেব আপন দলবল সমভিব্যাহারে সমুদ্র পথে ভ্রমণ করত অকস্মাৎ এক তুষার-দ্বীপে আবদ্ধ হইয়া সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন; এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মল্গেব নামক আর এক জন সাহেব এ প্রকার তুষার দ্বীপে পতিত হইয়া ঘোরতর বিপদে বিপন্ন হইয়াছিলেন। লর্ড মল্গেব সাহেব তুষারদ্বীপ বিষয়ক অনেক আশ্চর্য্য কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, যে যে তুষারদ্বীপকর্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর দুই খানি পোত সম্বদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহা এ পোতদ্বয়কে আপন উদর মধ্যে গ্ৰাস করিয়া ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহার কোন ২ অবজ্ঞুর অবনত স্থান সূর্য্য কিরণে দৃশ্যমান হইতেছিল এবং কোন ২ স্থানে সমুদ্রস্রোতঃ দ্বারা তুষারখণ্ড উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হওয়াতে তাহা ক্রমাগত পর্বত তুল্য উন্নত হইতে

ছিল। তুষারখণ্ড সকল ক্রমে উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হওয়াতে লর্ড মল্গেব সাহেবের পোত সাগরের জল হইতে ক্রমে উদ্ধ.দেশে উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি এ চতুর্দিকস্থ তুষারক্ষেত্র ভেদ করিয়া পোত-পরিচালনোপযোগী পথ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক আয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি ক্ষুদ্র ২ তরণী সকল সেই প্রসারিত তুষার ক্ষেত্রের উপর টানিয়া সমুদ্র জলে উপনীত করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু এমত সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল বায়ু উপস্থিত হইয়া সেই তুষারদ্বীপকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আপনা হইতে তন্মধ্যে পোত গমনোপযোগী সুন্দর পথ প্রস্তুত হইল।

• প্রসিদ্ধ সমুদ্রযাত্রী কাপ্তেন কুক সাহেব যৎকালে পোতারোহণে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করেন তৎকালে তিনি ও নানা স্থানে নানা প্রকার তুষার-দ্বীপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি একদা অতি প্রকাণ্ড এক দ্বীপ অবলোকন করেন, তাহার পরিধি এক ক্রোশের ন্যূন নহে, এবং তাহা চারিশত হস্তের ও অধিক উদ্ধ. হইবেক। কিন্তু তিনি যে স্থলে এ দ্বীপ অবলোকন করেন তথাকার সাগরের এমনি প্রবল তরঙ্গ যে উক্ত প্রকার উচ্চ দ্বীপের উপরেও তরঙ্গসকল উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। কুক সাহেব এ উচ্চতর তুষার দ্বীপে অপরূপ শোভা অবলোকন করিয়া মহানন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তদানুসঙ্গিক বিপদ মনে হইয়া তাহার মনোমধ্যে ভ্রাস ও জন্মিয়াছিল। কুক সাহেব আর এক প্রশস্ত তুষারদ্বীপের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এত প্রকাণ্ড যে তিনি চক্ষুদ্বারা তাহার সীমা দেখিতে পান নাই। কুক সাহেব এই প্রকার তুষার ক্ষেত্রের স্থানে ২ তুষারময় শ্বেত পর্বত সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব যে সকল তুষার ময় পর্বত সন্দর্শন করেন তাহার মধ্যে কোন

পর্বতের শিখরদেশ দুই শত হস্তেরও অধিক হইবে। কুক সাহেব এই অপরিমিত তুষার ক্ষেত্র সম্বন্ধে করিয়া তথ্যহইতে পোত লইয়া বিমুখ হইলেন, এবং সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যের গম্য স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। উল্লিখিত তুষার দ্বীপ অর্নতিক্রমণীয় না হইলে কুক সাহেব পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতেন সন্দেহ নাই। তিনি এই প্রকার অসীমতুষারভূমি সম্বন্ধে করিয়াই পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পরাভ্রমুখ হইলেন। ইনি ব্যক্ত করিয়াছেন, যে উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্রের কোন স্থলে সমুদ্র তুষারদ্বীপসকল উচ্চতর পর্বতের ন্যায় ভাসিতে থাকে এবং তাহা দিগকে সম্বন্ধে করিলে মনোমধ্যে বিপুল আনন্দের উদয় হয়। এই সমস্ত পর্বতের নিম্নভাগে সমুদ্র হইতে নীলোজ্জ্বল জলবিন্দু সকল তরঙ্গদ্বারা সংলগ্ন হওয়াতে অতি আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পায়। যখন এই সমস্ত জলবিন্দুপরি সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তৎকালে তাহা উজ্জ্বল নীলকান্তমণির রেখাবৎ প্রতীত হয়। এবং যখন এই সমুদ্র তুষার শিখরে অন্য তুষারখণ্ডসকল প্রবল বেগে গমন করিয়া একত্র সংযুক্ত হয় তখন তদুৎপন্ন কলং ধ্বনি শুবণ করিলে মনোমধ্যে পুলক উপস্থিত হয়; বিশেষত যে সকল সমুদ্র তরঙ্গ এই তুষার পর্বতের গদতলে অনবরত আহত হইয়া ক্রমে সংহত হইয়া যায় তাহাদ্বারা আশ্চর্য্য প্রতিকর্পসকল প্রকাশ পায়। এই সকল-তরঙ্গ-জনিত অদ্ভুত আকার সম্বন্ধে করিয়া নাবিক গণের কখনও গ্রাম নগর পস্থা অট্টালিকা প্রভৃতি নানা প্রকার মনুষ্য কৃত শিল্প সৌন্দর্য্যের ভ্রম হয়।

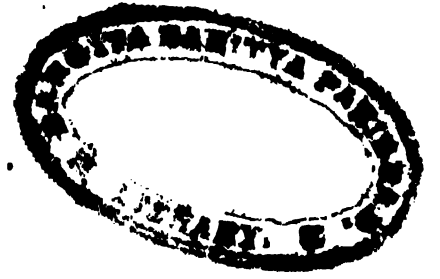
সমুদ্র জলে যেমন তুষার গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ স্থল ভাগেও তুষার গিরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তর খণ্ডে তুষার-মণ্ডিত দুই পর্বত শ্রেণীর মধ্য দেশে আশ্চর্য্য তুষার গিরি

দেখিতে পাওয়া যায়। স্পিটস্ বর্গে নামক দ্বীপের পূর্বধারে সাতটি আশ্চর্য্য তুষার গিরি বিদ্যমান আছে, উহার প্রত্যেকে পরস্পর সমধিক অন্তরে ২ স্থাপিত থাকিয়া অপরিচ্ছিন্ন অনির্দিষ্ট দূরদেশ ব্যপিয়া রহিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে সর্বাঙ্গের দূরস্থিত গিরিকে সমুদ্র হইতে ২০০ দুই শত হস্ত উচ্চ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে নীলকান্তমণির আভা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই তুষার গিরির উপরি ভাগ সূর্য্য উত্তাপে দ্রবীভূত হওয়াতে উহার চতুর্দিক হইতে শত শত জনপ্রপাত পতিত হইয়া নীলবর্ণ পর্বতকে শ্বেত মালায় বিভূষিত করিতে থাকে। সময়ে ২ এই তুষার-গিরির শৃঙ্গসকল ভগ্ন ও স্থলিত হইয়া ও জল প্রপাতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেগে সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয় এবং কখনও তদ্বারা ও তুষার-দ্বীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। একদা লর্ড মলগেব উক্ত প্রকার তুষার খণ্ডকে মহাবেগে সাগরজলে পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই তুষার খণ্ডের ৯৩ হাত জলমধ্যে মগ্ন ছিল, এবং প্রায়ঃ ৪০ হাত জলের উপরি ভাগে উচ্চ হইয়াছিল। উত্তর কেন্দ্রের স্থানে ২ সর্বদাই উক্ত প্রকার তুষার গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ তুষারগিরির উপরি ভাগে ক্রমাগত হিম পতিত হইয়া নানা প্রকার অবয়ব উৎপন্ন হয়। কতকগুলি তুষার গিরি অসংখ্য গিরিজার ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, উহার স্থানে ২ দ্বার, বাতায়ন এবং গৃহের অপরাপর অঙ্গ সমস্তও দৃষ্ট হইয়াছিল। মলগেব সাহেব কহিয়াছেন, যে এই সমস্ত তুষার গিরিতে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার বিদ্যমান ছিল, কোন উপন্যাস কর্তা কল্পনা করিয়া তদ্রূপ আশ্চর্য্য বিষয় বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেন না।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থ্য

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।



৯ পর্ব]

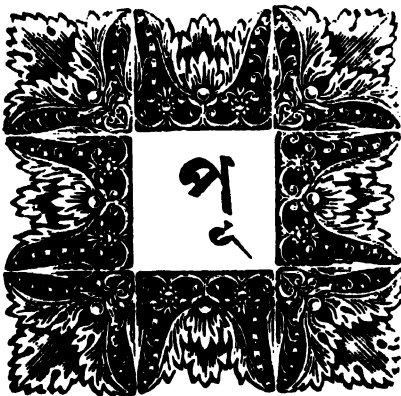
শকাব্দ ১৭৮১, আশ্বিন।

[৩৩ খণ্ড।



যোহন্ রাজা মাগ্নাকার্টা স্বাক্ষর করিতেছেন।

মাগ্নাকার্টা সনন্দপত্র।



বঁকালে রাজারা
প্রজাদিগের প্রতি
অত্যন্ত অত্যাচার-
দ্বারা অকারণে বল-
পূর্বক কর গৃহণ
ও বিস্তর করি-
তেন। ইহার ভূরি
প্রমাণ সকল রা-

জ্যেরই পূর্বতম ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে
এইরূপ ব্যাপার সর্বদাই ঘটিত, এবং আসিয়া-
খণ্ডের স্থানে বিশেষতঃ মুহম্মদীয়-ধর্ম্মাফ্রাস্ত

দেশসকলে এইরূপ অত্যাচার অতিশয় প্রবল ও
প্রসিদ্ধ আছে। রাজাদিগের দোরাঅ্য ও অন্যান্য-
চরণ সাতিশয় হইলে প্রজারা নিতান্ত অসহিষ্ণু
হইয়া একবাক্যে উপপ্লবদ্বারা ভূপতির অত্যাচার
নিরাকরণ তথা আপনাদিগের স্বাধীনতা সংস্থাপন
করিতে ত্রুটি করিত না। তৎকালে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত
কুলীন মহোদয়েরা প্রজাবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ হ-
ইয়া ভয় প্রদর্শনদ্বারা রাজাকে তাহাদিগের অভি-
মতে কার্য্য করিতে অবনত করাইত। ইংলণ্ড-দেশে
যোহন্ রাজা ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া জন-সমাজে
চিরবিখ্যাত রহিয়াছেন। যোহন্, দ্বিতীয় হেনরী
নামক রাজার কনিষ্ঠ পুত্র। ইংলণ্ড রাজ্যের ব্যবস্থা-
মতে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ পুত্রের রা-
জ্যপ্রাপ্তি হওনের বিধি ছিল না; কিন্তু যোহন্ রাজা
সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অসদ ব্যবহারদ্বারা সিং-
হাসনাক্রান্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় হেনরীর চারি
পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ, হেনরী; দ্বিতীয়, রিচার্ড;
তৃতীয়, জিয়ফ্রয় এবং যোহন্, সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন।
জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পিতার বর্ত্তমানে পরলোক প্রাপ্ত
হয়েন, সুতরাং রাজা হেনরীর মরণান্তর রিচার্ড
তদীয় রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহার রাজ্য-সময়েই
ডিউক অর্থর নামক তাহার শিশু সন্তান অধিকৃত
প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে রিচার্ড নিঃসন্তান হইয়া

মানবলীলা সম্বন্ধে করিলে ব্যবস্থামতে অর্থই রাজ্যের অধিকার লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু যোহন্ রাজ্য-ভার-গৃহকে লোলুপ হইয়া ভ্রাতৃ-পুত্র অর্থের প্রাণ বিলীণ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। যোহন্ স্বভাবতঃ দুঃশীল ও নিষ্ঠুর ছিলেন। অকিঞ্চিৎকর রাজ্য-লোভ-পরতন্ত্র হইয়া এতাদৃশ নিদারুণ কৰ্ম করিতে ক্ষমামাত্রও তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় নাই। রাজ্যেশ্বর হইয়া যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রজারা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া বৈরিভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রজার বলেই রাজার বল! যখন সমস্ত প্রজা বিরোধী হইয়া উঠিল তখন তাহার সে বল কোথায়? বিশেষতঃ ধর্ম্যাধ্যক্ষ পোপের সহিত অকোশল হওয়াতে তিনি একেবারে নিরুপায় হইয়া পোপকে সমুদায় রাজ্যদান ও তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু পোপের রাজ্য ইংলণ্ড হইতে অনেক দূর-বর্ত্তি; সুতরাং পোপের প্রতিনিধির আগমনমাত্র যোহন্ আপনার চিরপরিচিত স্বভাবের অনুগামী হইলেন। এ দিকে দেশের সম্ভ্রান্ত কুলীনেরা বহুদিবস পর্য্যন্ত তাঁহার বিকক্ষে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু নানাকারণবশতঃ তাহাদিগের সেই অভিপ্রায় বিফল হইয়া যায়। অবশেষে এক দল প্রবল সৈন্য সম্বাহন করিয়া বিদ্রোহি কুলীনগণ বুকলী নামক স্থানে যাত্রা করিলেন, কারণ রাজা তৎকালে ঐ স্থানে বাস করিতেছিলেন। রাজা তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাণ্টরবরীর ধর্ম্যাধ্যক্ষ ও পোপের প্রভৃতি সভাসদ বর্গকে অবিলম্বে তাহাদের প্রার্থনা জানিবার নিমিত্ত শত্রুসম্মিধানে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে কুলীনেরা আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয়ের এক খানি পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা

ঐ পত্র প্রাপ্তিমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন “তবে তাহাদিগকে আমার সমুদায় রাজ্য প্রদান করিতে হইবে?” এবং শপথ করিয়া কহিলেন “আমি কদাপি তাহাদিগের একপ অন্যায় প্রস্তাবে সম্মত হইব না।” কুলীনেরা রাজার এই কপ গর্বিত বচন শুনিবামাত্র সক্রোধে রবট ফিট্‌সওয়াল্টের নামক ব্যক্তিকে “ঈশ্বরানুগৃহীত সৈন্যাধ্যক্ষ,” এই উপাধি প্রদান-পূর্বক যোহনের বিকক্ষে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে প্রজারাও এই হতভাগ্য প্রজাপৌড়ক রাজার শত্রুকুলের অনুকূল হইল। কুলীনেরা সমস্ত প্রজাবর্গের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া একপ প্রবল হইয়া উঠিলেন, যে অতি অল্প কাল মধ্যেই রাজার প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। রাজা এই সমস্ত দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া অগত্যা কুলীনদিগের প্রার্থিত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু কুলীনদিগের রাজার প্রতি এত দূর বিশ্বাস ছিল না যে শুদ্ধ তাঁহার কথার উপর নির্ভর করেন; তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা উইন্সম্ এবং ষ্টেন্স মধ্যস্থিত রনিমিদ্ নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ সভা করিয়া ইংরাজী ১২১৩ শালের জুনমাসের ঊনবিংশ দিবসে সর্ব সমক্ষে রাজার নিকট এক সনন্দ পত্র প্রেরণ করিয়া লইলেন। এই সনন্দপত্রের নাম মাগ্নাকার্টা। এই মহত্যাচার সম্পন্ন হওয়া অবধি রনিমিদ্ অদ্যাবধি জনসমাজে আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই মাগ্নাকার্টা ইংলণ্ডীয়-রাজব্যবস্থার মধ্যে সর্বাগুণ্য। ইহার দ্বারাই রাজ্যের আপামর সাধারণ জনগণে অদ্যাবধি স্বাধীনতা সন্তোষ করিতেছে। ঐ পত্রে অবধারিত হয় যে অপরাধী কোন ব্যক্তি তাহার সদৃশ ছাদশ লোকের বিচারে দোষী প্রমাণ না হইলে রাজা তাহাকে কারাবদ্ধ, রাজ্য নির্বাসিত, বা কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন

না। রাজা বিচারার্থীরা বিচার-সম্পাদনে বিলম্ব বা তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না। কোন অপরাধের অবস্থার অতীত অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন না। প্রধান বিচারালয় নির্দিষ্ট স্থানে থাকিবে, পূর্বের ন্যায় রাজার সঙ্গে স্থানান্তরিত হইবেক না। ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি দ্বারা আবদ্ধ দেশসমুদায়ের বণিকগণ অবাধে পরস্পর স্বৈচ্ছাধীন বাণিজ্য করিতে পারিবে। নির্দোষী প্রজারা স্বৈচ্ছানুসারে রাজ্য পরিত্যাগ ও স্বৈচ্ছানুসারে তথায় পুনরাগমন করিতে পারিবে। প্রজাবর্গের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদক এই ২ ও ইত্যাকার অনেক নিয়ম দ্বারা প্রজাবর্গের স্বাধীনতার দুর্গ সংস্থাপিত হয়; অতঃপর এতদ্বারা যে ইংরাজদিগের ভূয়সী আদরণীয় হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিশ্বামিত্রের জীবন চরিত।

৫ পার্শ্বের ২৭৩ পৃষ্ঠা হইতে সমাগত।



এ দিকে বিশ্বামিত্র বহু দিন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৃক্ষা পুনর্বার বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “কুশিক নন্দন! তুমি তপোবলে অদ্যাবধি মুনিশ্রেষ্ঠ হইলে, এক্ষণে তপস্যা হইতে বিরত হও।” ইহা কহিয়া তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন।

বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাপনি কহিতে লাগিলেন, “অহো! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম, ইহাতেও আমি ঋষি অপেক্ষা মহান হইতে পারিলাম না। ভাল, আমি ইহা অপেক্ষাও কঠোরতর তপস্যা করিব, দেখি দেব-তার। আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন কি না। সম্প্রতি একবার জম্বভূমি ও অন্যান্য স্থান পর্য্যটন করি য়া আসি।” ইহা বলিয়া তিনি সে স্থান কিছু দি-

নের নিমিত্ত পরিত্যাগ করত কাশ্মীর-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় ইক্ষাকু-বংশীয় কবচা-ষপাদ রাজার পোরোহিত্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু রাজা বশিষ্ঠকে মনোনীত করিলেন।

একদা রাজা কবচাষপাদ মৃগয়ার্থে যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র সক্রিকে দণ্ডায়মান দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে কহিলেন, তাহাতে সক্রি অতিনমুভাবে কহিলেন, “মহারাজ! এ পথ আমার, আর ইহাই নিত্যধর্ম যে রাজার। ব্রাহ্মণের সম্মুখে পড়িলে অবসর প্রদান করেন।” উভয়ে কেহই ন্যূনতা স্বীকার না করাতে উত্তরোত্তর বিবাদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে রাজা রোষপরবশ হইয়া ঋষিকুমারকে কশাঘাত করিলেন। সক্রি আহত হইয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।

সেই সময়ে কবচাষপাদ রাজার পোরোহিত্য-গুহণের নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদ হইতেছিল। বিশ্বামিত্র এই সুযোগ পাইয়া ক্রমে ২ বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রতিযোগিপুত্র সক্রির বিনাশ সম্পাদন করাইলেন। বিশ্বামিত্র তাহাতে ও সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রমে ২ ঐ রাজাকর্তৃক বশিষ্ঠের সমুদায় পুত্রদিগকে নিহত করাইলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে আপন পুত্রগণের নাশয়িতা শুবণ করিয়া ও তাহার কোন অনিষ্টে চিন্তা না করিয়া আত্ম-বিনাশ-সাধনেই যত্নবান হইলেন। তিনি মেক-শিখর-হইতে পতিত হইলেন, অধিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, গলদেশে শিলা বদ্ধ করিয়া সমুদ্রতরঙ্গে নিপতিত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ-বিলোপ হইল না তখন মুনিবর একান্ত ভয়মনা হইয়া আশুমে প্রতিনিবৃত্ত হন। কিন্তু আশুমে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভানরহিত শূন্যগৃহ অবলোকনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া পুনর্বার আশুমহইতে বহির্গত হইলেন। তখন প্রাবট-কাল, উর্কজিরা

নদী এমত বেগবতী হইয়া বহিতেছিল যে তীর-জাত বৃক্ষসকল প্রবাহদ্বারা উন্মূলিত করিয়া ফেলিতেছিল। বশিষ্ঠ স্বীয়-প্রাণ-বিনাশোদ্দেশ্যে আপনাকে পাশদ্বারা দৃঢ় বন্ধ করিয়া তাহাতে নিপতিত হইলেন। কিন্তু নদীর দক্ষিণ প্রবাহ তাঁহার পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে তটোপরি উৎকীর্ণ করিয়া দিল। এইরূপে মৃত্যু-বিষয়ে বশিষ্ঠ নিরাশ হইয়া ঐ নদীকে বিপাশা নাম দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তদনন্তর তিনি ভীষণপ্রবাহা হৈমবতী নদীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত তাহাতে ঝাপ দিলেন। হৈমবতী অশ্লীল-মহাপ্রভাব স্বধিকৈ অবলোকন করিয়া শত দিকে দ্রুত হইলেন। সেই অবধি ঐ নদীর নাম শতদ্রু হইয়াছে। হৈমবতী নদীতে বশিষ্ঠের মরণ না হওয়াতে তিনি নানা দিগ্দেশ ও বন উপবন ভ্রমণ করিয়া পুনর্বার স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। সে স্থানে নিজপুত্রবধু সক্রিয় সহধর্মিণী অদৃশ্যস্ত্রীকে গর্ভবতী অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহা হইতেই বংশ-রক্ষার সম্ভাবনা দেখিয়া আত্ম-বিনাশাধ্যবসায়হইতে বিরত হইলেন। কালক্রমে অদৃশ্যস্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল, ঐ পুত্রের পরাশর নাম রহিল।

একদা সেই তপোবনে অভিশপ্ত রাজা কল্মাষপাদ তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠ হুঙ্কার করিয়া তাহার গাত্রে শাস্তি জল নিপেক্ষ করিলেন। ভাগ্যগুণে সেই জলে রাজার শাপ বিমোচিত হইয়া তিনি পূর্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

তখন রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে মুনিসত্তম! আমি আপনকার যজ্ঞমান। সেই সৌদাস, আজ্ঞা করণ এক্ষণে আপনকার কি প্রিয়াচরণ করিব?” বশিষ্ঠ কহিলেন, “যাহা হইয়া গিয়াছে সে সকলি বিধাতার

নির্বন্ধ সম্প্রতি তুমি শাপ-বিমুক্ত হইলে; এখন স্বরাজ্যে গমন করিয়া সুখে প্রজাপালন কর। হে নরেন্দ্র! ব্রাহ্মণদিগকে আর কদাচ অবমান করিও না।” রাজা কহিলেন, “হে মহাভাগ! আর আমি কদাচ ব্রাহ্মণদিগকে অবহেলা করিব না, এই অবধি আমি আপনকার আজ্ঞাবর্তী হইয়া সর্বদাই তাঁহাদিগের পূজায় রত থাকিব।”

এ দিকে বিশ্বামিত্র আপন মনোভিমত সম্পন্ন করিয়া, পুনর্বার পুষ্করারণ্যে আসিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এক দিন মেনকানাম্নো অপসরা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তি পুষ্কর সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিল; দৈবযোগে উভয়ের চারি চক্ষু একত্রিত হইল। বিশ্বামিত্র তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার প্রণয়-লাভে লোলুপ হইলেন। এবং তাহার নিকটে গমনপূর্বক বলিলেন, “সুন্দরি! মাম্ ভজ মাম্ ভজ।” মেনকা ইহা শ্রবণ করিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগিল, তাহাতে বিশ্বামিত্র তাহার সম্মতি বুঝিয়া আপন আশ্রমে আনয়ন-পূর্বক দশ বর্ষপর্যন্ত বিষয়োপভোগে কাল যাপন করিলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল “যে অহো আমি মহর্ষি, আমি এইরূপ ঘৃণিত বিষয়োপভোগে লিপ্ত রহিলাম, আমাকে ধিক্।” ইহা বলিয়া মেনকাকে পরিত্যাগপূর্বক সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাংশে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

তথাকার মায়াবিগণ বিশ্বামিত্রের আগমনে আপন ২ স্বেচ্ছানুরূপ কার্য করিতে অক্ষম হইতে লাগিল, তাহাতে তাহারা মনে ২ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের তথাহইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

একদা ত্রিশঙ্কু-পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র তথায় মৃগ-স্বার্থে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল মায়াবিগণ তাঁহাকে দেখিয়া “রক্ষা করন ২” বলিয়া কাতর-

স্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা ঐ আশ্বিনাদ শুনিবামাত্র, “ভয় নাই, ভয় নাই,” বলিয়া অভয় প্রদান করত, সক্রোধে কহিতে লাগিলেন “কি! আমি রাজ্য শাসন করি, আমার সাম্রাজ্যেও এমন অন্যায্যকারী নর বর্তমান আছে! অরে সে যে হউক সে নিশ্চয় আপনার বস্ত্রাঞ্চলে জ্বলন্ত অনল রক্ষা করিতেছে! আমি স্বয়ং দেশাধিপতি, পরাক্রম এবং অস্ত্রতেজে দীপ্ত হইয়া সম্মুখে আগত, এখনি দ্বন্দ্ব হউক, নচেৎ আমার বাণদ্বারা জর্জরিত-শরীর হইয়া অদ্যই দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইবে।”

মুনিবর বিশ্বামিত্র স্বভাবতঃ উগ্ৰমূর্তি, রাজার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কম্পাধিত-কলেবর হইলেন। অনন্তর রাজা নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদ্যা-সাধন করিতেছেন। “অহো! আমি কি করিলাম ইনি যে সেনহেন, ইনি স্বয়ং বিশ্বামিত্র, আমা হইতে ইহার তপস্যাকার্য্যে ব্যাঘাত পড়িল” এই কথা বলিতে ২ মহাভয়ে তাঁহার হৃদয় অশ্বখপত্রবৎ কম্পমান হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখে ঐ সকল ভয়-প্রদর্শক বাক্য-প্রয়োগ হইতে দেখিয়া সক্রোধ-বচনে বলিতে লাগিলেন, “অরে দুরাত্মন, তুই আমার প্রতি ত্রুর বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিস, তোর এত বড় আশ্চর্য্য।” রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাভীত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “ভগবন্! আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে আমার নিতান্ত অপরাধ নাই। অতএব ক্ষমা করিতে আচ্ছা হউক। ধর্ম্মজ্ঞ রাজার ধন-বিতরণ, প্রজা-রক্ষণ, এবং ধনুর্গৃহণ-পূর্বক যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম।”

বিশ্বামিত্র কহিলেন “হে রাজন্, তুমি আপনাকে সত্যবৃত্ত ও পরমধার্মিক বলিতেছ, তোমার কেমন ধর্ম্মজ্ঞান আছে, শীঘ্র বল দেখি, দানের পাত্র কে? কাহারো রক্ষণীয় এবং কি প্রকার লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত?”

রাজা কহিলেন, “শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও যাহারা নিতান্ত বিহ্ব-বিহীন তাহারো দানের পাত্র, আর ভীত ব্যক্তিরো রক্ষণীয়, এবং শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়।”

বিশ্বামিত্র কহিলেন, “তুমি যদি রাজ-ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপরায়ণ, অহিংসানিরত, দয়াবান, ও ধর্ম্মপথাবলম্বী, তবে আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ করিব মানস করিয়াছি, তোমার নিকট যাচঞা করি আমাকে অভীষ্ট দক্ষিণা দেও।” রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত আচ্ছাদ-পূর্বক কহিলেন, “ভগবন্! আপনাকে কি দক্ষিণা দিতে হইবে, শঙ্কা-পরিত্যাগ-পূর্বক আচ্ছাদ ককন, তাহা যদিও অত্যন্ত দুর্লভ হয় তথাচ আমি দিয়াছি জ্ঞান ককন। হিরণ্য বা সুবর্ণ, পুত্র বা পত্নী, দেহ বা প্রাণ, রাজ্য বা পুরী অথবা রাজলক্ষ্মী যাহা আপনি যাচঞা করিবেন তাহাই প্রদান করিব।”

বিশ্বামিত্র রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষাধিত হইয়া বলিলেন, “অহে রাজন্! তুমি যাহা দান করিলে আমি প্রতিগৃহ কল্পিলাম, প্রথমতঃ আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান কর।”

রাজা কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণ! আমি তাহাও আপনাকে প্রদান করিব। আপনকার আর যে ২ প্রতিগৃহ অভীষ্ট থাকে প্রার্থনা ককন।”

বিশ্বামিত্র কহিলেন “হে রাজন্! এই সমাগরা ও গিরিগুম ও নগর সহিত ধরা, তথা গজ বাজি-সঙ্কুল তাবৎ তব রাজ্য; আর তোমার ধনাগারস্থ যাবদীয় ধন সম্পত্তি অর্থাৎ সূদ্ধ তোমার ভাৰ্য্যা পুত্র এবং শরীর ও ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল বস্তুই আমাকে প্রদান কর।”

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এই সকল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অম্মান ও প্রস্টমেনে কৃতাজ্জলি হইয়া কহিলেন “ভগবন্! আমি এ সমুদায়ই আপনাকে প্রদান করিলাম।”

বিশ্বামিত্র কহিলেন “ভাল, যদি তুমি আমাকে রাজ্য পৃথিবী, ধন জন সর্বস্ব দান করিলে তবে আমি রাজ্যস্থ থাকিতে তাহাতে কাহার প্রভু হইতে পারে?” রাজা কহিলেন “ভগবন্! যখন আমি এই পৃথিবী আপনাকে প্রদান করি নাই, তখন ও ইহাতে আপনকার অধিকার ছিল, এখন ত আপনি মহাপতি হইলেন, আপনকার ব্যতীত আর কাহার প্রভু হইতে পারে?”

বিশ্বামিত্র কহিলেন “ভদ্র! তোমার দান জনিত যে রাজ্যে আমার স্বামিত্ব জন্মিল তাহাতে আর তোমার বাস করিবার কি অধিকার আছে? অতএব তোমার নিকট কটিসূত্রাদি যে কিছু বস্তু আছে সমুদায় ত্যাগ করিয়া আপন পুত্র কলত্রের সহিত বৃক্ষের বল্কল পরিধানপূর্বক অবিলম্বে এই রাজ্য হইতে বহিগত হও।” রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহা শ্রবণমাত্র প্রশস্তচিত্তে কহিলেন, “ভাল যদি তাহা করিলেই আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তবে অবিলম্বে করিতেছি।” ইহা বলিয়া পত্নী ও শিশু সন্তানটীকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তাহার প্রস্থানকালীন বিশ্বামিত্র বার্মারোধ করিয়া কহিলেন, “ওহে তুমি আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে তাহা প্রদান করিলে না?” রাজা কহিলেন, “ভগবন্! আপনাকে সমুদায় রাজ্য প্রদান করিলাম এখন আমার নিকট এই তিনটি শরীর ভিন্ন ত আর কিছুই নাই।” বিশ্বামিত্র কহিলেন “রাজন্! তোমাকে আমার যজ্ঞদক্ষিণা দিতে হইবে, তুমি কি জান না ব্যাক্ষণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া না দিলে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। অঙ্গীকার করিয়া দান, আততায়ির সহিত যুদ্ধ এবং আত্মজনের পরিরক্ষণ এই সকল রাজধর্ম, তুমি আপনিই পূর্বে কহিয়াছ, এই ক্ষণে কি বিবেচনায় তাহার অন্যথা করিতেছ।” রাজা কহিলেন “ভগবন্! এক্ষণে আমার

নিকট কিছুই নাই। ভাল, কালক্রমে তাহাও প্রদান করিব, সম্প্রতি আমার সন্তান অরণ করিয়া বিদায় প্রদান করুন।” বিশ্বামিত্র কহিলেন “তবে কত কাল প্রতীক্ষা করিব নিশ্চয় করিয়া বল, নচেৎ আমার শাপাধিতে তোমাকে দগ্ধ হইতে হইবে।” রাজা কহিলেন “এক মাসের মধ্যে আপনকার দক্ষিণা ধন প্রদান করিব, এখন অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিদায় প্রদান করুন।” বিশ্বামিত্র কহিলেন, “ভাল তবে তুমি যাও কিন্তু আপনার ধর্ম প্রতিপালন করিও। সম্প্রতি তোমার পথ শুভদ হউক, কোথাও শত্রু উপস্থিত না হউক।” তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অগ্রে ২, রাজপুণ্যিণী সন্তান ক্রোড়ে করিয়া পশ্চাৎ ২ পদবুজে যাইতে লাগিলেন।

পুরবাসি ও অনুজীবী লোকেরা অতি ককণশ্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, “হে নাথ! আমাদেরকে কেন পরিত্যাগ করিয়া যান, আমরা আপনকার বিরহে সাতিশয় ক্লেশ পাইব। মহারাজ! আপনি ধর্মাত্মা এবং প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন, এখন আমরা মহাশয়-ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারিব না। মহারাজ! আপনি যেখানে যাইতেছেন আমাদেরকেও তথায় লইয়া চলুন। আমরা অনুরোধ করিতেছি যুহুর্ভকাল অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা হউক, আমরা নেত্রকপ ভ্রমরদ্বারা আপনকার বদন কমলের সুধা পান করি, আবার কতকাল পরে দেখিতে পাইব।” পৌরজনেরা এই কপ নানা প্রকার আতর্জনাদ করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া রাজার হৃদয় আদ্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া পথিমধ্যে একবার দণ্ডায়মান হইলেন। যখন বিশ্বামিত্র দেখিলেন যে রাজা পৌরজনের বচনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন তখন তিনি রোবে তাম্রাঙ্গ হইয়া নিকটে আগমনপূর্বক বিস্তর অবমাননা করিয়া কহিলেন, “অহে রাজন্! তুমি

অতি অসত্যসন্ধ ও নিতান্ত স্বার্থপর, তোমাকে দিক, কি ঘণার বিষয়, আমাকে এই রাজ্য সম্প্রদান করিয়া পুনর্বার লইবার প্রত্যাশা করিতেছ।” বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, তখন তিনি প্রিয়র হস্ত-ধারণ পূর্বক কহিলেন! “প্রিয়ে শীঘ্র আইস, এখন বিলম্ব করিবার সময় নহে।” বিশ্বামিত্র শুমাতুরা সেই ত্রি-রসোদামিনী রাজপত্নীর দিগে কিরিয়া বলিলেন। ওরে দুষ্টে, “তুইও দণ্ডায়মানা রহিয়াছিস, বলিয়া আপন যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। তাহা দেখিয়া যদি ও রাজার অন্তঃকরণে, সাতিশয় পরিতাপ জন্মিল তথাচ “এই যাইতেছি” ইহা ভিন্ন অন্য আর কোন কথা না কহিয়া স্বীয় শিশু সন্তান ও বনিতা সমভিব্যাহারে ধীরে ২ গমন করিলেন।

অনন্তর বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এই পুরী ভগবান্ শূল পাণির স্থান, ইহা মানব-জাতির ভোগ্য নহে, অতএব এ স্থানে আমার অবস্থান করা কর্তব্য। এই অভিপ্রায়ে তিনি যখন বারাণসী-পুরী প্রবেশ করেন তখন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় যে মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার সম্মুখে আসিতেছেন ইহা দেখিয়া কৃতাজ্ঞলিপটে নিবেদন করিতে লাগিলেন “মহর্ষে! আমার এই প্রাণ, এই পুত্র, এবং এই পত্নী উপস্থিত আছে, এ সকলের মধ্যে যাহাতে আপনকার কার্য্য হয় তাহাকেই গ্রহণ করিবেন, সম্প্রতি আসন-পরিগৃহ ককণ।” বিশ্বামিত্র কহিলেন “রাজন্! তুমি যে মাসে আমার দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, সে এই মাস, অদ্য পূর্ণ হইল, যদি আপন বাক্য অরণ থাকে তবে রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত আমার দক্ষিণা দেও।” রাজা হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণ! অদ্য সেই মাস পূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু এখনও অর্দ্ধদিবস অবশিষ্ট আছে অতএব কিয়ৎকণ প্রতীক্ষা ককণ।” বিশ্বামিত্র কহি-

লেন “ভাল, তবে এখন গমন করি পুনর্বার আসিব, কিন্তু অদ্য যদি না দাও অসংশয় অভিশাপ প্রদান করিব।” মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া রাজার অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল এবং মনে ২ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। আমি ইহাকে যে দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি কি প্রকারে তাহা প্রদান করিব, এখন আমাকে সাহায্য করে এতাদৃশ মিত্রই বা কোথায়? ধনই বা কি প্রকারে সঞ্চুহ করি? যাহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি তিনি অতিশয় উগ্ৰ, প্রতিজ্ঞাত সময় অতীত হইলে নিঃসংশয় অভিশাপ প্রদান করিবেন, অতএব আমার আর নিস্তার নাই। এখন কি করি, প্রাণত্যাগ করিব, কি কোন দিগন্তরে পলাইয়া যাইব বুঝিতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার-পালনে অসমর্থ হইয়া যদি প্রাণ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে ব্রহ্মশাপ-হরণ জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইব। অতএব ঐ মুনি আসুন, না হয় তাঁহারি প্রেষ্যতা প্রাপ্ত হই অথবা আত্মা-বিক্রয় করিয়া প্রতিশ্রুত প্রদান করি।” রাজা হরিশ্চন্দ্র এই প্রকারে মহাব্যাকুল হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী বাঙ্গ-গদ ২ বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “মহারাজ! এ প্রকার ব্যাকুল হইতেছেন কেন সত্যপালন করিবার কি কোন উপায় নাই? হে নাথ! আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি, অনুরোধ করি তাহাই ককণ।” রাজা কহিলেন “প্রিয়ে! কি উপায় স্থির করিয়াছ বল?” রাজমহিষী কহিলেন “মহারাজ! সাধু পুরুষেরা পুত্রার্থেই দার পরিগৃহ করিয়া থাকেন, আপনকার সেই পুত্র হইয়াছে, এখন আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া সেই ধনদ্বারা ব্রাহ্মণকে আপনার প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দেউন। চিন্তায় ব্যাকুল হন কেন!” রাজা হরিশ্চন্দ্র পরম প্রিয়তমা প্রেয়সীর এই বাক্য শ্রবণ

করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রিয়াক্রম পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দুঃখিতচিত্তে বিলাপ করিতে কহিলেন, “প্রিয়ে! চিরসঞ্চিত প্রিয়তমা প্রেমসীর স্নেহ বিস্মরণপূর্বক কেমন করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিব?” পরে “হায় আমাকে ধিক্” এই কথা বারংবার বলিতে শোকে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাজ প্রণয়িনী, রাজাকে মুচ্ছিত ও ভূমিপতিত অবলোকন করিয়া হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, “আঃ এ কাহার মোহ উপস্থিত, যিনি পরিত্যক্ত শয়্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না, এ কি তিনি ভূমিতে নিপতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন! হা কি দুর্দৈব, যিনি বিপ্রবর্গকে কোটি বিত্ত ও গো দান করিয়াছেন; তিনি এখন ভূমিশয়্যায় শয়ান হইলেন! আরে দুর্দৈব, এই রাজাহইতে তোর কি অপকার হইয়াছিল যে ইন্দু-তুল্য এই রাজাকে তুই ভূমিশায়ী করিলি?” এই কথা বলিতে নয়ন যুগলে জলধারা বহিতে লাগিল এবং তিনি বিচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। রাজকুমার পিতা মাতাকে এই প্রকারে অনাথবৎ ভূমি পতিত অবলোকন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অপর তৎকালে তাহার ক্ষুধা হইয়াছিল অতএব কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, “ওমা! উঠ আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, পিপাসায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।” এই সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে মুচ্ছিত ও ভূমি শয়িত অবলোকন করিয়া তদীয় বদনে বারি-নিষ্ক্ষেপ পূর্বক কহিতে লাগিলেন “হে নরেন্দ্র! শয়ান কেন! গাত্রোথান করিয়া আমার অভীষ্ট দক্ষিণা দাও। মহারাজ! ঋণ অধমণের অধর্ম দিনে বৃদ্ধি করিয়া দেয়।” তুহার-তুল্য শীতল জল রাজার বদনে নিক্ষেপ হওয়াতে তাঁহার মোহোপশম হইল, কিন্তু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নয়ন-দয়-উদয়-পূর্বক যেমন বিশ্বামিত্রকে

নয়নগোচর করিলেন অমনি পুনর্বার মুচ্ছাপন্ন হইলেন। রাজার এই ভাব অনুভব করিয়া বিশ্বামিত্রের সাতিশয় ক্রোধ জন্মিল, কিন্তু তখন রাজা মোহগত তখন তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে কি হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন “রাজন! যদি ধর্মদর্শী হও তবে আমার অভিলষিত দক্ষিণা প্রদান কর। মহারাজ! সত্য প্রতিপালন কর! দেখ সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া দিবাকর অহরহঃ উদ্ভাপ দিতেছেন; অপর স্বর্গ, মর্ত্য, সত্যতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মহারাজ! সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং সত্য এ উভয় তুলাদণ্ডের দুই দিকে ধৃত হইয়াছিল তাহাতে সহস্র অশ্বমেধাপেক্ষা সত্য গুরুভার হয়। অথবা তোমার প্রতি আমার একপ বাক্য কথনের প্রয়োজন নাই, তুমি অতি জঘন্য ক্রুর, ও মিথ্যাবাদী। তোমার সঙ্কল্প অতিশয় কাপজনক, অতএব তোমার প্রতি যেকপ আচরণ কর্তব্য শ্রবণ কর। যদি অদ্য দিবাভাগের মধ্যে আমার দক্ষিণা না দেও, তবে সূর্য্য অন্তগত হইবা মাত্র নিশ্চয় তোমাকে অভিশাপ দিব,” বলিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন।

রাজমহিষী স্বামিকে সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণ দেখিয়া, পুনর্বার কহিলেন, “মহারাজ! আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই করুন, বুদ্ধশাপাধিতে কেন দক্ষ হইবেন?” রাজপত্নীকর্তৃক বারংবার এই প্রকার উক্ত হইলে রাজা কহিলেন, “ভদ্রে! আমি একপ নির্ঘণই বটে, প্রিয়ে! নৃশংস ব্যক্তিরেও যে একপ কর্ম করিতে সমর্থ হয় না। আমি জীবিত থাকিতে কেমন করিয়া বলিব, “অগো তোমরা কে আমার ভা-র্য্যাকে ক্রয় করিবে?” রাজপত্নী কহিলেন, “মহারাজ বুদ্ধশাপাধিতে দক্ষ হওয়া নিতান্ত ন্যায়-বিকল্প, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা ব্রহ্মা করুন।” রাজা অগত্যা পত্নীর মতানুসারী হইয়া

তঁাহাকে বিক্রয় করিতে নগরমধ্যে গমন করিলেন; এবং বাস্পবারি মোচন করিতে ২ নগরবাসি জনদিগের সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন “অহে নাগরিকবর্গ! তোমাদের মধ্যে কাহারো প্রাণপ্রিয়া দাসীতে আবশ্যক আছে। যদি আবশ্যক থাকে আমি জীবিত থাকিতে ২ শীঘ্র আইস।” রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তঁাহার সম্মুখস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “তোমার দাসী কই! আমাকে সমর্পণ কর! আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছি। আমার প্রচুর বিত্ত আছে, এবং আমার পত্নী সুকুমারী, সমস্ত গৃহকর্ম করিয়া উঠিতে পারেন না, অতএব তোমার বনিতা আমাকেই দাও, তোমার বনিতার যেমন কর্ম-দক্ষতা, যেমন বয়স, যেমন রূপ, যেমন শীল, যেমন গুণ, সে সকলের অনুরূপ ধন এই গৃহণ কর।”

বৃদ্ধ এই প্রকার কহিলে দূঃখে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, চিত্ত-বৈকল্য-প্রযুক্ত কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার পরিধেয় বসনের এক পার্শ্বে কতক গুলি মুদ্রা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিয়া রাজমহিষীর হস্তধারণ-পূর্বক লইয়া গেলেন। রাজকুমার রোহিতাস্য অতি শিশু, জননীকে অপরিচিত এক ব্যক্তি কর্তৃক এই প্রকারে নীয়মানা দেখিয়া হস্তদ্বারা তঁাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজপত্নী শাশ্বতনয়নে বিনয়বচনে ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিলেন, “আর্য্য! আমাকে একবার ছাড়িয়া দেউন, বালকটির মুখ দর্শন করিয়া আসি, আর কি ইহাকে দেখিতে পাইব।” পরে সম্ভানটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বাছা এখানে এস, দেখ তোমার মা দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।” বালক দ্রুতপদে আসিয়া ক্রোড়ে উঠিবার উপক্রম করিলে তিনি সজলনয়নে কহিলেন, “হে

রাজপুত্র! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি এখন তোমার অস্পৃশ্য হইয়াছি।”

পুত্রকে সান্ত্বনা করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়াতে সেই ব্রাহ্মণ রাজপত্নীর করধারণপূর্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। বালক তাহা দেখিয়া শাশ্বতনয়নে রোদন করিতে ২ সজ্জ ২ চলিল। ব্রাহ্মণ এ বালককে ক্রন্দন করিতে ২ পশ্চাদাগত অবলোকন করিয়া সক্রোধে বলপূর্বক পদাঘাত করিল, তথাপি শিশু রোদন করিতে ২ কহিতে লাগিল, “ওগো আমার মাকে ছাড়িয়া দাও, ওগো আমার মাকে ছাড়িয়া দাও।” রাজমহিষী পুত্রকে এই রূপ রোদনমান দেখিয়া ব্রাহ্মণকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বন্ধ-কর-পুটে কহিতে লাগিলেন, “পুত্রো! আপনি কৃপা করিয়া এই বালকটাকে ও ক্রয় করিয়া লউন তাহা নহিলে আমি আপনকার ক্রীতা হইলেও এই বালক ব্যতিরেকে আপনার কোন কর্মই করিতে পারিব না। আমি অতি অভাগিনী, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যেমন বৎসকে ধেনুর সহিত সংযোগ করে তাদৃশ আমাকে ইহার সহিত সংযুক্ত করুন।”

ব্রাহ্মণ রাজমহিষীর এই কথা শুনিয়া রাজাকে বলিলেন “ওহে! এই ধন গৃহণ করিয়া তোমার পুত্রকেও বিক্রয় কর। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্ত্রী পুরুষেরি বেতন নির্ধারণ করিয়াছেন।” ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া কতকগুলি ধন, রাজার উত্তরীয়ে বাঁধিয়া দিয়া বালককে তজ্জননীর সহিত একত্র করিয়া বন্ধন পূর্বক আপনার গৃহাভিমুখে লইয়া গেলেন। উচ্চ ২ বৃক্ষ ও গৃহাদি দ্বারা শীঘ্রই রাজার দৃষ্টি হইতে তাহারা তিরোভূত হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র ভার্য্যা পুত্রকে এই প্রকারে নীয়মান দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক কহিতে লাগিলেন “অহো! চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ুতেও যঁাহাকে দেখিতে পাইত না, আমার সেই বনিতা কিঙ্করী হইয়া যাইতে-

ছেন, অপর এই রাজকুমার সূর্য্যবংশোদ্ভব, অতি শিশু, ইহাকেও আমি বিক্রয় করিলাম। আঃ আমি বড় দুর্ব্বল; আমাকে ধিক্। হা পুিয়ে! হা শিশো! হা বৎস! আমার দুর্গয় জন্য তোমাদিগকে দৃশ্য দূর্দশা প্রাপ্ত হইতে হইল, আমি তোমাদের এই দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এখনও প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম না হা আমাকে ধিক্।”

ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণা-ধন যাচঞা করিলেন। তাহাতে রাজা পুত্র-কলত্র-বিক্রয়ে যে ধন সঞ্চিত করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে সমুদয় সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন ঐ ধন অধিক নহে অতএব রাগ-পরবশ হইয়া রাজাকে কহিলেন, “অরে কুৎসিত ক্রিয়, তুই কি এতাবমাত্র ধন আমার যজ্ঞদক্ষিণার সদৃশ বোধ করিতেছিস্! আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছিস না কি! আমার সূতপুত্রপত্ন্যা, নির্মল ব্রাহ্মণ্য, উগ্ৰ পুত্রাব এবং পবিত্র অধ্যয়নের ফল দেখ!” রাজা কহিলেন “ভগবন্! এক্ষণে যাহা উপস্থিত আছে গ্রহণ করুন, কিছুকাল পরে আরো প্রদান করিব, সম্প্রতি আর কিছুই নাই পত্নী ও পুত্র বিক্রয় করিয়া এতাবমাত্র সঙ্গৃহ হইয়াছে।”

বিশ্বামিত্র কহিলেন “তবে এক্ষণে দিবসের যে চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট আছে এই মাত্র সময় তোমার প্রতীক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি আমাকে উপযুক্ত ধন না দাও তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয় অভিশাপ দিব,” বলিয়া সেই ধন গ্রহণপূর্ব্বক কোপ ভরেই সত্বর গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রগমন করিলে রাজা নিতান্ত হতাশ হইয়া বিবগ্নমনে অধোবদনে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, “যদি কোন ব্যক্তির দাসক্রয়ের প্রয়োজন থাকে তিনি শীঘ্র আসিয়া যাবৎ দিবাকর অন্তগত না হন তাবৎ আমাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাউন। এই বাক্য বারম্বার বলিতে একজন চণ্ডাল তাঁহাকে ক্রয় করি-

বার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তির সর্ব শরীর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ এবং অতিশয় কক্ষ। মুখে বিকৃতাকার শ্লথ, বহৎ দন্ত, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, উদর স্থূল, চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ এবং বাক্য কক্কশ। এক হস্তে কতক গুলি পক্ষী, অন্য হস্তে নর-কপাল; আর গলায় শবমালা দোলায়মান। অপর চারিদিগে কতক গুলি কুকুরদ্বারা বেষ্টিত। সে কহিল “ওহে! আমার দাস-ক্রয়ের প্রয়োজন আছে, তোমার আত্মমূল্য কত, বল? অল্প হউক বা অধিক হউক তোমার যত মূল্য হয় তাহা দিয়া আমি ক্রয় করিব।” রাজা ঐ ক্রুরদর্শন বিকটাকার ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” সে কহিল, “আমি চণ্ডাল, আমার নাম প্রবীর, আমি এক জন প্রসিদ্ধ বধ্যবধক, মৃত-দেহের বসনাদি হরণ করি?” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিই আমাকে ক্রয় করিবে?” তাহাতে সে উত্তর করিল “হাঁ।” রাজা বলিলেন “আমি চণ্ডালের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিতে পারিব না, ইহা অতিগর্হিত কর্ম, ব্রাহ্ম শাপাশ্রিতে বদ্ধ হইয়া মরিতে হয় সেও ভাল তথাচ চণ্ডালের বশতাপন্ন হইতে পারিব না।” যখন চণ্ডালের সহিত রাজার এই রূপ কথা বার্তা হইতেছিল এমন সময় অকস্মাৎ তপোনিধি বিশ্বামিত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজার মুখে ঐ রূপ কথাশ্রবণে ক্রোধে আরক্তবস্ত্র হইয়া বলিলেন, “অহে রাজন্! এই চণ্ডালত তোমাকে যথেষ্ট বিত্ত দিতে প্রস্তুত আছে, তবে আমার সমুদয় যজ্ঞদক্ষিণা দাও না কেন?” রাজা কহিলেন, “ভগবন্! আমি সূর্য্যবংশে উদ্ভূত হইয়া বিত্তার্থে কি প্রকারে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব।” বিশ্বামিত্র কহিলেন, “যদি তুমি চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আমার ধন না দাও অচিরে তোমাকে অভিশাপ দিব।” রাজা হরিশ্চন্দ্র এই কথা শুনিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে বিনয়-

বচনে “হে ঋষি রাজ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,” এই কথা বলিয়া ঋষির চরণ-ধারণ-পূর্বক কহিতে লাগিলেন “প্রভো ! আমি আপনকার দাস, আর্তজনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার-হইতে নিষ্কৃতি দিউন। আমি আপনকার সর্ব-কর্মকর ও বশবর্তী দাস অথবা প্রেষ্য হইতেছি।”

বিশ্বামিত্র কহিলেন, “ভাল, যদি তুমি আমার প্রেষ্য হইলে তবে আমিই এই চণ্ডালের নিকট বিক্রয় লইয়া তোমাকে বিক্রয় করিলাম।” বিশ্বামিত্র এই কথা বলিবামাত্র সেই চণ্ডাল মূল্য-প্রদান-পূর্বক তাঁহাকে স্বস্থানে লইয়া গেল। রাজা একে ইষ্ট-বন্ধু-বিয়েগে আর্ত, তাহার উপর আবার এই অনিষ্ট ঘটিল, সুতরাং তাঁহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়-গণ যৎপরোনাস্তি আকুল হইল। তিনি তদবধি অগত্যা চণ্ডালালয়ে বাস করিতে লাগিলেন, এবং আপন প্রভু চণ্ডালের কর্ম কার্য করিয়া, কি মায়ঙ্ক-কাল কি প্রাতঃকাল কি মধ্যাহ্নকাল অন্ধকাশ পাইলেই এই গান করিতেন, “অহো ! বোধ করি আমার দীনমুখী বনিতা সম্মুখে দীনমুখ পুত্রটিকে রাখিয়া বামকরতলে কপোলদেশ সংস্থাপিত করিয়া বিষণ্ণবদনে ও সজলনয়নে আমাকে অরুণ করিতে এই বাক্য কহিতেছেন ‘রাজার ধন সমুহ হইলেই তিনি অচিরেই আমাদিগকে মোচন করিবেন, বুদ্ধি যে ধন দিয়া আমাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, তদপেক্ষায় অধিক দিলেই আমাদিগকে পুত্র্যর্পণ করিবেন।’ হায় ! আমি যে অতি পাপাত্মা, সেই মৃগাকী তাহা কেমন করিয়া জানিবেন। আমাহইতে রাজ্যনাশ, সুহৃৎপ্রাণ, পুত্র-কলত্র বিক্রয় হইয়াছে এবং আপনি এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, কি আশ্চর্য্য। “এ সকল শ্রেণীবদ্ধ দুঃখ না কি?” রাজা চণ্ডালগৃহে বাস করিয়া সর্বদাই এই প্রকারে প্রিয়ভার্য্যা এবং দয়িত তনয়ের অরুণ করিতেন। একদা চণ্ডাল প্রভু তাঁহাকে বলিল,

“অহে এখন অবধি তুমি ঋশানে অবস্থান করিয়া মৃতলোকসকলের বসন-হরণ কর্মে নিযুক্ত থাক। এ পর্যন্তে স্বয়ং তাহা আমি করিতেছিলাম, এখন সেই ভার তোমাকে দিলাম, তুমি দিবারাত্রি শবা-গমন-অনুসন্ধান করিতে থাক। প্রত্যেক শবে যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাহইতে ষষ্ঠ ভাগ আমাদের অধিপতিকে দিবে, তিন ভাগ আমার থাকিবে, অবশিষ্ট দুই ভাগ তুমি আপনার বেতন-স্বরূপে পাইবে।” চণ্ডাল এই কথা বলিয়া রাজা-কে প্রেতভূমি দেখাইয়া দিয়া গেল।

দক্ষিণ দিকে ঐ ঋশানভূমি, তথায় শত ২ শিবা ভ্রমণ করিয়া বৈড়াইতেছে, তাহার সর্বত্র মৃত মনুষ্যের মুণ্ডে সমাকীর্ণ এবং দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খখিনি, ডাকিনী, যক্ষ ও বেতালগণ নৃত্য করিতেছে, এবং গন্ধ, গোমায়ু, কুক্কুর, এ সকলের ভয়ঙ্কর ধ্বনি চারি দিক্ হইতে শুনা যাইতেছিল। অপর স্থানে ২ রাশীকৃত অস্থি রহিয়াছে, যাহাহইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নিগত হইতেছিল। আর মৃত লোকদিগের স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের রোদন, আর্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনিতে সকল স্থানই পূর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কেহ হা পুত্র ! হা মিত্র ! হা বন্ধো, হা ভ্রাতঃ, হা বৎস, হা প্রিয়, হা পতে, হা ভগিনি, হা মাতঃ, হা মাতুল, হা পিতামহ, হা মাতামহ, হা পিতঃ, হা পৌত্র ইত্যাকার হাহাধ্বনি চারিদিকে করিতেছিল। শবদাহ-স্থানে অর্দ্ধদধ শবসকল শ্যাম-বর্ণ হইয়া জ্বলিতেছিল এবং তাহাদের দন্তপঙ্ক্তি অগ্নিমধ্যে থাকিয়া এই বলিয়া যেন হাস্য করিতেছিল, “শরীরের এই দশা !” আর চিতা-গ্নির একপ চটচটাশব্দ হইতেছিল যে শ্রবণমাত্রে হৃদয় ভয়াকুল হয়। সেই স্থানের একদিকে শব-হারিগণ বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল, তাহাদের হাস্য-ধ্বনি এবং ভূত-প্রেত-পিশাচদিগের

সঙ্গীত শব্দে তথায় যেন গুরুতর কোলাহল হইতেছিল । রাজা হরিশ্চন্দ্র এই আশান-স্থানের শব-জ্ঞাদি-হরণে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তথাকার, তাদৃশ ভাব দেখিয়া তাঁহার মন যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইল এবং তিনি কেবল, দুঃখিতান্তঃকরণে এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, “হা বিধাতঃ ! আমার সেই ভৃত্যবর্গ, সেই মন্ত্রিসকল, সেই বিপ্লু-গণ, সেই রাজ্য কোথায় গেল, আমিই বা কোথায় আসিয়া কি কর্ণে নিযুক্ত হইলাম । হা ভার্য্যে, হা পুত্র ! তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিয়াছ ; আহা বিশ্বামিত্রের নিকট আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তিনি আমার সকল বিনষ্ট করিলেন ।” রাজা এবং বিধি বিবিধ বিলাপ করিয়াও পরাধীনতা প্রযুক্ত চণ্ডালের আদেশানু-রূপ কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকিলেন । আপনি চণ্ডালের অধীনে থাকিতে চণ্ডাল-তুল্য মলিন, সর্বাঙ্গ কৃষ্ণ, কেশধারী ধূস্রাযুক্ত-লগুড়হস্ত হইয়া দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবন আরম্ভ করিলেন, যে স্থানে কোন ব্যক্তিকে শব আনিতে দেখেন সেই স্থানেই তাহার নিকট গিয়া বলেন, “এ শবে এই মূল্য পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে আমার এই, রাজার এই, আর আমার প্রভু-প্রধান চণ্ডালের এই হইবে ।”

রাজাকে সম্প্রতি যে বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যেন তিনি জীবদ্দশাতেই অন্যায়োনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এক-খান জীর্ণ-কস্থা পরিধান, হস্তে পদে মুখে চিতা-ভস্ম, মনুষ্যের মেদ-মাংস-মজ্জাদ্বারা করতল ও অঙ্গুলীসকল বিবর্ণীভূত, আর আপনি শবের ওদন অদনদ্বারাই পরম পরিতৃপ্ত ও শবমাল্য-দ্বারা মণ্ডিত-মুগ্ধ হইয়া থাকেন । কি দিবাভাগে কি রজনীযোগে কোন সময়েই নিদ্রা নাই, সদাই মুখে হাহাকার শব্দ ।

ওদিকে সেই বান্ধবগৃহে এই সময়ে রাজার পুত্র রোহিতাস্য সর্প-দংশনে নিধন প্রাপ্ত হইল, তাহাতে রাজপত্নী বিলাপ করিতে করিতে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার্থ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঐ আশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অহৌ ! যে পুত্রকে অবলম্বন করিয়া রাজপত্নী স্বামিশোক পর্য্যন্ত সম্বরণ করিয়াছিলেন, সেই পুত্র কাল-গুপ্তাসে পতিত হওয়াতে তিনি যে কি পর্য্যন্ত শো-কার্ত্তা হইয়া উঠিলেন তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না, কেবল “হা পুত্র ! হা শিশো !” এই মাত্র শব্দ তাহার মুখে নির্গত হইতে লাগিল । আর এক এক বার এই বলিয়া ক্রন্দন করেন “হা রাজ-জন; তুমি অদ্য এই বালককে দেখিতে পাইলে না, পূর্বে যাহাকে ক্রোড়া করিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইতে, সেই বালক দুষ্ট-সর্প-কর্তৃক দষ্ট হইয়া কাল-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে ।”

রাজা শবহারিণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্রুতগমনে তন্মিকটে গমন করিলেন, এবং মনো-মধ্যে এই ভাবিয়া আত্মদিত হইতে লাগিলেন যে শবটা আনীত হইয়াছে, বোধ করি তাহাতে অনেক বসনাদি পাওয়া যাইবে । তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক জন ললনা মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া আত্মনাশপূর্বক ক্রন্দন করিতেছেন, সেই ললনা যে তাঁহার পত্নী তাহা তাঁহার বিকৃতি-ভাবাপন্ন আকৃতি দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না, রাজপত্নীও রাজার সন্দর্শনে আপন পতি বলিয়া জ্ঞান করিতে সমর্থ হইলেন না, সদাই যাহার মনোহর বেশ অবলোকন করিতেন; তিনি জটাধারী মলিন ও ভয়ঙ্কর চণ্ডালরূপী হইয়াছেন ইহাতে কি প্রকারে চিনিতে পারিবেন ? তিনি কেবল “হা বৎস ! হা পুত্র !” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । শবের শরীরে কি কি আছে দেখিবার নিমিত্ত, রাজা তাহার

শরীরান্ধাদন উত্তোলন করিতে মৃত-বালকের অপূর্ণ রূপ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “অহো! এই বালকটী যে নরেন্দ্র লক্ষণাক্রান্ত; অবশ্য ইনি কোন রাজার বংশে জন্মিয়াছিলেন। হায় হায়, এমত শৈশবাবস্থায় নিষ্ঠুর কৃতান্ত ইহাকে গ্রাস করিয়াছে! অহো! এই বালকটীকে দেখিয়া আমার সেই শিশু রোহিতাস্যকে মনে পড়িল, যদি দুষ্ট কৃতান্ত তাহাকে আপনার বশবর্তী না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেও এত দিনে এই বালকটীর তুল্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছে!”

রাজপত্নী অনন্যমনা হইয়া কান্ধিতে ২ কহিতে লাগিলেন, “হায়, আমি কি এমন গুরুতর পাপ করিয়াছিলাম যে আমার উপর এমন ঘোরতর দুঃখ পড়িল! হা নাথ! হা রাজন্! তুমি কোথায় রহিলে, আমার এই দুঃখের সময় আসিয়া একবার আশ্বাস দাও! এমন সময় তুমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলে। অরে বিধাতঃ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তোর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যনাশ, সুহৃৎস্যাগ এবং পুত্র-কলত্র বিক্রয় করাইলি?”

ঐ অবলা যখন রাজার নামোচ্চারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন তখন রাজা জানিতে পারিলেন, “অহো! ইনিই যে আমার বনিতা, এই বালক যে আমারি শিশু! হা বৎস! তুমিই সর্পদংশনে নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছ,” তখন কেবল “হা বৎস, হা শিশো!” বলিতে ২ বিচেতন; হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। ক্রণেক পরে চৈতন্য হইল, তখন গাত্রোত্থান করিয়া মৃত-বালকের মূখ নিরীক্ষণ করিতে ২ কহিতে লাগিলেন, “হা বৎস! তোমার সেই কোমল বদন, সেই রদন-পঙ্ক্তি সেই, নাসিকা, সেই কাকপক্ষ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আর সে শোভা সম্পাদনের কমতা নাই, তুমি পূর্বে তাত তাত বলিয়া আমার

নিকট আসিতে, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইতাম; এখন আর কাহাকে অঙ্কে লইব এবং কাহাকেই বা বৎস বলিয়া সম্বোধন করিব। অহা আর এখন কে আসিয়া জানুরেণুদ্বারা আমার উত্তরীয় বসন এবং উৎসর্গ মলীন করিবেক! হায় হায়, আমি কি নির্দয় পিতা, এতাদৃশ সুন্দর ও মনের আনন্দজনক সন্তানকে সামান্য বস্ত্র ন্যায় বিক্রয় করিলাম! অরে দুর্দৈব! তুই আমার অশেষ রাজ্য ও ধন হস্তান্তর করাইয়াও সন্তুষ্ট হইলি না, অবশেষে আমার একমাত্র প্রিয় তনয়কেও বিনষ্ট করিলি?” রাজা এই প্রকার বিলাপ করিতে ২ বালককে ক্রোড়ে গৃহণপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরেই তাঁহার মূর্চ্চা হইল, এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাতলে পড়িয়া রহিলেন।

রাজপত্নী এতক্ষণ রাজাকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহাকে ঐ রূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন তিনি মনে ২ কহিতে লাগিলেন, “অহো! ইহাকে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই, ইনিই সেই রাজা তার আর সংশয় নাই! এই যে ইহার সেই অর ও কথা-প্রণালী, এই যে ইহার সেই উচ্চ নাসিকা, সেই মুকুল-তুল্য দন্ত-পঙ্ক্তি! অহো! এই মহাত্মা বিশ্বাতকীর্তি কি কারণে অদ্য অশানে আসিয়াছেন।” এই চিন্তায় রাজপত্নীর পুত্রশোক কিয়ৎক্ষণ মন্দীভূত হইল, এবং তিনি পতির দুরবস্থায় খেদ করিতে লাগিলেন। পরে যখন পতির হস্তে চাণ্ডালযোগ্য ঘোর দণ্ড সন্দর্শন করিলেন তখন বিষয়াপন্ন ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন চৈতন্য হইল তখন বাষ্পদগদ্বচনে ধীরে ২ বলিতে লাগিলেন, “অরে দুর্দৈব, তোরে ধিক্, তুই এত অকরণ, তোর কিছুমাত্র মর্যাদা-জ্ঞান নাই, তুই এই অমর-তুল্য পুণ্যাত্মা রাজাকে চণ্ডালের দাস-স্ব-স্বীকার-পর্যন্ত করাইয়াছিস, অহো! সেই

এই রাজা, ইহার সেই রাজহত ও চামর-ব্যজ-
নাদি রাজচিহ্ন কিছুই নাই, বিধি! তোর এ কি
বিড়ম্বনা! দেখ দেখি যিনি গমন করিলে, অগ্নে ২
কত ২ ভূপতি ভূত্য হইয়া গমন করিত, সেই রাজা
অশেষ-শোকাক্ত হইয়া এই ঘোর অশ্বশানে, যা-
হার সকল স্থান মৃতকপালে সজ্জা, কোথায়ও
মৃতদেহের বসন, কোথায়ও কেশ, কোথায়ও
গলিত মাংস, কোথায়ও দধাহি, কোথায়ও ভক্ষ,
কোথায়ও অজ্ঞার পতিত থাকায় মৃত্যু ভয়
উপস্থিত হয়, অপর যাহার চারিদিকে গৃধু
গোমায়ু প্রভৃতি শবমাংসার্থিরা ভ্রমণ করিতেছে,
অহৌ! যে স্থানে একাকী থাকিতে কাহারো
সাধ্য হয় না, সে স্থানে তিনি দিব্যরাজি যাপন
করিতে বাধ্য হইয়াছেন!” রাজপত্নী প্রথ-
মতঃ এই রূপে দৈবকে নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ
আত্মবচনে রাজাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,
“মহারাজ! এ সকল স্বপ্ন কি যথার্থ? নিশ্চয় ক-
রিয়া বলুন। মহারাজ! যদি এ সকল যথার্থ হয়
তাহা হইলে ধর্ম কর্ম দেবতা ব্রাহ্মণ সকলি বৃথা।
ধর্মও নাই, সত্য সারল্য দয়া কিছুই নাই, কেননা
আপনি তাদৃশ ধর্মাত্মা হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া
এ প্রকার দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।” রাজা আপন
বনিতার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার
দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন “ভার্য্যে!
এ সকলি দেবের কার্য্য! আমি যে তাদৃশ অতল
রাজ্যে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইব, ইহা
অগ্নের অগোচর; আর এ অবস্থাতে যে একমাত্র
বংশধর পুত্রের নিধন হইবে, ইহাও সমধিক
আশ্চর্য্য, অতএব এ সকলি বিধির বিড়ম্বনা।
ভার্য্যে! আর আমার ক্লেশ-সহিষ্ণুতা হয় না,
এখন অগ্নিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমার
নিতান্ত মানস হইয়াছে, কিন্তু মনোমধ্যে এই
মাত্র আশঙ্কা হইতেছে যে চণ্ডালের নিকট ভূত্যতা

স্বীকার করিয়াছি; তাহার বিনা অনুমতি যদি
অগ্নিতে জীবন সমর্পণ করি, পাছে কৃমি-ভোজী
কীট হইয়া নরকে পতিত হইতে হয়, অথবা পৃথ-
বী-পারিপূর্ণ নিরয়ে কিম্বা অসিপাত্রবন-নরকে
পতিত হইয়া দাক্ষণ যাতনা ভোগ করিতে হয়।
অতএব এখন কি কর্তব্য তাহা কিছুই স্থির করিতে
পারিতেছি না। একমাত্র বংশধর স্বস্তানের মৃত্যু
ষট্কে দেখিয়া প্রাণধারণ বা কি রূপে করিব?
আবার প্রাণপরিত্যাগেরি বা উপায় কই? অথবা
মনুষ্য যখন বিজার্তীয় ক্লেশে পতিত হয় তখন
তাহার পাপ, পুণ্য, বোধ থাকে না, যাহা ভবিষ্য
থাকে তাহাই হয়, অতএব আমি প্রাণপরিত্যাগ
করি। অহৌ! আমি এই পুত্রবিনাশে যে কত ক্লেশ
ভোগ করিতেছি, বোধ করি এমত ক্লেশ তির্য্যগ-
যোনিতে কখন ভোগ করিতে হয় না। হে তদ্বজি!
আমি এই পুত্র-শরীরকে চিতার উপর আরোপণ
করিয়া আপনিও ইহার সহিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া
মরি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি যদি কখন
তোমার প্রতি কোন কুব্যবহার অথবা পরি-
হাসচ্ছলে কোন কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি
সে সকল বিস্মরণ হও। সম্প্রতি আমি অনুমতি
করিতেছি, তুমি আপন প্রভু বিপ্রেত গৃহে গমন কর,
কিন্তু তোমাকে একটা উপদেশ প্রদান করি শ্রবণ
কর, যত দিন পর্য্যন্ত সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস
করিবা, কখন আপনি রাজপত্নী এই অভিমানে
তাঁহাকে অবজ্ঞা করিও না, সর্বপ্রযত্নে তাঁহার
শুশ্রূষা করিও। হে কীর্ণাজি! আমার আর এই
এক বক্তব্য আছে, যদি আমি কখন কিছু কাহাকে-
ও দান করিয়া থাকি অথবা যদি আমাহইতে
কখন গুরুগণের পূজা হইয়া থাকে, তবে সেই কালে
যেন পরলোকে তোমার এবং তোমার পুত্রসহ
আমার পুনর্বার মিলন হয়।” রাজপত্নী ইহা শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আপনি পুত্রসহ

এক চিতায় মানব-লীলা সম্বরণ করিবেন আমার
কি এত পাষণ-হৃদয় যে আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া।
পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগৃহে প্রতিগমন করিব? আমি
আপনাকে করপুটে নিবেদন করিতেছি আমাকে
পরিত্যাগ করিবেন না, আমি আপনকার সহ-
গামিনী হইয়া এ দুঃখভার দেহ পরিত্যাগ করিব।”
রাজা কহিলেন, “ভাল যদি তুমিও প্রাণ পরি-
ত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছ, তবে আইস
আমরা সকলে এক চিতাতেই দেহ সমর্পণ করি।”
এই বলিয়া তিনি চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।
পরে তাহা প্রস্তুত হইলে রাজা প্রথমতঃ সন্তানকে
তদুপরি আরোপণ করিয়া আপনি ভার্য্যার
সহিত বন্ধাঞ্জলি হওত পরমাত্মা ভগবান্ নারায়-
ণের ধ্যান সমাপন করিয়া তদুপরি আরোহণ
স্থির করিলেন। এই রূপে তাঁহারা উভয়ে ধ্যান-
পরায়ণ হইয়াছেন, ইত্যবসরে এই সমাচার সর্ব-
স্থানে প্রচারিত হওয়াতে নানাदिগদৈশহইতে
নানাপ্রকার লোক দর্শনার্থি হইয়া তথায় আসিয়া
উপস্থিত হইল। তাহারা রাজাকে সজ্ঞীক জলন্ত
অনলে প্রাণপরিত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া
বলিলেন, “মহারাজ! আর সাহস করিতে হইবেক
না, এখানে সর্পচিকিৎসকগণ উপস্থিত আছেন
তাঁহারা আপনার পুত্রের চিকিৎসা করিলেই
এখনি তিনি আরোগ্য হইতে পারিবেন, মনুষ্য
সর্পদ্বারা দংশিত হইলে আশু বোধ হয় যে নিধন
প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য
হয় তাহার প্রমাণ এখনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পা-
ইবেন।” সর্পচিকিৎসকেরা রোহিতাস্যের চিকিৎসা
করিতে লাগিলেন তাহাতে রোহিতাস্য জীবিত
হইয়া পূর্ব্ববৎ সুস্থশরীরে গাত্রোখান করিলেন।
ইহাতে রাজা ও রাণীর হৃদয়ে অশেষ আনন্দ উদয়
হইল। সেখানে বিশ্বামিত্র উপস্থিত ছিলেন,
তিনিও রাজার সাহস দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহার সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিলেন এবং
দর্শকগণ সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া রো-
হিতাস্যকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসন প্রদান করা-
ইলেন। এবং রাজা রাণীর স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

বাসবদত্তা।

৯৩ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।



নন্দুর . ভগবান্ মরীচিমালী
নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে আ-
রোহণ করিলেন। সূর্য্যদেব
মধ্যম্নিন সমারোহণ করিলে
পর, বোধ হইল, তিনি যেন বণিবৃত্তি অবলম্বন-
পূর্ব্বক অম্বর সকল প্রসারিত করিয়া বসিলেন।
আর, তাঁহার তাত্ক্ষণিক মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া
কখন কখন ইহাও জ্ঞান হইতে লাগিল, যেন
সকল কাণ্টোদীপক মহাদাবানল প্রজ্বলিত হইয়া
উঠিয়াছে।

প্রিয়পার্শ্বশায়ী কন্দর্পকেতু নিদ্রিত ছিলেন।
এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অক-
স্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে তিনি চকিত ও উশ্বিত হইলেন।
উশ্বিত হইয়া দেখেন, লতাগৃহ শূন্য, বাসবদত্তা
লতামণ্ডপ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় প্রস্থান করি-
য়াছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অনুতাপক ব্যাপার-
দর্শনে কন্দর্পকেতু ক্রমে ক্রমে উন্মত্তপ্রায় হই-
য়া উঠিলেন। অনন্তর, তিনি কখন লতাগৃহে,
কখন লতারণ্যমধ্যে, কখন বৃক্ষোপরি, কখন
অন্ধকূপে, কখন শুষ্কপর্ণশাশির ভিতরে, কখন
আকাশে, কখন বা ভূমিপৃষ্ঠে প্রিয়তমাদ্বেষণ
করত কহিতে লাগিলেন, “হে প্রিয়তমে বাসব-
দত্তে! আমাকে দর্শন দাও! হা! তুমি কি পরিহাস
করিয়া লুক্কায়িত হইয়াছ! যাহা হউক তোমার
জন্মে আমি যে পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিয়াছি,

তাহা তুমিই জ্ঞান । হা প্রিয় মকরন্দ ! আমার দৈ-
বদুর্ভাগ্য দেখ । আমি বড় পাপাত্মা, কখনই আ-
ত্মশোধন করি নাই । অহো ! নিয়তি কি দুরতিক্র-
মণীয়া ! হা ! আমি জ্ঞান শিক্ষা করি নাই । গুরু-
দেবের যথাবতী আরাধনা করি নাই । বহির্গত উপা-
সনা করি নাই । ব্রাহ্মণেও কটুপ্রয়োগ করিয়াছি ।

কন্দর্পকেতু প্রকার অশেষবিধ বিলাপ করি-
তে করিতে চারুক্ৰমে, এই অরণ্যহইতে নির্গত
হইলেন । অনন্তর এক সমুদ্র তাঁহার নয়ন-গোচর
হইল । সমুদ্র দেখিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন,
কি আশ্চর্য্য ! বিধি অপকার করিয়া অবশেষে
উপকার করিলেন । যেহেতু সমুদ্র দেখিতে পাই-
লাম । এখন এই সমুদ্রে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রিয়-
তমার বিরহাশ্রি নির্বাণ করিব । যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রে
অনাতুর ব্যক্তির দেহত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে,
তথাপি আমার পক্ষে কর্তব্য । ‘সকলেই কিছু
কর্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং
অকার্য্যও করিয়া থাকে । অথবা এই আমার
সংসারে কে কি না করিতেছে ! দ্বিজরাজ গুরু-
পত্নী গৃহণ করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ-ধন-তৃষ্ণায়
পুত্ররবার বিনাশ হইল । নহব পরকলত্রদোহদী
মহাভুজ হইলেন । যযাতি ব্রাহ্মণীর পাণি-
গৃহণ করিয়া পতিত হইলেন ।”

এ প্রকার বিস্তর প্রলাপের পর তিনি সমুদ্রে
দেহত্যাগ নিশ্চয় করিয়া তদনুষ্ঠান করিলে দৈব-
বাণী হইল, “কন্দর্পকেতু তুমি প্রাণ পরিত্যাগ
করিও না । অচিরে পুনরায় তোমার প্রিয়তমা
লাভ সম্পন্ন হইবেক ।” এই অকাশবাণী শুনিয়া
তিনি এই দুর্য্যবসায় মরণ-ব্যবসায়হইতে বি-
রত হইলেন, এবং প্রিয়তমা বাসবদত্তার সূত্রমাত্র
পুনরায় মন্মর্শন করিতে পাইয়া এই আশায়
জীবিত-হিতিহেতু আহারাশেষে এই সমুদ্রের
কঙ্কপ্রদেশে উঠিলেন । তথায় নিবিড় অরণ্য,

এ অরণ্যে কল মূল আহার করিয়া কিছু দিন
প্রাণ ধারণ করেন ।

অনন্তর, বর্ষাকাল উপস্থিত হইল । বর্ষাকালে
বিরহব্যথা শতগুণিত হইয়া উঠে । কন্দর্পকেতু
এ শতগুণিত বিরহ ব্যথায় আরও অধীর ও
সংজ্ঞাশূন্য হইয়া উঠিলেন । কোনকালে বর্ষার
স্রোতঃ-অতিবাহিত হইয়া, সায়ং প্রারম্ভে একদা
ভ্রমণ সময়ে হঠাৎ এক শিলাময়ী কন্যা তাঁহার
নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইল । তিনি এই কন্যাকে দেখি-
য়া, এককালে কৌতুক, মোহ এবং শোক এই
ত্রিতয়াস্রক এক আনির্বচনীয় রসে অভিভূত হইয়া
“তুমি ঠিক যেন আমার প্রিয়তমা” এই বলিয়াই
আলিঙ্গন করিলেন ।

দৈবের কি আনির্বচনীয় প্রভাব ! কন্দর্পকেতু
স্পর্শ করিবামাত্র এই শিলাময়ী কন্যা শিলা-স্ব-
ভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাসবদত্তার স্বভাব প্রাপ্ত
হইল । তাঁহাকে দেখিয়া কন্দর্পকেতু অমৃতসাগরে
নিমগ্ন হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন “প্রিয়ে ! এ
কি অভূত বৃত্তান্ত ? তদুত্তরে তিনি সবিশেষ
বর্ত্তন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে মহা-
ভাগ ! আপনি এই হতভাগিনীর নিমিত্ত রা-
জ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একাকী অতি যৎসা-
মান্য পুরুষের ন্যায় বাক্যের ও মনের অগো-
চর দুঃখ সহ্য করিয়াছেন । অরণ্যেও নিম্নত
উপবাসে কালক্ষয় করিতেন, সুতরাং আপন-
কার শরীর অতি ক্লশ হইয়া গিয়াছে । অতএব
আপনি আহার করিবেন । এই ভাবিয়া আমি
কল অদ্বয়নে নির্গত হইয়া উপবন মধ্যবর্ত্তী এক
বৃক্ষোপরি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলাম, এমন
সময়ে দেখি, কতকগুলি সৈনিক পুরুষ আমাকে
এক দৃষ্টিতে নিরীকণ করিতেছে । নিমিষাবসরে
দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, মহাকোলাহল
পড়িয়াছে । প্রকাণ্ড এক হল সৈন্য আসিয়া

অনতিদূরে অবস্থিতি করিতেছে। তখন তাহাদের শিবির সন্নিবেশকাল। কোন স্থানে অশ্বশালা, কোন স্থানে হস্তিশালা, কোন স্থানে মহিষ-নিলয়, কোথাও বা অপরাপর পটগৃহ প্রস্তুত হইতেছে। এক পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড শিবির দৃষ্টিগোচর হইল; বোধ হইল যেন তাহাই ঐ সেনাধ্যক্ষ সেনাপতির আবাস-স্থল। নিমেষমাত্র অতিবাহিত হয় নাই, আমি ঐ ব্যাপার দেখিতে দেখিতে নিম্পন্দ লোমাঞ্চ-গাত্রে ‘বুঝি আমার পিতার সৈন্য আমার অধেষণে নির্গত হইয়াছে’। এই কথা ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে ঐ সেনাপতি আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি পূর্বে চর-প্রমুখাৎ কি জানি কি উপায়ে আমার ঐ অবস্থায় অত্রোপস্থিতি বার্তা শ্রুত হইয়াছিলেন।

‘আশ্চর্য্য! মনুষ্যের উপর যখন দৈবভাবের সমাক্রান্তি হয়, তখন দৈবসঙ্করতা ঘটয়া থাকে। ঐ সময়ে হঠাৎ আর এক দল কিরাত-সেনা ঐ স্থানে মৃগানুসরণে হঠাৎ উপস্থিত হইল। ঐ সৈন্য দল-পরিচালক কিরাত-সেনাপতি আমাকে তা-দৃশাবস্থ দেখিয়া সেও কোন গূঢ় অভিসন্ধিতে ধাবিত হইয়া পূর্বসেনাপতির ন্যায় আমার দিকে ধাবমান হইল। তখন ভাবিলাম, এখন কি উপায় করি, যদি আর্য্যপুত্রকে ডাকি, তিনি একাকী কি করিবেন, ইহার একে সৈনিক পুরুষ, তাহাতে আবার বহু, তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আবার দৈবের প্রসন্নতা শ্রবণ করুন, একামিষ-লুকা দুই গৃধ্রে যেমন পরস্পর বিবাদ লাগে, নিমেষ মধ্যে ঐ দুই সেনাপতিতে তাদৃশ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। ঐ অপযুদ্ধে ক্রমে ক্রমে ঐ দুই সেনাপতি এবং তাহাদের উভয়ের তাবৎ সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল।

‘অনন্তর, ঐ উপবন যে মুনির আশ্রমস্থল, তিনি নিয়মিত ফল-পুষ্প-আহরণপূর্বক আশ্রমে

উপনীত হইলেন। দেখেন, তাহার আশ্রম-কানন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব তৎক্ষণাৎ ক্রোধে যেন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া আমাকে অভিশাপ করিলেন, কহিলেন, ‘তোমার জন্যেই আমার উপবন প্রীভুষ্ট হইয়াছে, অতএব তুমি শিলাময়ী হও।’ তিনি আমাকে ঐ শাপ দিলে আমি তাহার সমক্ষে বিস্তর দুঃখ ও কাকূক্তি বিনতি করিলাম। অবশেষে তাহার দুইটীচরণে নিপতিত হইয়া মার্জ্জন্ম চাহিলাম। তাহাতে তিনি এই বলিয়া আমার শাপান্ত নির্দেশ করেন, যে ‘তোমার আর্য্যপুত্র আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিলামাত্র তুমি স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। নাথ তদবধি আমি শিলাময়ী হইয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য আমার কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না; যেহেতু, অকস্মাৎ আর্য্যপুত্রের স্পর্শলাভ ও স্বভাবপ্রাপ্তি হইল।’

কাপোতকগণের বিবরণ।

রাবত অতিপ্রসিদ্ধ পক্ষী। এতদেশে আবালবৃদ্ধ এমত কেহই নাই যে এই পক্ষীর বিবরণ বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত নহেন; বোধ হয় অনেক অস্পষ্ট বয়স্ক বালকও আমাদিগকে পায়রার লক্ষণাদি-বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন; অতএব পায়রার লক্ষণ বর্ণনে বিবিধার্থের স্থান সমাকীর্ণ করা কোনমতে সৎপরামর্শ নহে। পরন্তু কাপোতকদিগের শ্রেণী ও জাতি ভেদ বিষয়ে অনেক সংশয় ও ভ্রম আছে, তাহার আলোচনায় উপকারের সম্ভাবনা মানিতে হইবে। যদিপি আশু কেহ কহেন যে ঘূষু ও কপোত একশ্রেণীস্থ পক্ষী, তাহা হইলে এতদেশীয় সাধারণ লোকমাত্রই চম



a চিহ্নে গলাফুলো, b ওলন, c জাকোবিন, d কাঁটিওয়ালা ঘুঘু, e বন্যগোলা, f লককা, g খোপাওয়ালা, h গৃহবাজ। উপরে নানাবর্ণের গোলা।

কিত হইতে পারেন; অথচ ঐ উভয় পক্ষকে তাঁহারা একত্র সম্মুখে রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে অবশ্য স্বীকার করিবেন যে ঐ উভয় পক্ষের অব-
য়ব গত অতি অস্পষ্টভেদ আছে; কলতঃ ভিন্ন ভিন্ন
বর্ণের কাপোতে—যথা, লককা গলাফুলো ও গৃহবাজ
বা গোলায়—যত ভেদ লক্ষিত হয়, গোলা পা-
য়রা ও ঘুঘুতে তাহা ভেদ লক্ষিত হইবে না; কেবল

অভ্যাসবশতঃ লককা ও গোলাকে একজাতীয় বলা
যায় অথচ ঘুঘুকে পৃথক মনে হয়।

ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বিবেচনা করিলে কা-
পোতকদিগকে ময়ূর, মোনাল, তিত্তিরি, প্রভৃতি
ঘর্ষকপদী পক্ষিদিগের সহিত তুল্য বোধ হয়। এই
প্রযুক্ত ইতিপূর্বের প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কাপোতক-
দিগকে ঘর্ষকপদিগের মধ্যে নির্ণীত করিতেন; কিন্তু

অধুনা বিশেষ কারণ-প্রযুক্ত তদুভয়কেই-পৃথক করা হইয়াছে।

প্ৰস্তাবিত গণস্থ সমস্ত পক্ষিদিগের চঞ্চুশৃঙ্গবৎ-পদার্থদ্বারা নির্মিত, এবং এই চঞ্চুর অগুভাগ শুকচঞ্চু বৎ ইষদ বক্র। চঞ্চুর অবয়ব সূক্ষ্ম ও মস্তকাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও নিতান্ত অদৃঢ়। উপরিস্থ চঞ্চুর মূল-ভাগ উপাস্থিদ্বারা আবৃত, এবং এই উপাস্থির আবরণস্বরূপ এক কর্কশ ত্বচ্ আছে, তাহা কোন কোন কপোতে অনেকগুলি স্থূল কিণে * পরিণত হয়; এবং তদ্ব্যতীত তাহা জনসমাজে আদৃত হইয়া থাকে। ওলন পায়রার ঠোঁটের উপর ও চঞ্চুর চারিদিকে যে কিণ হইয়া থাকে তাহাই তাহার উৎকৃষ্টের লক্ষণ। আশু মনে হইতে পারে যে চঞ্চুর এই লক্ষণ বিশেষ করায় তাদৃশ ফল নাই; পরন্তু প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা নিরূপিত করিয়াছেন যে এই লক্ষণই পারাবতদিগের গণভেদের এক প্রধান উপায়। অপর ইহাদের অশন-নলীরও † এক অসাধারণ লক্ষণ আছে। এই নলী মুখপশ্চাৎ হইতে বক্ষো-দেশে আসিয়া হঠাৎ ক্ষীত হয়; এই ক্ষীত স্থানের নাম ভোজ্যস্থলী; কাপোতক পক্ষীরা ভক্ষণ করিলে ভুক্ত বস্তু প্রথমতঃ এই স্থানে নীত হয়। এই ভোজ্যস্থলী হইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার শুক্ল রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত বস্তুকে আদু ও কোমল করে; তাহাতেই এই ভুক্ত পদার্থ শাবকদিগের প্রতিপালনের যোগ্য হয়; কারণ, কাপোতকেরা এই বস্তু উদ্বীর্ণ করিয়া শাবকদিগের মুখে প্রদান করতঃ তাহাদিগের পোষণ করে; উক্ত উদ্বীর্ণ বস্তু আদৌ কোমল না হইলে তাহাদ্বারা শাবকদিগের পুষ্টি হইত না। অপরপক্ষিদিগেরও এই ভোজ্য-

স্থলী আছে, পরন্তু কাপোতকদিগের ভোজ্যস্থলী অপর ভোজ্যস্থলী হইতে বৃহৎ। এই ভোজ্যস্থলী অপেক্ষা কাপোতকদিগের পাকস্থলী অত্যন্ত স্থূল ও দৃঢ়, এবং জঠরাগ্নি অত্যন্ত বলবৎ।

কাপোতকদিগের পদ, খর্ব ও প্রায়ঃ সূক্ষ্ম চর্ম্মে আবৃত হয়, কিন্তু অনেকের তাহা না হইয়া পক্ষে আবৃত হইয়া থাকে। তাহাদের প্রতিপদের অঙ্গুলীসংখ্যা চারি—পুরোবর্তী তিন ও পশ্চাদ্বর্তী এক। এই অঙ্গুলীর তল স্থূলত্বচ আবৃত হওয়াতে প্ৰস্তাবিত পক্ষীর অনায়াসে ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে; অথচ স্বভাবতঃ ইহারা বৃক্ষচর।

কাপোতকদিগের ডানার প্রধান পক্ষের সঙ্খ্যা দশ, তাহার অন্যথা হয় না, এবং অরণ্য কাপোত-কের পুচ্ছের পক্ষ সঙ্খ্যা দ্বাদশ বা শোড়শের অধিক হয় না; পরন্তু গৃহপালিত কপোতের সে নিয়ম নাই; তাহাদের পুচ্ছ-পক্ষের সঙ্খ্যা অনেক হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃ ফলশস্যাহারী—এই পক্ষীরা পরস্পর বিরোধী নহে; প্রত্যুত তনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। অপর ইহাদিগের জী-পুঙ্কষের গাঢ় প্রণয় হইয়া থাকে, উভয়ে পরস্পর একত্র বাস ও কালযাপন করিতে কখন সাধ্যা-নুসারে ত্রুটি করে না। অপর শাবক-প্রতিপা-লনে পিতামাতায় তুল্য শ্রম স্বীকার করে। নির্জন বৃক্ষশাখা বা পর্বতকন্দরই ইহাদের কুলায় নি-র্ঘ্রাণের প্রিয়তম স্থান, এবং এই কুলায়ে জী বা স্বামী এক ব্যক্তি সর্বদা প্রথমে ডিম্ব ও পরে শাবকের তত্ত্বাবধান করে। কাপোতকদিগের অবয়ব অতি সুন্দর এবং বর্ণ অতীব বিচিত্র; তন্নি-ষয়ে তাহারা শুক মোনাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুন্দর পক্ষিদিগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। এই প্রযুক্ত কাপোতক পক্ষীরা পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে, এবং যে সঙ্খ্যায় মনুষ্যকৃত্তক প্রতি

* সামান্য কথায় কিণকে গঁজ বলে। চর্ম্মের উপর শুক চর্ম্মের গুটিকা। বিশেষতঃ গোদ-রোগের উপর এই গুটিকা গঁজ-নামে প্রসিদ্ধ আছে।

† যে নলীদ্বারা নিগলিত বস্তু মুখহইতে জঠরে নীত হয় তা-হার নাম অশন নলী।

পালিত হয়, অপর কোন পক্ষী তাহার তুল্য হইতে পারে না। শ্রী পুরুষের বিশেষ সম্ভাব থাকা প্রযুক্ত গুরুদেশীয়েরা ঘৃণ্যকে রক্তি দেবীর বাহন বলিয়া বিশ্বাস করিত; এবং তাহাদের নির্দোষিতা প্রযুক্ত ঘৃণ্যকে পবিত্র জীকুলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে; পরন্তু এতদেশে তাহাকে অলঙ্কারীদায়ক বলিয়া প্রবাদ আছে; বোধ হয় উক্ত পক্ষী নির্জনস্থানপ্রিয় বলিয়া এই প্রবাদ রটিয়া থাকিবেক।

কাপোতকগণস্থ পক্ষিদিগকে প্রাণিত্বজ্ঞেরা পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাম ডাইডুল্লাদি*। উক্ত শ্রেণীস্থ পক্ষীরা নাবিগেটের দ্বীপে বাস করে, এবং দেখিতে প্রায় তিস্তির পাকীর তুল্য।

কাপোতকদিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ডোডবাদি, তাহার সর্বত্র প্রসিদ্ধ জীব ডোডো নামে মরিচ দ্বীপে প্রসিদ্ধ ছিল; এক্ষণে তাহার লোপ হইয়াছে। উক্ত পক্ষীর অবয়ব ঈষৎ হংস ও ঈষৎ পেকুর তুল্য; কিন্তু তাহার কায়িক লক্ষণ সমস্ত অবিকল কাপোতকীয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত শ্রেণীস্থ পক্ষীর দুই জাতি প্রসিদ্ধ আছে; অবকাশমতে তাহাদের প্রতিমূর্তি ও বিশেষ বিবরণ এতৎ পত্রে প্রকটিত হইতে পারে।

কাপোতকদিগের তৃতীয় শ্রেণীর নাম গোরাতি; যেহেতু, গোরা নামে প্রসিদ্ধ ভূচর কপোতই তাহাদের প্রধান জীব। পৃথিবীর উভয়ার্ধেরই গায়প্রধানদেশে তাহারা প্রাপ্তব্য, এবং তথায় তাহারা বহুসংখ্যায় একত্র হইয়া সর্বদা ভূমিতে বিচরণ করে, কদাচিন্মাত্র বৃক্ষে উপবেশন করে; এই প্রযুক্ত অনেকে এই শ্রেণীকে ভূচর

কপোত নামে বিখ্যাত করেন। ইহাদের প্রধান জীব গোরা কপোত, তাহা ভারত সাগরের দ্বীপ ব্যুহে প্রসিদ্ধ ও জাবা দ্বীপের সর্বত্র গৃহপালিত হইয়া থাকে। ইহার অবয়ব পেকুর সদৃশ বৃহৎ এবং বর্ণ অতি মনোহর মেঘাভ নীল। ইহাদের মস্তকোপরি বিস্তৃত ব্যজনের ন্যায় অতিব কমণীয় এক চূড়া হইয়া থাকে; তন্মিহিত্ত কেহ ইহাদিগকে মুকুটধারী কপোত বলিয়া থাকেন।

অতঃপর চতুর্থ শ্রেণী। তাহার নাম কপোতাদি, যেহেতু, ইহাতেই সকল প্রকৃত কপোত নির্ণীত হয়। এই শ্রেণী ঘৃণ্য কপোত প্রভৃতি অনেক গুলি জাতিতে বিভক্ত; পরন্তু এই জাতি সকলের লক্ষণ এতাদৃশ স্পষ্ট যে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিমাত্র তাহা নির্ণীত হইতে পারে। সামান্য ঘৃণ্য, হরিতাল ঘৃণ্য, রাম ঘৃণ্য, সামান্য পাকুরা প্রভৃতি পাকুরা সকলেই কপোতাদি শ্রেণীর অন্তর্গত, কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মাত্র। পরন্তু এস্থলে বক্তব্য যে গৃহপালিত যে সকল জানা বর্ণের লক্ষা গলাফুলো সেরাজু, গৃহবাজ পরপাণ্ড মুখী প্রভৃতি পায়রা দেখা যায় তাহারা ভিন্ন জাতীয় নহে; তাহারা সকলেই এক জাতীয় বন্য কপোতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বন্য কপোত বস্তুতঃ বন্য গোলা পায়রা। সেই বন্য গোলা গৃহে পালিত হইলে তাহাদের কোন শাবক দৈব মাতাপিতাহইতে ভিন্নবর্ণ হইয়া থাকে; সেই ভিন্ন বর্ণীয় শ্রী পুরুষ একত্র থাকিলে তাহাদের বংশ রক্ষা হয়, এবং এই প্রকারেই প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পায়রা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পৃথগ্জাতীয় নহে। ইহা অতি অশ্চর্য্য-জনক বোধ হইতে পারে যে সামান্য গোলায় রূপ ব্যভিচারে কি প্রকারে লক্ষা পায়রা হইতে পারে, পরন্তু যাহারা পায়রা পালন করেন তাহারা বিশেষ জানেন যে পাঁচ গণ্ডা পর বিশিষ্ট পুচ্ছের লক্ষা পায়রার এই গণ্ডা পর বিশিষ্ট

* শ্রেণীর অন্তর্গত সর্বপ্রসিদ্ধ পক্ষির নামের উত্তর আলি লক্ষ্য যোগ করিলে শ্রেণীর নাম সিদ্ধ হয়, যথা ডাইডুল্লা পক্ষির শ্রেণীর নাম ডাইডুল্লাদি, ও কপোতের শ্রেণীর নাম কপোতাদি। গণবিজ্ঞাপনের নিমিত্তে কোন ক্রম প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

পুচ্ছের শাবক হইতে পারে, এবং উত্তর উত্তর এই প্রকারে বৃদ্ধি হইয়া বন্য পায়রার পুচ্ছপঙ্কের সঙ্খ্যা দ্বাদশ হইলেও দশগণ্ডে লক্ষ্য অর্থাৎ ৪০ পক্ষ বিশিষ্ট পুচ্ছের লক্ষ্য প্রাপ্য হইয়াছে।

কাপোতকদিগের ভোজ্য-স্থলীর উল্লেখ পূর্বেই হইয়াছে; এ ভোজ্য-স্থলী ক্ষীণ হইলেই গলাকুলো পায়রা উৎপন্ন হয়। পিতামাতার বর্ণ অপত্যে ঘটিয়া থাকে; এবং তদুভয়ের ভিন্ন বর্ণ হইলে উভয়ে মিলিয়া অপত্যের এক স্বতন্ত্র বর্ণ উৎপন্ন করে; এই লক্ষণ মনে রাখিয়া বিলাতি কপোতপালকেরা ইচ্ছানুসারে ভিন্ন বর্ণ মিশ্রিত করত অতি আশ্চর্য্য বর্ণের পায়রা উৎপাদন করাইয়াছেন; তদৃষ্টে নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে প্রাপ্ত ভিন্ন বর্ণের পায়রার ভিন্নবর্ণমাত্র, ভিন্নজাতীয় নহে। কেবল ওলন পায়রা এই নিয়মহইতে পৃথক; তাহার জাতি স্বতন্ত্র এবং তাহার স্বভাবও অপর কপোতহইতে বিভিন্ন। বিবিধার্থের পঞ্চমপর্বের ১৪১ পৃষ্ঠায় এই কপোতের বন্যাবস্থার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য। পরন্তু তাহার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, তাহার উৎকীর্ণ করা কর্তব্য। এ পায়রার অত্যন্ত আবাস প্রিয়, অতি দূরে লইয়া গেলে স্বাধীন হই-বামাত্র তৎক্ষণাৎ আপন কূলায়ে প্রত্যাগমন করে। পরীক্ষিত হইয়াছে যে শত ক্রোশ অনন্তরে সমুদ্রপারেও এই পায়রাকে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলে সে দুই ঘণ্টা কালমধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করে, কদাপি পথে উদ্ভ্রান্ত হয় না। এই নিমিত্ত ইহার ডানায় পত্র বান্ধিয়া বহুদূরে অল্পকালমধ্যে পত্র-প্রেরণের রীতি ছিল, পরন্তু অধুনা তাড়িত বার্তাবহ যন্ত্রে ইহাদের ব্যবসায় ভুষ্ট করিয়াছে। কাপোতকদিগের শেষ শ্রেণীর নাম টেরোণাদি, তাহারা সকলে বৃক্ষচর পক্ষী, কেহই ভূমিতে বিচরণ করে না।

নূতন গুহের সমালোচন।



বহা দর্পণ। বঙ্গদেশীয় মতানুসৃত দায় ও দত্তাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ক প্রামাণিক প্রমাণ ও টীকাদিযুক্ত ব্যবহা সমুহ বিচারালয়ে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবহাচয় এবং সদরে সুপ্রীম কোর্টে ও প্রিবি কৌন্সিলে নিম্ন নিম্নপত্র সম্বলিত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান অনবাদক খ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার প্রণীত। প্রথম খণ্ড।

এই দীর্ঘ নাম-বিশিষ্ট স্থলকায় একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্তিতে আমরা পরম পরিতপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ব্যবহার-কাণ্ডের দায়াদিকার-ক্রম, বিষয়-বিভাগ, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ও নিস্ঠার্থ-বিষয়, বিষয়-দানাদি করিতে তদধিকারির ক্ষমতার সীমা, ও দত্তাপ্রদানিক প্রকরণ পরিপাটীরূপে সম্বৃত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রাড-বিবাক ও বিষয়ী ব্যক্তিদিগের যে মহোপকার জন্মিবেক তাহা আমাদিগের বলা বাহুল্য; সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান প্রাডবিবাক শ্রীযুক্ত কল-বিল সাহেব, মহামান্য শাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব, বিজ্ঞতম ব্যবহার-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ও বর্তমান রাজকীয় ব্যবহার-সচিব সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়েরা পরমাক্সাদে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত মহোদয়দিগের এতদ্বিষয়ক পত্র গৃহ্যরস্ট্রে সমাবিষ্ট আছে, তদৃষ্টে এতদগুহের যথার্থ গরিমা সর্বত্র দেদীপ্যমান হইবে। বিবিধার্থে স্থানাভাব-প্রযুক্ত বর্তমান গুহের প্রকৃত গৌরব আমরা যথো-পযুক্ত সমালোচন করিতে অক্ষম; পরন্তু গুহের রচনা-প্রণালী-দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে গু-হকার ব্যবহাদি-সমুহে ও তাহার সার নিষ্কষণে

অদ্বিতীয় ক্ষমতাপন্ন, এবং বর্তমান গৃহে সেই ক্ষমতা যে সুকৌশলে নিয়োজিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত তিনি সর্বত্র ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন।

এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজ্যারম্ভাবধি হিন্দুদিগের বিচার আতি-শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রাড্বিবাকেরা সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ না হওয়া প্রযুক্ত তাঁহারা আতি শাস্ত্রের মর্ম্ম স্বয়ং সমুহ না করিয়া পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা লইয়া অভিযোগ-মীমাংসা করিতেন; তাহাতে অনেক ভ্রম হইবার অসম্ভাবনা ছিল; বিশেষতঃ আর্ন্তভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে সর্বদা যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা প্রদান করিতেন, তাহাতে সম্যক সন্দেহ ছিল—প্রত্যুত ইহা আক্ষেপের সহিত স্বীকার করিতে হইবে (এবং এই আক্ষেপ আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত মর্ম্মভেদি হইয়াছে যেহেতু আমরা শাস্ত্রজ্ঞদিগের সম্মান রক্ষার্থে বিশেষ প্রযত্ন) যে যে সকল মহাশয়েরা শাস্ত্রদর্শনের চক্ষুঃস্বরূপ, যাঁহারা আচার-ব্যবহার-প্রায়শ্চিত্তাদ্বয়ক ধর্ম্ম শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক, যাঁহারা সাধারণের ধর্ম্মোপদেষ্টা, তাঁহারা অনেকেই বিবাদিদিগের ধনরূপ মোহজালে আবৃত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রদানে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই; এবং অদূরদর্শী প্রাড্বিবাকদিগের নিকট এই সকল ব্যবস্থা পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম নাশিকা হইয়াছে। এই দোষের নিরাকরণ নিমিত্ত ইংরাজ রাজপুরুষেরা কেহ ২ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সকলন করত ইংরাজিতে অনুবাদিত করেন; সেই উপায়ে “বিবাদার্ণবসেতু” “বিবাদসারার্ণব” ও “বিবাদ-ভঙ্গার্ণব” প্রভৃতি নিবন্ধন গৃহ প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহাতেও সকল বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, অনেক বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে, এই অনৈক্য খণ্ডনের অভিপ্রায়ে ত্রিযুক্ত শ্যামাচরণ বাবু বর্তমান গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং সে অভিপ্রায় যে সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিতেছি। এক্ষণে আর প্রাড্বিবাকেরা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত পণ্ডিতের উপর নির্ভর করিবেন না; অর্থলোভী আর্ন্তভট্টাচার্য্যেরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থাদ্বারা বিচারকর্তাদিগের নয়নে ধূলি-নিষ্ক্ষেপ করিতে পারিবেন না; ও ব্যবহারসচিব উকীলেরা হিন্দুদায়াদের নিয়ম নির্ধারণার্থে আপনাপন বাদযুজমানদিগকে চতুঃপাঠিতে প্রেরণ করিতে প্রণোদিত হইবেন না। এক্ষণে কি বিচারক কি ব্যবহার-সচিব কি বিবাদী বিষয়ী ব্যক্তি সকলেই উপস্থিত ব্যবস্থাদর্পণে আপনাপন অনুসন্ধানের অবিকল প্রতিমা দেখিতে পাইবেন; অতএব তাঁহাদের সকলেরই কর্তব্য যে এই অপূর্ব দর্পণ আপন ২ গৃহে সংস্থিত করেন; তদর্থে তাঁহাদের কোন ক্লেশ পাইতে হইবেক না, যেহেতু এই উপাদেয় মুকুর যৎসামান্য দশ টাকা মূল্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যবস্থাদর্পণের রচনা প্রণালীর আদর্শস্বরূপে আমরা তাহার ভূমিকা হইতে নিম্নে কএক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিলাম; তাহার পাঠে আমরা যে কাণে গৃহকারের ধন্যবাদ করিয়া বর্তমান গৃহের দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্তির লালসা করিতেছি পাঠকবৃন্দও সেই-রূপ সত্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

“অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্র দেব-মূলক। ইহা আতি (অর্থাৎ আত্ম) আখ্যাতে শ্রুতি (অর্থাৎ শ্রুতি) হইতে বিশেষ করাগিয়াছে। আতি স্বয়ম্ভূকর্তৃক স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি উপদিষ্ট হয়, মনু তাহা অরণ্য রাখিয়া মরীচি প্রভৃতি দশ ঋষিকে শিখান। তন্মধ্যে ভৃগু মানবশাস্ত্র প্রচার করিতে মনুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তৎসমুদায় ঋষিদের নিকট ব্যক্ত করেন। আতি তিন কাণ্ডে বিভক্ত,—অর্থাৎ আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড বা অধ্যায়। এই তিন বিষয়াদ্বয়ক শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আখ্যাত।

“ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্তা কতিপয় ঋষি, ইহাদের সমুখ্য

যাজ্ঞবল্ক্যের গণনানুসারে বিংশতি, যথা,—মনু, অত্রি বিষ্ণু হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অজি-
রাঃ যম আপস্তম্ব, সম্বর্ত কাত্যায়ন, বৃহস্পতি
পরশর ব্যাস শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ গৌতম সাতা-
তপ, ও বশিষ্ঠ পরাশর ঋষি ও অতিকার ঋষিদের
সঙ্খ্যা বিংশতি কহেন, কিন্তু তিনি যম, বৃহ-
স্পতি ও ব্যাসকে ছাড়িয়া কশ্যপ গার্গ্য ও
প্রচেতাকে ধরিয়া বিংশতি গণনা করেন। পদ্ম-
পুরাণে যাজ্ঞবল্ক্যদ্বারা অত্রির নাম ত্যাগ ও
মরীচি পুলস্ত্য প্রচেতা ভৃগু, নারদ কশ্যপ বিশ্বা-
মিত্র দেবল ঋষ্যশৃঙ্গ গার্গ্য বোধায়ন, ঐপতীনসি
জাবালী, সুমন্ত, পারশর, লোকাকী ও কুথুমি ইহা-
দের নাম যোগপূর্বক অতিকারের সঙ্খ্যা ষট্-
ত্রিংশৎ কথিত হইয়াছে। পারশরীয় গৃহ্যসূত্রের
টীকাতে রামকৃষ্ণ লিখেন,—অতিকারের সঙ্খ্যা
উনচত্বারিংশৎ; তন্মধ্যে নয় জন উক্ত সঙ্খ্যাত্রেয়ে
পরিগণিত নহেন; তাঁহাদের নাম, যথা,—অগ্নি,
চ্যবন, ছাগলেয়, জাতুকরণ, পিতামহ, প্রজাপতি,
বৃধ, শাতায়ন, ও সোম। এতদ্ভিন্ন আরো কতি-
পয় অতিকার ছিলেন, যথা,—ধোম্য আশ্ব-
জায়ন দত্ত, ও ভাণ্ডরি।

“বৃহৎ, লঘু ও বৃদ্ধ নামভেদে কেচিৎ ঋষিকর্তৃক
একাধিক অতি প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে—
অর্থাৎ তাঁহার বিস্তৃতরূপে প্রণীত অতি বৃহৎ
আখ্যাত, তৎসঙ্ক্ষেপ লঘু, ও তিনি বৃদ্ধকালে যে
কিছু রচেন তাহা তন্মধ্যে বৃদ্ধ বলিয়া খ্যাত
আছে, যথা,— বৃহন্মনু, লঘু-মনু, ও বৃদ্ধ-মনু।

“যদ্যপি পরাশর ঋষি কহেন,—পাঁচ ঋষির
অতি চারিযুগে বিশেষে মান্য, অর্থাৎ সত্যযুগে
মনুর, ত্রেতাতে গৌতমের, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখি-
তের, এবং কলিতে পরাশরের ধর্মশাস্ত্র (সর্বাপেক্ষা
মান্য), তথাপি মনু ভিন্ন অন্য ঋষি প্রণীত অতি-
সমূহের (বিশেষতঃ তদীয় ব্যবহার-কাণ্ডের ব্যব

হার-বিষয়ে) তাদৃশ প্রভেদ নাই,—লোকে তত্তাবৎ
(ঋষির) অতি-ই সমপ্রামাণিক বোধে সমান-
ভাবে সম্মানিত ও ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে।

“কেবল মানব ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনুর অতি
ঋষি-প্রণীত সকল অতির উপর মান্য ও প্রা-
মাণ্য? তাহা বেদের পরেই প্রপূজিত, এবং
সর্বাপেক্ষা সনাতন বলিয়া সকলের সম্মানিত।
মনু-সংহিতার প্রণেতা স্বায়ম্ভুব (অর্থাৎ স্বয়ম্ভু-
সম্ভূত) মনু; ইনি বুদ্ধার পৌত্র, ও যে সম্ভু-
মনু এই চরাচর সমস্তের উৎপত্তি ও পালন
অর্থাৎ রাজশাসন করেন ইনি তাঁহাদের প্রথম,
এবং চতুর্দশ মনুর-ই আদিম; প্রজাপতিদের
জনক, প্রথম ধর্মশাস্ত্র কারক, ও ধর্মশাস্ত্রকারিদের
শ্রেষ্ঠ, এবং মহর্ষি ও রাজর্ষিদের গরিষ্ঠ।

“মনু শব্দ ‘মন’ ধাতুৎপন্ন, ইহার অর্থ বোদ্ধা,
বিশেষতঃ বেদ বিষয়ে; ফলতঃ মনু যে বিশেষে
বেদজ্ঞ বিজ্ঞ রাজর্ষি ছিলেন তাহা তৎসংহিতাতেই
প্রকাশ পাইতেছে, কেননা তাহাতে বেদের
কোন বচন অবিকল কাপে এবং অনেক বচন
অত্যম্পাভাগে পরিবর্তিতরূপে সঙ্কলিত হই-
য়াছে, তাহার ভাষা অনেক স্থলে বেদানুরূপ, ও
সর্বথা ধর্মশাস্ত্রের উপযুক্ত; এবং তদুচনার গান্ধী-
র্যাদি বেদানুরূপ। মনুর উক্তি-প্রগাঢ়তাসহ
প্রসাদ-শক্তি-গুণে সাক্ষাৎ ধর্মবাণীস্বরূপ। মনু
যে প্রকারে প্রজার কর্তব্যতাদেশ, রাজার নীতি-
নির্দেশ, বিশেষতঃ আশুনির ও জাতির ধর্মোপ-
দেশ ও সর্বভূতের হিতোপদেশ করিয়াছেন, তা-
হাতে তাঁহার অলৌকিক বিজ্ঞতা বেদজ্ঞতা ধীরতা
ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং বেদে
ও ঋষিরা তাহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহারই
প্রমাণ হইতেছে।

“আর আর ঋষিরা যে সংহিতা লিখিয়াছেন
তাহা মনুর অনুরূপে, এবং তৎসকলেরই প্রমাণার্থে

মনুর উল্লেখ করিয়াছেন; এতাবত মনু-সংহিতা ধর্ম শাস্ত্রীয় সকল গুহের মূল ও আদর্শ। মনুর ধর্মশাস্ত্রকে ঋষিরা অত্যন্ত মান্য করিতেন; কোন অতিতে মনুর উক্তির বিপরীত কিছু থাকিলে তাহা অমান্য ও অপ্রামাণ্য, যথা বৃহস্পতি কহিয়াছেন,—“বেদার্থোপনিবন্ধুহাং প্রাধান্যং হিম্ননোঃ স্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তুর্কব্যাকরণানি চ। ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যারম্ভ দৃশ্যতে।” —অর্থাৎ বেদের অর্থ সমুহ জন্য মনুর-ই প্রাধান্য, মনুর উক্তির বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নয়। শাস্ত্রসমূহ তর্ক ও ব্যাকরণ তাবৎ শোভা পায়; যাবৎ ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর স্মৃতি দৃষ্ট না হয়। ব্যাস কহেন—“পুরাণং মামবোধর্মঃ সাক্ষোবেদশিকিৎসিতং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি, ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ।” —অর্থাৎ—পুরাণ মনুর ধর্মশাস্ত্র, ষড়ঙ্গসংহিত বেদ, ও চিকিৎসাশাস্ত্র—এই চারি আজ্ঞাসিদ্ধ, এই সকল হেতুবাদদ্বারা নাশ্য নয়। অপিচ বেদে মনু পরম গৌরবান্বিত,—বেদবাণী এই যে “মনুর্বেদ্যৎকথিদবদন্তদভেষজস্তেষজতায়্য ইতি।” —অর্থাৎ—মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা মহোষধ।

“আর ২ স্মৃতিকার ঋষিদের মধ্যে অনেকের সংহিতার সজ্জগু বর্ণনা যথা—

“অত্রির স্মৃতি পদ্যে রচিত ও সুস্পষ্ট। বিষ্ণুসংহিতার অধিকাংশ পদ্যে অত্যন্ত গদ্যে। হারীতের স্মৃতি গদ্যে বিরচিত।—এবং বিষ্ণু ও হারীত উভয়েরই স্মৃতির সঙ্ক্ষেপ পদ্যে আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিজ সংহিতার ভূমিকাতে প্রকাশ যে তিনি মিথিলায় মুনিগণকে ধর্মশাস্ত্রোপদেশ করিতেন। আর আর ঋষির সংহিতাসমূহমধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা অধিক ব্যবহৃত ও কর্তব্য।— তাহার এক কারণ এই যে এ গুহ পরিপাটীকপে আচার ও ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে বিন্যস্ত,

ও তৎ সকল কাণ্ডই সঙ্ক্ষেপে অথচ উত্তম কপে লিখিত, দ্বিতীয় কারণ এই যে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও প্রচলিত মিতাক্ষরা তাহার টীকা। এই সংহিতা এক সহস্র ত্রয়োবিংশতি বচনে সমাপ্ত, কিন্তু ইহাতে ধর্মশাস্ত্রের অভিধেয় সমুদায়ই প্রায়ঃ উক্ত হইয়াছে। উশনা ঋষি সংহিতা পদ্যে রচনা করেন, তৎসংহিতা ও তৎ সঙ্ক্ষেপ অদ্যাপি বর্তমান। অজিরা মুন্যাদিক সপ্ততি বচনে একখানি ক্ষুদ্র সংহিতা লিখেন। যম ঋষির সংহিতাখানিও ক্ষুদ্র,—তাহা একশতশ্লোক সমাপ্ত। আপস্তম্ব গদ্যে স্মৃতিরচনা করেন,—এ গদ্যময় সংহিতা ও পদ্যোক্ত তৎ সঙ্ক্ষেপ বর্তমান। সম্বর্তের গদ্যস্মৃতির পদ্যময় সঙ্ক্ষেপ মাত্র এতদেশে দৃষ্ট হয়। কাত্যায়নের স্মৃতি যথেষ্ট ও সুস্পষ্ট,—ইনি এক ব্যাকরণ করেন এবং আর ২ বিষয়ক গুহও লিখেন। বৃহস্পতির বৃহৎ সংহিতা আছে কি না নিশ্চিত হয় না, কিন্তু তৎ সংহিতার সঙ্ক্ষেপ বর্তমান। পরাশরের আচার ও প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রক স্মৃতি বর্তমান। ব্যাসের পুরাণ-গুহ সমূহই বিখ্যাত, কিন্তু তিনি শুদ্ধ স্মৃতি বিষয়ক গুহও লিখিয়াছেন। সঙ্খ ও লিখিত মিলিত হইয়া গদ্যে এক গুহ লিখেন, এই গুহ পদ্যে সজ্জগু হয়, তাহাদের পৃথক কপে লিখিত গুহও আছে। গৌতমের রচিত উৎকৃষ্ট এক সংহিতা বর্তমান, তাহার অনেক বচন এ গুহকারের পিতা গৌতমের বলিয়া ধৃত হওয়া দৃষ্ট হয়। সাতাতপ প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ে এক সংহিতা লিখেন, পদ্যে ক্ষুদ্র তৎসঙ্ক্ষেপ অদ্যাপি বর্তমান। বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যের গণিত স্মৃতিকারদিগের শেষ, ইহার লিখিত সংহিতা গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত।”

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ



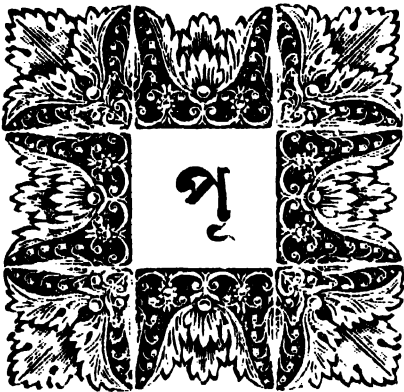
পুরাতত্ত্ব-ইতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব]

শকাব্দ ১৭৮২, খ্রিঃ

[৩২ খণ্ড।

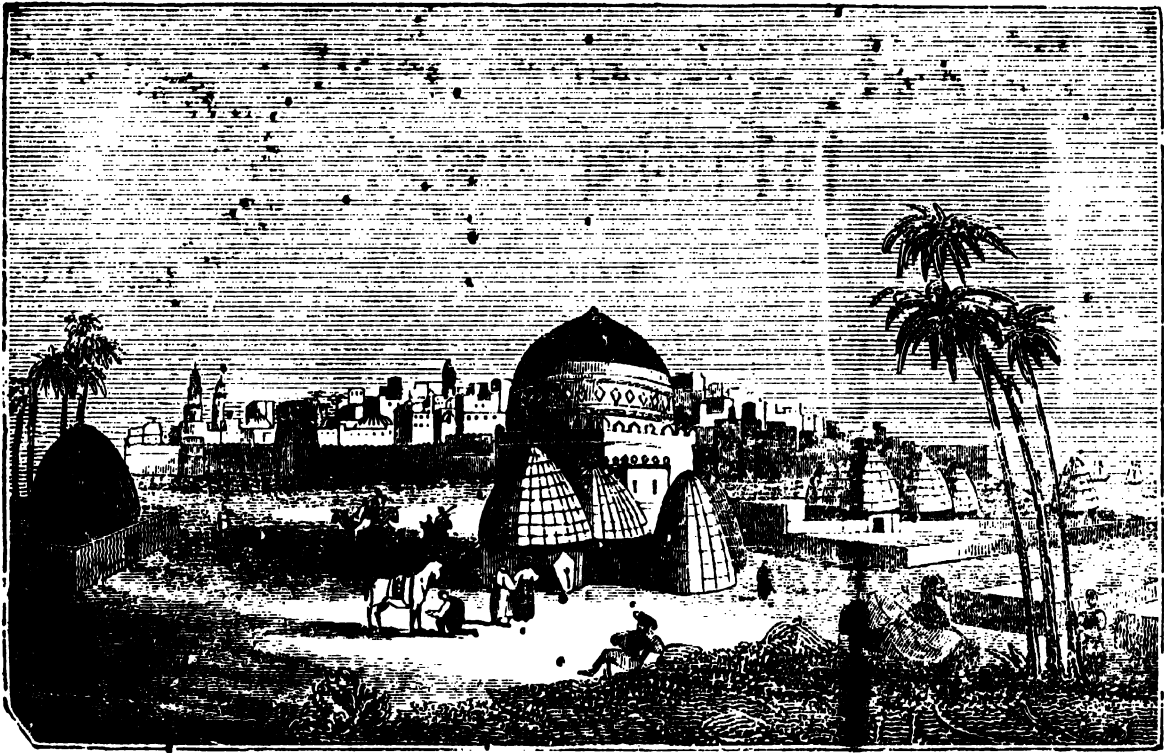
তাতারজাতির বিবরণ।



বর্কালাবধি মধ্য
আশিয়া ও পূর্ব
ইউরোপের অধি-
কাশ অধিবাসীরা
তাতার নামে বি-
খ্যাত আছেন; ও
সকলে এক বংশ

সম্ভূত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু উহা-
দিগের ভাষা ও ইতিহাসের পর্য্যালোচনা দ্বারা
প্রতীত হইয়াছে যে উহারা এক স্বতন্ত্র জাতি নহে;
তাতার নাম ক্রমশঃ কতিপয় বিভিন্ন জাতির
উদ্দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। এ সকল বিভিন্ন
জাতীয়েরা মোগল, তুর্ক ও ফিনিস্ কুলে সমুৎপন্ন।
খ্রীষ্টীয় দশমশতাব্দীর মধ্যভাগে তাতারেরা জা-
তিত্রিতয়ে বিভক্ত হয়। এ প্রত্যেক জাতিরই
এক একটা বিশেষ নাম নির্দিষ্ট আছে; কৃষ্ণ,
শ্বেত, ও বন্য। আল্-তাই পর্বতের যে ভাগ-
হইতে আমুর নদী নিঃসৃত হইয়াছে তাহার সমী-
পবর্তী প্রদেশই কৃষ্ণতাতারদিগের বাসস্থান।
উহারা বহুকালাবধি শ্বেত তাতারদিগের অধীনে

ছিল। অনন্তর চঙ্গেজ্ খাঁর পিতা ইনসুগৈ
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্বেত তাতারদিগকে
পারাজিত করিয়া উহাদিগের সহিত বন্য ও
কৃষ্ণ তাতারদিগের যোগ সম্পাদন করেন।
এই রূপে উক্ত ত্রিজাতীয় তাতারেরা মিলিত
হইলে পর, চঙ্গেজ্ খাঁ উহাদিগের সাধারণ নাম
“বিদে” রাখিলেন। কোক্-নামক এক সম্প্রদায়
মোগল এ নামে পূর্বাধি বিখ্যাত ছিল। অত-
এব তাতারদিগের স্বনাম অপেক্ষা বিদে নামই
অতিশয় মনোনীত হইয়াছিল। তাতারশব্দে মো-
গোল-ভাষায় করদ ব্যক্তি বুঝায়, কিন্তু উল্লিখিত
তাতারেরা তৎকালে স্বাধীন হইয়াছিল, সুতরাং
উহাদিগের স্বনাম সমধিক প্রীতিকর হয় নাই।
কিন্তু উহারা মোগল জাতির সম্ভ্রম-সূচক বিদে
নাম প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে শ্লাঘ্য বোধ
করিত। এই রূপে প্রাথমিক তাতারদিগের
নাম বিলুপ্ত হইলে পর মোগল-বংশীয়েরা যে
সমস্ত রাজ্য অধিকার করেন তত্রত্য অধিবা-
সিরাই পুনর্বার তাতার নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়।
এই তাতার জাতীয়েরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,
খাজার ও কিপ্চাক। কাস্পিয় হ্রদের উত্তর-
দিগবর্তী প্রদেশই খাজার তাতারদিগের বাসস্থান



তাতারজাতির বিবরণ।

ছিল। উহারা সচরাচর নগর এবং পল্লীতে মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বসতি করিত। যে সমস্ত অসভ্য মোগল জাতীয়েরা সমবেত হইয়া ইউরোপ আক্রমণ করে এই খাজার তাতারেরা আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

রোম-রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে বাইজেনশিয়ম্ পূর্বরোমরাজ্যের রাজধানী ছিল, এনিমিত্ত তত্রত্য অধিবাসীরা বাইজেনটাইন্ নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। বাইজেনটাইন্দিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা থিস্তকেনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে খাজার তাতারেরা ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রোমীয় সম্রাট হিরাক্লিঅসের সহিত মিলিত হইয়া পারস্য দেশাধিপতি নোসের্গাস পাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। তদবধি খাজার তাতারেরা রোমীয় সম্রাটগণের সহিত একত মূত্রে বদ্ধ হয়। কোন কোন ইতিহাস-গুহে উক্ত আছে যে খাজার তাতারেরা দুই প্রধান জাতিতে বিভক্ত।

উহাদিগের মধ্যে এক জাতীয় তাতারেরা কদাকার, খর্ব, ও কক্ষকেশ; ও অন্য জাতীয়েরা সুশী, উন্নতকায়, ও তুর্ক-ভাষাভাষী। পরন্তু উহারা অন্যান্যজাতির সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত। খাজারদিগের রাজাই খাগান নামে বিখ্যাত। খাগানেরা সচরাচর নয় জন মন্ত্রীকর্তৃক পরিবৃত থাকিতেন। খাজারদিগের মধ্যে এই একটা প্রথা প্রচলিত ছিল যে ইহুদী ধর্মাবলম্বী না হইলে কেহই রাজা হইতে পারিতেন না; সুতরাং যিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে অভিলাষী হইতেন তাঁহাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইত; কিন্তু মন্ত্রীর নিয়োগ-বিষয়ে সেক্ষণ কোন নিয়ম ছিল না; কি ইহুদী কি মোসলমান কি খ্রীষ্টান সকলেই মন্ত্রিপদে নিযোজিত হইতে পারিতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়া গিয়াছেন যে খাজারদিগের মধ্যে পোত-বাহন অথবা বাণিজ্য কার্যের তাদৃশ প্রচার ছিল

না; কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিপরীত পক্ষই হৃদয়ঙ্গম হয়। খাজারেরা উত্তম গালিচা প্রস্তুত করিতে পারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু উহারা ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকদিগের উপরে অণুমাত্রও অত্যাচার করিত না; সুতরাং খাজার রাজ্যে অন্যজাতীয় লোকদিগের সর্বদা যাতায়াত ছিল। বিশেষতঃ তথায় বহুল ইহুদী-জাতির বাস। বাণিজ্যই ইহুদীজাতির একমাত্র উপজীব্য। অতএব খাজার রাজ্যে নৌকাবাহন ও বাণিজ্য কার্যের বিশেষ চর্চা ছিল না ইহা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। খাজার তাতারেরা ষষ্ঠশতাব্দীতে কিউবান ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তরদিকস্থ অনেক রাজ্য জয় করিয়া তথায় আধিপত্য স্থাপন করে। অনন্তর উহারা ক্রমশঃ কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলহইতে ডার-বেন্স পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। এই রূপে খাজার সাম্রাজ্য সুবিস্তীর্ণ হইয়া উঠে। উহার পশ্চিমসীমা পারনদী। দক্ষিণ-সীমা কৃষ্ণসাগর। পূর্বসীমা ইউরেল নদী। উত্তর সীমা কাসান রাজ্য। অতএব খাজারদিগের বল বীৰ্য্য, যে কেবল আশিআখণ্ডে প্রকাশ পায় এমন নহে; বিশেষতঃ ইউরোপাখণ্ডেও উহারদিগের প্রভুতা সর্বতঃ প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু খাজারেরা ইউরোপে অধিক কাল রাজ্য করিতে পারে নাই। ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে কশীয়দিগের সহিত খাজারদিগের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধেই খাজার অধিপতি খাগান জর্জুনা কারাবদ্ধ হইলেন। তদবধি ইউরোপহইতে খাজারদিগের প্রভাব অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তৎকালে আশিআখণ্ডে উহারদিগের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। খাজারেরা ইউরোপহইতে দূরীভূত হইয়া ও আশিআখণ্ডে ক্রমাগত দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত নিকটকে রাজ্য করিয়াছিল। পরে কতিপয় অসভ্য জাতিবর্গক বারবার আ-

ক্রান্ত হওয়াতে ক্রমশঃ উহারদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া আসা প্রযুক্ত খাজারদিগের তাদৃশ প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিপ্চাক। সুপ্রসিদ্ধ চঙ্গিজ খাঁর পৌত্র বাতু খাঁ এই কিপ্চাক রাজ্য সংস্থাপিত করেন। পূর্ব-কালে ভল্গা ও ডননদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ রাজ্যে যে সমস্ত তুর্কজাতি বসতি করিত তাহাদিগেরই সাধারণ নাম কিপ্চাক ছিল। উল্লিখিত বাতু খাঁ ঐ নামানুসারে স্বাধীকৃত সমুদায় রাজ্যের নাম নির্দেশ করেন। এই নিমিত্তই তত্রত্য অধিবাসীরা কিপ্চাক-তাতারনামে বিখ্যাত হয়। সিরাই নগর বাতু খাঁর রাজধানী ছিল। বাতু ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাহার চারি পুত্র বর্তমান ছিল। তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাজ্যাধিকার করিতে পারেন নাই। তাহাদিগের পিতৃব্য বর্কে খাঁ তাহাদিগকে স্বাধিকারলাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং অধীশ্বর হইলেন। বর্কে মোসলমান-ধর্ম অবলম্বন করেন। তাহার ঐ ধর্মের প্রতি একপ অনুরাগ ছিল যে তিনি রাজ্য মধ্যে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে সমস্ত ব্যক্তি মোসলমান-ধর্মে দীক্ষিত না হইলে আমি তাহাদিগের প্রাণ-দণ্ড করিব। বর্কের এইরূপ ভয়ঙ্কর নির্দেশে ইউরোপে ভল্গা নদীর তীরহইতে আশিআয়্য সিবিরিয়া পর্য্যন্ত প্রায়ঃ যাবতীয় কিপ্চাক-রাজ্য মোসলমান-ধর্ম বদ্ধমূল হইল। বর্কে ১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। অনন্তর বাতু খাঁর পৌত্র মেঙ্গু-তৈয়ুর সিংহাসনে অধিকার করেন। তিনি স্বরাজ্য-ভুক্ত কাকা নগর জিনোয়া বাসীদিগকে দিয়াছিলেন। এই কাকা নগর জিমিয়া উপদ্বীপের অন্তঃপাতী ও বাণিজ্যের প্রধান স্থান। তাতারেরা কসিয়া ও পোল্ড হইতে যে সমস্ত ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিয়া

আনিত তাহাদিগকে এই কাকা নগরে আনিয়া বিক্রয় করিত। মিসরদেশের সুলতানেরা এ সকল হতভাগ্য ব্যক্তিদিগকে ক্রয় করিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইতেন। উহারা যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ হইলে মামলুক* পদে নিযোজিত হইত। উক্ত মেজু খাঁ রাজ্যমধ্যে মস্তক গণনা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটহইতে কর গৃহণের প্রথা প্রবর্তিত করেন। মোসলমানেরা সচরাচর এই করকে “জেজিয়া” বলিয়া থাকে। ইহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। মেজুতৈমুর প্রস্তাবিত কর আদায়ের জন্য কর্মকারক নিযুক্ত করিয়া কাশিয়প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। কাশিয়দিগের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি তাহা প্রদান না করিত উল্লিখিত কর্মকারকেরা তাহাদিগকে ক্রীত-দাসের ন্যায় বিক্রয় করিত। মেজুতৈমুর খাঁ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর তোকতে খাঁ রাজসিংহাসনে অধিকার হইলেন। তিনি কিপ্চাক-রাজ্যে নোট প্রচলিত করেন। কিপ্চাকেরা নোটকে জাও বলিত। তোকতে খাঁ স্বীয় রাজত্ব সময়ে যে সমস্ত কার্য করেন, তন্মধ্যে এই নোট প্রচলিত করাই একটা প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তোকতে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, তদনন্তর বাডি বেগ্ সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইনিই কাতুবংশের শেষ রাজা। ইহার সদৃশ অধার্মিক ও নিষ্ঠুর রাজা সচরাচর নয়নগোচর হয় না। বাডিবেগ যে প্রকারে রাজ্য অধিকার করেন তদ্বারাই তাহার অধার্মিকতা ও নিষ্ঠুরতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতার প্রাণ সংহার করেন; তৎকালে তাহার দ্বাদশ ভ্রাতা বর্তমান ছিলেন; কিন্তু তাহারাও এ নিষ্ঠুর-ক্রিয় বাডিবেগের হস্তহইতে পরিজ্ঞান পাইতে

পারেন নাই, তিনি তাহাদিগকে নিশ্বাস কষ্ট করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কুরুত্ব করিয়া কেহ অধিক কাল কৃতকার্য হইতে পারে না, কুরুত্ব করিলে তাহার প্রতিকল অবিলম্বেই ফলে, বাডিবেগ্ সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার তিন বৎসর পরে হত হয়। তদনন্তর কিপ্চাক রাজ্য আত্মবিগৃহে* উপদ্রুত হইতে লাগিল ও কতিপয় স্বাধীন প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হইল। এ সকল রাজ্যের মধ্যে অচ্টেরা খান, কাজান, ও ক্রিমিয়া এই তিনটাই প্রধান ছিল। বাডিবেগ্ নিধন প্রাপ্ত হইলে কিপ্চাক সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে খাঁ বংশীয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। কাশিয়েরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পোলাণ্ডের রাজা কাসমীর দক্ষিণ-দিকস্থ তাত্ত্বিকদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সিরাই-নগরের অধিপতি রাজত্ব আদায়ের জন্য মস্কো নগরে কতিপয় দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু মস্কোর অধিপতি আইবান্ গর্বিত বাক্যে সেই করপ্রদানে অসম্মত হইলেন, ও এ দূতগণের নাসিকাচ্ছেদন করিয়া তাহাদিগকে সম্প্রতি দূর করিয়া দিলেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে উক্ত মস্কোর অধিপতি ক্রিমিয়ার রাজা মেজনি-খাঁর সহিত মিলিত হইয়া সিরাই নগর আক্রমণ করেন, এই আক্রমণে তত্রত্য অধিপতি পরাভূত হইলেন; সুতরাং বর্তমান রাজ্য কাশিয়দিগেরই হস্তগত হইল। অনন্তর ১৫৪৪ অব্দে কাশিয়েরা অচ্টেরা খাঁর রাজ্য নিজে করিয়া লইলেন, এই রূপে তাদৃশ বিভবংশালী কিপ্চাক রাজ্য কাশিয়দিগেরই রাজ্য ভুক্ত হইল।

* যে কোন দেশীয় লোকেরা আপনা আপনার মধ্যেতে যুদ্ধ করে তাহাকে আত্মবিগৃহ কহা যায়।

* ইজিপ্ট দেশের আরোহী সৈন্যদিগকে মামলুক কহে।

মহোপাকের জীবন-বৃত্তান্ত ।



করিকা-খণ্ডের সমুদায় দক্ষিণ ভাগ অধিত্যকাময় ও উন্নত। এই উন্নত ভূভাগ ক্রমনিম্নভাবে উত্তরদিগদিয়া প্রকাণ্ড মরুভূমির দিগে গমন করিয়াছে, কিন্তু উহার সহিত মিলিত হইবার পূর্বে এক সুবিস্তীর্ণ দেশরূপে পরিণত হইয়াছে। এই দেশ বিষুবরেখাহইতে উল্লিখিত মরুভূমির প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, ও সুদান-নামে বিখ্যাত। ইহার মধ্যদিয়া অনেক বেগবতী নদী প্রবাহিত হইতেছে; এখানকার ভূমি সাতিশয় উর্বরা, ও জল-বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর। অপর এখানে স্বর্ণরেণুও দুষ্প্রাপ্য নহে। চতুর্দিগস্থ স্রোতঃপথে সচরাচর বালুকামিশ্রিত স্বর্ণরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসিরা কৃষ্ণবর্ণ এই নিমিত্ত উহারা নিগ্গো-বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছে। উল্লিখিত সুদান-দেশে টম্বকটু নামে এক মহানগর আছে, তথায় প্রায়ঃ বিশতি সহস্র নিগ্গো লোকের বাস। ইউরোপ-বাসীরা বহুকালাবধি এই মহানগরের নাম অবগত ছিলেন; সে সময়ে সম্মিলিত জনপদবাসিরা ও উহার বিন্দু-বিসর্গমাত্র অনুসন্ধান জানিতেন না। একদা মরুভূমি পর্য্যটক কতিপয় ব্যক্তি ঘটনাক্রমে এই মহানগরীতে গিয়া উপনীত হইলেন, তাহারা ইতিপূর্বে উহার বিষয় কিঞ্চিৎ আত্মও অবগত ছিলেন না, সুতরাং সহসা তাদৃশ সমৃদ্ধিশালী নগরী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন, ও উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া বারংবার তথায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন। তাহারা সন্ধান করিয়া যে খজুর ও মানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন, তদ্বিনিময়ে তথাহইতে স্বর্ণরেণু ও বহুমূল্য গজদন্ত লইয়া আসিতেন, পরিশেষে রাজার

নিকটহইতে নিগ্গোজাতীয় জীপুৰুদিগকেও ক্রীতদাস করিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ তাহারা এই মহানগরীর সমৃদ্ধিগুণে একপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত বাণিজ্যোপলক্ষে প্রতিবৎসরে এক এক বার তথায় যাইতেন। ইহাদিগের দ্বারা এই উক্ত মহানগরীর সমৃদ্ধিবর্ত্তি প্রথমতঃ ইউরোপে প্রচারিত হয়। ইউরোপবাসিরা অশ্রুতপূর্ব টম্বকটু-নগরীর অশ্রুত-বর্ত্তি-শ্রবণে উহার বিষয় বিশেষরূপে জানিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। এই সময়ে, ইউরোপে একপ জনরব হইল যে টম্বকটু-নগরীর নিকটবর্ত্তিনী একটী মহানদী আছে, উহার মহান আবিস্কৃত হইলে তদ্বারা অনায়াসে এই নগরীতে প্রবেশ করা যাইতে পারে। ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় ইংরাজ-বণিক সমবেত হইয়া এই মহানদীর মহান আবিস্কৃত করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া এক দল ফরাসী বণিকও তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকেরা গ্যাম্বিয়া নদীতে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ উহাকেই নিগ্গো-নগরের নদী বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। এই নদী কেপ্তিভার্ড দ্বীপের দক্ষিণদিগদিয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। এদিগে ফরাসী বণিকেরাও কেপ্তিভার্ড দ্বীপের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত সিনিগাল নদী দিয়া লক্ষিত স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উভয়পক্ষেরই প্রযত্ন বিফল হইল। যদিও তাহারা ক্রমাগত সাক্ষাৎশতাব্দী-পর্য্যন্ত নিগ্গো-নদীর অনুসন্ধান ব্যাপ্ত ছিলেন তথাপি উহার নিকটে ও যাইতে পারিলেন নী। পরে যে মহানুভাব এই দুর্কহ কার্য সম্পন্ন করিয়া জগৎবিখ্যাত হইলেন, তাহার নাম মহোপাক। আমরা এক্ষণে তাহারই জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহোপাক স্কটল্যান্ডের অন্তর্বর্ত্তী সেল্কর্ক নামক

প্রদেশে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বরে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তিনি অজ্ঞচিকিৎসাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, ও, ঐ ব্যবসায়োপলক্ষে এক বার ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোঁষে জোজেক ব্যাক্স ও অন্যান্য পদার্থবিদ্যাশিষ্যের পণ্ডিতেরা প্রস্তাবিত নদীর আবিষ্কার-করণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহারা মজোপার্ককে কার্যসাধক ও অধ্যবসায়ী বোধে তাঁহাকেই ঐ কার্যে নিযুক্ত করিবার মানস করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মজোপার্ককে এই আদেশ করিলেন যে তুমি এমন একটি পথ আবিষ্কৃত করিতে চেষ্টা কর, যদ্বারা নিগো-নদীতে উপনীত হইয়া টম্বকটু নগরীতে যাওয়া যাইতে পারে, এবং ঐ নদী কোন্ পর্বতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও কোন্ সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে ইহার সবিশেষ অবগত হইতে যত্ন কর। মজোপার্ক এইরূপে তাঁহাদিগকর্তৃক আদিষ্ট হইবামাত্র তদর্থ যাত্রা করিলেন।

তিনি জুলাই মাসে গ্যাম্বিয়া নদীর উত্তরদিগবর্তী পিসানিয়া নামক স্থানে ক্রমশঃ আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় তিনি কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া নিগোভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, ও ঐ অবসরে ভ্রমণোপযোগী উপকরণ সামগ্ৰীও সঙ্গ্রহ করিতে লাগিলেন। মজোপার্ক বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তিনি যে কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তদুপলক্ষে অনেক ভয়ানক মক্‌ভূমি অতিক্রমণ করিয়া যাইতে হইবেক, ও এবংবিধ অনেক জঙ্গল ও অনেক দেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাধ্য হইবেন, যথায় কেবল হিংস্র আরণ্য জন্তুদিগেরই বাস ও অজ্ঞাতকুলশীল অসভ্য জাতিদিগেরই আধিপত্য। জানিয়া শুনিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্থান-দিয়া গমন করিতে হইলে অনেকেরই চিত্ত বিচলিত ও ভয়ে অভিভূত হয়, কিন্তু মজোপার্ক একপ

সাহসী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন যে তিনি ভাবি বিপদ আশঙ্কা করিয়া কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত হইলেন না। মজোপার্কের সঙ্গীর মধ্যে এক জন নিগো ভৃত্য ও এক জন কৃষ্ণবর্ণ বালক ছিল, এতদ্ব্যতীত অন্য চারি জন নিগোজাতীয় ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আদেশানুবর্তী না হইলেও ভবিষ্যৎ পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁহার সঙ্গে যাইতে ও সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিল। মজোপার্ক অন্যান্য আবশ্যিক বস্তুর মধ্যে এক প্রস্ত পরিধেয় বস্ত্র, একটা ছত্র ও কএকটা পিস্তল ও পদার্থ-বিদ্যা-সঙ্ক্রান্ত কতিপয় যন্ত্র ও দুই দিবসের উপযুক্ত আহারীয় সামগ্ৰীও সঙ্গে লইয়া ছিলেন। মজোপার্ক এইরূপে সমজ্জ হইয়া ডিসেম্বর মাসে উক্ত পিসানীয় নামক স্থানহইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অগ্ন্যদিবসের মধ্যে এক দলদস্যু পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন মজোপার্ক উপায়ান্তর না দেখিয়া সমভিব্যাহারে আনীত তামাকের অধিকাংশ তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে তিনি দুর্বৃত্ত দস্যুগণের এই প্রাথমিক আক্রমণহইতে পরিত্রাণ পান। মজোপার্ক উনি রাজার রাজধানী মেডিনায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। পর তথাকার তিন জন হস্তশিকারীকে পথপ্রদর্শক ও জলবাহকের কার্যে নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে লইলেন। তাঁহাদিগের সহিত একটা প্রশস্ত মক্‌ভূমি পার হইয়া বণ্ডোরাজার রাজধানী কটেকুস্তায় আসিয়া পৌছিলেন, ও তৎপর দিবসে রাজ-সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া জামার কএকটা বোতাম তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। ইহাতে এই কল হইল যে ঐ রাজার সহিত মজোপার্কের অত্যন্ত সম্ভাব জন্মিল। মজোপার্ক এই স্থানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনর্বার যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে এক দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে গিয়া উপনীত

হইলেন; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন যে চারিদিকে নেকড়িয়া বাঘ অহাংরাশ্বেষণে ফিরিতেছে, এবং তরঙ্গু প্রভৃতি বিকটাকার বনচর জন্তুগণ ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া বেড়াইতেছে। উক্ত জঙ্গলের মধ্যদিয়া গমন করা যদিও বিস্তর আশঙ্কার বিষয় ছিল বটে, তথাপি মজ্জোপালক কোন রূপ বিপদে পতিত না হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে কাজাগা রাজার রাজ্যে উপনীত হইলেন; কিন্তু তিনি যে কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন নাই। তথায় তাঁহাকে একটি গুরুতর অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি সজ্ঞে করিয়া যে পুত্র আনিয়াছিলেন, উক্ত রাজার পুত্র তাহার অঙ্গাংশ বলপূর্বক লইলেন, এবং এই কথা বলিয়া মজ্জোপালককে দোষী ও দণ্ডভাগী করিলেন যে তুমি এস্থলে আসিয়া অনুচিত কর্ম করিয়াছ, রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারো এ রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। ফলে উক্ত রাজপুত্র আপনার ঐ রূপ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসেই এবং বিধ দোষারোপ করিয়াছিলেন।

অনন্তর মজ্জোপালক তথাহইতে বিদায় লইয়া পুনর্বার পথচলিতে আরম্ভ করিলেন; ও কতিপয় দিবসের মধ্যে নিউডেমার রাজ্যের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রাজ্য মুরজাতীয়দিগের বাসস্থান ও দুরাচার আলী রাজার অধিকারস্থ। এই সময়ে সমভিব্যাহারী ভৃত্যেরা উক্ত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া মজ্জোপালককে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন মজ্জোপালক সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া একাকী আলী রাজার রাজধানী বেনোয়িনী-নগরীতে গমন করিলেন। তত্রত্য লোকেরা ইতিপূর্বে কখনই শ্বেতবর্ণ পুরুষ দেখে নাই, সুতরাং সহসা মজ্জোপালককে দেখিয়া স্তম্ভিত ও চমত্কৃত হইল,

বিশেষতঃ তথাকার স্ত্রীলোকেরা একপা বিস্মিত হইয়াছিল যে তাহার মজ্জোপালক প্রকৃত মনুষ্য কি না এরিষয়ে সন্দেহান হইয়া তাঁহার হস্তাঙ্গুলি ও পদাঙ্গুলি গণিয়াছিল। মজ্জোপালক রাজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার পুত্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নির্দয়রূপে আঘাত করিলেন ও একটি কম্পাশ-ব্যতীত তাঁহার যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইলেন। তিনি কম্পাশটীকে ইন্দ্রজাল সংসৃষ্ট মনে করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। দুর্বৃত্ত আলী রাজা মজ্জোপালকের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়াই যে আপনার নিষ্ঠুর স্বভাবকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি পরিশেষে মজ্জোপালককে বন্দী করিয়া কন্যাহারে ও অনাবৃতস্থানে ফেলিয়া রাখিলেন। একপা অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিলে কাহার না স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়? মজ্জোপালক অনতিবিলম্বে যোরতর জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন, ও কতিপয় দিবস অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করেন। এই সময়ে তথায় এই জনরব উঠিল যে সন্মিকটস্থ কোন রাজা আলীর রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। এই রূপ জনরব মজ্জোপালকের পক্ষে ভদ্ৰদায়ক বলিতে হইবেক, যেহেতুক তৎকালে দুরাচার আলী রাজা আপন কর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগে মজ্জোপালক সন্নিহিত অরণ্যের মধ্যে পলায়ন করিলেন, ও তাঁহার সজ্ঞে যে কম্পাশটী ছিল তদ্বারা দিগ্‌নির্গম করিয়া বাম্বারা রাজ্যের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে এইরূপে যে দিক লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি অশংসয় অনুমান হয় এতদ্বারা লক্ষিতস্থানে উপনীত হইতে পারিব। যতকালে মজ্জোপালক ঐ বনের মধ্যদিয়া গমন করেন, তখন তিনি নিঃশব্দ হইয়াছিলেন; সজ্ঞে খাদ্যসামগ্রী কিছুই

ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে অমাহারে অভ্যস্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; বিশেষতঃ সে সময়ে তিনি দুরন্ত পিপাসায় একপ আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক ও অবকলপ্রায় হইয়াছিল।

সুতরাং তিনি বারংবার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন, এবং যত বার পড়িতেন আর উঠিতে পারিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করিতেন না, কলে মজোপার্কের তাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ ভাবিয়া দেখিলেও সকলের মনে ক্লেশ বোধ হয়। এই সময়ে একদিন ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে মজোপার্কের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। তিনি সেই বৃষ্টির জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, ও পুনর্বার পথ চলিতে লাগিলেন। মজোপার্ক এই রূপে অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া কতিপয় সপ্তাহের পর বাম্বারা-রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে অধিবাসীরা সকলেই দয়ালু, পরের দুঃখ-বিমোচনে সকলেই যত্ববান। তখন মজোপার্কের অন্তঃকরণে সাতিশয় হর্ষোদয় হইল, ও পুনর্বার আশা ভরসার ও সঞ্চার হইতে লাগিল। মজোপার্ক এই রূপে পিসানিয়া পরিত্যাগের সাত্ত্ব সপ্ত মাস পরে বাম্বারা-রাজ্যের রাজধানী সেগো-নগরে আসিয়া উদ্ভীর্ণ হইলেন। এই সুবিস্তীর্ণ সেগো-নগর জলীবা-নদীর তীরবর্তী। মজোপার্ক যে নদীর অনুসন্ধানে এত দীর্ঘ পর্যটন ও এত অধিক কষ্টস্বীকার করিয়াছিলেন উক্ত জলীবাই সেই নদী। অনন্তর মজোপার্ক রাজার সহিত সাক্ষাৎ-কার করিবার মানস করিলেন, কিন্তু রাজা সাক্ষাৎ-কার-প্রদানে অসম্মত হইয়া এক জন দূতদ্বারা মজোপার্ককে বলিয়া পাঠাইলেন যে তুমি সন্ধি-হিত কোন পন্থাতে যাইয়া অবস্থান কর। মজোপার্ক নৃপাদেশের অন্যথাচরণ করিতে না পারিয়া সমীপবর্তী কোন পন্থাতে গমন করিলেন।

সেখানকার লোকেরা মজোপার্কের আকার প্রকার দর্শনে সাতিশয় ভীত ও শঙ্কিত হইল; তাহারা কেহই তাঁহাকে গৃহে স্থান বা আহার দিল না, সুতরাং মজোপার্ক হতশ হইয়া একটী বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিলেন ও তথায় থাকিয়া সমুদায় রাত্রিকাল অতিবাহিত করিবেন, মনস্থ করিলেন। এই অবসরে একজন নিগ্নো-জাতীয় জী-লোক ঐ স্থানদ্বিয়া গমন করিতেছিল, সে মজোপার্কের দুরবস্থা-দর্শনে অভ্যস্ত দুঃখিতা হইল, ও তাঁহার সেকপ দূর্দশা ঘটবার কারণ কি, আগু-হাতিশয়-সহকারে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মজোপার্ক যাহা বাহা ঘটয়াছিল সঙ্ক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিলেন। তখন সে মজোপার্ককে সজ্ঞে করিয়া বাটী লইয়া গেল, ও যথাসাধ্য আহার প্রদান করিল, এবং মেজ্যার উপরে একটী মাদুর পাতিয়া দিল। মজোপার্ক তাহাতে শয়ন করিলেন। উক্ত জী লোকটী সে দিবস গান করিতে করিতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাটনা কাটিয়াছিল। মজোপার্ক সেই সমস্ত গীতের বিষয় হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই গানে যে সকল কথা ছিল তদ্বারা মজোপার্কই লক্ষিত হইয়াছিলেন। এতদ্বারা সে সেই সমস্ত গীত অনুবাদিত হইল।

হুকারিল বায়ুকুল, পড়িল আসার,
তরুতলে খেতনর বসে নিরাহার,
তুমিবারে ত্বাকুলে দুখ কেবা দিবে,
কুপ্তাতুরে রক্ষাহেতু অম্মকে আনিবে,
কোথায় জননী তার কোথায় রমণী
কে তার করিবে সেবা দিবস রজনী।

যত্পরোমাস্তি উপকার বোধ হওয়াতে মজোপার্কের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইল। তিনি পর দিবস প্রাতঃ কালে সেই দয়ালবতী নিগ্নো-জাতীয় জীলোকটীকে জামার চারিটী বোতাম উপঢৌকন

দিলেন। অনন্তর মজ্জোপালক তথাহইতে বিদায় লইয়া পুনর্বার পথ চলিতে লাগিলেন, ও নাইজার নদীর অনুসন্ধান করিতে করিতে সিলানগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি এক্ষণে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করিলেন। ফিরে আসিবার সময়ে মজ্জোপালক প্রথমতঃ উক্ত জলীবা-নদীদিয়া বমব্যাক নগরে গমন করেন। পরে তথাহইতে সিবিডনু-রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই রাজ্যদিয়া যাইবার সময়ে মজ্জোপালক পুনর্বার পূর্ববৎ কষ্ট পাইয়াছিলেন। তিনি কখনই জলময় প্রদেশে আবদ্ধ জলমগ্ন হইয়া চলিতে লাগিলেন, ও অনেকবার ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন, এবং দুর্ভিক্ষ মূর-জাতির উপদ্রবে পুনঃপুনঃ উপদ্রুত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ আবার সেই সময়ে জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপ ঘোর বিপদের সময়ে ভাগ্যক্রমে তথাকার একজন বণিকের সহিত মজ্জোপালকের বন্ধুতা হইল। তিনি মজ্জোপালকের তৎকালোচিত পরিচর্যা করিতে কিঞ্চনমাত্রও উপেক্ষা করেন নাই। মজ্জোপালক যত দিন সুস্থ না হইয়াছিলেন তাবৎ তিনি তাঁহাকে সুপথ্য প্রদান করেন; পরে সুন্দররূপে সুস্থ হইলেও সাত মাস পর্যন্ত গৃহে রাখিয়া আতিথ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাকে নিরাপদে পিসানিয়া নগরে পৌছাইয়া দিলেন। মজ্জোপালক এইরূপে দুইবৎসর সাতমাস পরে ইংলণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন। কতিপয় বৎসর পরে মজ্জোপালক পূর্বে যে সমস্ত আবিষ্কৃত্য করিয়া আসিয়াছিলেন পুনর্বার তাহার অনুসরণ করিতে মানস করিলেন।

এই সময়ে তিনি আবিষ্কৃত্য-যাত্রা-নির্বাহার্থে ইংলণ্ডের রাজকোষহইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মজ্জোপালক ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে পিসানিয়াহইতে যাত্রা করিলেন।

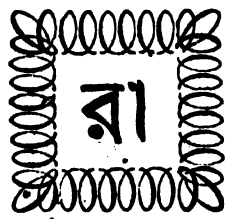
তিনি এবার বেয়াল্লিশ জন সৈন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার। তাঁহার কোন উপকারেই আইসে নাই। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, ও কতিপয় ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া গেল, ও এক জন আরণ্য জন্তুর করালগুণ্ঠে পতিত হইল। মজ্জোপালক যতকালে নাইজ নদীতে গিয়া উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে নয় জন মাত্র সৈন্য ছিল; কিন্তু তাহারাও সুস্থশরীর ছিল না, মজ্জোপালক সেই অসুস্থসংখ্যক সৈন্য লইয়া সেগো-নগরে গমন করিলেন, ও দেখিলেন, সেই পূর্ব রাজাই সেখানে আধিপত্য করিতেছেন। মজ্জোপালক স্বসমভিব্যাহারে আনীত সামগ্রীর মধ্যহইতে কতক গুলি উৎকৃষ্ট সামগ্রী নির্বাচন করিয়া রাজাকে উপঢৌকন দিলেন। ইহাতে উক্ত রাজা মজ্জোপালকের প্রতি অনুকূল হইলেন, ও সানুগৃহ বচনে তাঁহাকে বলিলেন যে “আমি সাধ্যানুসারে-তোমার উপকার করিতে ত্রুটি করিব না।” এই নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে একখানি প্রশস্ত নোকা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মজ্জোপালক পথে যাহা যাহা ঘটয়াছিল তদ্বিষয়ক একখানি পত্র লিখিয়া এক জন ভৃত্যদ্বারা ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি উক্ত রাজার সাহায্যলব্ধ নোকায় আরোহণ করিয়া নবেম্বর মাসে সেগো-নগর-হইতে যাত্রা করিলেন। তৎকালে তাঁহার সঙ্গে চারিজন মাত্র লোক ছিল, তন্মধ্যে এক জন পথপ্রদর্শক। মজ্জোপালক সেগো-নগরহইতে যাত্রা করিলে পর চারি বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। অনন্তর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সিনিগালের শাসনকর্ত্তা মজ্জোপালকের কি ঘটিয়াছে ইহা অনুসন্ধান করিতে উৎসুক হইলেন, ও এক জন বৃদ্ধ ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন।

সে অনেক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে মজ্জো-

পার্কের সহচর পথপ্রদর্শককে দেখিতে পাইল, ও তাহার বাচনিক সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া আট মাস পরে সিমিগাল-নগরে প্রত্যাগমন করিল। তখন তদ্বারা বিদিত হওয়া গেল যে মজোপার্ক লাইজন্ন নদীদ্বারা টিম্বকটু-নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং এই নগরদ্বারা যাইবার সময়ে তত্রত্য লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। পরে তিনি বুসা-নগরে উত্তীর্ণ হইলে তথাকার রাজা তাঁহাকে নগর-মধ্যদ্বারা যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, ও কহিলেন অশ্রদ্ধাধারী ব্যক্তিকে নদীর তীরস্থ পর্বতের উপরে বসাইয়া রাখিলেন, ও তাহাদিগকে এই আদেশ করিলেন, যদি সেই বিদেশীয় ব্যক্তির নগর মধ্যে আসিতে চেষ্টা পায়, তবে প্রস্তর ও বর্শাবর্মণপূর্বক তাহাদিগকে অবরোধ করিবে। তথাপি মজোপার্ক বুসা-নগরে প্রবেশ করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সেই সমস্ত অশ্রদ্ধাধারী পুরুষেরা যে প্রস্তর ও বর্শাবর্মণ করিয়াছিল তদ্বারা মজোপার্ক ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা সকলেই ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন তাঁহারা নোকাহইতে লক্ষ্য দিয়া জলে পড়িলেন, ও সস্তরনদ্বারা পলায়ন করিতে চেষ্টা পান; কিন্তু তাহাদিগের সে চেষ্টা বিফল হইল, তাঁহারা সকলেই জলমগ্ন হইলেন, কেবল তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক দৈবানুগ্ৰহে নদীর অপর পারে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

বিশ্বামিত্রের জীবন চরিত ।

১৩৫ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত ।



জা হরিশ্চন্দ্রের পুরোহিত মহা-
মুনি বশিষ্ঠ ষাটশ বৎসর গজায়
প্রবাস করিয়াছিলেন, এ কা-
রণে এতাবৎকাল তাঁহার বৃ-
দ্ধা জানিতে পারেন নাই; কিন্তু এই সময়ে

তিনি বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে বিশ্বা-
মিত্র বঞ্চনাদ্বারা রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য-ধন
গৃহণ করিয়া তাঁহার ভাৰ্য্যা ও তনয় বিক্রয় ও চণ্ডাল-
সম্মিথানে দাস্যবৃত্তি প্রভৃতি নানী দুর্গতি সাধন
করাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি
অতিশয় স্নেহ-পরবশ ছিলেন, তাঁহার এ রূপ দু-
র্গতির বিবরণ শ্রবণ করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের প্রতি
তাঁহার সাতিশয় ক্রোধের সঞ্চার হইল। মুনি-
বর বশিষ্ঠ কোপভরে কহিতে লাগিলেন, “দুরাত্মা
বিশ্বামিত্র আমার শত পুত্রের প্রাণসংহার করি-
য়াছে তাহাতেও তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু
সে যখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুর্গতি করিয়াছে
তখন আর তার ক্ষমা নাই। হায় ২ যে রাজা
অতি মাহাত্ম্য, মহাভাগ, সত্য দেববৃন্দ্রের
পূজায় রত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, শিষ্ট,
অনপরাধী, অপ্ৰমত্ত, ধর্ম্মাত্মা, তাহাকেও তদীয়
রাজ্যহইতে ভূষ্ট করিয়া পুত্রকলত্রসহিত তাঁহার
এত দুর্দশা করিয়াছে! ভাল আমি এই দুরাত্মা
বিশ্বামিত্রকে এখন অভিশাপ দিতেছি।” এবং
এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্রকে বক হইতে শাপ
প্রদান করিলেন।

বশিষ্ঠের এই অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা-
তেজা বিশ্বামিত্রেরও কোপ জন্মিল, তিনিও জল
স্পর্শপূর্বক বশিষ্ঠকে শাপদ্বারা আড়ি প্রদান
করিলেন। দুই জনেই অতিশয় তেজস্বী ছিলেন,
তাঁহারা পরস্পর রাগ সহ্য করিতে না পারি-
য়া পক্ষীরূপে উভয়ে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন,
এবং অতি নির্দয়পূর্বক পরস্পর আঘাত করি-
তে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে একপ
ভয়ানক বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে
তাহাতে ভূরি ২ গিরি উদ্ভূলিত হইয়া ভূতলে
পড়িতে লাগিল। পর্বতগতনে পৃথিবীও অভ্যা-
হত হইয়া কল্মসমান হইতে লাগিল। অবশী এই

কপে কম্পিতা হওয়াতে সাগরসকলের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং পৃথ্বী যেন পাতাল-গমনোন্মুখী হইয়া এক পার্শ্বেনত হইয়া পড়িলেন। এই ঘোর সঙ্ক্ৰামে কত শত প্রাণী যে নিধন প্রাপ্ত হইল তাহার আর পরি-সীমা নাই। কত শত লোক সাতিশয় ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল; কত শত লোক মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল; কত শত লোক স্ব-সুহ ভাজন পরিজন নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া “হা বৎস, হা শিশো, কোথায় রহিলে, আমার প্রাণ যায়” এই বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। কেহ বা, “হা প্রিয়ে!” কেহ বা “হা কান্তি! শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর,” এই বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই প্রকারে যখন পৃথিবী উচ্ছিন্ন হইতে বসিল, তখন পিতামহ বৃক্ষা সমস্ত পৌরগণে পরিবে-ষ্টিত হইয়া সেই রণস্থলে আগমনপূর্ব্বক ঐ দুই কুপিত যোদ্ধাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “অহে, তোমরা যুদ্ধহইতে বিরত হও, তোমাদের যুদ্ধহেতু সকল লোক ভয়ে আকুলী-ভূত ও প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে, তোমরা ক্রান্ত হও, সকলে নির্ভয় হউক।” বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র রণে এমত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে বৃক্ষার বাক্য তাঁহাদের কণাগোচর হইয়াও হইল না, তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় অবিচ্ছেদে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, কণ কালের নিমিত্ত সময় বিশ্রাম পাইল না।

প্রজাপতি পুনর্বার তাঁহাদিগকে সম্বোধন করি-য়া কহিলেন “হা বৎস বশিষ্ঠ, হা বৎস বিশ্বা-মিত্র! তোমরা তামস ভাব পরিত্যাগ কর, ঐ ভাব অবলম্বন করাতেই এই ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বৎস, তোমাদিগের বিগুহে পৃথিবীর সমধিক অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তোমরা অনুধাবন করি-তে পারিতেছ না! বৎস বশিষ্ঠ, তুমি যে রাজা

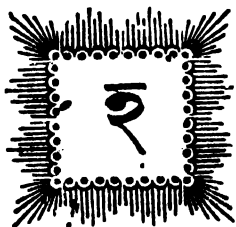
হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছ তাঁহার কি অমঙ্গল হইয়াছে বল? তাঁহার রাজ্যনাশ প্রভৃতি কষ্টদশা-জনিত তাঁহাকে যে পরিমাণে যে সকল শোক দুঃখের বশবর্তী হইতে হইয়াছিল, তদ-পেক্ষা তাঁহার অধিকতর সুখভোগ হইয়াছে, কে-ননা তাঁহার সেই সকল দুঃখভোগদ্বারাই তাঁহার অতি শীঘ্র স্বর্গভোগ হইয়াছে, অতএব যুদ্ধ করি-বার কারণ কি? ক্রান্ত হও। আরও বিশেষ এই সঙ্ক্ৰামে লিপ্ত থাকাতে তোমাদিগের তপস্যা কার্য্যে বিঘ্ন হইতেছে, অতএব কোপ পরিত্যাগ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা বেদজ্ঞ, বেদই তোমাদের পরম বল, কেন বৃথা অনর্থ কায্যে লিপ্ত থাকিয়া মহদ বিঘ্ন উপস্থিত কর?”

• বৃক্ষা এই প্রকার কহিলে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ দুই জনেরই অতিশয় লজ্জা হইল, তখন আ-পন ২ প্রকৃতি গৃহণ করিয়া বিবিধ বিনয় বচনে বৃক্ষার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং পর-স্পর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আপন ২ আশু-মাভিমুখে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র পূর্ব্ব তপ-স্যা বিফল দেখিয়া কোশিকী নদীতটে পূর্বা-পেক্ষা পুনর্বার কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল বায়ুমাত্র আহার অবলম্বন করত বাহুদ্বয় উদ্ধ করিয়া স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান থাকিতেন। গীষ্ম-কালে চতুর্দিকে আকাশ স্পর্শী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সূর্য্যভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন, দুঃসহ শীতকালে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বর্ষাকালে মুষলধার বৃষ্টিতে অনাবৃত থাকিয়া তপস্যার অনুবর্তী হইতেন। ইন্দাদি দেবগণ তাঁহার তপ-স্যাতে ভীত হইয়া তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবার মানসে রক্তা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাকে আপন সম্মুখে অঙ্গভঙ্গ্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ-বচনে বলিতে লাগিলেন, “অরে পাণীয়সি, তুই

আমার যোগ ভঙ্গ করিতে আসিয়াহিস্, তুই এখনহইতে দূর হ,” বলিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া যোগ সাধন করিতে লাগিলেন। ঋষির ক্রোধ দর্শন করিয়া রক্তা প্রস্থান করিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিশ্বামিত্রকে নানা মতে ছলনা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন চঞ্চল করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহার সকলে একত্র হইয়া বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, “বুদ্ধর্ষে! তোমার তপস্যায় আমরা প্রীত হইয়াছি। তুমি এই উগু তপস্যার প্রভাবে বাকগত্ব প্রাপ্ত হইলে। আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, এখন তোমার যেখানে অভিলাষ হয় তথায় গমন কর।”

বিশ্বামিত্র ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “দেব! যদি আপনাদিগের প্রসাদে বাকগত্ব এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিলাম, তবে অনুগৃহীত যেন প্রণব সহিত সমস্ত বেদ ও বশিষ্ঠ আমাতে সঞ্চারিত হয়, এবং কত্রিয় বেদবিত্ত ও বুদ্ধবেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধপুত্র বশিষ্ঠও আমাকে যেন বুদ্ধর্ষি বলিয়া জানেন।” তদনন্তর দেবতারা ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিয়া তাহার সহিত বিশ্বামিত্রের মিত্রতা প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে সন্মত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে বিশ্বামিত্রকে বুদ্ধর্ষি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি সম্পূর্ণ বাকগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।” ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও আহ্লাদিত হইয়া বশিষ্ঠকে যথোচিত সম্মান করিলেন।

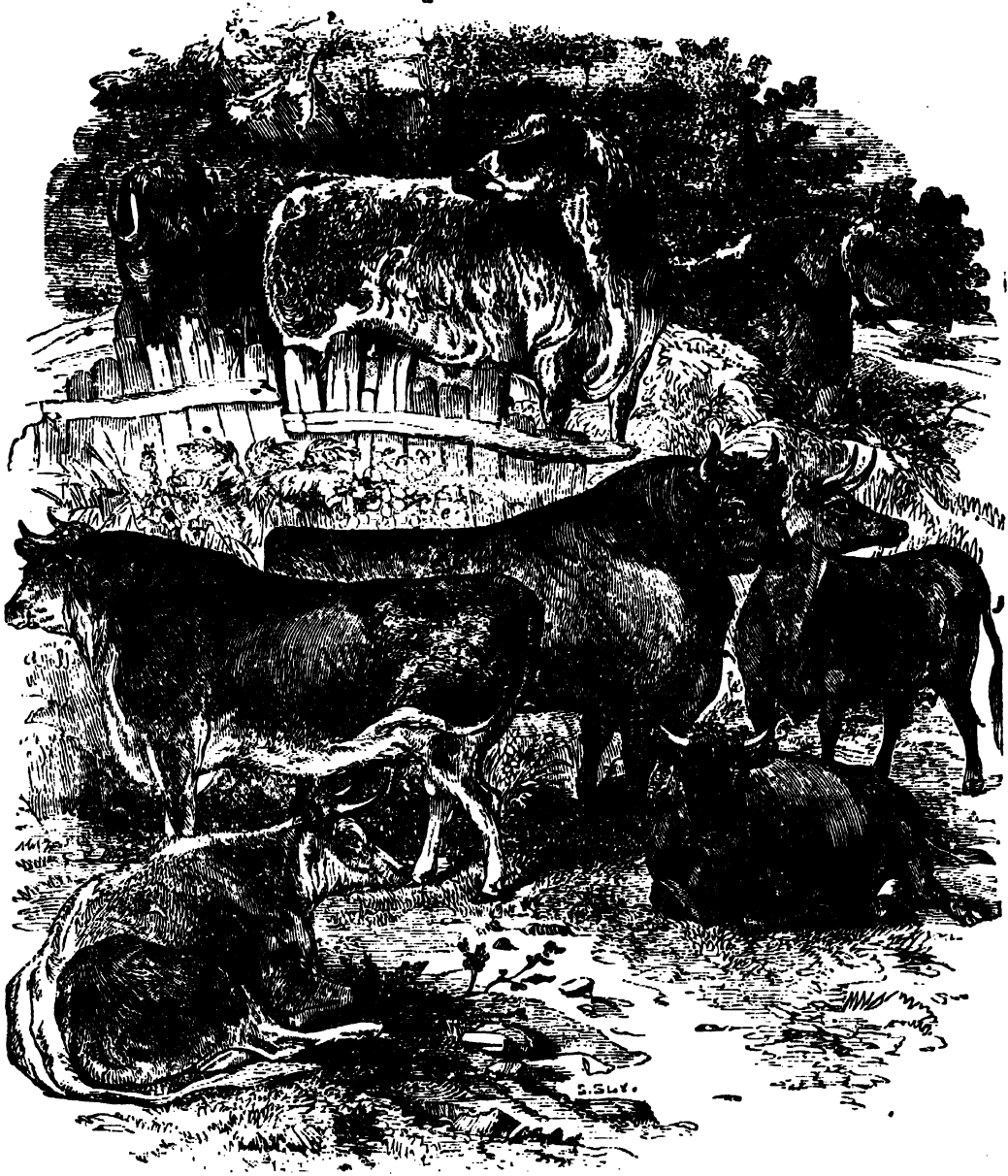
গবাদিশৈশবীর বিবরণ।



রিগাদি জীবদিগের বিবরণ-প্রসঙ্গে সমস্ত রোমস্থক জীবের প্রধান ২ লক্ষণসকল বর্ণিত হইয়াছে। তৎপাঠে পাঠকবর্গ অবশ্যই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, যে মনুষ্যের প্র-
 হ

জনীয় পদার্থ প্রায়ঃ সকলই ঐ গণস্থ পশুহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিণ, মেঘ, ছাগ, কস্তুরীয়ক, সার প্রভৃতি জীবহইতে উত্তম পরিপুষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য, সুচাক কোমল বস্ত্র, উপাদেয় চর্ম, তেজস্কর ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপকারজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু ঐ গণস্থ এক গোশৈশবহইতে যে সকল উপকার উদ্ভূত হয় তাহা অপর সমস্ত হইতে সম্ভাবনীয় নহে।

দুগ্ধ খীর নবনীত ঘৃত অপেক্ষা সুস্বাদু প্রশস্ত খাদ্য আর কিছুই নাই। তাহা কেবল গোহইতে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাদুকা অশ্বসজ্জা প্রভৃতি দ্রব্যের নিমিত্ত গোচর্মই সর্ব প্রধান। সমুদ্র-নাবিকদিগের প্রধান খাদ্য গোমাংস, তন্নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ জীব প্রতি বৎসর ধ্বংস হইয়া থাকে। গোলোম, গোশজ্জ গোখুর, গোশোণিত ও গবাস্তিতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়? তাহার অত্রও বৃথা নিঃক্ষিপ্ত হয় না;—মনুষ্যের পক্ষে তাহাও প্রয়োজনীয়। গোচনা এতদ্দেশে ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তিব্বতাদি দেশে গোময় ইন্ধনের একমাত্র উপায়। কলতঃ গোর দেহজাত কোন পদার্থই অপয়োজনীয় নহে; সকলই বিশেষ আবশ্যিক, এবং তাহাদের উপযুক্ত প্রতিম প্রায় অন্যত্র পাওয়া যায় না। অপর গোর দেহ ও তজ্জাত পদার্থই যে কেবল মনুষ্যের ব্যবহারে নিযুক্ত হয় এমত নহে; তাহার বল ও আমাদিগের পরম উপকারক; তন্নিমিত্ত হলকর্ষণের প্রশস্ত উপায় ভারতবর্ষে আর নাই। এবং যানবাহন ও ভারবহন কার্য গোদ্বারা যে পরিমাণে নিষ্পন্ন হয় অন্য কোন পশুদ্বারা তাদৃশ হয় না। অতএব গো যে সর্বত্র সমাদৃত হইবে ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে। এই কারণই এতদ্দেশে গো ভগবতী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার বধ মহাপাপমধ্যে গণ্য হইয়াছে। পরন্তু



বিলাতি দীর্ঘ ও মধ্যম শৃঙ্গ গো। a ক্রায়েন বৃষ; b অশুমায়-প্রদেশীয় বৃষ; c নুতনলিসিফের প্রদেশীয় বৃষ; d ডিবন-প্রদেশীয় বৃষ; e ডিবন-প্রদেশীয়া গাভী f হফর্ড প্রদেশীয় বৃষ; g হফর্ড প্রদেশীয়া গাভী; h সসেকস-প্রদেশীয়া গাভী।

পূর্বকালে গোর সম্যগ্ উপকারিতা সম্বন্ধে যজ্ঞে তাহার বধ প্রশস্ত ছিল, এবং এক এক যজ্ঞে অনেক গোর বলিদান হইত। কৃষকজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পঞ্চশারদীয় যজ্ঞে সপ্তদশ গো-বলি অভিহিত হইয়াছে। গোমেধাদি যজ্ঞেও তাহার প্রশস্ততা দেখা যায়। ইউরোপ-খণ্ডে ইহার ততোধিক মাহাত্ম্য ছিল, এবং এক এক যজ্ঞে শত বা

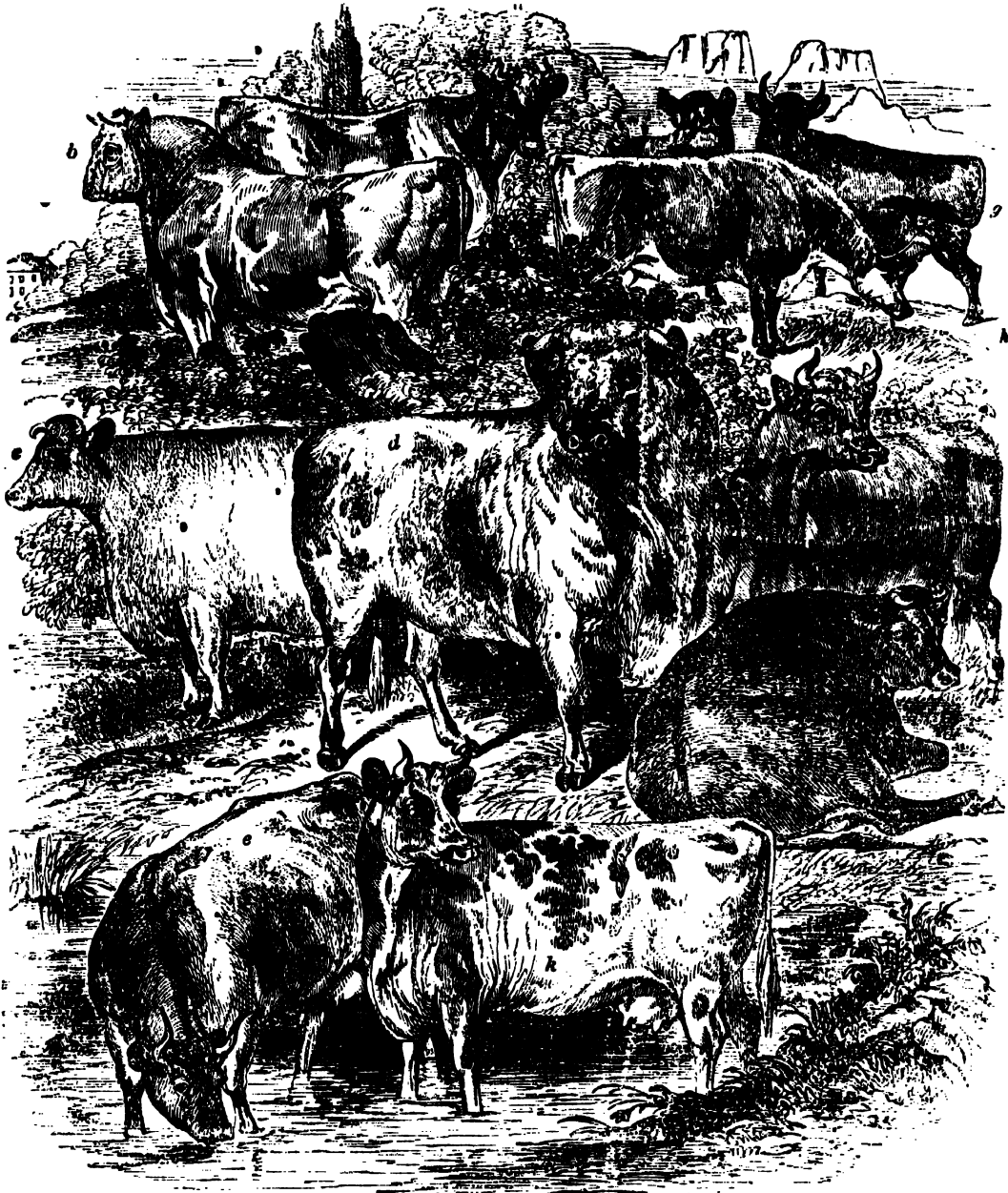
সহস্র গো এক কালে বলি দেওয়া গিয়াছে পূণ্য-প্রদ-কর্মমধ্যে গণ্য হইত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হওনানন্তর গো-বলিদানের ব্যাপার হিন্দু-ভদ্রসমাজে রহিত হয়, এবং সম্প্রতি অন্য পশু বলি যে কিছু অবশিষ্ট আছে তাহারও হান হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে এককালে সহস্র বলিদান প্রায় নাই; কেবল বঙ্গদেশের কোন পল্লীগামে ইহার বাহুল্য

দেখা যায়। কাশীধামে দুর্গার মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানে মহামায়ার প্রীত্যর্থ বসিধান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার স্তূপা অত্যন্ত অধিক নহে। সে যাহা হউক, গো যে বিশেষ উপকারজনক জীব তাহা কুত্রাপি অস্বীকৃত নাই। হিন্দু মোসলমান ইজরাজ সকলেই তাহাকে পরম-প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। বেদের সংহিতাভাগে গোর নিমিত্ত দেবতাদিগের নিঃ ১ ট পুনঃ ২ প্রার্থনা আছে, এবং পুরস্কারার্থে গোই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে মনুষ্য গোকে সর্বগো বশীভূত করিয়াছিল; এবং তদবধি তাহাহইতে অপরিণাম উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাচীন বাইবেল গুল্লেও ইহার ভূরি ভূরি পুমাণ পাওয়া যায়। কলতঃ গো এত প্রাচীন কালাবধি মনুষ্যের বশীভূত হইয়াছে যে তাহার আদিম অবয়ব এককালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণে তাহার সহিত কোন বন্য গোর সোসাদৃশ্য নাই; সুতরাং তাহা কোন বন্য গোহইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অধুনা নিরূপণ করা দুষ্কর।

গোর খর্ব পাদ, স্থূল কায়, অস্থলনীয় শৃঙ্গ, এক শ্রেণী ছেদন দন্ত, পুভূতি লক্ষণ সর্বত্র পুসিদ্ধ আছে; অতএব তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য। পরন্তু এতদ্দেশে গোর ককুদ (বুট) অতি পুসিদ্ধ লক্ষণ; তাহা বিলাতি গোতে দৃষ্ট হয় না। গ্রীহুট পুভূতি পূর্বাঞ্চলের গয়াল-নামে বিখ্যাত গোতেও তাহা তাদৃশ পুষ্টি নহে। অপর অবয়ব ও আয়তনে বঙ্গদেশীয় গবাপেক্ষা হরিয়ানার গো সর্বতোভাবে পৃথক্, এবং তাহার সহিত গুজরাটী গোর তুলনা হয় না; তথা বন্য গো তৎসমুদায় হইতে স্বতন্ত্র। এবং পুকারে অনুসন্ধান করিলে অনেক পুকার গো লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহারা অনেকই পৃথক্জাতীয় নহে; বর্ণসঙ্কর ও দেশভেদে

আহার্যের পাচুর্যাদিভেদে ঐ পুভেদ জন্মিয়াছে। বিলাতে এই প্রকারে প্রায় প্রত্যেক জেলায় এক ২ পৃথক্ পুকার গো উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা এক্ষণে সকলে স্বতন্ত্র বোধ হয়, যেহেতু তাহাদের অবয়ব, মাংসের আশাদ, দুগ্ধের পরিমাণ ও নবনীতির নানাদিকতা, শৃঙ্গের পরিমাণ, পুভূতি সকল লক্ষণ বিভিন্ন। এই সকল লক্ষণের মধ্যে শৃঙ্গ অতি পুধান; এবং তদৃষ্টে অনেকে বিলাতি গো-সকলকে “খর্বশৃঙ্গ” “মধ্যমশৃঙ্গ” ও “দীর্ঘশৃঙ্গ” এই তিন দলে বিভক্ত করেন। এই তিন দলের কএক পশুর অবয়ব যুদ্বিত চিত্রদ্বয়ে বিকশিত আছে; তদৃষ্টে পাঠকবন্দ এ বিষয়ের পরিজ্ঞান পুাপ্ত হইবেন। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের চিলিঙ্কম অরণ্যে এক পুকার কতকগুলি বন্য গো আছে, তাহারা অপর সকল গোহইতে স্বতন্ত্র। তাহাদের ব্যেরা অত্যন্ত ভীষণ, এবং রক্তবর্ষ বস্ত্র বা অন্য কোন উজ্জল-বর্ণ দ্রব্য দেখিলে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কোপে মনুষ্যকে আক্রমণ করে।

পুাপ্ত গোৱ স্থূলনায় বঙ্গদেশীয় গো অত্যন্ত জঘন্য। ইউরোপীয় মনুষ্যের তুলনায় এতদ্দেশীয় মনুষ্যও যেমন দুর্বল কৃশ ও অকর্মণ্য, গোও সেই রূপ ক্ষুদ্র দুর্বল ও দুখহীনা। পল্লীগুমে যে ব্যক্তি নদীতটে বা তৃণক্ষেত্রে দেশীয় গোবন্দ দেখিয়াছে সেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে আমাদিগের গো অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছে। আমরা জ্ঞাত আছি যে ঐ সকল গোর অনেকই এক পাদ বা অর্দ্ধ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না। তাহাদের সমস্ত পালে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা হরিয়ানার বা বিলাতের একটী গাভীতে পুাপ্ত হওয়া যায়। আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি যে এক বিলাতি খর্বশৃঙ্গ গাভী পুত্যহ অর্দ্ধ মন দুগ্ধ দিয়াছে। দশ বা পনের সের দুগ্ধ অনেক হরিয়ানার গাভী দিয়া থাকে। অপর তজ্জাতীয়



বিলাতি খর্র শূক গো। a আলডর্ণী গাভী; b আলডর্ণী বৃষ; c পাদরী বেরীর গাভী; d লর্ড আলথর্পের বৃষ; e লর্ড আলথর্পের গাভী; f শূকহীন গাভী; g পশ্চিম হাইল্যান্ডের গাভী; h ব্রামমর্গেনশায়র-প্রদেশীয়া গাভী; i লিন্কনশায়র-প্রদেশীয়া গাভী; j পাদরী বেরীর বৃষ; k ইয়র্ক শায়র প্রদেশীয়া গাভী।

বৃষেরা যে পরিমাণে ভূমি কর্ষণ বা শকটাকর্ষণ করিতে পারে এতদেশীয় বৃষের পক্ষে তাহা কোনমতে সম্ভাবনীয় নহে। এই নিমিত্তই ১৫০ টাকা অবধি ২০০০ টাকা মূল্যে এক একটি বিলাতি গো বিক্রীত হইয়া থাকে। কলি° নামক এক জন সাহেবের ডর্হেম দেশীয় “কমেট” নামক একটা বৃষ ১১,০০০

টাকায় ও তাহার গাভী “লিলী” ৪৭০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। তাহাদের তুলনায় আমাদিগের পল্লীগুমস্থ গোর কোন মূল্য নাই বলিলে বলা যায়। এই দুরবস্থার অনায়াসে পুতীকার হইতে পারে। বিদেশীয় বা হরিয়ানার গোর সহিত এতদেশীয় গোর বর্ণসঙ্করতা সম্পন্ন কর-

লেই ইহার বিহিত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য বহুভূমির ধনাঢ্যেরা আলস্য নিকর্যমত্ৰ ও অজ্ঞতাৰূপ মহা নিদ্রায় আহুত,—কিঞ্চিৎ ইতর আমোদে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা দেশের উন্নতি কাহাকে বলে তাহা ভ্রমেও মনে স্থান দান করেন না। তাহাদিগদ্বারা দেশীয় গো বা অশ্বের উন্নতি কি প্রকারে সম্ভাবনীয় হইতে পারে? কৃষিক পুঞ্জারা অত্যন্ত দীন; তাহারা উপায়াভাবে বিদেশীয় গো ক্রয় করিতে পারে না; সুতরাং এতদেশীয় গোৱ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিলাতে গো-মেবাদি গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধনার্থে সময়েঃ দেশস্থ লোক সভা করিয়া যে কেহ উত্তম পশু পালন করিয়াছে তাহাকে সমাধিক পুরস্কার পুদান করেন; দেশের সমস্ত পুধান লোক তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করেন; এবং ডিউক মার্কুইস পুভৃতি উপাধিবিশিষ্ট, বর্জমানাধিপতিকে ক্রয়করণক্রমে ধনাঢ্যেরা স্বয়ং অশ্ব গো মেবাদি পালন করিয়া পুরস্কার ও পুশংসার ভাজন হইতে চেষ্টা করেন, এবং তন্নিমিত্তই তাঁহাদের দেশ ধন্য মান্য ও অগুণ্য হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশের লোক সেই রূপ উৎসাহ আগুহ ও সৎকর্মে অনুরত হইবেক, যখন ধনাঢ্যেরা সকলেই স্বস্বগৃহে স্বয়ং সর্বপুধান মনে না করিয়া গুণদ্বারা মহৎ হইতে চেষ্টা করিবেক, যখন আলস্য, ভূরিনিদ্রা, অজ্ঞান, দ্বেষ, মৎসরতা ও কুপুবৃত্তির পরিবর্তে জ্ঞানালোক, শ্রম, সৎস্বভাব, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও আগুহিতা এতদেশীয়দিগের গৃহে বিচরণ করিবে তখন এ অভীষ্ট অবশ্য সুসিদ্ধ হইবে; তৎপূর্বে তাহার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় গোর মধ্যে হরিয়ানা ও হানসীর গোই সর্বপুধান, তাহাদের শরীর, সৌন্দর্য্য, দুগ্ধবতীত্ব, বল, বীৰ্য্য ও বহুবৎসর পুভৃতি সকল গুণই অগুণ্য। উত্তর পাশ্চিমাঞ্চলের অপর গো

সকল তদপেক্ষায় অধম। গুজর-গো কায়িক অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু পুচুরদুগ্ধবতী বলিয়া পুসিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় গো সর্বাপেক্ষা অধম। চীন ও আফ্রিকা দেশের গো ককৃদ্বিশিষ্ট এবং ভারতবর্ষীয় গোর তুল্য; কিন্তু মার্কিনদেশীয় গো তাদৃশ নহে, তাহারা ইউরোপীয় গোর সহিত তুলনীয়।

বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে গ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রাম পুভৃতি স্থানে গয়ালনামে পুসিদ্ধ এক আবাস্তর বর্ণ গো আছে, তাহাদের ককৃদ বঙ্গদেশীয় গোর ককৃদাপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং তাহাদের দেহ স্বতন্ত্র বোধ হয়। তাহাদের বর্ণ পায়ঃ কৃষ্ণ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় বন্য গোর নাম গোর; তাহা সামান্য গোহইতে অনেক বৃহৎ, বঙ্গদেশীয় গোর অপেক্ষায় তিন চারি গুণ হইবেক। তাহাদের শৃঙ্গ মহিষশৃঙ্গের ন্যায় উভয়পার্শ্বে দীর্ঘাভূত, ও বলবীৰ্য্য অত্যন্ত ভীষণ। তাহারা অদ্যাপি মনুষ্যের বশীভূত হয় নাই, পুতু্যত সর্বদা শত্রুতাভাবে কালযাপন করে। বনে ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও গৌরের সহিত সাক্ষাৎ তুল্য বোধ হয়; বরং ব্যাঘ্র এক উল্লঙ্ঘনে মনুষ্যকে নিহত না করিতে পারিলে অস্পদূর পশ্চাৎ ধাবন করিয়াই বিরত হয়; গোর কুপিত হইলে দ্রায় বিরত হয় না। তাহারা মহিষাপেক্ষাও একাগুচিহ্ন। পরন্তু তাহারা মনুষ্য সমাগমের স্থানহইতে অনেক দূরে বাস করে, ইচ্ছাবশতঃ মনুষ্যের নিকট আইসে না। তাহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগের অপেক্ষায় সম্মুখ ভাগ অতি উচ্চ, এবং গাত্র কৃষ্ণাক্ত ধূমবর্ণ। সামান্য বৃষের ন্যায় গোর বৃষের ককৃদ বৃহৎ হয় না।

গোশুণীমধ্যে গো ভিন্ন চামরী গো, বাইন, জাগরক, ডু এবং মহিষ পশু নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহাদের কএকের বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, অপরের পরে বক্তব্য।

সূর্য্য।



শিক্ষিত অনভিজ্ঞ লোক যে সূর্য্যকে প্রতিদিন সম্মর্শন করিয়াও কোন কালে এক বার তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখে না

এবং যাহাকে কিছুমাত্র অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া মনে করে না, সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য লোক জ্ঞানবলে সেই সূর্য্যের বহুতর তত্ত্ব বিদিত হইয়া এক কালে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হয়েন, এবং তদীয় পরম-প্রমোদকর তত্ত্বের অনুশীলন করিয়া অত্যন্ত সুখ-বহু রসের আলোচনার তুল্য পুচুর সুখ অনুভব করেন। তত্ত্বানুসন্ধাষী পণ্ডিতগণ বহু আয়াস ও যত্ন স্বীকার-পূর্ব্বক সূর্য্যসম্পর্কীয় যে সকল অদ্ভুত-তত্ত্বের আবিষ্কৃতি করিয়াছেন, তত্ত্বাবৎ যে কেবল তাঁহাদিগের উদার চিত্তেরই বিনোদকর এমত নহে, যে কোন মনুষ্য সেই সমস্ত বিস্ময়কর ব্যা-পারের আলোচনা করে এবং যে কোন ব্যক্তি তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই অপরিয়াপ্ত সুখে সুখী হয়, সন্দেহ নাই।

প্রকাশ্য সূর্য্যমণ্ডল আমাদিগের এই ভূমণ্ডল অপেক্ষা কত বৃহৎ এবং ইহাহইতে কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, এবং কি প্রকার নিয়মানুসারে আপনার কল্যাণকর কিরণ কণা মর্ত্য লোকে বর্ষণ করিতেছে, কি নিয়মে কোন পথে আপনার অধীনস্থ এই পৃথিবী ও অপর গৃহাদি সঙ্গে লইয়া নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে জ্ঞান-চক্ষুমান পণ্ডিতেরা তাহার কোন বিষয়ই তন্ন তন্ন করিয়া নিকপণ করিতে জুটি করেন নাই।

মনুষ্য শত বৎসর পরিশ্রম ও সহস্র প্রকার চেষ্টা করিলেও কোন মতেই যে দূরাৎ সুদূরতর সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, যাহার অপরিমেয় উচ্চতর পদ সম্মর্শন করিলে উন্নত

শত পর্ব্বতকেও সামান্য লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান হয়, এবং যাহার অনতিক্রম্য, শূন্য পথ না নোকাছারা উত্তীর্ণ হইতে পারে যায় না কোন যান-বাহনেই পরি-ভ্রমণ করিবার যোগ্য হয়—সেই সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবী-হইতে কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডি-তেরা তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নিকপিত করিয়াছেন, কোন অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ লোককে এ কথা সহজে বিশ্বাস করান কোন মতে সুসাধ্য হয় না। আমা-দিগের এই ভূমণ্ডলহইতে সূর্য্যমণ্ডল প্রায়ঃ এক কোটি বিংশতি লক্ষ যোজন দূরে স্থিত রহিয়াছে, কোন অশিক্ষিত লোক আপাততঃ এ কথা শ্র-বণ করিলে বিশ্বাস করা দূরে থাকুক তাহাতে উপহাসই প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ কোন রজ্জু কিম্বা মানদণ্ডদ্বারা প্রমাণ করিয়া যেমন সম্মুখস্থ দশহস্তান্তরের কোন পদার্থ যত দূরে আছে, তাহা স্থিররূপে বলা যায়, সিদ্ধান্তজ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে অপার দূরস্থিত সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীহইতে কত দূরে রহিয়াছে, তা-হাও সেইরূপ স্থিররূপে নির্দেশ করা যায়। বরং রজ্জু কিম্বা দণ্ডদ্বারা পরিমাণ করিয়া পৃথিবীস্থ নিকটতর কোন পদার্থের স্থান নিকপণ করি-তে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীহইতে সূর্য্য যত দূরে স্থিত রহিয়াছে গণিতশাস্ত্রের সঙ্কেতদ্বারা তাহা নিকপণ করি-বার সময় কোন ভ্রান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অশিক্ষিত লোক সূর্য্যকে বহু-দূর-স্থিত দেখিয়া তাহার স্থানের দূরতা নি-কপণ করা অসম্ভব-ব্যাপার বলিয়া অবজ্ঞা করে, কিন্তু পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে নিকটস্থ পদার্থ অপেক্ষা দূরস্থ বস্তুর দূরতা অতি সহজে ও সূক্ষ্মরূপে নিকপিত করা যায়। সামান্য পাটীগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যার যে সঙ্কেতে বিজ্ঞান-শাস্ত্রবেত্তা

পাণ্ডিতেরা কোম নদীর পূর্ব পার্শ্বহইতে পশ্চিম-পারশ্ব বৃক্ষ পর্বত ও অটালিকাদির দূরতা ও উচ্চতা স্থির করিয়া থাকেন, সেই সামান্য সরল সঙ্কেতদ্বারাই জ্যোতির্বিৎ পাণ্ডিতেরা আকাশ-মণ্ডলস্থ সূর্য্যের দূরতা নিকপণ করেন। নদী-পারশ্ব বৃক্ষ-পর্বতাদির দূরতা ও উচ্চতা স্থির করা, আর আকাশস্থ সূর্য্যের দূরতা নিকপণ করা, এই উভয় ব্যাপারই এক, এবং উভয়ের পরিমাণই সমান সূক্ষ্মরূপে নিকপিত হয়।

উল্লিখিত সঙ্কেতদ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে পৃথিবীহইতে সূর্য্য প্রায়ঃ এক কোটি বিংশতি লক্ষ যোজন দূরে স্থিত রহিয়াছে।

সূর্য্যের আকার পৃথিবী অপেক্ষা যত বৃহৎ তাহাও পাণ্ডিতগণ এইরূপে নিকপিত করিয়াছেন। কোন একটি বস্তু আমাদের নিকটহইতে কত দূরে রহিয়াছে, যখন ইহা নিশ্চয়রূপে নিকপিত হয়, তখন সেই বস্তু যে কত বৃহৎ তাহাও অনায়াসে জানা যাইতে পারে; সুতরাং আকাশস্থ এই নক্ষত্রাদির দূরতা নিকপিত হইলেই অনায়াসেই তাহাদিগের আকৃতির আয়তনও জানা যায়। আকাশস্থ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদিকে পৃথিবীহইতে যত বৃহৎ দেখায়, কত বড় বস্তুকে কত দূরে রাখিলে তত বৃহৎ দেখা যায়, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে অপরিমিত এই নক্ষত্রাদির বৃহত্ত্ব জানা যাইতে পারে।

অখণ্ডমণ্ডলাকার পূর্ণচন্দ্র, আর মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য-মণ্ডল, এ উভয়ই পৃথিবীহইতে প্রায়ঃ এক সমান বোধ হয়। সূর্য্যমণ্ডলকে যে পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ঃ সমান বৃহৎই দেখায় তাহা সূর্য্যগৃহণদ্বারা আরও সপ্রমাণ হইয়াছে, যেহেতু সূর্য্যগৃহণের সময় কখন কখন সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলদ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হওয়াতে সর্বগুণসমূহ হইয়া থাকে। পৃথিবীহইতে আমরাদিগের পক্ষে চন্দ্র, ও সূর্য্য এক সমান

না দেখাইলে কখন উক্তপ্রকার ঘটনা ঘটিতে পারিত না। কিন্তু জ্যোতির্বিৎ পাণ্ডিতেরা পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্রাপেক্ষা সূর্য্য পৃথিবীহইতে চারিশত গুণ অধিক দূরে স্থিত রহিয়াছে, অতএব চন্দ্রাপেক্ষা সূর্য্য চারি শত গুণ বৃহৎ না হইলে আর কখন তাহাকে তত দূর হইতে চন্দ্রের সঙ্গে সমান বোধ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের আয়তন সমান হইলে সূর্য্য চন্দ্রাপেক্ষা অবশ্য চারিশত গুণ ক্ষুদ্র বোধ হইত, সন্দেহ নাই।

বিচক্ষণ ২ জ্যোতির্বিৎ পাণ্ডিতগণ পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস প্রায়ঃ সহস্র ক্রোশের অধিক, সুতরাং চন্দ্রাপেক্ষা চারি শত গুণ বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস ও তদপেক্ষা চারি শত গুণ অধিক হইলে প্রায়ঃ চারি লক্ষ ক্রোশের অধিক হইবেক। প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল কত বড় এবং কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, তাহা সর্বসাধারণ লোককে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশে পাণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন, যে যে বাণ্ণীয় রথ প্রতি ঘণ্টায় প্রায়ঃ ষোল ক্রোশ পথ চলিতে পারে, সেই রথ পৃথিবীহইতে তিন শত দ্বিচত্বারিংশৎ বৎসর তিন মাস নিরন্তর দিবা রাত্রি ভ্রমণ করিলে পর সূর্যালোকে উপস্থিত হইতে পারে। সামান্য কামানের গোলা উল্লিখিত রথাপেক্ষা পঞ্চাশৎ গুণ দ্রুতবেগে চলে; তাহা ক্রমাগত সাতবৎসর না চলিলে সূর্যালোকে উপনীত হইতে পারে না। সূর্য্যমণ্ডলের পরিধি এত বিস্তৃত যে উল্লিখিত-প্রকার বেগবিশিষ্ট বাণ্ণীয় রথ নিরন্তর সাতবৎসর দিবারাত্রি ভ্রমণ করিলে পারে এক বার সমস্ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। পৃথিবীহইতে চন্দ্র প্রায়ঃ ১,২০,০০০ ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু যদি ভূমণ্ডলকে সূর্য্যমণ্ডলের

মধ্যস্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে চন্দ্র এই সূর্য্যমণ্ডলের মহদায়তনের মধ্যে থাকিয়াই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

যখন কোন দুই গোলাকার পদার্থের ব্যাস ও পরিধি স্থির হয়, তখন তাহাদিগের আপেক্ষিক হেতু নিকপণ করাও অতি সহজ হইয়া পড়ে। ব্যাস দ্বিগুণ অধিক হইলে আয়তন আটগুণ অধিক হয়, এবং ব্যাস দশগুণ অধিক হইলে আয়তন, সহস্র গুণ অধিক হয়। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস প্রায়ঃ এক শত গুণ অধিক, অতএব উল্লিখিত নিয়মানুসারে প্রতাপন্ন হইয়াছে যে ভূমণ্ডল অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডল প্রায় তত্বর্দশ লক্ষ গুণেরও অধিক বৃহৎ। সূর্য্যমণ্ডল এত বৃহৎ যে এই সৌর ৪ জগতের মধ্যে যে সকল গ্রহ ও উপগ্রহ আছে, তৎসমুদায়কে একত্রিত করিয়া এক প্রকাণ্ড পিণ্ডাকারে পরিণত করিতে পারিলেও সেই প্রকাণ্ড পিণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের পাঁচশত ভাগের এক ভাগের ও অধিক হয় না।

পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডল কত বৃহৎ ও তাহা হইতে কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ বুধাগুণ্যেরা কেবল তাহাই নিকপিত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। কোন বালক আপন করস্থ পণ্যদ্রব্যকে হস্তে পরিমাণ করিয়া যেমন সুস্পষ্টরূপে তাহার ভার নিকপণ করিয়া দেখে, অসামান্য-শক্তি সম্পন্ন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের মানসবিহঙ্গ জ্ঞানপক্ষ আশ্রয় করিয়া উড়িতে ২ সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রত্যেক পরমাণুর ভারও সেই প্রকার সুস্পষ্টরূপে পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছে। অশিক্ষিত অস্পৃদ্ধি লোক এই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন হইবার কথা শ্রবণ করিলে আপাততঃ স্তব্ধপ্রায় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, ফলতঃ মনুষ্য সূর্য্যালোকে গমন না করিয়া এবং সূর্য্যমণ্ডলকে ভ্রমণে আনয়ন না করিয়া কিপ্রকারে

যে তাহার প্রত্যেক পরমাণুর ভার নির্দিষ্ট করিল, ইহা শ্রবণ করিলে আপাততঃ অনেক লোকেরই বিষ্ময় উপস্থিত হওয়া সম্ভব, এবং ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যও আমাদের কুতূহল উপস্থিত হইতে পারে।

পদার্থবিদ্যাবিৎপণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে যখন কোন পদার্থ চক্রাকৃতি পথে ঘূর্ণিত হয় তখন তাহা নিয়ত এক শক্তিদ্বারা নিক্ষিপ্ত ও অন্য শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইতে থাকে। কোন ইষ্টকথণ্ডে রজ্জু বন্ধন করিয়া হস্তদ্বারা ঘূর্ণিত করিবার সময় হস্ত তাহাকে নিয়ত বহির্দিকে নিক্ষেপ করে এবং রজ্জু নিয়ত হস্তের দিকে টানিয়া রাখে বলিয়া এই ইষ্টকথণ্ডে অবিশ্রান্ত চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। গগনমণ্ডলস্থ গ্রহ ও উপগ্রহ-সকলও উল্লিখিত উভয় শক্তির অধীন থাকিয়া নিয়ত চক্রাকৃতি পথে ভ্রমণ করে। গ্রহগণ সূর্য্যহইতে দূরে পলায়ন করিবার সময় পুনর্বার সূর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং উপগ্রহসকলও একপ স্বয়ং গ্রহকর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে তাহাকে চক্রাকার পথে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখাতে যেমন পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে আমাদিগের চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে নিয়ত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য যত দূরহইতে পৃথিবীকে যত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে, এবং পৃথিবীও চন্দ্রকে যত দূরহইতে যত বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ এই উভয় আকর্ষক বল পরিমাণ করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে চন্দ্র পৃথিবীহইতে যত দূরে রহিয়াছে, সূর্য্যহইতে তত দূরে থাকিলে সূর্য্য তাহাকে পৃথিবী অপেক্ষা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিত। তাহার সূর্য্যের এই আকর্ষণ শক্তি স্থির করিয়া

তাহার ভারের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে বস্তু যে পরিমাণে ভারী হয়, তাহার আকর্ষণশক্তিও সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর অপেক্ষা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক, অতএব সূর্য্য পৃথিবীর অপেক্ষা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক ভারী।

সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীমণ্ডল অপেক্ষা ভারী বটে, কিন্তু সৌর-পরমাণু পার্থিব পরমাণুর অপেক্ষা অনেক লঘু। সৌর পরমাণু পার্থিব পরমাণুর অপেক্ষা লঘু না হইয়া তাহার সঙ্গে সমান জয়ী হইলে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আয়তন যত বৃহৎ উহার ভারও তদপেক্ষা তত অধিক হইত। অর্থাৎ তাহা হইলে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চতুর্দশ লক্ষ গুণের ও অধিক ভারবিশিষ্ট হইত। অতএব পরিমাণদ্বারা অবধারিত হইতেছে যে সৌর পদার্থের পরিমাণ পার্থিব পদার্থের পরিমাণের প্রায় চারিভাগের এক ভাগের সঙ্গে সমান। সূর্য্যের উপাদান পদার্থ জলের অপেক্ষা শতকরা চল্লিশ গুণ ভারী, অতএব জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে সূর্য্যমণ্ডল-তুল্য একটি জলময় পিণ্ড প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা সূর্য্যাপেক্ষা শতকরা চল্লিশ অংশে লঘু হইতে পারে।

সূর্য্যকে পৃথিবীহইতে এক খানি থালের মত দেখায়; কিন্তু বস্তুতঃ উহার আকার থালের মত নহে। উহা বর্তুল অথবা ভাটার ন্যায় গোলাকার। দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা দেখিলে চন্দের কলঙ্কের ন্যায় সূর্য্যেতেও নানাপ্রকার ক্షণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সর্বদা এক প্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। যে চিহ্নগুলিকে এক সময় দেখা যায়, সময়ান্তরে আর সেগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না; অন্যপ্রকার আর কতগুলি দৃষ্ট হইতে থাকে। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা

ইহার এই কারণ স্থির করিয়াছেন, যে আমাদিগের পৃথিবী যেমন স্বীয় অক্ষোপরি ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যও সেই প্রকার আপনার অক্ষের উপর নিয়ত ঘূর্ণিতেছে বলিয়া উহাতে সর্বদা একপ্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যে চিহ্নগুলি একবার আমাদিগের পক্ষে প্রকাশ পায় সূর্য্যের আবর্তনক্রিয়াদ্বারা তাহা আবার আমাদিগের নিকটহইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সূর্য্য ও আপনার অক্ষোপরি পশ্চিমহইতে পূর্বদিকে ২৫ দিনে একবার আবর্তিত হইয়া আইসে বলিয়া উহার সঙ্গে পঁচিশদিন পর্য্যন্ত একপ্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সূর্য্যের আকার যথার্থতঃ থালের মত হইলে এপ্রকার অবস্থায় আমরা কোন মতেই উহাকে সর্বদা একপ চক্রাকার দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে উহা ঘূর্ণিতে ২ নানা সময় আমাদিগের পক্ষে নানা প্রকার আকারে প্রকাশ পাইত। আমরা যখন উহাকে থালের মত দেখিতাম তখন কেবল একটি রেখার মত সন্দর্শন করিতাম, এবং কোন সময় উহার অন্য রূপ আকার বোধ হইত; অর্থাৎ এক খানি থালকে অনবরত ঘূর্ণিত করিলে তাহার যতপ্রকার আকার হইয়া থাকে, আমাদিগের চক্ষে সূর্য্যেরও ততপ্রকার আকার প্রকাশ পাইত। কেবল থালের মত আকার কেন বর্তুলাকার ভিন্ন আর কোন প্রকার আকারই নিয়ত একপ আবর্তিত হইয়া আমাদিগের চক্ষে সূর্য্যের ন্যায় আকৃতিতে প্রতিভাসিত হইতে পারে না; অতএব সূর্য্যমণ্ডল যে নিতান্তই বর্তুলাকার জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা বিধিমনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা বহুপ্রকার যত্ন ও পরিশুম স্বীকারপূর্বক নিকপিত করিয়াছেন, যে আমাদিগের ভূমণ্ডল যেমন বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও সেই রূপ বায়ুবৎ একপ্রকার সূক্ষ্ম

পদার্থে পরিবেষ্টিত, এবং ঐ পদার্থই প্রভাকরের
কিরণের কারণ। পিণ্ডাকার স্থূল সূর্য্যমণ্ডল জ্যো-
তিষ্য পদার্থ নহে; উহা প্রভাহীন। উহা যে বা-
য়ুবৎপদার্থে আচ্ছন্ন আছে, তাহাই আলোক এবং
উত্তাপের নিদানভূত। সেই বায়ুবৎ উজ্জ্বল পদা-
র্থের স্থানে ২ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ কতকগুলি কুহর
বিদ্যমান আছে। কেহ ২ অনুমান করিয়াছেন,
যে ঐ বায়ুর স্থান যেমন প্রভাববিশিষ্ট গহ্বর
স্থানগুলি সেকপ নহে বলিয়া তাহাদিগকে সূ-
র্য্যের কলঙ্ক বা গাত্রের চিহ্ন স্বরূপ বোধ হয়।
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদ উইলিয়াম
হর্শেল উল্লিখিত মতের পোষকতা করিয়াছেন;
তিনি স্থূল সূর্য্যমণ্ডলকে দুই প্রকার বায়বীয়
পদার্থে আচ্ছন্ন করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সূ-
র্য্যের নিকটবর্ত্তী প্রথম-স্তরস্থ পদার্থ আমাদের
পার্শ্ববায়ুর ন্যায় অনুজ্জ্বল, এবং দ্বিতীয় স্তরের
বায়ু আলোক ও উত্তাপ-বিশিষ্ট। যখন উপরি-
স্থিত স্তরের মধ্যদিয়া নিম্নস্থ অনুজ্জ্বল বায়ুবৎ-
পদার্থের কোন ২ স্থান দৃষ্ট হয়, তখন তাহাদি-
গকে সূর্য্যের গাত্রের চিহ্ন বলিয়া অনুভূত হয়।

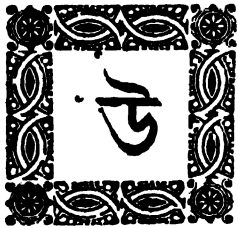
চিহ্নগুলিও সর্বদা সমান থাকে না। কোন ২
সময় স্থূল সৌরমণ্ডল এক কালে নিশ্চিহ্ন হইয়া
পড়ে, কখন বা বহুচিহ্নে পরিপূর্ণ হয়, কখন বা
তাঁহাতে স্থূল ২ ও দীর্ঘ ২ বৃহৎ চিহ্নসকল প্রকাশ
পায়, এবং কখন বা ঐ সকল বৃহৎ চিহ্ন ছিন্ন ভিন্ন
হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ২ চিহ্ন উদ্ভিত হয়। ঐ চিহ্ন
গুলির অবস্থান্তর ও রূপান্তর ঘটিবার বিষয়ে অনেক
পণ্ডিত অনেকপ্রকার কারণ কল্পনা করিয়াছেন।
কিন্তু প্রধান ২ পণ্ডিতেরা সূর্য্যের আবর্ত্তন ক্রিয়া-
কেই উহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন।
ঐ চিহ্নগুলির আর ২ অনেক অংশে অবস্থান্তর
ঘটিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উহাদিগের অব-
স্থিতি-স্থানের কদাপি পরিবর্ত্তন ঘটে না, উহা

দিগের মধ্যে যে চিহ্নকে একবার সূর্য্যের যে স্থানে
দেখা যায় তাহা চিরদিনই সে স্থানে দৃষ্ট হইয়া
থাকে। সূর্য্যমণ্ডল যে একপ্রকার বায়ুবৎ-পদার্থে
আচ্ছাদিত, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সর্বস্থান
সূর্য্য-গৃহণের প্রকৃতি ও লক্ষণ দ্বারা আরও পরি-
কার রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

যে সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীমণ্ডলহইতে অতি দূর দূরা-
স্তরে স্থিত রহিয়াছে, আটমিনিটের মধ্যে সেই
সূর্য্যহইতে আমাদের গিরি ভুলোকে তাহার আ-
লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। আলোক যে কত-
সম্বর বেগে গমন করে তাহা ইহা দ্বারা ই অক্লেশে
সকলের বোধগম্য হইতে পারে। বিশেষতঃ
সূর্য্যালোক স্বভাবতঃ এত তেজস্বী যে তাহার
কিঞ্চিৎ ভাগ একত্র সংযত হইলে তদীয় তেজে
প্রকাশ বৃক্ষকৃষ্ণ পর্য্যন্তও দৃশ্য হইতে পারে। যা-
হারা কখন আতসীকাচ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইতে
দেখিয়াছে, তাহারা ই সূর্য্যালোকের স্বাভাবিক
তেজ জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ ব্যবস্থা-
নুসারে সূর্য্যহইতে পৃথিবীতে আলোক পতিত হয়
যে তদ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটিয়া কেবল বহুপ্র-
কার উপকারই দর্শে। আলোক ও উত্তাপ যে
আমাদিগের কত উপকারী ইহা বোধ হয় কোন
ব্যক্তিকেই চেষ্টা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক হয়
না। পৃথিবী আলোক শূন্যতমসামান্য হইলে যে
মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের কি পর্য্যন্ত দুঃখের
দশা উপস্থিত হইত, তাহা মনে হইলে আপনা-
হইতে আলোকের গুণসকল আসিয়া অন্তঃকরণ
মধ্যে উদ্ভিত হয়, এবং পৃথিবীতে তেজ না থাকিলে
যে আমাদের গিরি কি পর্য্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত হইতে
পারে তাহার প্রতি একবার মনোযোগ করিলেই
তেজকে আপনাইতে পরমোপকারি বলিয়া
বোধ হয়। তেজের অভাবে এই বৃক্ষাণ্ড কেবল এক-
টি কঠিন জড়পিণ্ড হইয়া থাকিত, এবং পৃথিবীতে

ভেজের অগ্নিপাতা হইলে জগদীশ্বরের জীবরাজ্যে ও উদ্ভিদরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইত। আমরা অনেক পার্থিব পদার্থহইতে অমেরুপ্রকার উপায়দ্বারা আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতে পারি, কিন্তু সূর্যই ভূমণ্ডলের অধলোক ও উত্তাপ বিধানের প্রধান উপায়। সূর্য ব্যতিরেকে এ পৃথিবী নিমেষ মাত্রও স্থিতি করিতে পারে না।

রাজপুত্র ইতিহাস।



উদয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শুক্ল সপ্ত-দশ সন্ততি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন; তন্মধ্যে ভানজী শুক্তাবৎ দলের প্রধান হইয়া অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণকে স্বদেশে হইতে বহিষ্কৃত করিতে তাঁহারা স্বীয় ২ অশ্ব ও অস্ত্র লইয়া ঈদরের পথে গমন করেন। পশ্চিমধ্যে তাঁহাদের প্রধান পুরুষ অচলের বনিতার গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইয়ায় পালোদ নগরে জাহ্নবী মাতার ভগ্ন মন্দিরে তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। তথায় দেবীকৃত্রাসাদে আসা নামক সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে, এবং ভ্রাতৃগণ ত্বরায়, ঈদরে গমন করিয়া তৎপ্রধানদ্বারা সমাদৃত হইয়াছিলেন। তথায় রাণার প্রধান মন্ত্রী শত্রুঞ্জয়-স্থানহইতে প্রত্যাগমন-কালে শিবির সংস্থান করিয়াছেন এমন সময়ে একঝড় হওয়াতে মন্ত্রিবনিতার শিবির পতনোন্মুখ হইয়াছিল। উক্ত ভ্রাতৃগণকর্তৃক তাহা রক্ষিত হওয়ায় মন্ত্রী তাঁহাদিগের উদয়পুর আগমনে আহ্বান করেন। তৎপরে অমর রাণা মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে পার্শ্বতা সৈন্য-সমূহ করণ কালীন ভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করায় তাঁহারা তথায় সমুপনীত হইয়া রাণার পরশ্বে নিশা-বাপন-জন্য স্বয়ং কাঠ-সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইলেন। অতঃপর ভ্রাতৃগণ-শ্রেষ্ঠ বল্লোকে উপস্থিত-সম্রাটের প্রধানত্ব দিবায় এবং কবিকর্তৃক শুক্তাব-তীয়মর্যাদাবাক্য অবিরত ঘোষিত হওয়াতে চণ্ডাবৎপ্রধান স্বীয়-পদচ্যুতি হইয়াছে মনে করিয়া প্রস্থ করেন। কবি তহু-ত্তরে কহেন, “এই বুঝি শেষ বার চণ্ডার মর্যাদা-বাক্যে তোমার কর্ণকূর তৃপ্ত হইল, আগত কল্য ঔহা এবং হিরোজ শুক্তাবৎদিগকে প্রদত্ত হইবেক,” ইহাতেই বি-স্মিত এবং বল পরীক্ষার আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া অবশিষ্টে ওস্তালার আক্রমণে যে রূপে চণ্ডাবতীয় গৌরব রক্ষিত হয় তাহা শ্রীর্ষেই বিন্যস্ত হইয়াছে। রাণা ঐ জয়ঘোষণা শুনিবা মাত্র রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া মুমূর্ষু বল্লোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহার শেষ বাক্য কবিকর্তৃক সম্বোধিত হইয়া

অদ্যাপি শুক্তাবতীয় মর্যাদা-বাক্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহা-দিগের আহ্বান-সময়ে পৃষ্ঠিত হইয়া থাকে, যথা; “দুনা দাতার, চৌগুনা জুমার, খোরাবান মুলতান কা আগল” অর্থাৎ “দ্বিগুণ দান, চতুর্গুণ ক্লেশ স্বীকার, খোরাবান ও মুলতানের রক্ষক।” কথিত আছে যে চণ্ডাবত প্রধান এই বাক্যে কৃত হওয়াতে কবির প্রত্যুত্তর করেন যে আপনি “দশ শহস্ মিবারকা বর কিবাড়” অর্থাৎ “দশ সহস্র মিবারস্ব নগরের বহুৎ কপাট।” তৎপরে ভিণ্ডর নগরীয় রাঠোরগণকর্তৃক রাণা অবমানিত হওয়ায় শুক্তাব-তীয় প্রধান ভানজী তাহাদের পরাজয় করেন, এবং পুরস্কার স্বরূপে রাণাহইতে ঐ নগর প্রাপ্ত হন। শুক্তাবতেরা তথায় ক্রমাগত দশ পুরুষ অবস্থিতি করিয়া বংশ মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

এদিকে অকবর-তনয় জঁহাগীর রাণার বিরুদ্ধে অজ-মীর নগরে অজেয়-সৈন্য-সমূহে স্বীয় পুত্র পরবেজকে অধ্যক্ষতা-সমর্পণে রাণা বা তৎপুত্র উপনীত হইলে তা-হাদিগের উপযুক্ত সমাদর করিতে এবং তদেখপ্রতি আ-ঘাতে ক্রান্ত থাকিতে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিদায় করেন। পরন্তু শিশুদিয়রাজ অধীনতা-স্বীকারে বিরত হইয়া পর-বেজকে বিলক্ষণরূপে ক্রোড় করিয়া খামনোর ঘাটে পরাভূত করিলেন। জঁহাগীর স্বীয় জীবনবৃত্তান্তে লেখেন যে তিনি পরবেজকে প্রত্যাভর্তন করিতে এবং তৎপুত্রকে রাণার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরবেজ তাহাতে মহা-বৎ খাঁর সহিত পিতানুরূপ দশা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অস-ত্থা যবনসৈন্য অজেয় বিধায় সপ্ত দশ যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পরিণামে সৈন্যভাবে রাণা হীনবল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে জঁহাগীর আরবার বিপুলসৈন্য সমূহ করিয়া যুব-রাজ খোররমকে সৈন্যভার অর্পণ করিলেন। বাদশাহ স্বয়ং তাহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লেখেন; “রাজত্বের “অষ্টম বর্ষে অজমীর গমনে প্রতিজ্ঞা করিয়া খোররমকে “উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত সহিত তথায় বিদায় করিলাম। কিয়-“দ্বিবস পরে সুলতানে আজম গোমান নামক প্রধান হস্তী ও “রাণার অপর সপ্ত দশ হস্তী খোররমকর্তৃক প্রেরিত হই-“বায় পর দিবস ঐ গর্ভিত গজারোহণে স্বর্ণ বিতরণ করি-“লাম। রাণা খোররমকে আশ্রয় সমর্পণ করিবেন এই সংবাদ “প্রবণে আমি আশ্বাসে নিমগ্ন হইলাম। তিনি সুপর্ণ “ও করিদাস খালা নামক দুই ব্যক্তিকে তহুদ্দেশে প্রেরণ “করিয়া কমা এবং বহুতা প্রাপ্ত হইলে স্বীয় পুত্র কর্ণকে “যুবরাজ সমিধানে প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরন্তু “স্বীয় বার্কাকদশা বিবেচনায় স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে পরা-“জ্ঞ হইলেন। কলতঃ রাণা আমরা এবং তৎপুরুষপুরুষেরা “অতি গর্ভিত ও স্বীয় পার্শ্বতা দেশের অভেদ্য দুর্গবলে “বলিষ্ঠ থাকিয়া হিন্দুস্থানীয় কোন রাজার সহিত সম্মর্শন

“বা কদাচিত্ কাহারো নিকট অধীনতা স্বীকার করেন
 “নাই এই নিমিত্ত অব্যাহতি চাহিয়াছিলেন। এই সংবাদ
 “প্রাপ্তি মাত্রে রাণাকে ক্রমা এবং বদ্ধতাস্থচক ফরমান
 “প্রেরণ করিয়া তাহাতে আপন পাঞ্জা নিবিষ্ট করি-
 “লাম; এবং খোররমকে আদেশ করিলাম যে এই মহৎ
 “যজ্ঞের সহিত তাহার বাঞ্ছানুরূপ ব্যবহার করেন। আ-
 “গামী রবিবার দিবস উপযুক্ত পরিচ্ছদে রাণা খোররমের
 “সহিত সন্দর্শন করিয়া এক অমূল্য মণি, নানাবিধ স্বর্ণ
 “ভূষিত অস্ত্র, সপ্ত গজ, এবং নয়টা তুরঙ্গ, করপ্রদানান্তর
 “ক্রমা প্রার্থনা করিলেন। খোররম উপযুক্ত সমাদরে রাণা-
 “ণাকে সাহায্যের সম্যক আশা দিয়া তাঁহাকে ও পারিষদ-
 “গণকে বহুমূল্যের খেলাৎ হস্তী অশ্ব এবং খজ্ঞা প্রভৃতি
 “পারিতোষিক দিলেন। রাণার পুত্র কর্ণ পৃথক সাক্ষাৎ
 “করিয়া তাদৃশ সমাদৃত হইয়াছিলেন, এবং আমার
 “সহিত অজমীর-নগরে সন্দর্শন করাতে আমার দক্ষিণ
 “পার্শ্বস্থ পদপ্রাপ্ত, ও প্রত্যহ আমার ও নূরজহাঁ রেগ-
 “মের নিকট নানা দ্রব্যে ভূষিত হইয়াছিলেন। তৎ-
 “পরে তাঁহার জায়গীরে গমনের অনুমতি করি। তদ-
 “বধি দশ লক্ষ মুদ্রোপযোগী পারিতোষিক তাঁহার
 “প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। কর্ণের পুত্র জগৎসিংহ দ্বাদশ
 “বর্ষীয় বালক আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার মহাপুরুষ
 “লক্ষণাক্রান্ত আকৃতি দৃষ্টে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সৌজন্য
 “ভায় ও সমাদরে বাধিত করিয়াছিলাম। ধবল প্রস্তরে
 “রাণা এবং কর্ণের প্রতিমূর্তি নির্মিত করাইয়া আগরার
 “উদ্যানে স্থাপিত করিয়াছিলাম। তৎপরে কর্ণ পঞ্চ দশ
 “শত অশ্বারোহি রাজপুত্র সৈন্যের সহিত খোররমের নিকট
 “যুদ্ধকালে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার রাজ্যের চতুর্দশ
 “বর্ষে রাণা অমর সিংহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কর্ণের
 “নিকট পদ-প্রদান-স্থচক ফরমান এবং পারিতোষিক প্রেরণ
 “করি। এবং জগৎ সিংহকে আমার সর্পিধানে সৈন্যসহ
 “অবস্থানের অনুমতি দেই।” জহাঁগীর বাদশাহ এই রূপ
 “সরলচিত্তে আপনার মহত্ব প্রকাশে রাণার ক্রমতাত্তীত
 “সম্রাটের গৌরব এবং স্বাধীনতা পরিত্যাগের ঈদৃশ অনিচ্ছা
 “ও পরিশেষে ক্ষীণবল ও উপায় হীন হইলেও সাক্ষাতে
 “অধীনতা-স্বীকারে সম্মান-প্রার্থনা এবং বাদশাহ তাহা
 “অনুধাবন করিয়া স্বীয় তনয়ের প্রতি ঐ মহাযজ্ঞের সহিত
 “তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করণের আদেশ, এবং তাঁহাকে
 “দক্ষিণ হস্তের নিকট স্থান প্রদানদ্বারা সর্বোপরি সম্মান
 “করায় অতুল্য বশোভাজন হইয়াছিলেন, তথাপি শতচক্র-
 “বর্তীর বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এবং চিরকাল যবন-সৈন্যকে
 “ভূয়ো পরাজয় করিয়া ইদানীং পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মন
 “সবদার” উপাধিতে এবং স্বীয় রাজ্য জায়গীর শব্দে উল্লেখ
 “হওয়ায় কর্ণ কেবল জীবনসম্বন্ধে মৃতকণ্ঠ হইয়াছিলেন।

খোররমের সৌজন্যতা তাঁহার পক্ষে বিষতুল্য বোধ হইত।
 খোররম রাজপুত্র ক্ষেত্রে * জন্ম গ্রহণ করায়, এবং রাজপুত্র-
 বিক্রমের অনুবাগা হওয়া প্রযুক্তই তিনি রাজপুত্র-বদ্ধতা-
 প্রাপ্তি হেতুক রাণা স্বীয় রাজধানী হইতে অগ্রসর হইয়া
 বাদশাহের ফরমান গ্রহণ করিলে মিবার হইতে সকল লবন
 অন্যত্র প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু অমরসিংহ
 তাহা শূণ্য করিয়া স্বীয় রাজ্যভার পরিত্যাগপূর্বক পু-
 ত্রের মন্তকে টীকা প্রদান করিয়া স্বয়ং নচৌকি-নামক
 নিভৃতস্থানে গমন করেন; আর প্রাণস্বল্পে রাজধানীতে
 প্রত্যাগমন করেন নাই।

রাণা অমরার যশোবর্ণন করা বাহ্যিক মাত্র। তিনি প্রতাপ
 সিংহ ও তৎসংশয়ের উপযুক্ত সন্তান; তিনি মহাবীরের বল
 বীৰ্য্য ও পরাক্রমে এবং মহাপুরুষের বুদ্ধিমত্তা গুণে ভূষিত,
 এবং মিবারবংশের মধ্যে, শারীরিক বল ও আকৃতিতে
 শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সৌন্দর্য্যে সূ্যন এবং গাভীর্য্যে অধিক, তিনি
 সকল সরদারকর্তৃক সৌজন্যতা এবং সাহসের নিমিত্তে
 সমাদৃত এবং প্রজাগণকর্তৃক সুদ্বিবেচকতা এবং দয়ালু-
 লতাপ্রযুক্ত পরিপূজিত হইয়াছিলেন।

১৬৭৭ সংবৎসরে কর্ণ রাণা মিবারের শেষ স্বাধীন
 রাজার আসনে উপবেশন করিলেন।

পিতৃ-সম্বন্ধে সৌরাস্ট্র পরাজয় করিয়া তিনি স্বীয় বীৰ্য্য
 প্রদর্শন ও পিতার অর্থ প্রয়োজনতা নিবারণ করিয়া-
 ছিলেন, কিন্তু অধুনা রাজপুত্র বল প্রকাশের সময় অতীত
 হইয়াছিল সুতরাং তদ্বিনময়ে কর্ণ রাণা জহাঁগীরের সহা-
 যতায় দুর্গ এবং অলাশয় ও রাজগৃহ নবানুরাগ বিশিষ্ট
 করিয়াছিলেন।

রাণা অমর সিংহের স্বাধীনতা-সমর্পণ-সময়ে স্বয়ং ও
 উত্তরাধিকারিগণের বাদশাহের সামিধ্যে অবস্থিত হইতে
 অব্যাহতি লইয়াছিলেন, কেবল প্রত্যেকদিল্লীশ্বরের অবসানে
 নগরহইতে বহির্গত হইয়া রাজাজ্ঞা অর্থাৎ ফরমান গ্রহণ
 করিবেন এই অবধারিত ছিল; এজন্য রাজ্যভিষিক্ত রাণার
 জ্যেষ্ঠ পুত্রেরাই সর্বথা দিল্লীশ্বরের নিকটস্থ হইতেন, কিন্তু
 কুলীন বর্গ তথায় বিশিষ্টরূপে সমাদৃত হইতেন, এবং
 মর্যাদার্থে অপরাপর রাজপুরুষসদৃশ সমানাসন প্রাপ্ত
 হইতেন। কর্ণ রাণার কনিষ্ঠ সহোদর ভীম গুলতান খোরর-
 মের মন্ত্রিত্ব এবং বন্ধু হেতুক রাজোপাধি ও বিউন
 নদীতীরে ক্ষুদ্র এক রাজধানীদ্বারা পুরস্কৃত হইলেন। অপর
 গুলতান খোররম জ্যেষ্ঠ জাতার প্রতিকূলে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা
 করিলে ভীম রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া যুবরাজের সহযোগি
 হইলেন; এবং আপন মাতামহের অধীনে কতকগুলি
 রাজপুত্র সৈন্য সমূহ করিয়া জহাঁগীরপুত্র পিতৃবিরুদ্ধে

* সূর্যবংশীয় আঘের রাজার দুহিতাগর্ভে খোররমের জন্ম হয়।

সন্ধ্যায় করিয়াছিলেন, এবং গজ সিংহের অভিপ্রায় নিশ্চয় না জানিয়া জয়পুর রাজকে অগ্রবর্তী করিয়াছিলেন। ইহাতেই যুবরাজ যুদ্ধহইতে হস্তোত্তলন করিয়া পলাতক হইবার ধ্যান করিলেন। উভয় সৈন্য সন্মুখবর্তী হইলে ভীম ব্যগ্র হইয়া মাতামহকে সাহায্য অথবা বৈরতা করিতে সংবাদ প্রেরণ করেন। গজ সিংহ সন্মুখমানজানে রাজসৈন্যসহ মিলিয়া ভীমকে নিপাত ও তাহার দলকে পরাজয় করেন। তাহাতেই খোররম ও মহাবত খাঁ উদয়পুরে পলায়নপূর্বক আশ্রয়গ্রহণে প্রণোদিত হইলেন। তথাকার রাজগৃহের নিভৃতস্থানে যুবরাজ অবস্থিত করিয়া ক্রমে সেই অটালিকার নানাপ্রকার শোভাবর্জন ও এক উচ্চ গুহজম্বুধো যবনপীর মাদারের এক বেদি নির্মাণ করিয়া পারিষদ-সহ তথায় বাস করেন। পিতৃমৃত্যুর অব্যবহিত-কালপূর্বে তথ্যহইতে তিনি পারস্যদেশে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র-কৃতজ্ঞতা সাধারণ নহে, সুলতান খোররম রাজপুত্র-স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া ও রাজপুত্র মর্যাদা ও গৌরব চিরদিন রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতেই অদ্যাপি দুই শত বৎসর গতে মিবর দেশ নানা শত্রুর বিরুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হইয়াও অদ্যাপি খোররমের উন্মীষ বাহা ভ্রাতৃসম্বোধনে কর্ণ-রাণার সহিত পরিবর্তন করিয়াছিলেন তাহা এবং তাহার খজ্ঞা অসীম বস্ত্রে রক্ষিত আছে, এবং যবনপীর-মাদারের বেদীতে অদ্যাপি বজ্রতার দীপ প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে।

অষ্টম বর্ষ সুখে কাল যাপন করিয়া কর্ণ রাণা প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং তৎপুত্র জগৎ সিংহ ১৬৮৪ সংবৎসরে সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন; তাহার কিয়ৎ কাল পরেই জংহাগীর পরলোক গমন করেন, এবং জগৎ সিংহ এই সংবাদ খোররমকে পারস্যদেশে প্রেরণ করিয়া স্বীয় অনুজকে এক দল রাজপুত্রসহ সৌরাষ্ট্রনগরে অগ্রসর করাইলেন। তথায় খোররম উপনীত হইবা মাত্র তথাকার রাজ ভবনের বাদলমহলে তাঁহাকে সর্বাগ্রে অধীনস্থ রাজ্য-বর্গ শাহজহাঁ উপাধিতে অভ্যর্থনা করেন, এবং নব্য বাদ-

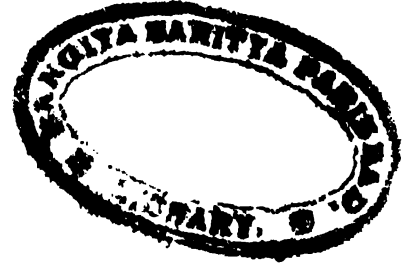
শাহ রাণাকে পাঁচটা দেশ প্রত্যর্পণ ও এক অনুভূত মানিক্য প্রদান করিয়া ও চিতোরের দুর্গ পুনর্নির্মাণ করিতে অনুমতি দিয়া বিদায় হইয়া গেলেন।

মুর্খবিশিষ্টব্যবহৎ রাণা জগৎ সিংহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তদ্ব্যতীত তিনি উদয়পুর নগরের জীবজন্তু ও অমৃত অটালিকাদি কীর্তি সংস্থাপন বিষয়ে একান্ত মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উদয়পুরই একটা হৃদমধ্যে জগন্নিবাস নামক রাজগৃহ নির্মাণ ও তাহার প্রতিবোঁগি দ্বীপ মধ্যে জগন্মন্দির নামক ভবনের শোভা বর্জন করা তাহারি মহতী কীর্তি স্তম্ভ, এবং স্নানগৃহ পুষ্করিণী এবং প্রস্তরে নির্মিত কূপ সকল নানা রঙ্গে চিত্রিত করাইয়া তৎতাবৎ ভূষিত এবং নানাবর্ণের কাচছারা বিবিধ বর্ণাবৃত গৃহমধ্যে নানা প্রকার ঐতিহাসিক ছবি এবং বংশাবলী-বর্ণনা-সূচক প্রদান ২ কীর্তির প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত করাইয়াছিলেন। এই সকল এতাদৃশ উৎকৃষ্ট যে তাহা প্রস্তরের উপর খোদিত বোধ হয়। তথায় কুঞ্জে ২ পুষ্প বৃক্ষের শোভা, উদ্যানে স্থানে ২ ব্যবধান এবং বিস্তীর্ণ বীথি ও বৃক্ষ শাখায় তাহার আচ্ছাদন, এবং মনোহর তাল ও তামাল ও নারিকেল বৃক্ষ তাহারদের পক্ষের ন্যায় শাখা কৃষ্ণবর্ণ ঝাউ অথবা শীতল কদলী বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে। সরদারদিগের বিশ্রামজন্য জলের প্রান্তভাগে পৃথক ২ গৃহ ও স্নান গৃহ আছে, তথায় তাহার কবির ইতিহাস প্রবণ ও মধ্যাহ্নক উত্তাপে জলাশয়ের শত ২ পক্ষগজ ভূষিত শীতল বায়ু সেবন ও শয়নে মাধ্যাহ্নিক আলস্য পরিত্যাগ করিতেন। তথ্যহইতে নয়নোন্মীলন করিয়া দৃষ্টিলে পেশোলানদীর বিস্তীর্ণ জলাশয় এবং তাহার রম্য ও বনে সমাকীর্ণ তীর যে পর্যন্ত আরাবলী ঘাটের প্রান্তে ব্রহ্মপুরি মন্দির আছে, তৎসমুদায়ের রাজপুত্রদের পিতৃকীর্তি স্মরণ হইত। তাহারই অনুধ্যানে রাজপুত্র-প্রোচেরা রণবাদ্য পরিহার করত ইদানী কাল যাপন করিতেছেন।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থ ১৭

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

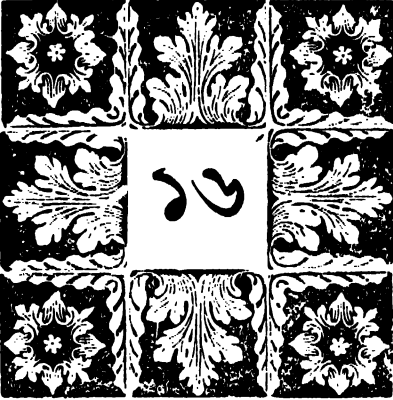


পর্ব]

শকাব্দ ১৭৮২, ১৭৮৩

[৭২ খণ্ড।

অওরঙ্গজেব।



১৮ খ্রীষ্টীয় শকে অওরঙ্গজেবের জন্ম হয়। বাল্যকালাবধিই তিনি সুচতুর, সাহসী, ও পিতৃবৎসল ছিলেন। তাঁহার পিতা শাহজহাঁর চা-

রি পুত্র; দারাসেকোঃ, সুজা, অওরঙ্গজেব এবং মুরাদ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অওরঙ্গজেবই সর্বাংশে ক্ষমতা প্রকাশ করেন, ও আপনার বুদ্ধিবলে তাঁহার পিতা জীবিত থাকিতেই পিতৃপদ অধিকার করেন। যখন তিনি অতি অল্পবয়স্ক, তৎকালে শাহজহাঁ তাঁহাকে একবার কাবুলে আবদুল অজীজ নামক এক ব্যক্তি পাঠানের সহিত সজ্জাম করিতে প্রেরণ করিলে তিনি তাহাতে যথেষ্ট শূরত্ব ও সমর-দক্ষতা প্রকাশ করেন। একদা শাহ জহাঁর অধীনস্থ আবদুল্লা কুতবশাহ নামক এক জন যরনরাজার মন্ত্রী মীরজুমলা স্বীয় প্রভুর কোপে পতিত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত অওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হয়,

এবং অওরঙ্গজেবও তাহাকে সম্রাট শাহজহাঁর নিকট উপস্থিত করিয়া তাহার সমস্ত অবস্থা পরিচয় দিলে তিনি আবদুল্লা কুতবশাহের শাসনের জন্য অওরঙ্গজেবকে আদেশ করেন। অওরঙ্গজেব সেই আদেশানুসারে উক্ত শাহের এমনি শাসন করিয়াছিলেন, যে তদর্শনে সকল লোকেই শক্তিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল। শাহজহাঁর জীবদ্দশায় অওরঙ্গজেব এইরূপে অনেকবার অনেক বিষয়ে আপনার অনেক প্রকার ক্ষমতা প্রকাশ করেন। অনন্তর ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোশলদ্বারা আপন ভ্রাতা মুরাদকে আগরা হইতে বন্দী করিয়া দিল্লীর দুর্গে প্রেরণ পূর্বক আপনিও তৎপরে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বৃদ্ধ পিতা শাহজহাঁকে কারাবদ্ধ করত স্বয়ং সম্রাট বলিয়া সর্বত্র ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তখন আপনার নামে মুদ্রা চালাইলেন না, এবং তাহার পর এক বৎসর পর্যন্ত বিধিপূর্বক সিংহাসনাক্রমণ হইলেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যাভিষিক্ত হওনের সময়ের নির্দিষ্টতা লইয়া গোলযোগ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক আপন জনককে বন্দীকরণরূপ নিষ্ঠুরস্বভাববিরুদ্ধ কার্যের নিমিত্ত তিনি যে জগতে চিরকাল দিক্কৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। রাজ্য লোভে পিতাকে কারাবদ্ধ করা তাঁহা ভিন্ন অন্য কাহারদ্বারা হয় নাই।



অওরঙ্গজেব ।

অতএব তিনি এই মহাঘৃণাজনক কার্যে অধিতীয়
'বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ।

এই দুর্কর্মদ্বারা সিংহাসনাকাট হইয়াই তিনি
দারাকে ধৃত করিতে যাত্রা করেন, এবং দারা
তাহা জানিতে পারিয়া লাহোরে পলায়ন করেন ।
১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সুজা বাজালা প্রদেশহইতে
অওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধ্যাম করিতে যাত্রা করিয়া
অবিলম্বেই পরাভূত হন, এবং তাহার কিঞ্চিৎ
পরেই দারাও পরাজিত এবং ধৃত হন । অও-

রঙ্গজেব প্রধান মন্ত্রী মীরজুমলার সঙ্গে বহুতর
সৈন্য প্রেরণ করিয়া সমুদয় বাজালা শাসিত
ও অধিকৃত করেন, এবং অবশেষে আশাম ও
চীন পর্য্যন্ত অধিকার করিবার জন্য তাহাকে
নিযুক্ত করেন । কিন্তু মীরজুমলা আশাম দেশ জয়
করিয়া চীন রাজ্যে যাত্রা করিবার পূর্বেই অতি-
বৃষ্টি প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈবপ্রতিবন্ধকে পথ
হইতেই ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে আসিতে পথি-
মধ্যে গত হন । অওরঙ্গজেব এই সংবাদ প্রাপ্ত

হইয়া তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আমীনকে সেই পদে অভিষিক্ত করেন ।

রাজ্যাভিষেকের পাঁচ বৎসর পরে অণ্ডরজ্জবেব একবার এক সাণ্ডঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন । তাহাতে তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রকার অবস্থাতেও তাঁহার ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সাহস ও বীর্যের কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই । ঐ পীড়ার পাঁচদিনের দিন তিনি মৃত্যুর গাসহইতে মুক্ত হইতে না হইতেই সেই রোগশয্যাতেই বসিয়া সমস্ত অমাত্য ও পারিষদবর্গের সহিত রাজকার্যের আলোচনা করেন । ইহার দুই একদিন পরে তিনি হঠাৎ মূর্ছাশ্রিত হইয়া পড়াতে সর্বত্র জনরব হইল যে রাজার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে । এদিকে রাজা তৎকালে একটু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াই দুই তিন জন প্রধান প্রধান লোককে ডাকিয়া কহিলেন, যে ‘আমার ভগিনী রণবনারার নিকট আমি যে মোহর রাখিয়াছি অবিলম্বে তাহা আমার নিকট আনাইয়া দাও । এক্ষণে আর সে মোহর অন্যত্র রাখিব না । কি জানি যদি তাহা লইয়া কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে কোন রূপ অত্যাচার করে । এক্ষণে আমার সম্মতি ব্যতিরেকে আর কোন কাগজপত্রে সে মোহর অঙ্কিত করা হইবে না ।’ এই রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই অণ্ডরজ্জবেব অবিলম্বে সুস্থ ও সবল হইবার মানসে কাশ্মীরে যাত্রা করেন, এবং সত্বরই আরাম ও স্বচ্ছন্দশরীর হইলেন ।

তাঁহার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র-দেশের ভৌসলা বংশীয় শিবজি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন, এবং অনেকবার তাঁহার অধিকারের উপর আক্রমণ করিবার চেষ্টাও পান । একদা শিবজি অন্যান্য করিয়া তাঁহার রাজ্যের উপর অত্যাচার ও উৎপাত করাতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং তাহার শাসনার্থে গমন করেন, এবং অনেক যুদ্ধাদির

অবশেষে তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন । অনন্তর পুনর্বার শিবজি জয়পুরের রাজা জয়সিংহের সহিত যোগ করিয়া রাজ্যের উপর নানাপ্রকার দৌরাণ্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং অনেক সঙ্গ্রামে জয়ীও হন । দিল্লীপতি তৎকালে কাবুলের আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়াতে মহারাষ্ট্র-দেশের সঙ্গ্রাম অমনি তদবস্থ করিয়া স্থগিত রাখেন । কিন্তু পরিণামে তাঁহার ব্যবহারদোষে সকল হিন্দু তাঁহার প্রতি বিরূপ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিপদগ্স্ত হইলেন । তিনি আফগানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লী প্রত্যগমনপূর্বক শুনিলেন, যে নারনোল নগর নিকটবাসি শতনামা নামক হিন্দু সম্প্রদায়ীর সহিত তাঁহার পুলিশ-সঙ্ক্রান্ত লোকের এক বিবাদসূত্রে ঘোরতর ব্যাপার হইয়া উঠিবার উদ্যোগ হইয়াছে । তাঁহার লোকে প্রথমতঃ ঐ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির উপর অত্যাচার করাতে তাহারা বহুসংস্র লোকে একত্রে হইয়া তাঁহার পক্ষায় অনেক লোকের প্রাণ দণ্ড করিয়াছে, এবং তাহাদিগের শাসনের জন্য দুই তিনবার সৈন্য নিযুক্ত হইলেও তাহারা সামান্য সঙ্গ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছে । ইহাতে তাহাদিগের অত্যন্ত সাহস বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদিগকে বিশেষ পরাক্রমশালী ও দৈবশক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া তম্বিকটস্থ অনেক হিন্দু রাজা ও জমিদার তাহাদিগের পক্ষ হইয়াছে । ক্রমে তাহারা নারনোল নগর অধিকার করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের নিকট এই কথা প্রচার করিয়াছে, “যে তাহাদিগের দৈবশক্তিপ্রভাবে রাজসৈন্যদিগের বন্দুক ও তলবার প্রতি কোন অস্ত্র শস্ত্রেই তাহাদিগের কিছু হয় না, কিন্তু তাহারা প্রতিপক্ষের উপর যে অস্ত্র নির্গম্য করে তাহা অমনি কালস্বরূপ অব্যর্থ হইয়া বিপক্ষদি-

গের প্রাণসংহারক হয়।” অওরঙ্গজেব দেখিলেন, যে তাহারা মিথ্যা করিয়া যে প্রবাদ রটনা করিয়াছে, কার্য্যতঃ ও সেই রূপ কলিতেছে। ভয়প্রযুক্ত কি হিন্দু কি মুসলমান কোন প্রকার রাজসৈন্যই আর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে সম্মুখবর্তী হইতে চাহে না, এবং যাহারা রাজশাসনে গমন করে, তাহারাও কুসংস্কারবশতঃ পূর্বোক্ত অন্ধীক প্রবাদে ভীত হইয়া রণস্থলে আপনাদিগের সমস্ত বলবৃদ্ধি চ্যুত হয়। ইহা দেখিয়া রাজা স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রার উদ্যোগ করিবার অনুমতি করিলেন, এবং তাহাদিগের দৈবশক্তিহইতে রক্ষা পাইবার মন্ত্র স্বরূপ অহস্তে কোরাণের কতকগুলি পদ এক এক খণ্ড কাগজে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ্য প্রকাশ্যস্থলে এক এক ধজার উপর দেদীপ্যমান করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ করাতে যবন সৈন্যেরা অনেকেই সাহসান্বিত হইয়া সমরোদ্যত হইল, এবং অবিলম্বেই পূর্বোল্লিখিত হিন্দুদিগের শাসন করিল। সম্রাট অওরঙ্গজেব তদবধি হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ-তৎপর হন, এবং বিধি-মতেই তাহাদিগের পীড়ন ও শাসন করেন। হিন্দুদিগের দৈব পৈত্র প্রভৃতি ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর বিবিধ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, এবং অবিচার করিয়া নানামতে ও নানাছলে কর গৃহণ, ও সম্পত্তি মোষণ ও আর আর প্রকার দণ্ড বিধান করাতে অত্যন্ত দোরাঅ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড রহিত ও পঞ্জিকা প্রভৃতি বিধিবিধান অপ্রচলিত করিবার জন্য গ্রামে ২ মোল্লা নিযুক্ত হইল, এবং অপর প্রকার শাসনের নিমিত্ত অন্যান্য প্রকার লোক ফিরিতে লাগিল। অওরঙ্গজেবের এই সকল অবিচার ও অত্যাচার দেখিয়া হিন্দুস্থানের কজিয় ও রাজপুত্র প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান হিন্দু সকলেই একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং সকলে একবাক্য ও একমত

হইয়া দিল্লীশ্বরের বৈরতা সাধনে বুতী হইল। কি দক্ষিণ কি পূর্ব কি আর আর দিক্ একবারে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; এবং চতুর্দিক হইতেই বিবাদ বিসংবাদ আরম্ভ হইল। এদিকে মহারাষ্ট্রোয়েরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সর্বপ্রকারে, সুসজ্জিত হইয়া সম্মুখে উন্মুখ হইয়া রহিল; ওদিকে রাজপুত্রেরা দিল্লীশ্বরের যবন মন্ত্রী ও যবন সেনাপতিদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নানা স্থলে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং রাজপুত্র কুমার আকবরকে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আসীন করিবার প্রলোভ প্রদর্শন পূর্বক পিতৃশত্রু করিয়া তুলিল। যে সকল লোক সর্বদা অওরঙ্গজেবের নিকট থাকিত, এবং যাহারা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বেতনভোগ করিয়া অমাত্য ও অন্তরঙ্গের ভাষে কালযাপন করিত তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে গোপনে ২ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। অওরঙ্গজেব একেবারে চতুর্দিকে এই প্রকার অবস্থা সন্দর্শন করিয়া ঘোরতর প্রমাদে পতিত হইলেন। কি করিবেন একেবারে আপনার সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া সর্বগুে রাজপুত্রদিগের শাসন করিতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইবার উপায় না দেখিয়া মিবারের রাণার সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই শুনিলেন যে রাণা তাঁহার নির্দিষ্ট সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পূর্বের ন্যায় নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষিণ হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রদেশহইতে আপনার দুই পুত্রকে সসৈন্যে আস্থান করিয়া পাঠাইলেন; এবং আফগান অঞ্চলের সুবাদারকে ও তাঁহার সহিত অজমীর আসিয়া মিলিত হইতে লিখিয়া আপনি সসৈন্যে পুনর্বার, রাজপুত্র-দেশে যাত্রা করিলেন।

এবং তথায় সকলে উপস্থিত ও মিলিত হইয়া সমুদায় রাজপুত্র প্রদেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদবধিই রাজপুত্রদিগের সহিত দিল্লীর যবন রাজাদিগের একেবারে মর্দ্দ-চ্ছেদ হইয়া গেল। রাজপুত্রেরা রাজকুমার অকুবরকে লইয়া সম্রাটের উপর অনেক প্রকার অত্যাচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কোনমতে কিছুতেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। অওরঙ্গজেব আপনার অসামান্য বুদ্ধিবলে এবং অদ্বিতীয় বীরকৌশলে চিরদিন সমান প্রতাপ ও অবিচ্ছিন্ন গৌরবেই সমস্ত অধিকার শাসনে রাখিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশের ভৌসলা বংশীয় শম্ভুজী নামক আর একজন রাজাও সম্রাটের সহিত অনেকবার অনেক প্রকার বিগৃহ করেন, কিন্তু তিনিও সম্রাটের নিকট ধৃত ও কারাবদ্ধ হইয়া ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে মহারাষ্ট্র, রাজপুত্র, ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানাপ্রকার হিন্দু রাজারা সম্রাটের সহিত বার বার বৈরতা করিয়া বার বারই পরাস্ত হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তিনি শেতারার দুর্গ আক্রমণ ব্যাপারে যে প্রকার অসাধারণ অধ্যবসায়, অসামান্য সাহস, এবং অদ্বিতীয় কর্মদক্ষতা, প্রকাশ করিয়াছিলেন, যৌবনাবস্থাতেও কোন ব্যক্তি সে প্রকার করিতে পারে না। দিল্লীর সম্রাট হইয়া কত দিন অনশনে ও কদম্ব ভোজনে গত করিয়াছেন, কত স্থানে যান বাহনাদি না পাইয়া পদব্রজেই ভ্রমণ করিয়াছেন, একাকী সমস্ত সৈন্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, সকলকেই স্ব স্ব কার্যের উপযোগী শিক্ষা-প্রদানও করিয়াছেন, এবং সর্বদা সাহস প্রদান করিয়া অধীনস্থ কর্মচারীদের নিকট সাহ-চিত্তে উৎসাহ বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু

অবশেষে তাঁহার আপনার বার্কক্য ও অমাত্য ভৃত্য এবং পুত্রদিগের অবাধ্যতা ও অবিশ্বস্ততার নিমিত্ত তাঁহাকে হতশ্রী ও হীনপ্রতাপ হইয়া আয়ুঃ শেষ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বহুল সৈন্য ক্রমে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া বলহীন হইয়া পড়িল, নিয়মিত রূপে কর সম্বাহিত না হওয়ায় রাজকোষ ও অর্পে অর্পে নিঃশেষিত হইতে লাগিল, এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিপক্ষ হিন্দুরা ক্রমে সেই অবসরে প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। তাহার অর্পে অর্পে আপনাদিগের পূর্বাধিকৃত সমস্ত স্থানই হস্তগত করিয়া তুলিল, এবং অনধিকৃত অন্যান্য ভাগও ক্রমে অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। এদিগে দিল্লী-শ্বর দিন দিন জরা ও রোগগুস্ত হইয়া অবসন্ন হইতে লাগিলেন, এবং কি জানি তাঁহার পিতা শাহজহাঁর শেষ দশায় যে প্রকার দুর্গতি হইয়াছিল যদি তাঁহারও সেই প্রকার হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় অত্যন্ত শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্রদিগের উপর একেবারে অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল, এবং আপনার নিকটমৃত্যু জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে বিষয় কার্য বর্জিত হইলেন। এই অবস্থায় তিনি আপন পুত্র রাজকুমার আজমকে বিষয়-ব্যাপার-ঘটিত এক পত্র লেখেন, এবং তন্মধ্যে জন্মেরমত আপনি বিদায় হইতেছেন বলিয়া অনেক সঙ্কণ-ভাব প্রকাশ করেন। সেই পত্রখানি এই কএকটি বাক্যে শেষ হইয়াছিল,— “হউক; আমার ভাগ্যে যা হয় হউক, আমি তো এখন অকূল সমুদ্রে তরণী ভাসাইয়াছি, আমি বিদায় হইলাম, বিদায় হইলাম। বিদায় হইলাম।”

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি দিবসে তাঁহার মৃত্যু হয়। থাকী খাঁ প্রভৃতি তৎকালীয় যবন গৃহকারেরা অনেকেই অওরঙ্গজেবের ধর্মভার ও

আর আর প্রকার সন্ধানের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা লেখেন, যে অণ্ডরজ্জের বড় সুরসিক ও সুকবি ছিলেন, প্রায় সকল প্রসঙ্গেই রস প্রকাশ করিতে পারিতেন। তিনি স্বীয় সন্তান ও অমাত্যগণের উপদেশের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট লিপি রচনা করেন তাহার মধ্যহইতে কএক শত লিপি সাধারণের হিতোপদেশের নিমিত্ত অতি যত্নপূর্বক রক্ষিত হইয়াছিল। প্রায় তাঁহার প্রক্তি পাত্রের মধ্যেই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও কোরাণের বচন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যবন গৃহকারেরা তাঁহার আরো অনেক প্রকার সৎ-কর্মের বর্ণনা করিয়াছেন। একজন গৃহকার নির্দেশ করেন, যে তিনি কখনই নিকর্ম থাকিয়া সুখী হইতেন না। তাঁহার যদি সন্নিধিচিহ্ন, অপ্রশস্ত-ভাব ও স্বমতপ্রিয়তা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ না থাকিত, তাহা হইলে তৈমুরের বংশে তিনি একজন প্রশংসনীয় রাজা হইতে পারিতেন। কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে অববর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আইসলগুদীপহু গন্ধকাচল।

আইসলগুদীপহু ক্রিসুবিক্ নামক স্থানহইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে উক্ত প্রসিদ্ধ পর্বত বিদ্যমান আছে। উহাহইতে সর্বদাই অনেক প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। তত্তদর্শী পথিকদিগের মধ্যে অনেকেই এই পর্বতসম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সকল বর্ণন করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মেকেনজী নির্দেশ করিয়াছেন, যে এই পর্বতের পাদমূলে এক প্রকার শাদা মাটি ও গন্ধকের একটি স্তূপ আছে। এই স্তূপহইতে

অনবরত বাষ্প উথিত হইতে থাকে। স্তূপের কিয়-দূর উপরিভাগের এক দেশে সেতুর ন্যায় একটি স্থান আছে। কোন উষ্ণ প্রসুবণ বা কন্দম ফুটিবার সময় যে প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, এই স্থানের নিম্নস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরের মধ্য দিয়া সেই কপ গভীর গর্জনের সহিত প্রবল বেগে প্রভূত ধূম ও রাশি রাশি বাষ্প অনবরত নির্গত হইতে দেখা যায়। পূর্বোল্লিখিত পর্বতের সকল দিকই প্রায় এই কপ গন্ধক ও কন্দমে আচ্ছন্ন থাকাতে তাহার উপর দিয়া সহজে ভ্রমণ করা কোন কাপেই সাধ্য হয় না। কোন কোন স্থানে ধর্মের নিমিত্ত এখানহইতে ওখানকার মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং বেড়াইতে গেলে ও কাদার মত নরম স্থানে পা বসিয়া যায়, এবং কখন কখন খণ্ড খণ্ড গন্ধকও ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়। এই স্থানে মেকেনজী সাহেবের সঙ্গীদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো পুড়িয়া মরিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। বাইট নামক এক জন লোকের পা এই উষ্ণ কন্দমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই ক্ষুটিত কন্দমের ও গন্ধকের মধ্যে তাপমান যন্ত্র নিবিষ্ট করিলে তাহার পারদ অতি উচ্চ স্থানে উঠিয়া যায়। মেকেনজী সাহেব ও তৎসঙ্গীরা অতি সাবধান পূর্বক এই সকল ভয়ঙ্কর স্থানের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কহিয়াছেন যে কোন বিশেষ উপায় না করিয়া অর্থাৎ তাক্তা না ফেলিয়া তথায় ভ্রমণ করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই শ্রেয়স্কর নহে। উক্ত সাহেব কহেন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরের নিম্নে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কন্দমের হুদ আছে, এবং তাহা অনবরত প্রবল বেগে ফুটিতেছে। এই হুদহইতে কন্দম আন্দোলিত হইয়া এক এক বার ৪—৫ হাত উর্দ্ধে উঠিতেছে, এই কন্দম-হুদের নিকট এক প্রশস্ত উষ্ণ জলের কুণ্ডকে

ও কুটিতে দেখা যায়। তাঁহারা এই পর্বতের আরও কিছুদূর উপরে উঠিয়া এক স্থানে একটি পরমাদৃত শীতল জলাশয় দেখিয়াছিলেন। তাহার আর কিছু দূর উপরে—প্রায় পর্বতের শিখর দেশের নিকটে—তাঁহারা পূর্বের ন্যায় কর্দম ও গন্ধকময় সেতু সন্দর্শন করিলেন। এই স্থানের চারিদিকে হীর-কথপ্তের ন্যায় অত্যন্ত শোভনীয় কুচ কুচ গন্ধক দৃষ্ট হইয়াছিল, এবং নানা স্থানে আরও অনেক প্রকার সুদৃশ্য গন্ধকের কুচ ছড়ান ছিল। তাঁহারা এই কুচ গন্ধক কুড়াইতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই গন্ধকের কুচ সরাইবা মাত্রই তাহার নিম্নদেশ হইতে এক প্রকার উষ্ণ বাষ্প উদ্ভিত হইয়া তাঁহাদিগকে পীড়িত করিল, সুতরাং আর তাঁহারা ভাল করিয়া সে স্থান পরীক্ষা করিতে পারিলেন না।

অনন্তর তাঁহারা সেই শিখর সম্বিহিত সেতু অতিক্রম করিয়া এই পর্বতের আর এক দিগে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং তথায় গিয়া আরও অধিক বিপদে পড়িলেন। এই স্থানে প্রায় অর্দ্ধকোশ পর্য্যন্ত পর্বত এমনি এক প্রকার কাদায় ঢাকা ছিল, যে চলিতে চলিতে প্রায় প্রতিবারই তাহাতে তাঁহাদিগের পা বসিয়া যাইতে লাগিল, এবং প্রতি পদেই উষ্ণতার বৃদ্ধি অনুভব হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আপনাদিগের উদ্দেশ্য স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে এক স্থানে জল ও বাষ্প একত্রে স্তম্ভাকার হইয়া উদ্ভিত হইতেছে। এই স্তম্ভাকার জলধারা এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উপরে উঠিতেছিল যে চারি পাঁচ কোশ অন্তর হইতেও তাহা অনায়াসে শুনা যাইতে পারিত। মেকেঞ্জী সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীগণ রজনীতে ক্রিসুবিক্ নামক গ্রামে আপনাদিগের তাঁবুতে শয়ন করিয়াও এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করত শঙ্কিত চমকিত ও বিম্বিত হইয়া-

ছিলেন। তাঁহারা এই প্রসুবনের পশ্চাৎভাগে আর একটি তিমিরাবৃত আশ্চর্য্য শৈল সন্দর্শন করিয়াও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মেকেঞ্জী সাহেব এই কাণে গন্ধকাচলের আশ্চর্য্য বিষয়সকল বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন, যে “আমি এই স্থানে যে সকল অনুধারণ বিশ্বাস করি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা কোন কাণেই বাক্যদ্বারা সম্যক ব্যক্ত করিয়া উঠা যায় না। এখানকার বিশ্বাস কর ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিতে করিতে মন কখন আশ্চর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হয়—কখন ত্রাস-তরঙ্গে প্লাবিত হইতে থাকে। ফলতঃ এখানকার অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সকল কেহ স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে প্রত্যক্ষ না করিলে কখনই তাহাকে বলিয়া বুঝান যায় না”।

কুকুর।



কুরের প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা, শূরত্ব প্রভৃতি কতগুলি গুণ এমনি সর্বলোক প্রসিদ্ধ যে প্রায় কোন কালীন কোন দেশীয় লোকেরই তাহা অবিদিত নাই। যৎকালে প্রাণিবিদ্যার কিছু মাত্র প্রচার হয় নাই, যে সময় পশুদিগের জাতি ধর্ম্ম স্বভাব ও গুণ পরীক্ষা করিবার কিছু মাত্র পদ্ধতি ছিল না, তৎকালীন লোকেও উক্ত পশুকে বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত ও শূর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বতন ভারতবর্ষীয় নীতিবেত্তারা কুকুরের নিকট হইতে প্রভুভক্তি প্রভৃতি ছয়টি গুণ শিক্ষা করিবার উপদেশ করিয়াছেন * এবং হিন্দি ও পারসিক গুহাদির

* প্রভুভক্ত শূর ইত্যাদি। সারসংগ্রহ।



a, স্প্যানিয়ল, কুকুর। b, শৃগাল শিকারী কুকুর। c, পক্ষিশিকারী কুকুর (পইন্টর)। d, লর্ডের নামক শিকারী কুকুর। e, নিউফউন্ডলণ্ড কুকুর। f, মেবপাল কুকুর। g, টালবট সাহেবের ডালকুর। h, বকলানুগি কুকুর ব্রেড হউও।

‘মধ্যে অনেক স্থানেও কুকুরের অনেক প্রকার গুণ বর্ণিত হইয়াছে। * এমন কি কোন কোন গৃহস্থকার অনেক স্থলে মনুষ্য অপেক্ষাও কুকুরকে অনেক বিষয়ে মানবের হিতকারী বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। † কলতঃ কুকুর জাতির যে অনেক

প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ আছে. এবং তাহারা যে অনেক সময় অনেক প্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার সাধন করিয়া থাকে তাহার বর্ণন করাই বাহুল্য। উক্ত জাতির অসামান্য গুণের পরিচয়ের নিমিত্ত প্রাগৈতিহাসিক পণ্ডিতেরা যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন তৎপাঠে ও তৎশ্রবণে সকল লোকেরই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

* গ্রন্থে কুস্তাপালনা, মসলহতে নেক।

† খাজা সগুপ্তক। বাগ বাহার।

দেশভেদে ও অবস্থানভেদে উক্ত জাতির আকৃতি ও প্রকৃতির এতপ্রকার ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, যে তাহা বলিয়া শেষ করা অসাধ্য, এবং প্রত্যেক দেশীয় কুকুরেরই এমন এক এক প্রকার আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা সকলের পক্ষেই কৌতূহলকর হইতে পারে।

নিউফাউণ্ডলণ্ড-নামক স্থানে এক প্রকার কুকুর জন্মে। তথাকার লোক ঐ কুকুর দিয়া বন হইতে কাষ্ঠাদির ভার বহন করিয়া সাগর তীরে লইয়া যায়। উক্ত জাতীয় কুকুর সর্বদা জলে থাকিতে ভালবাসে এবং অত্যন্ত সন্তরণ করিতে পারে। সমুদ্রাদি জলপথে উহারা সঙ্গে থাকিলে জলমগ্নের বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। উহাদিগের দ্বারা উক্ত প্রকার বিপদ হইতে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

ইংলণ্ড দেশীয় এক প্রকার কুকুর হইতে প্রহরীর কার্য্য নির্বাহিত হয়। ইংরাজেরা তাহাকে আপন ভাষায় মাস্টিফ অর্থাৎ প্রহরী কুকুর বলে। উহার মুখের আকার অত্যন্ত ভীষণ এবং উহা সকল প্রকার কুকুর অপেক্ষাই বড়, বলবান সতর্ক ও বুদ্ধিমান। উহার ওষ্ঠ দেশ মুখের দুইদিকে ঝুলিয়া থাকে। একদা ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সময় চারিটি প্রহরী কুকুরের সঙ্গে এক সিংহের যুদ্ধ হইলে সিংহ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। উহারা অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও প্রতিপালকপ্রিয়। দেশ বিশেষে উক্ত কুকুরের দ্বারা নিদাকণ দস্যু-ভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

শিকারী কুকুর। শিকারী কুকুর অনেক প্রকার। তন্মধ্যে ইংলণ্ডীয় ও আফ্রিকা দেশীয় এবং মৃগশিকারী, শৃগাল-শিকারী ও গ্রেহাউণ্ড অর্থাৎ ডাল কোত্তা প্রভৃতি কএক প্রকারই সর্বপ্রধান। শিকারী কুকুর মাত্রেই অগ্ৰাণ শক্তি অতি তীব্র এবং গতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর। উহারা ঐ উভয় শক্তি দ্বা-

রাই সুচারুরূপে মৃগয়া কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইংলণ্ডীয় শিকারী কুকুরের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এমন তীব্র যে তাহারা চোর দস্যু প্রভৃতি কুলোকের ও ছাগ মৃগ শৃগালাদি বন্য পশুর পদ চিহ্নের ঘ্রাণ লইয়া ও সেই পথে গমন পূর্বক তাহাদিগকে ধৃত বা হৃত করিতে পারে। কোন মনুষ্য কি অপর কোন জীব জন্তু কোন পথ দিয়া চলিয়া গেলে কাফিদেশীয় শিকারী কুকুর ২।৩ ঘণ্টা পরেও তাহার গন্ধ পায়। শিকারী কুকুরের মধ্যে ডালকোত্তা অত্যন্ত ক্ষণ্টগামী। উহার চক্ষে একবার কোন বস্তু পশু পতিত হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। উহাদিগের শরীর অশূল উন্নত এবং অত্যন্ত লঘু হওয়াতে উহারা প্রায় সকল পশু অপেক্ষাই সত্বরে ধাবিত হইতে পারে। শৃগাল শিকারী কুকুরের ঐধর্য্য অত্যন্ত অসাধারণ; তাহারা সর্বাপেক্ষাই অধিক কাল শিকার করিয়া ভ্রমণ করিতে পারে। মেঘ রক্ষক কুকুর অত্যন্ত লোমযুক্ত এবং স্থূল। উহারা অতি চমৎকার কোশলে পথ ও প্রান্তরের মধ্যে মেঘ-পাল-সকল রক্ষা করে, এবং তাহাদিগকে স্বস্থানে লইয়া যায়। এমন কি মনুষ্যের অভাব হইলেও কেবল ঐ কুকুর দিয়া মেঘ পালকতার কার্য্য নির্বাহ হইতে পারে।

ইংলণ্ডদেশীয় শিকারী কুকুর ও শৃগালহস্তা কুকুর এই উভয়ের যোগে মৃগ শিকারী কুকুরের উৎপত্তি হয়। মৃগ শিকারী কুকুর অত্যন্ত অধিক দূর পর্য্যটন করিতে পারে। এক প্রকার কুকুর বণ্ড দেখিলেই তাহার প্রতি ক্রোধ পূর্বক ধাবমান হয়, এই জন্য ইংরেজি ভাষায় তাহাকে বুলডগ্ অর্থাৎ বণ্ডবৈরী বলে। বণ্ডের প্রতি উক্ত কুকুরের এমনি বৈরতা যে সে অজহীন ও শক্তিহীন হইলেও বণ্ড দেখিলে আক্রমণ করিতে ক্রান্ত থাকে না। বণ্ডবৈরী কুকুরের আকার অত্যন্ত ভীষ

এবং প্রকৃতিও অত্যন্ত দূরন্ত । ইংরেজ প্রভৃতি সাহেব লোকেরা সর্বদা গাড়ি করিয়া যে লোম যুক্ত সুশী কুকুর লইয়া যায়, তাহাকে ইংরেজী ভাষায় এপ্পানিএল বলে । উক্ত জাতীয় কুকুর অত্যন্ত প্রভুভক্ত, এমন কি প্রভুর অদর্শন হইলে তাহাদিগের আহার নির্দিষ্ট পরিত্যাগ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে । কুকুর জাতির মধ্যে ইহার বড় সুশী এবং শান্তপ্রকৃতি । উহাদিগের মুখের মধ্যে হস্তাঙ্গ করিলেও উহারা দংশন করিতে জানে না, এবং উহাদিগকে অত্যন্ত বিরক্ত করিলেও উহারা কখন ক্রুদ্ধ বা উগ্ৰস্বভাব হয় না । উহাদিগের ও অনেক প্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে এক প্রকার কুকুর জলেতে সন্তরণ করে ; ও জল মধ্যে মগ্ন হইয়া স্বীয় প্রভুর প্রিয় কার্য সাধন করে । একদা ইংলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি কাউপার এক জলাশয়ের নিকট উক্ত প্রকার এক টি কুকুর সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করতঃ এক টি পদ্ম পুষ্প সন্দর্শন করিয়া তাহা গৃহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ; কিন্তু অনেক বার চেষ্টা করিয়া যখন কোন মতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, তখন তাহার সঙ্গী কুকুর তাহার অভিলাষ পূর্ণ করণার্থে সেই জলাশয়ে ঝম্প প্রদান পূর্বক দস্তদ্বারা সেই পুষ্প ছিন্ন করিয়া আপন প্রভুর চরণের নিকট রাখিয়া মহা আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল । এই কুকুরকে ইংরেজেরা ওয়াটর এপ্পানিএল অর্থাৎ জলবিহারী কুকুর বলিয়া উল্লেখ করেন ।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে এক প্রকার কুকুর জন্মে, উহা দেখিতে প্রায় এদেশীয় শৃগালের মত । বিশেষতঃ উহার ঝুমরা লেজ ও সোজা সোজা কটা লোম দেখিলে এবং ভীষণ রব শুনিলে ঠিক এদেশীয় শৃগালের মত বোধ হয় । উহা অত্যন্ত জীবাণু ও ভীম প্রকৃতি । অপিচ উহা অত্যন্ত কঠিন প্রাণী ।

গুরুতর রূপে আহত হইলে ও উহার প্রাণ বিয়োগ হয় না । একবার উক্তদেশীয় একটি কুকুরের সর্বশরীরে ছাল খুলিয়া ফেলিলে পরেও তাহার মৃত্যু হয় নাই, সে ঐ অবস্থাতেও কষ্টে শুষ্টে একটু অন্তরে গিয়া লুকাইয়াছিল । আর একবার একটা কুকুরের মাথা পাথরের উপর রাখিয়া আর এক খণ্ড পাথর দিয়া ঠুকাতে ও তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই । আমেরিকার উত্তর খণ্ডে এসকুইমঃ নামক স্থানে এক প্রকার কুকুর থাকে । ঐ কুকুর দ্বারা তথাকার লোকের মগ্না ও ভার বাহকতা প্রভৃতি অনেক প্রকার কৰ্ম নির্বাহিত হয় । উক্ত স্থানের প্রশস্ত ২ তুষার ক্ষেত্রের উপর দিয়া ঐ কুকুর, ভারপূর্ণ শকট-সকল টানিয়া লইয়া যায় । গ্রীষ্ম সময়ে একটা কুকুর প্রায় আদমোদন বোঝাই টানিতে পারে, এবং শীত কালে যখন বরফের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় তখন এক এক খান গাড়িতে কতকগুলি কুকুর যোজিত করিয়াদিলে তাহারা ৫।৬ জন মনুষ্য শুদ্ধ এক ঘণ্টার মধ্যে তিন চারি ক্রোশ পথ গমন করিতে পারে, এবং এক দিবসের মধ্যে প্রায় ৩০।৪০ ক্রোশ চলিতে পারে । গাড়ি চালাইবার সময় পরিচালক উহাদিগকে প্রায় কশাঘাত করে না এবং কএকটি সঙ্কেত বাক্যদ্বারা আপনাবাঞ্ছিত পথে লইয়া যায় । অন্ধকার রাত্রিতে এবং কুজঝটিকাচ্ছন্ন সময়েও তাহারা অনায়াসে পথ চিনিয়া চলিতে পারে । আশিয়া খণ্ডের সিবিরিয়া এবং কামেঙ্কাটকা নামক স্থানে এই কুকুরের মত এক প্রকার কুকুর দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের শরীর অত্যন্ত লোমশ, এবং তাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা দেখিতেও কিছু বড় । সিবিরিয়া দেশস্থ কুকুরেরাও গাড়ি টানিতে পারে, এবং গাড়িবানের সঙ্কেত বাক্য বুঝে । হলণ্ড, সুইজারলণ্ড ফ্রান্স এবং জার্মেনী প্রভৃতি দেশেও



“a, উত্তর আমরিকার কুকুর। b, অষ্ট্রেলিয়া-দেশজ কুকুর। c, দক্ষিণ-আমরিকার কুকুর। d, স্কটল্যান্ড দেশীয়
মৃগশিকারী কুকুর। e, ডালকুতা। f, আফরিকার কুকুর। g, তিব্বত দেশীয় মাফিক কুকুর।

কুকুর দিয়া গাড়ি টানাইবার ব্যবহার আছে। শতাব্দি পূর্বে কেনেডা প্রভৃতি স্থলে, কেবল কুকুর দ্বারাই সর্ব প্রকার ভার বাহকতার কার্য নিৰ্বাহিত হইত।

কামসকাটকা প্রভৃতি স্থানের কুকুরেরা সমুদ্র ও নদী প্রভৃতি জলাশয়হইতে মৎস্য ধারণ

পূর্বক আহাৰ করে। তাহারা জলেতে পেট পর্যন্ত ডুবাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এবং নিকট দিয়া কোন মৎস্য গমন করিবার সময় অমনি ধরিয়া থায়।

কুকুরের উন্নত হইবার পূর্ব লক্ষণ। উন্নত হইবার পূর্বে প্রায় সকল কুকুরই অত্যন্ত বিসম ও

মান ভাবে থাকে, মানুষ দেখিলেই ডাকে এবং কখন আহাৰ পর্য্যন্ত পৰিত্যাগ পূৰ্বক নীরব হইয়া গৃহের এক পার্শ্বে কি অন্য নিভৃত স্থানে কাল-যাপন করে। এই রূপ অবস্থায় দুই তিন দিন থাকিয়া ক্রমে উন্মত্ত হইয়া উঠে, গাছ সম্মুখে পায় তাহাই দংশন করিতে যায়, চক্ষু অন্ধ-মাবণ হয়, সৰ্বদা মুখবিস্তার করিয়া অস্থির হইয়া বেড়ায়, জল দেখিলে অত্যন্ত ভীত হয়, এবং আপনাত প্রভুকেও চিনিতে না পারিয়া দংশন করে। কিন্তু এপ্রকার অবস্থা হইলে কুকুর প্রায় এক দিনের পরেই মরিয়া যায়। কুকুর দংশনের যত প্রকার ঔষধ আছে, সৰ্বাপেক্ষা, সেই দংশিত স্থান উত্তপ্ত লৌহদ্বারা দখ করা বা কাটিয়া ফেলাই ভাল।

কুকুর জাতি দীৰ্ঘকাল অনশন থাকিয়া ও জীবিত থাকিতে পারে। একদা একটি কুকুর ৪০ দিন পর্য্যন্ত কিছু মাত্র না খাইয়াও জীবিত ছিল। অভ্যাস করাইলে কুকুরেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপ সময় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে। এক জন রোমানকাথলিকের একটি কুকুর স্বীয় প্রভুর শিক্ষানুসারে কখনই শুক্রবারে কিছু ভোজন করিত না। আর একটি কুকুর আপন প্রভুর অনুকরণ করিয়া প্রতি রবিবারে গির্জায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হইত। শিক্ষা পাইলে উক্ত জাতি মানুষের ন্যায় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে। এক জন ভদ্র লোকের একটি কুকুর মানুষের নাম চিনিয়া বাহির করিতে পারিত। উহারা তাসের বাণ্ডলের মধ্য হইতেও তাস বাছিয়া আনিতে পারে। পুটীকঁকহিয়াছেন, যে পূৰ্বে বড় বড় লোক আত্মাদ করিয়া কুকুরের নাচ দেখিতেন। কোন কোন কুকুরকে সুশিক্ষিত মানুষের ন্যায় নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে দেখা গিয়াছে।

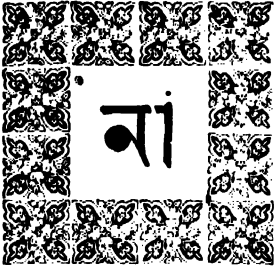
সেন্টবরনান্ড নামক পৰ্বতস্থ ধৰ্ম্ম সম্প্রদায়িদি-

গের নিকট এক প্রকার কুকুর থাকিত। এই কুকুরেরা উক্ত সম্প্রদায়িগের নিকট হইতে এমন আতিথ্য ধৰ্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল; যে তাহারা সৰ্বদা বিধিমতে পথিকদিগের উপকার সাধন করিত। এমন কি কোন ব্যক্তি যদি ভ্রমণ করতঃ দৈবাৎ তুষার মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তাহারা ঘাণদ্বারা জানিতে পারিয়া অশেষ প্রকার চেষ্টাদ্বারা তাহাকেও সে অবস্থাহইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইত।

কুকুর জাতি যেমন উক্ত প্রকার নানা বিধ উৎকৃষ্ট বিষয় সাধনে মানুষের ন্যায় কার্য্য করে, সেই রূপ কখন কখন প্রতিহিংসা ও বৈরনির্ঘাতন প্রভৃতি কার্য্যও অসাধারণ বুদ্ধির চিহ্ন প্রকাশ করে। একদা একটি বলবান কুকুর অপর একটি দুর্বল কুকুরকে দংশন করাতে এই দুর্বল কুকুর তাহার শত্রু অপেক্ষা আর একটি সবল কুকুরকে আত্মদান করিয়া তাহার প্রতি হিংসা সাধন করিল। কুকুর জাতির সৌহার্দ্য বিষয়ে অনেক অসাধারণ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন চিকিৎসক একবার একটি কুকুরের কাটা পার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত এই কুকুরের পা না ভাল হইয়াছিল ততদিন প্রত্যহ সে এই চিকিৎসকের বাটী আসিত কিন্তু ভাল হইলে আর দুই তিন মাস তাহার সাক্ষাত ছিল না। অনন্তর এই কুকুরের সঙ্গী আর একটি কুকুরের পা কোন প্রকারে আহত হইলে সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া এই চিকিৎসকের বাটী লইয়া আইল, এবং তাহাকে আরাম করিয়া দিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট নানা প্রকার বিনয় ও কাতরতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। এই রূপ অনেক বিষয়ে কুকুরের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল দেখিতে পাওয়া যায় এবং গৃহাদি মধ্যেও অনেক প্রকার উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

নারদের মায়াদর্শন।

পূর্ব লিখিতের শেষ।



না

রদ প্রাণতুল্য ব্যাধকন্যার পাণিগৃহণ করিয়া পরমসুখে সেই ব্যাধগৃহে কালযাপন করেন, এবং নানাপ্রকার উ-পায়দ্বারা আপন প্রণয়িণীর প্রীতি সাধন করেন। থাকিতে ২ তাঁহার সহিত সেই উপবনবাসী অন্যান্য লোকের সহিত সন্ধ্যা ও মৈত্রী-বন্ধন হইয়া উঠিল, এবং সকলেই তাঁহার প্রতি স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। নারদের আর সুখের সীমা নাই, তিনি, কখন বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ আমোদ করিয়া আচ্ছাদে পরিপূর্ণ হইলেন, কখন, ব্যাধ-ব্যাধিনীর স্নেহ ও বাৎসল্য ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া অনুপম আনন্দ উপভোগ করেন, এবং কোন সময় প্রাণাধিকা প্রিয়তমার প্রিয়বদনাদর্শে অকৃত্রিম প্রেমের স্পষ্ট ছবি সন্দর্শন করিয়া ত্রিভুবনকেও তুচ্ছ বোধ করেন। কখন বনহইতে নানাপ্রকার পশু বধ করিয়া আনিয়া আপনার প্রিয়তমার হস্তে সম-পর্ণপূর্বক সন্তোষ-সাগরে ভাসিতে থাকেন, কখন বা তাহার অভিলষিত এক একটি কৰ্ম সাধন করিয়া আপনাকে সর্ববিধায় কৃতকার্য বোধ করেন। নারদ কখন আপন প্রিয়াকে সঙ্গে লইয়া নানা-প্রকার রম্য স্থান ভ্রমণ করিয়া সুখী হইলেন, কখন তাহার সহিত কোন তরুমূলে বসতি করিয়া আপনাকে স্বর্গীয় পুরুষ অপেক্ষাও অধিক ভাগ্যবান অনুভব করেন, এবং কোন সময় তাহার সহিত কোন কটু তিক্ত কল ভঞ্জন করিয়াও তন্মধ্যে অনুপম উপাদেয় রসাস্বাদন করেন। কোন বিষ-য়েতেই আর নারদের নিরানন্দ ও নিকৃৎসাহ বোধ হয় না। নারদ উৎসাহপূর্বক দুর্গম অরণ্যে গমন-

পূর্বক অবলীলাক্রমে সমস্ত দিন অনশনে থাকিয়া নানাপ্রকার পশু বধ করত ভ্রমণ করেন, এবং উৎসাহের সহিত সেই পশুমাংসসকল পুন-র্বার নগরে বিক্রয় করিয়া আপনাদিগের আব-শ্যক দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনেন। নারদ কোন পরিশ্রমেই কাতর হইলেন না, কোন ক্রোশেই কেশানুভব করেন না, কাহার ভয়ে ভীত হইলেন না, এবং কোন প্রকার অশুভ আশঙ্কাতেই দুঃপাত করেন না। সর্বদা কেবল উৎসাহপূর্ণ অবলম্বন করিয়া আনন্দাকাশে উড়িতে থাকেন। নারদের আর সুখের ইয়ত্তা নাই, নারদ যে কখন কি প্রকার সুখ সন্তোষ করিবেন তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারেন না। নারদের অন্তঃকরণমধ্যে কেবল সর্বদা সুখের হিল্লোলই উঠিতে থাকে, তাঁহার কণকালের সুখ তরঙ্গ বোধ হয়, এক শতাব্দী পর্যন্ত বর্ণন করিলেও শেষ হয় না। ক্রমে নার-দের একটি সন্তান হওয়াতে তাঁহার অন্তরঙ্গ সুখ-সমীরণ আরো প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে আ-রম্ভ করিল। নারদ দিন দিন পৃথিবীতে নূতন নূতন সুখ ভোগ করিয়া ইহাকে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ধাম বলিয়া মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন। নার-দের নবপ্রসূত শিশু যেন তাহার জনক জননী ও প্রাচীনা ব্যাধ-ব্যাধিনীর হৃদয়াকাশের এক-মাত্র তরুণাকণকপ হইয়া আবির্ভূত হইল, এবং শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের সকলেরি হৃদয়াক্ষকার দূর করিতে লাগিল। এই কাণে কিছু দিন যায়; অনন্তর কালবশে একে একে সেই ব্যাধ ব্যাধি-নীর মৃত্যু হইল, এবং নারদ একে বাুরে নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। সংসারের সমস্ত ভারই একেবারে নারদের উপর পতিত হইল, এবং সেই ব্যাধ-ব্যাধিনীর মৃত্যু-শোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে দুঃখাশি-সঞ্চার-

রেরও সূত্রপাত হইল। যদিও তিনি তখন পর্য্যন্ত আপন প্রিয়তমা ও প্রিয়তমের মুখ সন্দর্শন করিয়া সর্বদাই পূর্বের ন্যায় সুখসাগরে ভাসিতেন, কিন্তু এক এক 'সময়' ব্যাধ-ব্যাধিনীকে স্মরণ হইলে তাঁহার মন বিষাদগুস্ত হইয়া পড়িত। পূর্বে তিনি কেবল আপন প্রণয়িনীর মুখমাধন ও প্রীতিবর্জন করিবার নিমিত্তই ব্যস্ত থাকিতেন, এবং তাহা করিতে পারিলেই আপনাকে সর্ব-বিধায় চরিতার্থ মনে করিতেন। এক্ষণে আবার তদধিক পুত্রটির লালন পালন লইয়া তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নূতন চেষ্টা ও নূতন আয়াসের পথ অন্বেষণ করিতে হইল। পূর্বে তিনি কেবল এক মাত্র প্রণয় ভাবেরই অধীন ছিলেন; এক্ষণে আবার দৃঢ়তর বাৎসল্য-ভাবের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে তাঁহার মনে ক্রমে ক্রমে অনেক প্রকার নূতন নূতন ভাব আসিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল, এবং অম্পে অম্পে অবস্থারও পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইল। পূর্বে যেমন সর্বদাই কেবল প্রসন্নভাবে ও প্রফুল্লাস্ফুরণে প্রণয়িনীর প্রীতি-ভাব চিন্তা করিয়াই পরম সুখে কালক্ষেপ করিতেন, এক্ষণে আর নির্বিষে ও নির্বিবাদে সে প্রকার করিতে পারেন না। কখন আপনাদিগের সংসারের কর্ম কার্য লইয়াও ব্যস্ত হইতে হয়, কখন পুত্রটির প্রতিপালন জন্যও উৎকণ্ঠিত হইতে হয়, এবং কখন আর আর প্রকার গৃহকর্ম্য লইয়া ও চিন্তাকুল হইতে হয়।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে নারদের যত আর ও দুই একটি সন্তান হইতে আরম্ভ হইল, ততই আর ও পূর্ব-ভাবের অভাব হইতে লাগিল। তিনি একাকী বন হইতে পশুহিংসা করিয়া যে কিঞ্চিৎ জীবিকা উপাঞ্জন করেন তদ্বারা তাহাদিগের সকলের সুন্দররূপে ভরণ পোষণ হইয়া উঠে না, এবং

সেই ব্যাধকন্যা একাকিনী ও সকল সন্তান গুলিকে সুন্দররূপে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। ইহা সন্দর্শন করিয়া নারদ পূর্বাশ্রমে অধিকতর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ অতি প্রত্যাশে গাত্রোথান করিয়া মৃগয়ার্থ বন গমন করিয়া সমস্ত দিন অনশনের পর সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করেন, এবং গৃহে আসিয়া আবার আপন প্রণয়িনীকে সাম্প্রতিক সমস্ত কর্ম করিতে অশক্ত দেখিয়া আপনিও তাহার অধিকাংশ নির্বাহিত করেন। তাঁহার আর আপনার শরীরের প্রতি ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই; কি প্রকারে সেই সন্তানগুলির ও স্ত্রীর কষ্ট দূর হইবে কেবল সেই চেষ্টাতেই তিনি দিবানিশি আহার নিদ্রাপরিত্যাগ করিয়া গোমহিষাদি ভার-বাহী পশুর ন্যায় পরিশ্রম করিতেই রত থাকেন; কিন্তু তথাপি তাহাদিগের কষ্ট দূর করিতে পারেন না, দেখিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন। ক্রমে নারদের এমনি অবস্থা হইয়া পড়িল যে আর এক নিমেষ মাত্রও তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার উপায় রহিল না, এবং একবার মাত্রও তিনি বিশ্রাম পাইতে পারিতেন না। কখন বন মধ্যে গমনপূর্বক পশু হিংসা করিয়া নগরে বিক্রয় করেন, কখন নগর-হইতে ভোজ্য সামগ্রী সকল আনয়ন করিয়া গৃহীণীকে প্রদান করেন, কখন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কাষ্ঠাদি সঙ্গ্রহ করিয়া আনেন, এবং কখন বিক্রয় করিবার জন্য সেই সকল কাষ্ঠ পুনর্ব্বার কুঠারদ্বারা গৃহেতে ছেদন করেন। কখন একটি সন্তানকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহাকে আহালাদি প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করেন, কখন অন্য সন্তানটিকে গৃহের নিকট না দেখিতে পাইয়া তাহাকে নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করেন। নারদ রাত্রিতে নিদ্রা পরিত্যাগ

করিয়া পর দিনের গৃহকার্যসকল প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এবং দিবাভাগে আহারশূন্য হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করেন। এইরূপ নানা বিধ অতিশ্রম ও অত্যাচারদ্বারা নারদের সবল শরীর ক্রমে দুর্বল হইতে লাগিল, এবং প্রসন্ন মন একেবারে বিষন্ন হইতে আরম্ভ হইল। তিনি অতি শ্রমে শ্রান্ত হইয়া এবং গুরু ভারে আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অকালেই তাঁহার যৌবন চিহ্নসকল তিরোহিত হইতে লাগিল; আর তাঁহার কিছু মাত্র শক্তি সামর্থ্য রহিল না। এদিকে নারদের সন্তান-সন্ততি গুলি ক্রমে বড় হওয়াতে তাঁহার নিত্য-প্রয়োজনেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তথা তিনি দিন দিন অসমর্থ হইয়া পড়াতে আবশ্যক মত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে না পারায় ক্রমে কষ্টেরও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। সন্তান গুলি আপনাদিগের ইচ্ছামত আহারাदि প্রাপ্ত না হইয়া সর্বদা রোদন করে, এবং গৃহিণীও তাহাদিগের ক্লেশ দেখিয়া সর্বদা বিরস-ভাবে ও বিষন্ন-বদনে কালক্ষেপ করেন। ইহা দেখিয়া নারদ অত্যন্ত অসুখী হইতে লাগিলেন, কিন্তু কি করিবেন! আপনি শক্তিহীন, সুতরাং তাহার আর কোন প্রকার উপায় করিতে না পারিয়া মনের দুঃখ মনেতেই সংবরণ করেন।

নারদ মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিবাসী ও পরিচিত লোকের মধ্যে যাহারা সর্বদাই তাঁহার প্রতি-স্নেহ-মমতা প্রকাশ করিত, এবং যে সকল লোক নানা প্রকারে তাঁহার উপকার করিবার ভাব দেখাইত, অসময়ে তাহারা অবশ্য তাঁহার সহায়তা করিবে, এবং তাঁহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা পাইবে; কিন্তু তিনি যে সকল লোকের নিকট হইতে উপকার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার কোন প্রকার উপকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে অসমর্থ ও অনির্বিশ্ব

দেখিয়া পাছে কোন উপকার করিতে হয় এই আশঙ্কায় তাঁহার পথে চলাও রহিত করিল। কেবল বন্ধুবান্ধবই কেন? তাঁহার যে প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পূর্বে তাঁহাকে জীবনের অপেক্ষাও অধিক যত্ন করিয়াও তৃপ্ত হইত না, এবং কি প্রকার প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, সেও তাঁহাকে অসমর্থ ও অবসন্ন দেখিয়া ক্রমে অযত্ন প্রকাশ ও অপ্রিয় সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিল। নারদ সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া এক দণ্ড বিশ্রাম করিতে নসিলে ব্যাধকন্যা অমনি তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গুর্জ্জন করিয়া অন্য কর্ম করিতে আদেশ করিত, এবং তিনি যথার্থতঃ কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতায় কাতর হইলেও গৃহিণী তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া মহা রোষ প্রকাশ করিত। ব্যাধকন্যার তাড়না ও ভৎসনায় নারদকে কখন মুখের গুমস পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে কার্যান্তর সাধনার্থে যাইতে হইত, এবং কখন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে হইত। যে ব্যাধকন্যা পূর্বে মুখের গুমস মিষ্ট বোধ হইলে অমনি তাহা নারদের জন্য রাখিয়া দিত, সেই এখন নারদকে ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলও একবার প্রসন্ন মুখে প্রদান করে না, এবং নারদ সমস্ত দিবস অনশন থাকিলেও একবার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করে না। নারদ দেখিলেন যে তিনি যাহাদিগের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া নানামত ক্লেশ স্বীকার করেন। প্রকৃত রূপে তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করা দূরে থাকুক, ক্রম কালের জন্যও তাহাদিগের প্রসন্ন বদন দেখিতে পান না। কখন গৃহিণী বিরক্ত হইয়া নানা প্রকার তিরস্কার করিতে থাকেন, কখন সন্তানেরা ক্রুদ্ধ হইয়া শারীর দণ্ড পর্যন্ত করিতে উদ্যত হয়। এইরূপে দিন দিন নারদের যৎপরোনাস্তি

দুরবস্থা হইতে লাগিল। নারদ যে এত দরিদ্রতায় কাতর হইয়াছিলেন, এবং নানাপ্রকার ক্লেশে কষ্টে হইয়াছিলেন তথাপি সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া আপনার সম্ভানাদির দুঃখ দূর করিবার নিমিত্তই যথোচিত চেষ্টা পাইতেছিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার প্রাণতুল্য প্রেমসীর ভাবান্তরসন্দর্শন করিয়া তিনি একেবারে বিষম ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আপনার জীবনের প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। নারদ এক এক বার মনে করেন, “যে হায়! যাহাদিগের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের জন্য আমি আহাৰ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপর্যন্ত উৎসর্গ করিলাম, তাহারাই যখন আমার প্রতি এপ্রকার বিক্রম হইল, তখন আর আমার এ সংসারে থাকিয়াই বা কি কল? এবং এ জীবন ধারণ করিয়াই বা আর কি প্রয়োজন? হয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হই, নয় অন্য কোন প্রকারে এ জীবনের শেষ করিয়া সকল দুঃখেরই অন্ত করি।” কিন্তু নারদের এ সকল কল্পনা কেবল মনেতে উদ্ভিত হইয়া পুনর্বার মনেতেই বিলীন হয়। নারদ প্রত্যহ রজনীতে চিন্তা করেন যে কল্য মৃগয়ার্থ বনগমন করিয়া আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, যে দিকে চক্ষু যায় অমনি সেই দিকেই গমন করিব; কিন্তু প্রতিদিনই মৃগয়ায় যাত্রা করিয়া পরিবারের মায়ায় পূর্বমত পরিশ্রম করিয়া পশুবধ করণান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করেন, এবং বার বার আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইয়া বার বারই তাহাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়েন। পরিবারদিগের তিরস্কার ও লাঞ্ছনার যন্ত্রণায় তিনি সংসারের মধ্যে তিষ্ঠিতেও পারেন না, এবং তাহাদিগের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সংসার ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতেও পারেন না। এইরূপে কিছু দিন যায়, এক দিন রজনীতে ব্যাধকন্যা নারদকে কহিল, “তোমার হস্তে পড়িয়া আমি সকল প্রকার সুখ প্রাপ্ত্যুই ভোগ করিলাম, কখন এক দিন কোন

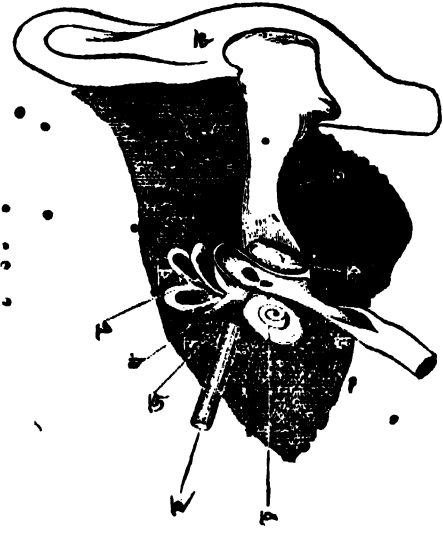
স্থানান্তর একটু গিয়া বুড়াইতেও পাইলাম না। কত লোক কত প্রকার আমোদ করিতেছে, কত লোক কত স্থানে গমন করিয়া কত প্রকার যাত্রা মহোৎসব সন্দর্শন করিতেছে, আমার ভাগ্যে কখনই সে সকল ঘটবার উপায় নাই। চিরদিন কেবল এই সংসারের দুঃখ চিন্তা ও ক্লেশ কষ্ট লইয়াই জীবন গত হইল। শুনিতছি কল্য প্রাতে এখানকার সকল লোকেই গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিবে, কেবল এই কাল সংসারের জন্য আমারই যাইবার উপায় নাই।” ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাধকন্যা নারদ কহিলেন, “কেন, তোমার ইচ্ছা হয় তুমিও অনায়াসে গমন কর, বরং আমি সম্ভান গুলিকে লইয়া গৃহে থাকিব, এবং গৃহের সমস্ত কৰ্মই করিয়া রাখিব।” ব্যাধকন্যা কহিল, “না যদি কল্য আমার গঙ্গাস্নানে যাওয়া তোমার অভিমত হয় তবে তুমি ও ছেলেগুলি ও আমাকে আপনার সঙ্গে করিয়া লইয়া চল।” নারদ তাহাতে আত্মদুঃখপূর্বক সম্মত হইলেন, এবং পর দিন প্রাতে তীর্থস্থানে যাত্রা করিলেন। নীচ জাতি ব্যাধ দেখিয়া কেহ পাছে ঘৃণা ও অপমান করে এই আশঙ্কায় নারদ সপরিবারে এক প্রাস্তর ঘাটে উপনীত হইলেন। সম্ভানগুলিকে ক্রোড়, কক্ষ ও স্কন্ধ হইতে একে একে ভূমিতে নামাইলেন, এবং আপনি সর্বাঙ্গে স্নান করিয়া গৃহিণীকে স্নান করিতে কহিলেন। ব্যাধকন্যা একে একে সকল সম্ভান-গুলির গাত্র মার্জ্জন ও অঙ্গ পুষ্কালন করিয়া দিয়া তীরে রাখিয়া আপনি স্নান করিতেছেন, এবং নারদ তটের উপর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ নদীহইতে প্রবল বেগে এক পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া সমস্ত তীর প্রাবিত করিল, এবং ব্যাধকন্যা ও তাহার সম্ভানগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ব্যাধকন্যা “জাহি জাহি! রক্ষা কর! রক্ষা কর,” উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ আন্তর্নাদ করিতে নারদের সে দিকে দৃষ্টিপাত হইয়া “হায় হায়, কি হইল। কি

হলো! গেল গেল,” বলিয়া তিনি একেবারে শোকেত জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই জলে লক্ষ প্রদান করেন, এমন সময় ভগবান্ বিষ্ণু, নারদের পশ্চাতে আগমনপূর্বক তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তাঘাত করিয়া কহিলেন, “ও নারদ! কি নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ? আর কি তোমার ভগবান্ মায়া দেখিবার ইচ্ছা আছে?” বিষ্ণুহস্তস্পর্শে নারদ তৎক্ষণাৎ মায়ামুক্ত হইয়া আপনার পূর্বের সমস্ত ভাব প্রাপ্ত হইলেন, এবং পূর্বে যে মন্দাকিনীতে স্নান করিতে অবরোহণ করিয়াছিলেন, আপনাকে তত্ত্বীরে দর্শন করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। নারদ চতুর্দিক্ অবলোকনপূর্বক কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া মনে মনে সকলই ভগবানের মায়ার কন্ম বলিয়া স্থির করিলেন। এবং উদ্দেশে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া দুই নেত্রে অশ্রুধারা বিসর্জন করত কহিলেন, “হে ভগবন! আমি মূঢ় অজ্ঞান, আমাকে কমা কর, আর যেন কোন কালে আমাকে তোমার মায়ায় পতিত হইতে না হয়। আমি বুঝিলাম যে যাহারা তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহারা তোমার তত্ত্ব কিছুই জানে না।” এই কপে নারদ ভগবানের বহুবিধ স্তবস্ততি করিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

আমরা কি প্রকারে শ্রবণ করি?



রার সাহায্যেই আমরা পদার্থের জ্ঞান প্রাপ্ত হই; তদভাবে আমরা জীবিত থাকিয়াও অচেতন হইতাম। ঐ শিরাসকল মস্তকভ্যন্তরস্থ মস্তিস্কহইতে নির্গত হইয়া শরীরের সর্বত্র অতি সূক্ষ্ম শাখায় ব্যাপ্ত করে, এবং আপন আপন ধর্মানুসারে ঐ শাখার সূক্ষ্মাণুে যে কোন পদার্থের সংযোগ হয় তাহার জ্ঞান মস্তিস্কে



কর্ণ।

অনয়ন করে; মস্তিস্ক-মধ্যে আত্মা দ্বারা তাহা অনুভূত হয়। এই প্রথানুসারে আমাদের গাত্রে কোন দ্রব্যের স্পর্শ হইলে যে সকল শিরা ত্বচে ব্যাপ্ত আছে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার সংবাদ মস্তিস্কে লইয়া যায়। মস্তিস্ক সেই সংবাদের সমালোচন করিয়া ঐ স্পৃষ্ট পদার্থ কি, তাহা নিরূপিত করে; তাহা হইলেই আমাদের স্পর্শজ্ঞান হইল। এই প্রকারে জিহ্বার উপর কোন পদার্থ পড়িলে জিহ্বাতে ব্যাপ্ত শিরাদ্বারা স্বাদের অনুভব হয়। কর্ণ-মধ্যে এই প্রকার এক শিরা আছে; তাহা কর্ণভ্যন্তরে ব্যাপ্ত থাকিয়া শব্দের সহিত স্পৃষ্ট হইলেই তাহার সংবাদ মস্তিস্কে প্রদান করে। মস্তিস্কে সেই শব্দের গোচর হইলে গুরু-লঘুত্বের প্রভেদে তাহা পূর্বকৃত শব্দ কি না নিশ্চিত হইয়া তাহার পরিজ্ঞান হয়। এই লক্ষণের পর্যালোচনা করিলে ইহা নিশ্চয় বোধ হইবে যে যাহাতে শব্দের সহিত শ্রবণনিষ্পাদক শিরার উত্তমরূপে স্পর্শ হয় তাহা করিলেই শ্রবণেন্দ্রিয় নিষ্পন্ন হইল। ফলতঃ কর্ণ সেই কপেই নির্মিত হইয়াছে, এবং তাহার পরিজ্ঞান-প্রদর্শনই আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

শব্দ পদার্থ বিশেষের কম্পন। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যে প্রকারে লোষ্ট্রাহত স্থানহইতে চতুর্দিকে চক্রাকারে তরঙ্গ প্রসৃত হয়, বায়ুও সেই প্রকারে আহত হইলে কম্পিত হইয়া উন্মিষৎ চতুর্দিকে বহুদূর প্রসৃত হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই শব্দ বোধ হয়, সুতরাং এই প্রস্তাবের নিমিত্তে শব্দকে স্থূল কথায় বায়ুর তরঙ্গবিশেষ বলা যায়। এই বায়ুতরঙ্গ যাহাতে শ্রবণ শিরার উপর আঘাত করিতে পারে তাহা নিষ্পন্ন করাই কর্ণের উদ্দেশ্য। সেই আঘাত যত প্রগাঢ়রূপে হইবে ততই শব্দ স্পষ্ট ও উগ্ৰ বোধ হইবে। অতএব শব্দায়মান বায়ু তরঙ্গসকলকে একত্র করিয়া শ্রবণ শিরার উপর আনয়ন করাই কর্ণের অভিপ্রেত, এবং কর্ণ যে প্রকারে রচিত হইয়াছে তাহাতে এই কর্ম অতি সূক্ষ্মরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আশু-বোধ হইতে পারে যে গাত্রের সর্বত্র শ্রবণ-শিরা ব্যাপ্ত থাকিলে অনায়াসে শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গ স্বরূপ শব্দ সর্বত্র স্পর্শ করিতে পারিত, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় স্বচৈ সংস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তথায় অন্য ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি হইতে পারে না; এই প্রযুক্ত বিশ্বসৃষ্টা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের পৃথক ২ স্থান নির্ণীত করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তকের উভয় পার্শ্বে আছে। তাহার নাম কর্ণ। এই কর্ণের অবস্থানভেদে তাহাকে তিন অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে; তদ্যথা, প্রথম বহিঃকর্ণ; দ্বিতীয়, মধ্য কর্ণ, ও তৃতীয় অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণের অবয়ব সকলেরই বিদিত আছে, এবং মুদ্রিত চিত্রের ক চিত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে। তাহার দুই অঙ্গ, কর্ণদল এবং শঙ্কুলি বা কর্ণকুহর। কর্ণদলের মধ্য-দেশ নিম্ন তাহাকে কর্ণপুটশব্দে কহে, ও পার্শ্ব-উচ্চনীচ শীতাংশ বিশিষ্ট। কর্ণদলের এই রূপ অসম হইবার প্রয়োজন কি তাহা অনেকে অনুভব করিতে পারেন না। বহিঃকর্ণের/প্রয়োজন কি ইহা বিদিত হইলে কর্ণ

দলের এই অসমতার প্রয়োজনও অনুভূত হইবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে শব্দায়মান বায়ুর তরঙ্গকে সমুদ্র করিয়া শ্রবণ শিরার উপর নিক্ষেপ করাই কর্ণের পুধান কার্য; সেই তরঙ্গ প্রথমতঃ বহিঃকর্ণেই আসিয়া আহত হয়, সুতরাং তাহার কার্য এই যে এই তরঙ্গকে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করায়। কর্ণদল যদ্যপি মধ্যে গহ্বর ও পার্শ্বে শীতাবিশিষ্ট না হইয়া চেপটা হইত তাহা হইলে তাহাতে বায়ুর তরঙ্গরূপ শব্দ আসিয়া আহত হইলে কর্ণের স্থিতিস্থাপকতা-গুণে তাহা প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। কর্ণদলপুট ও শীতাবিশিষ্ট হওয়াতে তাহা প্রতিহত না হইয়া জল স্রোতের ন্যায় পরিচালিত হইয়া কর্ণকুহরে আনীত হয়। শব্দ দূরহইতে আগত হইলে বা অত্যন্ত মৃদু হইলে বায়ুর তরঙ্গ অধিক করিয়া প্রবিষ্ট করাইবার মানসে মনুষ্য কর্ণের নিকট হস্তের চুলুক ধারণ করিয়া কর্ণের আয়তন বৃদ্ধি করে, এবং তাহাতে কর্ণের মধ্যে শব্দের তরঙ্গ প্রচুররূপে প্রবিষ্ট হইয়া শব্দের স্পষ্টতা সিদ্ধ করে। যাহারা মৃদু কথা শুনিবার নিমিত্ত কর্ণে হস্ত দেন তাহারা অনেকে জ্ঞাত নহেন যে তদ্বারা তাহারা কর্ণের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া অনেক শব্দ এক কালে কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট করাইতেছেন, তত্রাপি পরীক্ষা-দ্বারা তাহারা নিশ্চয় জানেন যে কর্ণে হস্ত দিলে অধিক শ্রবণ করা যায়। শশক-হরিণাদি পশুরা দুর্বল, এবং তাহাদের শত্রু অধিক; সেই শত্রুহইতে পলায়ন করাই তাহাদের রক্ষার একমাত্র উপায়; অতএব শত্রুর আগমনের শব্দ অতিশীঘ্র শ্রবণ করা তাহাদের প্রয়োজনীয়। বিশ্বসৃষ্টা তদর্থে তাহা-দিগকে এতাদৃশ ক্ষমতা দিয়াছেন, যাহাতে তাহারা অনায়াসে কর্ণদল সঞ্চালন করিতে পারে, এবং মধ্যে ২ পূর্ব পশ্চিমাदि ভিন্ন ২ দিকে কর্ণদলের মুখ ফিরাইয়া কোন্ দিগ্‌হইতে কি প্রকার শব্দ আসি-তেছে তাহার সংবাদ লইতে পারে, এবং সংবাদের

দিগ্ অনুসারে কোনদিগে লাগাইতে হইবে তাহার স্থির করে। চকিত হইলে এই পশুরা যে প্রকারে কর্ণদল সঞ্চালন করে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। অশ্বেরা অতি বেগে ধাবমান হইবার সময় কর্ণদলের মুখ পশ্চাতে বক্র রাখিয়া তাহাতে বায়ু আহত হইতে দেয় না। স্বাপদ জন্তুর কর্ণদল সঞ্চালিত হইবার আবশ্যক নাই; তাহা সম্মুখে বিস্তৃত থাকে; এই উপায়ে তাহারা মৃগব্য পশুর শব্দ শীঘ্র জ্ঞাত হইতে পারে। মনুষ্যের মস্তক অনায়াসে পার্শ্ব বক্র করা যাইতে পারে এই প্রযুক্ত কর্ণদলকে সঞ্চালনের ক্ষমতা মনুষ্য প্রাপ্ত হয় নাই। মৎস্যদিগের কর্ণদল নাই, কারণ জলে শব্দ অনায়াসে প্রচলিত হইয়া কর্ণদুন্দুভিতে আহত হইতে পারে; তন্নিমিত্ত কর্ণদলের সাহায্য প্রয়োজনীয় নহে। বিহঙ্গদিগেরও কর্ণদল দৃষ্ট হয় না। শঙ্কুলি বা কর্ণকুহর বহিঃকর্ণের অঙ্গ। মনুষ্যে এই কর্ণকুহর ১০ বুরুল দীর্ঘ, এবং উর্দ্ধে দ্বিগুণ ন্যূন। এই কুহরের অন্তঃসীমা এক খানি সূক্ষ্ম ত্রুচে আবৃত। এই ত্রুচ খানি দুন্দুভির পটের ন্যায় বিস্তৃত, এই প্রযুক্ত তাহাকে কর্ণদুন্দুভি শব্দে বলা যায়। (চ চিহ্নে) এই ত্রুচের পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র অণ্ডাকার কোটর আছে। তাহার আয়তন। অতি ক্ষুদ্র চিত্রে তাহা (ব চিহ্নে) ব্যক্ত আছে। এই কোটরের নিম্নভাগে এক সূক্ষ্ম নলিকা দৃষ্ট হয়, গ চিহ্নে তাহার অবয়ব বিবৃত হইয়াছে। তাহা দীর্ঘীভূত হইয়া মুখ পশ্চাতে গলগুহায় মিলিত হয়। তাহার নাম ইউষ্টেকীয় নলী, কারণ ইউষ্টেকস সাহেব তাহার প্রথম বর্ণন করেন। তাহা দ্বারা মুখের সহিত কর্ণ কোটরে যাতায়াতের পথ সিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ বাহ্য উপরে উক্ত হইল তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবে যে কর্ণকুহর দিয়া মস্তকে প্রবেশ করিবার পথ নাই; তাহা এক খানি সূক্ষ্ম ত্রুচ দ্বারা আবদ্ধ; কিন্তু মুখ দিয়া কর্ণকোটে প্রবেশের পথ আছে। পরন্তু এই পথ, অতি সূক্ষ্ম, তদ্বারা কর্ণমধ্যে কেবল

বায়ুরই সমাগম হইতে পারে, অন্য কিছুর প্রবেশ হয় না। এই কাপে কর্ণকোটরস্থ বায়ুর সহিত মুখাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সংযোগ থাকায় এবং নাসিকা দ্বারা উভয়ের বাহ্য বায়ুর সহিত সংযোগ হওয়াতে এক পরম উপকার হইয়াছে। ইহা বিদিত আছে যে বাহ্যবায়ু সর্বদা এক কাপ থাকে না; উত্তাপাদির কারণে কখন ঘন কখন বা পাতল হইয়া থাকে। কর্ণকোটরস্থ বায়ুও সেই কারণে কখন ঘন কখন বা পাতল হইতে পারে। যদিপি কর্ণ কোটরের সহিত উক্ত ছিদ্র দ্বারা মুখের সংযোগ না থাকিত তাহা হইলে কোটরস্থ বায়ু উত্তাপে স্ফীত হইয়া স্থানাভাবে কর্ণ বিদারণ করিয়া নির্গত হইত; অথবা বাহ্য বায়ু কোন কারণে ঘনীভূত হইয়া গুরুভারবিশিষ্ট হইলে অল্প ভার বিশিষ্ট কর্ণকোটরস্থ লঘু বায়ুকে দাবন করিলে এই কর্ণদুন্দুভি ভগ্ন হইয়া বাহ্য বায়ু কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইত। পূর্ব বর্ণিত ইউষ্টেকীয় নলী থাকায় সে ব্যাঘাত হয় না। কোটরে বায়ু স্ফীত হইলে তদ্বারা তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া, এবং বাহ্য বায়ু গুরু হইলে কিঞ্চিৎ এই নল দ্বারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

কর্ণকোটর অস্থি মধ্যে স্থিত, সুতরাং অস্থি দ্বারা আবৃত; কেবল তাহার পুরোভাগে কর্ণ কুহরের অন্তঃদ্বারে কর্ণদুন্দুভি নামক ত্রুচে আবৃত এক ছিদ্র, নিম্নে ইউষ্টেকীয় ছিদ্র, এবং পশ্চাতে অপর দুই ছিদ্র আছে। শেষোক্ত ছিদ্রদ্বয়ের একটা গোল এবং অপরটা অণ্ডাকার। এই প্রযুক্ত তাহারা গোল বিল এবং অণ্ডবিল নামে খ্যাত, (জ ও চ চিহ্ন) গোলবিল এক খানি সূক্ষ্ম ত্রুচে আবৃত, এবং অণ্ডবিল হইতে কর্ণদুন্দুভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা অস্থি শৃঙ্খল আছে, তাহা চারি খানি অতি ক্ষুদ্র অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়, শব্দায়মান বায়ু তরঙ্গ কর্ণকুহর দ্বারা আসিয়া কর্ণদুন্দুভিতে আহত

হইলে তাহার কম্পন হয়। সেই কম্পনে অস্থি শৃঙ্খলের কম্পন হয়, সেই কম্পন গিয়া কোটরের পশ্চাদ্ভাগস্থ অণ্ডাকার ছিদ্রের আবরণে আহত হয়। উক্ত ছিদ্রের পশ্চাদ্ভাগকে অন্তঃকর্ণ কহা যায়। তাহাই শোভেন্দ্রিয়ের আধার। শ্রবণ শিরা এ স্থানে আসিয়া বিস্তৃত হওত শব্দের অনুভব করে। এ শ্রবণ শিরার সুরক্ষণ নিমিত্ত উক্ত স্থান অতিব দৃঢ় অস্থিতে আবৃত থাকে, এবং তাহা মস্তকের মধ্যে এমন স্থানে সংস্থাপিত আছে, যথায় বাহ্যকারণে কদাপি তাহার অনিষ্ট হইতে পারে না। মুদ্রিত চিত্রে এ দৃঢ় স্থানের অন্তর ভাগের ক্রিপণ আকৃতি, তাহার প্রদর্শনের নিমিত্ত উপরের অস্থি ছেদিত করিলে যে রূপ অবস্থা হয় সেই রূপ অবয়ব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার প্রুতি অবলোকন করিলে ব্যক্ত হইবে যে অন্তঃকর্ণ তিন অংশে বিভক্ত হয়; তাহার এক অংশ দেখিতে কণ্ঠ বা গঁড়ীর সদৃশ (চ চিত্র)। এই কন্ঠর উর্দ্ধভাগে একটি গহ্বর আছে, (ন চিত্র); এবং তদুপরি তিনটি অর্ধ চক্রাকার প্রণালী দৃষ্ট হয় (চ চিত্র)। এই তিন অংশের পরস্পরের সহিত সংযোগ আছে এবং তাহাদের সমস্ত আয়তন এক প্রকার রসে পরিপূর্ণ। উক্ত রসে অতি সূক্ষ্ম ত্রৈক কণ্ডু ২ কোষ ভাসমান আছে, এবং এ কোষসকলে শ্রবণ শিরার শাখাসকল বিস্তারিত থাকে। কেরাটি হইতে কণ্ঠমধ্যে আগমনের নিমিত্ত অন্তঃকর্ণের পশ্চাতে একটি ছিদ্র থাকে; মুদ্রিত চিত্রে তাহা ছ চিত্রে ব্যক্ত হইবে। শ্রবণ শিরা মস্তিস্কহইতে প্রলম্বিত হইয়া এ ছিদ্রদ্বারা কণ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হওত পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম কোষে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গ কণ্ঠদলে সজ্জীত হইয়া কণ্ঠকুহরদ্বারা প্রবিষ্ট হওত কণ্ঠদুন্ডুভিতে আহত হয়। তাহাতে কণ্ঠদুন্ডুভি কম্পিত হইয়া শব্দের গাঢ়তার বৃদ্ধি করে। কণ্ঠদুন্ডুভির কম্পনে মধ্যকর্ণের অস্থি শৃঙ্খলও কম্পিত হইয়া উঠে, এবং সেই কম্পন

অণুবিলে নীত হইয়া (খ চিত্রে) অন্তঃকর্ণের গহ্বরস্থ তরল পদার্থকে কম্পিত করে, তাহা দ্বারা শ্রবণ শিরার শাখাসকল আহত হইলেই মনে শব্দ জ্ঞান হয়। অপর কণ্ঠদুন্ডুভির কম্পনে কণ্ঠকোটরস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া থাকে, এবং সেই কম্পনে গোলবিলের (জ চিত্র) ক্ষুদ্র কম্পিত হইয়া থাকে, তথা তৎসাহায্য গহ্বরস্থ (ন চিত্র) রস কম্পিত হইয়া শ্রবণ শিরাকে শব্দজ্ঞান প্রদান করে। অপর মুখব্যাধান করিলে ইউষ্টেকীয় নলদ্বারা শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গ কথঞ্চিৎ মধ্য কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এবং তথাহইতে গোলবিলের ক্ষুদ্র আহত হইয়া শ্রবণ শিরায় শব্দজ্ঞান প্রদান করে। অনেকেরই দেখিয়াছেন যে যে সকল ব্যক্তির কণ্ঠদুন্ডুভি বিকল হইবায় ঈষদ্ বধির হইয়াছে তাহারা মুখ ব্যাধান করিয়া বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে। তাহার অভিপ্রায় এই যে কেশক কণ্ঠকুহর দিয়া প্রবিষ্ট হওত শব্দজ্ঞান না জন্মাইতে পারে, তাহার কিয়দংশ মুখ দিয়া প্রবিষ্ট হওত শব্দ বোধ জন্মাইবে।

শব্দের মৃদু ও শব্দতা, তাহার সুশ্রাব্যতা ও কটুতা, তাহা দূরাগত, কি নিকটাগত, প্রভৃতি শব্দের বৈলক্ষণ্যসমস্ত বর্ণিত শব্দায়মান বায়ু তরঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঠক বৃন্দের অবশ্যই দৃষ্ট হইয়াছে যে জলের যে ভাগে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায় তাহার যেকোন তরঙ্গসকল পরস্পর নিকটস্থ ক্ষতগামি হইয়া থাকে, দূরে তাদৃশ হয় না; প্রত্যুত তথায় প্রত্যেক তরঙ্গ অতি দূরস্থ ও মৃদুগামি বোধ হয়। বায়ুর তরঙ্গও সেই রূপ পরস্পর নিকটস্থ বা দূরস্থ হইলে, শব্দ দূর বা নিকট হইতে আসিতেছে তাহার অনুভব হইয়া থাকে। অপর বায়ু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপ্য, এই প্রযুক্ত তাহার কম্পন ও নানা জাতীয় হইয়া থাকে; সেই কম্পনের জাতিভেদে শব্দের সুশ্রাব্যতা, মৃদুতা ও প্রকৃতির ভেদ হয়।



